হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসা বিধান।

এই গ্রন্থে সমস্ত পীড়ার বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় পীড়ানিচয়ের সবিস্তার বর্ণনা, নিদান ও চিকিৎসা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ঔষধনির্ব্বাচন প্রদর্শিকা এবং ঔষধের শক্তি-মীমাংসাও পাইবে।

প্রথম খণ্ড।

[ষষ্ঠ সংস্করণ।]

পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী (কালীমাই) এল, এম, এস, প্রণীত।

এই চিত্রখানি রেজিষ্টারী করা Trade mark জানিবেন ; ডাঃ কালীর প্রত্যেক পুস্তকে ক্রেতাগণ সাবধানে ইহা দেখিয়া লইবেন।

HOMŒOPATHIC
PRACTICE OF MEDICINE
VOL. I.

SIXTH EDITION.

CHANDRA SEKHAR KALI L. M. S.
Corresponding member of the "American Institute of Homœopathy" Graduate of the Medical College, Calcutta; Homœopathic Physician and Surgeon Specialist in diseases of the eyes; Author of the Brihat Olautta Samhita or The Large Cholera Treatise and of Keynotes to cure. Lecturer of the Practice of Medicine. & Secretary to The Calcutta Homœopathic College &c. &c. &c.

CALCUTTA.

PUBLISHED BY THE AUTHOR

150, CORNWALLIS STREET, SIMLA POST OFFICE.

PRINTED BY R. C. MITTRA AT THE "VISVAKOSHA PRESS

20 Kantapoker Lane, Bagbazar, Calcutta.

———0———

10th April 1908.

মূল্য ৩৲ টাকা।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

সর্ব্বারোগ্যদায়িনী সেই আদ্যাশক্তির পদে প্রণিপাত করিয়া এই সংস্করণ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সহ প্রকাশিত করিলাম। ১০ই এপ্রিল, ইং ১৯০৮ সন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দেবশর্ম্মা।

সাবধান!!!

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

< এতাদৃশ চিহ্ন যে যে অবস্থার পূর্ব্বে বসিয়াছে তাহাদের দ্বারা লক্ষণ বা রোগের বৃদ্ধি বুঝায়। > এতাদৃশ চিহ্ন উপশম বুঝায়। যথা < নড়াচড়াতে অর্থাৎ নড়াচড়াতে বৃদ্ধি বুঝিবে। > গরম জলপানে অর্থাৎ গরম জলপানে উপশম বুঝিবে।

Samuel Hahnemann.

মহাত্মা হানিমান।

কীর্ত্তির্যস্য হি "অমিয় পথঃ"।
নাশায় চ জীবাময়ানান্॥
ভবতু জয়ন্তস্য হানিমানস্য মহাত্মনঃ।
ভূয়োভবতু জয়ন্তশ্চ পথানুচারিণাং॥

চিকিৎসা-বিধান।

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র।

(বর্ণানুক্রমে)

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

চিকিৎসা-বিধান।

প্রবেশিকা।

ছাত্রদিগের প্রতি অমূল্য উপদেশ।

১। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের পূর্ব্বে স্থির-চিত্তে মহাত্মা হানিমানের ঐ প্রতিকৃতি খানি নিরীক্ষণ কর, তাঁহার আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া তোমার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাও এবং তাঁহার জীবনী পাঠ কর। "যে প্রকৃতি ও রূপ স্থির-চিত্তে ধ্যান করা যায়, জীব সেই প্রকৃতি-গত তেজ অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়" ইহা শাস্ত্রের কথা ও বিজ্ঞান সম্মত, ইহা কুসংস্কার মনে করিও না।

২। প্রবেশিকাই গ্রন্থের পথ-প্রদর্শক; গ্রন্থ অধ্যয়নের অগ্রে তাহা অবশ্য পাঠ করিবে।

৩। সর্ব্বদা সুধীর, সপ্রাণ, চরিত্রবান্, স্থিরমতি ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবে। একটি রোগী তোমার চিকিৎসাধীন হইলে তাহাকে আত্মবৎ বোধে তাহার কষ্ট ও রোগ শীঘ্র শীঘ্র দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা দেখিবে; মনোযোগ সহ তাহার লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবে; সন্দেহ হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির পরামর্শ লইবে ও তজ্জন্য যতদূর আবশ্যক পুস্তকাদি অনুশীলন করিয়া দেখিবে; আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া আন্দাজে কখন কোন ঔষধ দিবে না; সুব্যবস্থা হইলে সন্দেহ-রহিত একটি আশ্চর্য্য তৃপ্তিকর ভাব হৃদয়ে স্বতঃ আবির্ভূত দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ জানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবে; সঙ্কটে পড়িলে সেই মহাশক্তিকে অন্তরে স্মরণ করিবে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি অবশ্য প্রসন্ন হইবেন ও যশোলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করিবেন।

৪। তুমি বহুদর্শী চিকিৎসক হইলেও সর্ব্বদা নিজকে ছাত্রের ন্যায় মনে করিবে ও সর্ব্বদা অধ্যয়ন তৎপর থাকিবে। তুমি জীবের স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষা-ব্রতাবলম্বন করিয়াছ, চিরজীবন যেন এ কথা স্মরণ থাকে।

মহাত্মা হানিমানের জীবনী।
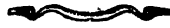
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির অন্তঃপাতী মিসেন নগরে সামুয়েল হানিমানের জন্ম হয়। বহু কষ্টে তিনি লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ফরাসী, জর্ম্মনী, লাটিন, ইত্যাদি কয়েকটী ভাষায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। হানিমানের পিতা যদিচ দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণের লোক অতি কম দেখা যায়; তিনি সর্ব্বদাই পুত্রকে উপদেশ দিতেন "সর্ব্ব বিষয়ে সদা বিচারশীল ও অনুসন্ধান-তৎপর থাকিবে, সর্ব্বাপেক্ষা যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিবে।" পিতার উপদেশে হানিমানে যে মহাফল ফলিয়াছিল তাঁহার জীবনীই তাহার সাক্ষী। হানিমান ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত কোন মহা-পুরুষ হইবেন; নতুবা অকস্মাৎ দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে "সমঃ সমং শময়তি" হোমিওপ্যাথির এই মহা বীজমন্ত্র-প্রকাশ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত বহুগ্রন্থেও ঠিক ঐ প্রকার সূত্র যথা—"বিষস্য বিষমৌষধং" "সমঃ সমং শময়তি" "সদৃশং সদৃশে শম্যতে" ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তাহার সাধন কেহই রীতিমত করিল না। ঈশ্বরের রাজ্যে সত্য কখন গুপ্তভাবে থাকিতে পারে না; ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এ্যালেন কৃত মেটেরিয়া মেডিকা হইতে সিঙ্কোনা অনুবাদ সময়ে মহাত্মা হানিমানের মনে উদয় হইল যে, সিঙ্কোনা সেবনে জ্বরের উৎপত্তি হয়, সেই জন্যই সিঙ্কোনা (চায়না) জ্বরনাশক; এবম্ভূতভাব হইতেই "Similia Similibus Curantur" "সিমিলিয়া সিমিলিবাস্ কিউর‍্যাণ্টার" অর্থাৎ "সমঃ সমং শময়তি" হোমিওপ্যাথির এই মহা বীজমন্ত্র তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল এবং তিনি ইহাকে শ্লোক-সূত্রে নিবদ্ধ করিলেন। এই মন্ত্র প্রভাবে দিব্যচক্ষে তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন যে, এই রোগের এই এই ঔষধ বিধিমত ফলপ্রদ হইবে; ফলেও তাহাই হইতে লাগিল। এই মন্ত্র পাইয়া তিনি মহোৎসাহে উৎসাহিত হইলেন এবং তাহার যথাবিহিত যে সাধন তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—বিষ-কণ্ঠের ন্যায় স্বহস্তে একোনাইট, আর্সে-

নিক, ইত্যাদি নানাবিধ ভয়ানক ভয়ানক বিষ সেবন করিয়া স্বীয় সুস্থ শরীরে তাহাদের লক্ষণচয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। একোনাইট্‌ খাইয়া তাঁহার শরীরে যে জাতীয় জ্বরের উদ্ভব হয়, তিনি রোগীর শরীরে সেই একো-নাইট্‌-জাতীয় জ্বর দেখিয়া একোনাইট্‌ প্রয়োগ করিলেন এবং রোগীও সত্বরে আরোগ্য লাভ করিল। আর্সেনিক খাইয়া এক জাতীয় ওলাউঠার ন্যায় তাঁহার তেদ ও বমন হয় ও দারুণ পিপাসাদি জন্মে, তিনি আর্সেনিক্‌ প্রয়োগ করিয়া সেই "আর্সেনিক্‌-জাতীয়" ওলাউঠার-রোগী আরোগ্য করিতে লাগিলেন। বেলাডোনা খাইতে খাইতে স্কার্লেটিনা রোগের ন্যায় রক্তিমাকার লক্ষণচয় সহ এক প্রকার পীড়া তাঁহার শরীরে দেখা দিল; তখন তিনি নিশ্চয় জানিলেন ইহা স্কার্লেটিনা রোগের মহৌষধ হইবে; সত্য সত্যই তিনি যাহা বলিলেন তাহাই হইতে লাগিল; সেকালে ভয়ানক মারাত্মক স্কার্লেটিনা পীড়ার ঔষধ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তিনি বেলাডোনা প্রয়োগে বহুসংখ্যক স্কার্লেটিনা রোগ আরোগ্য করিলেন। "সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ সেবন করিলে তদ্দরুণ শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ জন্মে, সেই সমুদয় লক্ষণযুক্ত যদি কোন পীড়া কাহারও হয়, তবে সেই পীড়া ঐ ঐ লক্ষণোৎপাদক ঔষধে অবশ্য আরোগ্য হইবে" "ইহাকেই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক বলে"। ঐ মহা মূলমন্ত্র "সমঃ সমং শময়তি" এই প্রকারে সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, জগতে তাঁহার এই সত্য প্রচারিত হইল। দারুণ ওলাউঠা যখন ইউরোপে নূতন দেখা দিল তখন "সমঃ সমং শময়তি" এই মহা-মূলমন্ত্রের সাধন-সহায়ে তিনি ভবিষ্যৎবক্তার ন্যায়, সম্ভবতঃ কোন্‌ ঔষধ তাহাতে কার্য্যকারী হইবে তাহা বলিয়া দিলেন এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক ওলাউঠার রোগী আরোগ্য হইতে লাগিল। এইক্ষণ পর্য্যন্তও তাঁহার অনুমিতি (Suggestion) উদ্ভূত সেই ঔষধ কয়েকটিই ওলাউঠার সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। তিনি এতদ্দ্বারা আরও এই প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, যে পীড়া এখন পর্য্যন্তও পৃথিবীতে হয় নাই অর্থাৎ যে কোন নূতন পীড়া হইবে, এই মহা মূল মন্ত্রের সরল বিধি অনুসারে যিনি তাহার চিকিৎসা করিবেন, তিনি অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন। তৎকালীন অনেক বড় বড় এলোপ্যাথিক ডাক্তার তাঁহার এতাদৃশ

আশ্চর্য্য সত্যের কথা প্রত্যক্ষ করিয়া ও বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন, পক্ষান্তরে আবার অনেক দুষ্টপ্রকৃতি এলোপ্যাথিক চিকিৎসক সত্য না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। হানিমানকে তাহারা অনেক কষ্টে নিপাতিত করিল। এমন কি, আইন-সহায়ে তাঁহার ঔষধ কেহ যেন না খায় তাহাও করিল; অবশেষে তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িল। নির্ব্বাসিত হইয়া দ্রব্য সামগ্রী, পরিবার ও পুত্র কন্যাসহ যে গাড়িতে তিনি যাইতেছিলেন পথিমধ্যে হঠাৎ তাহা উল্টাইয়া পড়াতে দ্রব্য সামগ্রী নদীতে পড়িল, তাঁহার একটী শিশু সন্তান গুরুতর আঘাত পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল; নিজেও কঠিন আঘাত পাইলেন। পরে কতিপয় কৃষকের সাহায্যে তিনি হামবর্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার দিন চলা দায় হইল; উদরান্নের জন্য তিনি পুস্তক অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কষ্ট পাইলেন বড়-লোক মাত্রেই যুগে যুগে এপ্রকার কষ্ট পাইয়াছেন, ইতিহাসে দেখিতে পাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "অরগেণন্" নামক পুস্তক প্রচারিত হয়। এই পুস্তক খানিতেই হোমিওপ্যাথিক মত উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। লিপ্‌জিক্ নগর হানিমানের প্রকৃত ক্রিয়াভূমি; ইহা জর্ম্মনির একটী প্রধান নগর। এই স্থানের কলেজে প্রথমে তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন; এই স্থানেই তিনি প্রথম হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষা প্রদান করেন; এই স্থানে তিনি নানাবিধ ঔষধ ও বিষ সেবনে তাঁহার ঔষধতত্ত্ব-সাধন-ফলরূপ "মেটিরিয়ামেডিকা পিউরা" নামক গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এই গ্রন্থখানিই প্রথমে জগৎকে যথানিয়মে ব্যবহারতঃ (Practically) হোমিওপ্যাথি শিক্ষা প্রদান করে। এককালে এই নগরী হইতে অপমানিত হইয়া তিনি বহিষ্কৃত হয়েন, আবার এই নগরবাসীরাই তাঁহার মৃত্যুর পর সাদরে তাঁহার পিত্তলময়ী প্রতিমূর্ত্তি সহরের উৎকৃষ্ট দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

তিনি লিপ্‌জিক নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কেথেন নামক ক্ষুদ্ররাজ্যে বাস করেন। এই স্থানের রাজার উৎকট দুশ্চিকিৎস্য পীড়া আরোগ্য করায় তাঁহার যশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর

মৃত্যুর পর তিনি একটী ফরাসী যুবতীকে বিবাহ করিয়া পারিস নগরে যাইয়া বসতি করেন। এই স্থানে তাঁহার সম্মান ও গৌরব দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই, ৮৯ বৎসর বয়সে মহাত্মা হানিমান্ এই পারিস নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহাত্মা হানিমানের দ্বারা যে, কেবল হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার হইয়াছে তাহাই নহে। তাঁহার ঐ সম-লক্ষণ-সূত্র-সাধনের ফল দ্বারা এলোপ্যাথির প্র্যাক্‌টিকেল্ চিকিৎসাভাগও অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে, ডাক্তার বি-গা-রের থিরাপিউটিক্‌স্ নামক ভৈষজ-তত্ত্ব গ্রন্থই তাহার প্রধান সাক্ষী। আমার বিশ্বাস যে, এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হাকিমী, যে কোন চিকিৎসাতে ঔষধের দ্রুত ও ধ্রুব ক্রিয়া দ্বারা আরোগ্য (Cure) প্রত্যক্ষ করিবে সেস্থলে প্রকৃত কার্য্যকারী ঔষধ "সমঃ সমং শময়তি" এই বিধির অধীনে কার্য্য করিয়াছে, বিশেষ অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে। অনেক সময় ধুতুরা, কুচিলা, মিঠাবিষ ইত্যাদি, স্বতঃ-শক্তিমান ঔষধ সকলের দস্তরমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের নিয়মানুসারে ট্রিটুরেসন্ কিম্বা ডাইলিউসন্ না হইলেও "সমঃ সমং শময়তি" বিধির অধীনে তাহারা আরোগ্যকর অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়;—হলাহল বা কোব্রা যে কবিরাজদিগের হস্তে বিকার অবস্থায় অনেক সময় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ হয়, তাহা সকল রোগীতে নহে, কেবল কোব্রাকেসে (Cobra case এ) অর্থাৎ কোব্রার লক্ষণযুক্ত বিকারেই (অত্র গ্রন্থে কোপ্যাপিস্ সম্বন্ধে ভৈষজ্যতত্ত্বে কোব্রা দেখ)। অন্য কোন্ বিকারে কবিরাজ মহাশয়েরা কোব্রা বা হলাহল দ্বারা কখনই কৃতকার্য্য হইবেন না। এইরূপ কবিরাজ মহাশয়দের ধুতুরা (ষ্ট্র্যামোনিয়াম Stramonium) ঘটিত ঔষধ ষ্ট্র্যামোনিয়াম-লক্ষণযুক্ত বিকারই নষ্ট করিতে সক্ষম;—অন্য কোন জাতীয় বিকার নহে (অত্র গ্রন্থে নানাবিধ বিকারজনিত, ভৈষজ্যতত্ত্বে ষ্ট্র্যামো দেখ)। হাকিম ও বাড়ীর গৃহিণীদের ব্যবহৃত এলিয়াম্-সিপা (Allium cepa) অর্থাৎ পেঁয়াজ, সর্দ্দি কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ; কারণ পেঁয়াজে তাদৃশ লক্ষণ জন্মে (হিউজ কৃত ফারমাকো ডাইনামিক্‌স ৩য় সংস্করণ ৮৩ পৃষ্ঠায় এলিয়াম্-সিপা দেখ)। এই প্রকার বহু ঔষধেই (তাহা যে মতেরই ঔষধ হউক না কেন, যদি তাহা প্রকৃত

রোগারোগ্যকারী হয়) তবে আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে, তাহারা "সমঃ-লক্ষণ সূত্রের" আশ্রয়েই পীড়ারোগ্য করিয়া থাকে। অতএব সানুনয়ে আমার প্রার্থনা এই যে, যে কোন মতের চিকিৎসক হউন, তিনি যদি তাঁহাদের প্রধান প্রধান ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধগুলিকে (যদি তাহা হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য তত্ত্বে বর্ণিত থাকে) প্রয়োগকালে, উহাদের হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য-তত্ত্ব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার চিকিৎসার ব্যবহার বা প্র্যাক্‌টিকেল্ ভাগে, অধিকতর ফল দেখাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এই পন্থাতে কার্য্য করিয়াই ডাক্তার রিংগার্ তাঁহার যে থিরাপিউটিক্‌স্ (Therapeutics) নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এলোপ্যাথির এক খানি অতি সারবান্ ও ফলপ্রদ গ্রন্থ হইয়াছে। যদি প্রকৃত সত্য লক্ষ্য করিয়া দেখা হয়, তবে হোমিওপ্যাথির প্রতি কাহারও বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না, বরং সর্ব্ব মতের চিকিৎসক মহাশয়েরাই দেখিতে পাইবেন যে, রোগারোগ্যকারী ঔষধের কার্য্যের মূলভাগে "সমঃ সমঃ শময়তি" এই শক্তি রহিয়াছে এবং সেই শক্তিযোগেই তাঁহাদের ঔষধ এত ফলপ্রদ হয়। (এই প্রবেশিকা মধ্যে ঔষধের ক্রিয়া বিচার দেখ)।

এইক্ষণ মাত্রা (Dose) ও ডাইলিউসন্ (শক্তি) লইয়া যে বিবাদ তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা না হইলেও কার্য্যোপযোগী মীমাংসা অনেক হইয়াছে এবং হইবে। মাত্রা কিম্বা ডাইলিউসনের উচ্চ নিম্নতা হেতু হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের কোন ক্ষতি, বৃদ্ধি কিম্বা অপমান্ নাই; সে' হচ্ছে ব্যাবহারগত মীমাংসা। কারণ, স্থলবিশেষে অনেকে মাদারটিংচারের তিন চারি ফোঁটা মাত্রা বা আদত ঔষধের সিকি গ্রেণ, কিম্বা দুই এক গ্রেণ পরিমাণ ঔষধ; অথবা অনেকে নিম্ন টিটুরেসন বা ডাইলিউসন বা অনেকে উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। মাত্রা বা ডাইলিউসন সম্বন্ধে যে যাহা ব্যবহার করুন না কেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির মূল-সূত্রের কোন হানি নাই। সর্ব্ব প্রথমে মহাত্মা হ্যানিমান আদত বা মূল ঔষধের অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতেন; তৎপশ্চাৎ তিনি নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার আরম্ভ করেন; তৎপশ্চাৎ প্রায় সর্ব্বদা ৩০শ ডাইলিউসন (শক্তি) ব্যবহার করিতেন।

মহাত্মা হানিমান্ মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা দ্বারা জীবন প্রাপ্ত কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার জীবনী শুনিয়া প্রাণের সহিত বলিলেন "ইনি শিবলোক-চ্যুত কোন ব্যক্তি হইবেন নতুবা সাধারণ মানবে এতাদৃশসম্ভবে না।" হানিমানের জীবনী সমস্তই উপদেশ পূর্ণ:—তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সত্যের আদর; বিজ্ঞানে ও ঈশ্বরে অটল ভক্তি, দর্শনে তৎপরতা, বিপদে দ্বিগুণ সাহস, অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় যদি কোন মানব অনুকরণ করিতে সক্ষম হন, তবে তিনি প্রকৃত-মানব-বাঞ্ছিত-জীবন নিশ্চয় লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা হানিমান যখন যাহা করিতেন তাহার যশঃ নিজে না লইয়া সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেন। তাঁহার কোন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিলে তিনি বলিতেন "ঈশ্বর তোমাকে আরোগ্য করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও, আমি কেহ নই।"

ভারতে হোমিওপ্যাথি।

শুভক্ষণে মহাতেজস্বী ডাক্তার বেরিনী "সমঃ সমং শমযতি" হোমিও-প্যাথির এই মহামন্ত্র সঙ্গে নিয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন; ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের প্রসিদ্ধ দত্তবংশোদ্ভব মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও ভারত-বিজ্ঞান-মন্দির-স্থাপয়িতা বিজ্ঞান শাস্ত্র-চূড়ামণি মহামান্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সর্ব্বাগ্রে (সত্য জানিতে পারিয়া) এই মন্ত্র সাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন ডাক্তার সরকার এলোপ্যাথি মতে চিকিসা করিতেন, তাঁহার অতুল পশার ছিল; এ পশার তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি এই সময় হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণ করাতে মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বহুতর আর্থিক ক্ষতি হইতে লাগিল। কিছুতেই তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ করিতে পারিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন বিচালী ও খড় বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব তথাপি সত্য পরিত্যাগ

করিতে পারিব না। এমন স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ভগবান অবশ্য সহায় হয়েন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে আর অধিকদিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। "প্রকৃত উপযুক্ত অধিকারীর হস্তে যদি বিষয় পতিত হয় তবে তাহার সুফল ফলিতে আর অধিক বিলম্ব হয় না।" কলিকাতাস্থ শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসকদিগের দ্বারা বহুকষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে যে সমস্ত রোগী আরোগ্যলাভে নিরাশ হইয়া ফিরিত, তাহাদের অনেকেই ডাক্তার সরকারের হস্তে আসিয়া সহজে রোগ-মুক্ত হইতে লাগিল। স্বচক্ষে ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই হোমিওপ্যাথির অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের বহু ধনীপরিবার মধ্যে হোমিওপ্যাথির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইল। ডাক্তার সরকারের আবার অতুল পশার হইয়া উঠিল। এই সময় অন্যান্য অনেক দক্ষ ও সত্যানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সুপণ্ডিত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয় ও ডাক্তার সালজার কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু ও নেবুতলার বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষও কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এই সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৬কাশীধামেরজজ আয়রণসাইড্ সাহেবের পত্নী কঠিন রোগাক্রান্তা হইয়া পড়েন, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই বলিয়া স্থানীয় উচ্চ উচ্চ চিকিৎসকেরা তস্যাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। ৬বিশেশ্বরের অভাবনীয় কৃপা কে বুঝিতে পারে? লোকনাথ মৈত্র উক্ত মৃতপ্রায় মেম্ সাহেবকে সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন; হোমিওপ্যাথির আদর সমস্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও প্রচারিত হইয়া পড়িল। এইক্ষণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হোমিওপ্যাথির আধিপত্য বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে ও তাহার ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। যে হোমিওপ্যাথি লইয়া মৃত রাজেন্দ্র দত্ত ও মৃত ডাক্তার সরকার মহাশয় প্রথমে কলিকাতায় কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, আজ সেই কলিকাতায় চাহিয়া দেখ গলিতে গলিতে কত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপিত হইতেছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনাদর সত্বেও আজ কাল ভারতে হোমিওপ্যাথির কত আদর হইয়াছে; এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইয়াছে; এইক্ষণ এমন স্থান প্রায় নাই যেখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নাই।

ভারত রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে "কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কালেজ" এবং দুইটী হোমিওপ্যাথিক স্কুল সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে।

প্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক, বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার ও দরিদ্র-বান্ধব শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী, ও ডাক্তার কালীকুমার দাস, ডাক্তার আলোকচন্দ্র দাস, ডাক্তার হরকুমার গুপ্ত ইত্যাদি মহোদয়দিগের যত্ন-সম্ভূত ঢাকা সহরের দুইটী হোমিও-প্যাথিক স্কুলও অসংখ্য লোকের উপকার সাধন করিতেছে। বঙ্গের এই কয়েকটী হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ের ফল, বৎসর বৎসরই অতি সন্তোষদায়ক হইতেছে ও দিন দিনই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ঈশ্বর করুন ইহারা চিরস্থায়ী হইয়া মহাত্মা হানিমানের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘরে ঘরে প্রচার করুক। ভগবানের কৃপায় কালক্রমে আমেরিকার ন্যায় ভারতের বহুসংখ্যক সহরেই হোমিও-প্যাথিক বিদ্যালয় সকল দেখিতে পাইবে। বহুসংখ্যক হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও ভারতবর্ষের বহুস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ, সুপণ্ডিত ও বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বঙ্গের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথির প্রত্যক্ষ ও সত্ত্ব-ফলপ্রদ গুণের দরুণই ইহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছেন। ভারতে সহস্র বিদ্যাসাগর সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর বলিবামাত্র যাঁহাকে বুঝায় ও বঙ্গে যাঁহার পরিচয় আর আবশ্যক করে না, সেই পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি লোকও হোমিওপ্যাথির ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ইহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া থাকিতেন এবং ইহার উন্নতি কামনা করিতেন। (১৮৯০ খৃষ্টাব্দের লেখা)। এক্ষণে উক্ত মহাত্মাদ্বয় স্বর্গলোকে।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বিষয়।

চতুষ্পাঠী-প্রায় একটি অতি ক্ষুদ্র হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আমার পাবনার বাসস্থলীতে বহুদিন যাবৎ ছিল *। গুটিকতক বালক তাহাতে অধ্যয়ন করে। তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে ও প্রাকৃটিকেলী (Practically ব্যবহারতঃ) ভৈষজ্য জ্ঞানসহ ঔষধ মনোনয়ন †, ঔষধ নির্ব্বাচন এবং রোগ-নির্ণয়ের উপায়-প্রদর্শন দ্বারা চিকিৎসা-বিধান শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। আমার এই পুস্তক যে, মুদ্রাঙ্কন-যোগ্য হইবে এ বিশ্বাস বা সাহস আমার মনে কদাচ স্থান পায় নাই। আমার চতুষ্পাঠীর ব্যবসাপ্রবৃত্ত ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কয়েকটী ছাত্র ও ঘরওয়া কয়েকটি চিকিৎসক ইহার অনেক অংশ হস্তে লিখিয়া তদ্দারা বিশেষ ফল লাভ করিয়া আমাকে ইহার মুদ্রাঙ্কন জন্য যুক্তি ও উৎসাহ প্রদান করেন; তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সাহসী হইলাম। ইহাতে ভারতবর্ষস্থ বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় পীড়া সমূহ ও তাহাদের চিকিৎসা অতি বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশীয় পীড়া যাহা আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় না (যথা টাইফাস জ্বর ইত্যাদি) তাহা অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। যে সমস্ত লক্ষণও আমাদের দেশে প্রায় দৃষ্ট হয় না অথচ বিদেশীয় ও অস্মদ্দেশীয় অনেক গ্রন্থে তাহা অত্যন্ত আধিক্যসহ লিখিত হইয়াছে, স্থলবিশেষে তাহাও মন্তব্যসহ দেখান গিয়াছে (জ্বরচিকিৎসায় ক্যামোমিলা দেখ)। অত্র মুক্তকণ্ঠে আমি একথা স্বীকার করিব যে, আমার এই হোমিওপ্যাথিক চতুষ্পাঠিটি না থাকিলে এপ্রকার ভাবে এ গুরুতর গ্রন্থ আমি লিখিতে সক্ষম হইতাম কিনা সন্দেহ !!! আমাদের প্রাচীন-কালীয় চতুষ্পাঠী সকল শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষে কি প্রকার ফলপ্রদ, তাহা আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন সময়ে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। চারি পাঁচটী

* ১৮৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের পাবনা থাকা সময়ের বৃত্তান্ত।

† ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচনাদি অত্র প্রবেশিকার স্থানান্তরে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে দেখ।

ছাত্রকে মিত্রভাবে চারিদিকে লইয়া বসিয়া শিক্ষা দিবার বেলায় তাহাদের অভাব সহজে জানিতে পারিয়াছি; কেন যে, তাহারা কোন একটী বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা একটু চেষ্টা ও অনুধাবন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি এবং তদনুসারে তাঁহাদিগকে বিষয়টী বলিবামাত্র তাহারা বুঝিয়াছে; তজ্জন্য এ গ্রন্থের ্রয়গুলি, সেইভাবে লিখিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অধিকসংখ্যক ছাত্র হইলে এ ফল কখনই পাওয়া যাইত না।

জিহ্বা, নাড়ী, মুখশ্রী, গাত্রোত্তাপ, শীত, ঘর্ম্ম, মল, মূত্র ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ সর্ব্বদা রোগীতে লক্ষিত হয় ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা সর্ব্বদা যে সকল লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান লক্ষণ ছাত্রদিগকে দেখাইয়াছি এবং তদ্দ্বারা ব্যবহারতঃ কি প্রকারে ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিতে হয়, তৎসঙ্গে তাহাও শিক্ষা দিয়াছি; এবং তদনুযায়ী এই গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (So this book is based on Clinical arrangements) ক্লিনিকেলী অর্থাৎ রোগী-দৃষ্টে শিক্ষাই, গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। নানাবিধ থিয়রী (অনুমতি) ইত্যাদি লইয়া বাগ্-বিতণ্ডা করা হয় নাই। যে যে লক্ষণ রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ-নির্ব্বাচনে প্রধান সহায়, সেই সমস্ত লক্ষণই বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বহুবিধ খ্যাতনামা ইংরেজী গ্রন্থ সকল হইতে সংগৃহীত। ইহাতে আমার নিজের ও বন্ধুদিগের অভিজ্ঞতার ফলও অনেক আছে। বিজ্ঞান ও তৎসদৃশ বিষয় যত বড় কঠিন ও জটিল হউক না কেন, তাহাদিগকে প্রয়োজন ও সুবিধানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা অল্পবুদ্ধি বালকেরও বোধগম্য হইয়া উঠে; সেইজন্য এই বিষয়গুলির সংগ্রহ, বিভাগ ও শৃঙ্খলা (Collections classifications and arrangements) আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। জিহ্বা, কৃমি, পিপাসা, হিক্কা, ঘোর সন্নিপাত বিকার, শিরঃপীড়া, জ্বর ও তৎচিকিৎসা প্লীহা ইত্যাদি দেখিলে তদ্বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ উপলব্ধি হইবে।

প্রয়োজনানুসারে ও ছাত্রদিগের বিশেষরূপে উপলব্ধি জন্য আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের বৃত্তান্ত (Successful clinical cases) স্থানে স্থানে

দেওয়া হইয়াছে ; ইহাতে প্র্যাকৃটিক্যাল শিক্ষার অনেক সাহায্য হইবে। অত্র প্রবেশিকায়, জ্বর রোগের স্থানেও অন্যান্য অনেক স্থানে রোগ ও লক্ষণাদিসহ এতাদৃশ রোগীদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে দেখিবে।

ডাইলিসন মীমাংসা জন্য ইউরোপ এবং আমেরিকার ও ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসদিগের নিকট "An appeal to the Homœpathic practtioners of tho world" (written on April IO. I888) অর্থাৎ ডাইলিউসন মীমাংসার্থ আবেদন পত্র (১৮৮৮ খৃঃ অব্দ ১০ই এপ্রেল লিখিত) প্রেরণ করিয়া কোন কোন পীড়ায় কোন্ কোন্ ডাইলিউসন ফলপ্রদ ও তাহাতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার যে ফল জন্মিয়াছে সেই ফল অনেক পরিমাণে বহুকষ্টে ও অর্থ-ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছি। ডাইলিউসন মীমাংসা যে পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল। ডাইলিউসন মীমাংসার জন্য এত উদ্যোগের কারণ জ্বরচিকিৎসায় ইউপেটোরিয়াম্ মধ্যে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ।

হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে গুটিকত কথা।

হোমিওপাথি বিষয়টী কি ? ইহা মহাত্মা হানিমানের জীবনী-মধ্যে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি গ্রন্থের যত বহুল পরিমাণে প্রচার হইবে, ততই লোকে হোমিওপ্যাথি হইতে আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিবে। ভাল ভাল গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত অনুমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা কিছুই নহে। (১) একদল লোক আছেন তাঁহারা হোমিওপ্যাথি, কি ? তাহা জানেন না ; কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দেখেন নাই, সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নাই, কিন্তু হোমিওপ্যাথির কথা শুনিবামাত্র বলিয়া উঠেন যে, ঐ চিকিৎসা বিলক্ষণ জানি উহাতে কিছু হয় না, উহা "হরিদ্বারের গঙ্গায় এক ফোঁটা ঔষধ ফেলিয়া, সেই ঔষধ কলিকাতার গঙ্গাজল সেবনের সঙ্গে সেবন করা বিশেষ।" (২) আর একদল চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা আশ্চার্য্য ভাবে দুই একটী রোগীর আরোগ্য

দর্শন করিয়াই একটী ঔষধের বাক্স ক্রয় করিয়া আনিয়া থাকেন এবং কখন কখন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন যে, জ্বরে একোনাইট, মথা-ধরার বেলেডোনা ইত্যাদি দিতে হয়। রীতিমত অধ্যয়ন কি শিক্ষার চেষ্টা কিছু-মাত্র করেন না। হাত-আন্দাজে কোন রোগীতে দুই চারি ডোজ ঔষধ দিয়া যদি দেখেন যে, দুই এক ঘণ্টা মধ্যে কোন কাজ পাইলেন না, তখন বলিয়া উঠেন "হোমিওপ্যাথি কিছু নয়, উহা সুধা জল, যদিচ ইহাতে কোন রোগী আরোগ্য হয়, তাহা স্বভাবে (By nature), কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধের কোন গুণ নাই। (৩) আর একদল চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা প্রকাশ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিতে ভীত হয়েন; অথচ গোপনে গোপনে হাতের আন্দাজে ঔষধ দিতে আরম্ভ করেন; (৪) আর একদল চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা কোন পরিশ্রম বা অধ্যয়ন ইত্যাদি করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; প্রায়ই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাক্স হইতে একটী শিশি উঠাইয়া লইয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন। ইত্যাদি প্রকার চিকিৎসকদিগের হস্তে হোমিওপ্যাথি যে অপমা-নিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের কেহ কেহ আবার বীর পুরু-ষের স্থায় প্রমাণ করিতে চান যে, হোমিওপ্যাথি কিছু নয়; কিম্বা যদিচ ইহাতে কিছু হয়, তবে তাহার ফল বহু বিলম্বে হইয়া থাকে; তরুণ রোগে হোমিওপ্যাথি হইতে কোন ফলই হয় না। এ প্রকার অভিজ্ঞতা তাঁহাদের ভ্রম, আলস্য ও আন্দাজের ফল বিশেষ। দারুণ উৎকট তরুণ রোগে হোমিও-প্যাথির দ্রুত-ক্রিয়া যিনি একবার স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি এজন্মে আর ভুলিতে পারিবেন না। ওলাউঠার ন্যায় দারুণ উৎকট তরুণ পীড়া বোধ হয় আর নাই; পীড়ার সান্নিপাতিক বিকারাবস্থা কীদৃশ উৎকট, তরুণ ও ভয়াবহ এবং তাহাতে হোমিওপ্যাথি কি অদ্ভুত তাড়িত শক্তির ন্যায় কার্য্যকারী, তাহা নিজ চক্ষে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারেন না রোগী-দর্শন-প্রবন্ধে ২ প্যারাতে "রোগের কারণ অনুসন্ধান" স্থানে একটী রোগীর বৃত্তান্ত দিয়াছি তাহাতে হোমিওপ্যাথির দ্রুত-ক্রিয়ার কথা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাদৃশ ফল অন্যমতের চিকিৎসাতে কখন দেখা যায় না।

বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অতএব হোমিওপ্যাথির যে বহুবিলম্বে কার্য্য করার কথা, সে কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই বাক্য। যদি কখনও প্রকৃত এবং যথারীতি চিকিৎসা হইয়াও ফললাভে বিলম্ব দেখ, তখন তাহা হোমিওপ্যাথির দোষ নহে। প্রকৃত পক্ষে এলোপ্যাথি, কবিরাজি, হাকিমী ইত্যাদি যে মতেই সে রোগী চিকিৎসিত হউক না কেন, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি, হইতে শীঘ্রতর ফল দেখাইতে সক্ষম হইবেন কিনা সন্দেহ; কারণ সে রোগেরই এমন দুষ্ট স্বভাব যে, সকল মতের চিকিৎসাতেই উহা সময় লইবে; সেস্থলে কেবল হোমিও-প্যাথির দোষ নহে; ইহা কে না স্বীকার করিবেন? রোগ যত উৎকট ও তরুণ হইবে এবং রোগের লক্ষণচয় যত স্পষ্ট প্রকাশিত ও প্রবল থাকিবে তত শীঘ্র হোমিওপ্যাথি ঔষধের ফল তাহাতে প্রত্যক্ষ করিবে; নতুবা ঠিক ঔষধ কিম্বা ঠিক ডাইলিউসন প্রয়োগ হয় নাই জানিবে। (অত্র গ্রন্থে নানাবিধ বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ পৃষ্ঠাদ্বয়ে রোগীচয়ের বৃত্তান্ত দেখ)। ইহা পক্ষপাতিতার কথা নহে। হোমোওপ্যাথির আশ্চর্য্য গুণের জন্যই আমরা ইহাতে এত মুগ্ধ হইয়াছি। তবে যত্ন করিয়া হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্ব শিক্ষা করা চাই এবং মাথা ঘামাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। একজাতীয় শিরঃ-পীড়া ইউপেটোরিয়াম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক জাতীয় শিরঃপীড়া কখনই তাহাতে আরোগ্য হইবে না (শিরঃপীড়ার চিকিৎসার শেষ-ভাগে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ)। হোমিওপ্যাথিতে বাঁধা গদ হইলে চলিবে না। এতৎ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা চিকিৎসক নামক পত্রিকা, কুইনাইন্-শীর্ষক-প্রবন্ধে, ইগ্নেসিয়া-শীরঃপীড়া সম্বন্ধে যে বটনাটী লিখিয়াছেন তাহা ঠিক বটে। (৫) আবার কতকগুলি লোকেতে অতি আশা সহ অতি বিশ্বাস এবং অবি-শ্বাস উভয়ই একধারে দেখিবে, তাহাদের বিশ্বাস যক্ষ্মাদি রোগেও যদি হোমিওপ্যাথি লাগে তবে এক ডোজেই আরোগ্য হইতে পারে। হোমিওপ্যাথির এক কিম্বা দুই চারি ডোজ ঔষধ পড়িল রোগের কিছুই হইল না, তখনই বাড়ীর কর্ত্তা অন্য প্যাথি আনিলেন। অনন্যোপায় হইয়া যাহারা হোমিওপ্যাথি করায় তাঁহাদের মধ্যেই এই ব্যাপার দেখিবে।

রোগের অবস্থা, কারণ ও লক্ষণাদি অনুসারে নিজ হস্তে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহুসংখ্যক রোগীতে আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য

ফল সত্ত্ব সত্ত্ব দর্শন করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেক চিকিৎসক সযত্ন হইয়া লক্ষণ অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায়ই আশ্চর্য্য ফল দর্শন করিতে পারেন। একটী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (তিনি বিশেষ প্রতিপন্নতা সহ পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন) তিনি কথায় কথায় বলেন, "ভাই, বিনা পয়সায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারি; কিন্তু হোমিওপ্যাথির মজুরী দস্তুরমত না পোসাইলে হোমিওপ্যাথি বড় কষ্টকর; যেহেতু এলোপ্যাথিক মতে বাঁধা গদের এক প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করিলেই চিন্তা দূর হইল ও ধর্ম্মের ঘরে খালাস হইলাম মনে হয়; কারণ ঘোর জ্বরবিকারে টীংচার হাইওসায়েমাস; বেলেডোনা, ক্লোরিক-ইথার, ব্রাণ্ডি, কুইনাইন, সিঙ্কোনা ক্লোরাল-হাইড্রট্ ইত্যাদি গুটিকতক ঔষধ যাহা তহবিলে আছে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিলে জানিলাম এই বিকার অধিকারে যাহা শাস্ত্রে আছে তাহা সকলই দিয়াছি, ইহার পর রোগীর প্রাণের জন্য আর আমি দায়ী নহি। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে চাহিয়া দেখি ইহাতে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট২ ঔষধ রহিয়াছে, ইহার কোন্‌টী এই রোগীর পক্ষে অমৃততুল্য হইবে তাহা বিশেষ অধ্যয়ন ও তৎসহ অনুধাবন না করিলে কোন ফললাভ করা যায় না"। ফল না পাইলে হোমিওপ্যাথির দোষ নহে; তাহা আমাদের নিজের দোষ। আমরা পূর্ব্ব হইতে বিশেষ অধ্যয়ন দ্বারা এমন প্রস্তুত থাকিব যে, রোগীর অত্যন্ত রক্তস্রাব, ঘোর বিকার, প্রাণনাশক ভেদ, বমন ও অসহ্য বেদনা ইত্যাদি ভয়ানক সময় সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া যেন রোগীকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারি। এমন হইলে চলিবে না যে, রোগীর প্রাণ এখন তখন ও ওষ্ঠাগত তুমি তখন পুঁথি লইয়া দেখিতে বসিলে; কিন্তু পুঁথির কোথায় কি আছে তাহা তোমার কিছু জানা নাই, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়; ইহা দ্বারা তুমি নিজে অপমানিত হইবে এমন নহে; তোমা দ্বারা হোমিওপ্যাথিও অপমানিত হইল। আর একটি বিশেষ কথা যে, মফঃস্বলে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল যথোচিতরূপে না থাকাতে চিকিৎসায় অনেক ব্যাঘাত পড়ে; সুতরাং যাহাতে ভাল ভাল ঔষধ সমুদয় ও তাহাদের বিশেষ বিশেষ ডাইলিউসন সমস্ত থাকিতে পারে তাহা করা উচিত। অনেক সময় হোমিওপ্যাথিক

ঔষধের অভাবে অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়। আবার অনেক সময়ে আমরা আদবে পরিশ্রম স্বীকার করিতেও চাই না, সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক রোগীকে আরাম করিতে পারিলেই হইল এই বিবেচনা করিয়া কুইনাইন কিম্বা তাদৃশ অন্য কোন ঔষধ দিয়া বসি; রোগীর প্রকৃত মঙ্গলের জন্য বিশেষ অনুধাবন ও কষ্ট স্বীকার করিতে চাই না। যাহা হউক প্রকৃত কথা এই যে, যখন যে ঔষধ দিবে সেই ঔষধ প্রত্যেকবার দিবার সময়ে ঠিক করিয়া দিবে যে, এই লক্ষণের জন্য আমি এই ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, তাহা হইলে ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে সহজেই শিক্ষা করিতে পারিবে। একোনাইট এক ব্যক্তির জ্বরে দিয়াছি, পুনরায় অন্য ব্যক্তির জ্বরে একোনাইট দিতে কোন বিশেষ লক্ষণের উপর ও কেন একোনাইট দিলে তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে; তাহা হইলেই প্রকৃতরূপে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

কেনই বা হোমিওপ্যাথি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

১। হোমিওপ্যাথি আমাদের পৈতৃকধন নহে যে, তাই আমরা ইহাকে ভালবাসি। ইহার ধ্রুব, দ্রুত ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ক্রিয়া দ্বারাই জগৎ মোহিত হইয়াছে। (অত্র প্রবেশিকাতে রোগীদর্শন হেডিং মধ্যে ২ প্যারাতে ও বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ পৃষ্ঠাদ্বয়ে (রোগীচয়ের বৃত্তান্তে দেখ)। মহাত্মা হানিমানের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎসর অতীত না হইতে হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র হোমিওপ্যাথি বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার অনেক স্থানে হোমিওপ্যাথি এত সংস্কারবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, তথায় লোকে চিকিৎসা বলিলেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বলিয়া বুঝে; অন্য সমস্ত মতের চিকিৎসা তথা হইতে এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে ইংলণ্ড ও ইংরেজাধিকৃত স্থান সমূহে হোমিওপ্যাথি লইয়া যে, এত ঈর্ষা ও দ্বেষ এখনও চলিতেছে, কালে এতাদৃশ থাকিবে না। বিশেষ নিপুণ হইয়া দেখিবে যাহারা হোমিও

প্যাথির নিন্দা করেন, তাঁহারা হোমিওপ্যাথির কোন গ্রন্থ বা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ চিকিৎসা কিছুই স্বচক্ষে দেখেন নাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এত সূক্ষ্মাংশে যে কাজ হয় তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে কাহার বিশ্বাস জন্মিতে পারে? অদ্য তুমি ও আমি যে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাও ইহার ঔষধের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দর্শনের ফলবিশেষ; যে পর্য্যন্ত আমরা এই প্রকার ফল নিজ চক্ষে দর্শন করি নাই তখন আমরাও ত এই নিন্দুক-শ্রেণীভুক্ত ছিলাম, একবার একথা স্মরণ করিয়া দেখ। 'কয়েকখানি পুস্তক ও কতকগুলি প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যদি কোন প্রকারে তোমার সহযোগী নিন্দুককে সংগ্রহ করিয়া দিতে পার, তবে দেখিবে এক বৎসর মধ্যেই তিনি আসিয়া তোমাকে বলিবেন যে, হোমিওপ্যাথির তুল্য আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আর জগতে নাই; ঔষধের সূক্ষ্মাংশে এপ্রকার কার্য্য কখনই সম্ভবে না; অবশ্য বিদ্যুৎ-শক্তিবৎ কোন শক্তি ইহাতে উদ্ভব হয় যে, তাহাতেই ইহার ক্রিয়া এত দ্রুতগতিতে হইয়া থাকে। নিজ হস্তে ঔষধ প্রয়োগে ফল পাইবামাত্রই লোকের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ হয়;' তখন সহস্র বিঘ্ন, বাধা বা নিন্দা তাহাকে আর নিবারণ করিতে কখনও সক্ষম হয় না। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কয়েকটী হোমিওপ্যাথির ঘোর বিদ্বেষী চিকিৎসক মহাশয়কেও হোমিওপ্যাথির প্রতি ভক্ত হইতে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা বড় সুন্দর সঙ্কেত। সাধারণ লোককে হোমিওপ্যাথির ভক্ত করিতে হইলে কঠিন কঠিন রোগীর চিকিৎসা দেখান আর একটী সদুপায়। সত্য নিজ চক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারিলে মনুষ্য-মাত্রেই তাহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারে না, ইহা প্রকৃতির স্বতঃ-সিদ্ধ নিয়ম। যাহা হউক দেখিবে যে, নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়া যে প্রকার মাধ্যা-কর্ষণ আবিষ্কার দ্বারা সমস্ত প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের (all Physical Scinecesএর) চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রকার মহাত্মা হানিমানও তাঁহার সম-লক্ষণ-সূত্র (সমঃ সমং শময়তি) দ্বারা সমস্ত চিকিৎসা-জগতের চক্ষুদান করিয়াছেন। কালে দেখিবে ভিন্ন মতাবলম্বীদের ঈর্ষা আপনি পলাইবে; সত্য আপনি প্রকাশ পাইবে; সর্ব্ব মতের চিকিৎসক মহাশয়েরাই ইহা দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন।

২। হোমিওপ্যাথির ন্যায় অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অন্য কোন মতের চিকিৎসাই স্থাপিত নহে, ইহা সত্য; কারণ, যে কলখানি বিজ্ঞ ও অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি না হইলে কখন চলিবে না যদি এমন হয়, তখন জানিবে সেই কল ঠিক কল হয় নাই, অথবা সে কলে দোষ আছে। কিন্তু দেখ, রেল গাড়ীর ইঞ্জিনখানা স্বল্প-শিক্ষিত ডাইভার (পরিচালক) এমন কি, ফায়ারম্যানও (Fireman অগ্নিরক্ষকও) সর্ব্বদা দ্রুত গতিতে সম্মুখদিকে চালাইতেছে, পশ্চাদ্ধাবিত করিতেছে ও ইচ্ছামত থামাইতেছে। এই প্রকার গাড়ীর ইঞ্জিন খানার ন্যায় যে কল যত সামান্য বুদ্ধির লোক দ্বারা যত পরিমাণ সহজে পরিচালিত হইতে পারে, সেই কল তত পরিমাণ উৎকৃষ্ট ও তত দৃঢ় বিজ্ঞান ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। এই কথা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃত দার্শনিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আবার দেখ, আমাদের দেশে খনার বচন দ্বারা যে অতি সামান্য অজ্ঞ লোকেও অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় বলিতে এবং দেখাইতে সক্ষম হয় তাহার মূল কথা এই যে, তাহা অতি শ্রেষ্ঠ ও প্র্যাক্‌টিক্যাল্ এবং বিচক্ষণ, বিজ্ঞানোপরি সংস্থাপিত। এইরূপ সত্যতা আমরা হোমিওপ্যাথিতে অধিকতর রূপে দেখিতে পাই। জিহ্বার ২য় ৩য় পৃষ্ঠাস্থ রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্তে দেখ যে, ঐ ঐ স্থলে কেবলমাত্র জিহ্বা যন্ত্রের কলটী ধরিবা রোগিদ্বয়কে আশ্চর্য্যজনক আরোগ্য করা হইল। বিকার রোগী "যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইয়া ধরে" "এই সম্বন্ধে অত্র গ্রন্থে বিকার-ভৈষজ্য-তত্ত্বে" "দুর্গাচরণ সাহার স্ত্রীর" বৃত্তান্তে দেখ———বেলাডোনা-বিকারের এই একটি প্রধান লক্ষণ দৃষ্টে বেলাডোনা দিয়া হাতে হাতে দৈবশক্তির ন্যায় ঔষধের ফল দেখিলাম। এই প্রকার অনেক সময় অতি সূক্ষ্মতম জ্ঞানের কিম্বা কুটিল বিচার অপেক্ষা না করিয়া প্যাথলজী বা নিদানের অন্ধকার ও অনিশ্চিত গৃহে না ঘুরিয়া, এমন কি রোগের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া হোমিওপ্যাথির সরল বিধি "সম লক্ষণ-সূত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের সমতা লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগে" অতি উৎকট উৎকট রোগ মুহূর্ত্ত মধ্যে অনেক সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়। আমার কথার সত্যতা বোধ হয়, বঙ্গদেশের অনেক গ্রামেই অনেকে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি

অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, অনেক গ্রাম্য স্কুল-পণ্ডিত ও স্বল্প-শিক্ষিত ভদ্রলোক মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথির দ্বারা এতদূর কঠিন ও উৎকট পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন যে, তাহা বিজ্ঞানাভিমানী চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। তাঁহারা প্যাথলজী ইত্যাদি কিছু জানেন না বলিলেই হয়, এমন কি অনেকে রোগের নাম পর্য্যন্তও জানেন না; কিন্তু মহাত্মা হানিমানের সরল বিধি অর্থাৎ সম লক্ষণ-সূত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ঔষধ-প্রয়োগই তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র। আমি ইহা দ্বারা ইহা বলিতেছি না যে, এনাটমী, প্যাথলজী, নিদান ও ফিজিওলজী ইত্যাদি শিক্ষা কিছুই নহে; মূল কথা আমার এই যে, হোমিওপ্যাথি এপ্রকারে একখানি বিশেষ বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার কল বিশেষ সৃষ্ট হইয়াছে যে, প্যাথলজী ফিজিওলজী ইত্যাদিতে জ্ঞান না থাকিলেও, এমন কি রোগের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া সামান্য শিক্ষিত ফায়ারম্যান বা ড্রাইভারের ন্যায় অনেকে হোমিওপ্যাথির কলখানি সুন্দর চালাইতে সক্ষম হন। অথবা অভ্যস্ত খনার বচন ব্যবহারের ন্যায়, কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্ব সহায়ে অদ্ভুত ফল দেখাইতে সক্ষম হন। এই একমাত্র গুণের দ্বারাই হোমিওপ্যাথি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও মৃত লোকনাথ মৈত্রেয় মহাশয় ফিজিওলজী ও প্যাথলজী ইত্যাদির বিশেষ ধার ধারিতেন না; তাঁহারা "সম-লক্ষণ-মন্ত্রে" দীক্ষিত হইয়া যে যশঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত অত্যুচ্চ শিক্ষিত কোন সিবিল সার্জ্জনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে কিনা, সন্দেহ !!!

৩। ইহার ঔষধ সকল সুখসেব্য।

৪। ওলাউঠার ন্যায় ত্বরিতে প্রাণনাশক রোগাদিতে চিকিৎসক পকেটে ঔষধ কয়েকটী লইয়া ত্বরিত গতিতে রোগীর নিকট পঁহুছিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন।

ঔষধ প্রস্তুত ও আনানাদি গোলযোগ করিতে, করিতে রোগীর প্রাণ-বিয়োগ হইলে অতি কষ্টের কথা; কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সে ভয় নাই।

৫। সর্জ্জিক্যাল ও আঘাতাদি-প্রাপ্ত রোগীতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের

অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিবে। আর্ণিকা ও হ্রাস্-টক্স দ্বারা, আঘাতাদিজনিত অসংখ্য রোগে আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি।

৬। মানসিক পীড়া সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ হোমিওপ্যাথিমতে যে প্রকার আছে, অন্য কোন মতে তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এক মানসিক লক্ষণ অবলম্বনে অনেক উৎকট পীড়া আরোগ্য করা হইয়াছে।

৭। জীব (পশু পক্ষী:) চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিতে পাইবে।

৮। স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ গর্ভিণীর পীড়ায় ও শিশুদিগের রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অমৃততুল্য।

৯। প্রায়ই হোমিওপ্যাথিতে হিতে নিতান্ত বিপরীত হয় না; ভুল ভ্রান্তির দরুণ লোক ইহাতে এলোপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়াভূত ফলের ন্যায় বিষাক্ত হইয়া মারা যায় না।

১০। সাধারণ পীড়ায় হোমিওপ্যাথি কিম্বা যেকোন মতের চিকিৎসাই হউক না কেন, তাহাতে ঔষধের ক্ষমতা স্পষ্ট ও ভাল বুঝা যায় না; কারণ, স্বভাবেও তাদৃশ পীড়া আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু পীড়া যত উগ্র; উৎকট ও নানাবিধ উপসর্গযুক্ত হইবে সেই স্থলে হোমিওপ্যাথির ততই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইবে; নতুবা হোমিওপ্যাথিতে কখন বিশ্বাস করিও না; অন্য কোন প্যাথির এতাদৃশ ক্ষমতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

গ্রন্থাদি অধ্যয়ন সঙ্কেত।

ক।—প্রথমতঃ পুস্তকখানি প্রাপ্তমাত্র তাহার নাম কি, তাহা বিশেষ উপলব্ধি করিয়া দেখিবে, কারণ, অনেক গ্রন্থে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট নাম প্রদত্ত হয় যে, তাহা পাঠমাত্র গ্রন্থখানির প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়টী বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র গ্রন্থখানি কয় খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে? এবং সেই খণ্ডগুলির প্রত্যেকের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কি না? তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। তৃতীয়তঃ

গ্রন্থখানির প্রবেশিকা (বিজ্ঞাপন, ভূমিকা, উপক্রমণিকা ইত্যাদি) বিশেষ অনুধাবন করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য ; এ কথা প্রথমেই বলিয়াছি ; কারণ, প্রবেশিকার উপরেই সমস্ত পুস্তকের জ্ঞান নির্ভর করে। চতুর্থতঃ আগাগোড়া সমস্ত প্রবন্ধগুলির বড় বড় হেডিং বা শীর্ষ অগ্রে একবার দেখিবে। পঞ্চমতঃ গ্রন্থের সূচীটী পর্য্যবেক্ষণমাত্র পুস্তকের বিষয়গুলির ব্যাপার মোটামুটীভাবে জানিতে পারিবে। ষষ্ঠতঃ রীতিমত প্রথম হইতে গ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে।

খ।—এই গ্রন্থের বিভাগাদি সম্বন্ধে উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থখানির সাধারণ নাম "চিকিৎসা বিধান" ; ইহা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

১। ইহার প্রথম খণ্ডে—রোগের লক্ষণ, কতকগুলি অতিসাধারণ রোগ (যাহারা সময় সময় লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত) ও কারণাদি অনুসারে ঔষধ-নির্ব্বাচন উপায় প্রদত্ত হইয়াছে ; ইহা দ্বারা অব্যবসায়ী ব্যক্তিরাও রোগের বৈজ্ঞানিক নাম না জানিয়া যে কোন পীড়ার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন ; প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই এই প্রথম খণ্ড লিখিত হইয়াছে। জিহ্বার ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠাস্থ রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্ত দেখিলে জানিতে পারিবে যে, "প্রকৃতিগত লক্ষণ" অবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ করাতে দুইটী রোগী কি আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য লাভ করিল ; (এস্থলে জিহ্বার দুইটী লক্ষণই প্রকৃতিগত বা সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ")।——এই খণ্ডে জিহ্বা, মল, মূত্র, নাড়ী, পিপাসা, হিক্কা, ঘর্ম্ম ইত্যাদি প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ; তাহাদিগকে অবলম্বনে ঔষধ-প্রয়োগেই কৃতকার্য্যতা লাভ হয়।————রোগের নাম না করিয়া, লক্ষণাদি অনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন দ্বারা চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইলে তাহাই উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথি (অত্র গ্রন্থে জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্বের ১ম প্যারা দেখ)। এই প্রথমখণ্ডের নাম "লক্ষণ ও কারণাদি অনুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক" রাখা হইল।

২। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াদি খণ্ডচতুষ্টয়ে—রোগের নাম, বর্ণনা, প্যাথলজী বা নিদান ইত্যাদি ও রোগের চিকিৎসা ও বহুপ্রকার আনুষঙ্গিক

চিকিৎসা দেওয়া হইয়াছে। অনেক রোগের চিকিৎসার সহিত যে "ঔষধ মনোনয়ন প্রদর্শক" দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কতক পরিমাণ প্রথম খণ্ডেরও উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

(১)———আশা করি, এতাদৃশ গ্রন্থ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ আদর পাইবে। এই প্রকারের রেপার্টারী (Repertory) সংযুক্ত ইংরাজি গ্রন্থাদি সহায়েই ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অল্প সময়ে ফল দেখাইতে পারেন। বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত এ প্রকার গ্রন্থ না থাকাতে এতদ্ভাষানভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের সহজ উপায়ে ও অল্প সময়ে ঔষধ নির্ব্বাচন-কার্য্য অতি কঠিন ব্যাপার ছিল; এই গ্রন্থ অনেকাংশে সে অভাব সম্ভবতঃ দূর করিতে সক্ষম হইবে। (২) আর একটী বিষয় এই যে, ইহা দ্বারা অতলস্পর্শ ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Materia-medica) হইতে ঔষধ-যত্ন উদ্ধার (ঔষধ-নির্ব্বাচন) অতি সহজেই হইতে পারিবে। (৩) ঔষধ নির্ব্বাচন ও তাহার ডাইলিউসন্ (শক্তি) মীমাংসাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফললাভের প্রকৃত মূল; ইহা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকই স্বীকার করিবেন; সেইগুলির প্রতিই এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে। (৪) প্র্যাক্টিক্যাল্ ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ বর্ণ (Type), চিহ্ন, বর্ণনা ও আণ্ডারলাইন দ্বারা ঔষধ, বিষয় ও লক্ষণ সমূহের গুরুত্ব দেখান হইয়াছে। (৫) স্থানে স্থানে প্রবন্ধ বা বিষয় সমস্তের গুরুত্ব হেতু ও তাহাদের সম্বন্ধে আবশ্যকীয় উপদেশ জন্য স্থানবিশেষে, সাধারণতঃ তাহাদের মুখভাগে মন্তব্য লেখা হইয়াছে। এ জন্য জিহ্বা, জিহ্বার লক্ষণাদি, লালা, ওষ্ঠ, দন্ত, নাড়ী, মূত্র, কৃমি, পিপাসা, এবং হিক্কা ইত্যাদি দেখ।

গ।—গ্রন্থ অধ্যয়নকালে প্রত্যেক জাতীয় হেডিং গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; কারণ, হেডিংই প্রবন্ধাদির বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও তৎসদৃশ বিষয় সকলের প্রাণ স্বরূপ। হেডিংটি এ প্রকার হওয়া উচিত যে, তাহা পাঠমাত্র বিষয়টির উপলব্ধি হইবে; এই গ্রন্থে এ প্রকার ভাবে হেডিং প্রস্তুত জন্য যতদূর সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। ১।—প্রবন্ধের হেডিং পাঠ :—প্রত্যেক প্রবন্ধ-পাঠ-সহ

সেই প্রবন্ধের হেডিংটি বিশেষ করিয়া স্মৃতিপথে রাখিবে, নতুবা "উদার পিণ্ড বুধার ঘাড়ে" যাইয়া পড়িবার নিতান্ত সম্ভাবনা অর্থাৎ এক বিষয় পাঠ করিতে করিতে অপর বিষয় আসিয়া লক্ষ্যপথে উপস্থিত হয়, পাঠের সময় সেই দোষ নিবারণ জন্যই হেডিং সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। ২।—পত্রের হেডিং পাঠ:— অত্র গ্রন্থে পত্রশীর্ষস্থ-হেডিং গুলিও বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ; লক্ষণ, পীড়া ও ঔষধাদি দেখিবার সময় পত্রশীর্ষস্থ হেডিংগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ৩।—প্রবন্ধ বা বিষয় সকলের ভাগ বা শ্রেণী, বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা, প্রশাখা (Heading of Classification, division, subdivisions &c.) এই সমস্ত হেডিং-প্রতি যেন বিশেষ মনোযোগ থাকে; নতুবা বৈজ্ঞানিক বিষয় সমস্ত কিছুই প্রকৃতভাবে বুঝিতে পারিবে না ও তাহাদের যে শৃঙ্খলা তাহাও স্মৃতিপথে রাখিতে পারিবে না, তজ্জন্য বিষয়টী তোমার নিকট নিতান্ত ভয়াবহ, জটিল ও ভারবহ বোধ হইবে;———সুতরাং প্র্যাক্টিক্যালি কোন কাজই করিতে পারিবে না এবং সকল বিষয়েই গোলযোগ বোধ হইবে। বিভাগাদির হেডিং অনুসারে বিষয়টী মনে রাখিলে তাহা অতি সহজ বোধ হইবে ও সর্ব্বদা তাহাদিগকে যেন নখদর্পণ মধ্যে দেখিতে পাইবে। এতৎ-দৃষ্টান্ত জন্য—(ক)—জ্বরের অধ্যায় দেখ। ইহাতে জগতীস্থ সর্ব্ব প্রকার জ্বর-নির্ব্বাচন-শিক্ষার্থ জ্বর গুলি কি প্রকারে ভাগ, বিভাগ, শাখা প্রশাখা ইত্যাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখ; নানাবিধ জ্বরের ডায়েগনোসিসের সময় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে। (খ) ম্যালেরিয়া জ্বরের বিভাগ দেখ।—(গ) ম্যালেরিয়া জ্বরে দেহগত পরিবর্ত্তন দেখ।——— (ঘ) জ্বরচিকিৎসা দেখ। জ্বর চিকিৎসার-(১), (২), (৩), (৪) বিষয় দেখ।—— (ঙ) জিহ্বা সম্বন্ধে মন্তব্য দেখ——(চ) "ঘোর সান্নিপাতিক বিকার" দেখ; ইহা (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬) এই ছয় প্রধান অঙ্গে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এবং একত্রে ইহাদের ভৈষজ্য তত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাদ্বারা জ্বর, ওলাউঠা ইত্যাদি যে কোন রোগে যে কোন প্রকার বিকার হউক, তাহার চিকিৎসা অনায়াসে করিতে পারিবে। বঙ্গদেশে বিকার সম্বন্ধে আমরা অসংখ্য রোগী দেখিতে পাই; সুতরাং তাহার লক্ষণ ও ঔষধ নিচয়

বহু যত্নে ও প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়াছি। একটী বিকারের রোগী হাতে আসিলেই সেই বিপদ উদ্ধারার্থে যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি সেই চেষ্টারই ফল এই ষড়্‌বিধ "ঘোর সান্নিপাতিক বিকার"। কোন পুস্তকে এমন কি কোন ইউরোপীয় পুস্তকেও এ পর্য্যন্ত এক স্থানে এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বিস্তারিতভাবে এসম্বন্ধে সংগ্রহ নাই। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যশোলাভ ইচ্ছা থাকিলে বিকারটী বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন কর; ইহার প্রত্যেক মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ যেন কণ্ঠস্থ থাকে; তাহা হইলে কার্য্যের বেলায় হোমিওপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে। আমাদের এই মতে বিকারের যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে, তাহা অন্যমতে নাই বলিলেই হয়। আমরা সান্নিপাতিক বিকারে বহুরোগীতে হোমিওপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়াছি (অত্র গ্রন্থে "নানাবিধ বিকারজনিত ভৈষজ্য-তত্ত্বের" শেষ প্যারাদ্বয়ে রোগদ্বয়ের বৃত্তান্ত দেখ)। এই পুস্তকের বহুস্থানে শ্রেণী ও বিভাগ সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। পুস্তকখানি প্রাপ্তিমাত্র ইহার প্রত্যেক বিষয়গুলি কি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা আগাগোড়া মনোনিবেশ করিয়া দেখিবে।

৪। গুরুতর প্যারাগ্রাফ সমস্তের হেডিং ও তাহাদিগকে ১, ২, ইত্যাদি সংখ্যায় বা ক, খ, গ, বর্ণানুক্রমিক যে সকল ভাগ করা হইয়াছে, সেই ভাগ সকল বিশেষ নিপুণতাসহ দেখিবে; তাহারা একে অন্যের সহ ঐ ঐ সংখ্যা বা বর্ণ দ্বারা বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে।

ঘ।—এই গ্রন্থস্থ ষ্টার ও আণ্ডারলাইনাদি (পাদরেখা)।

অত্র গ্রন্থে (*) (**) ষ্টার বা তাঁরকা চিহ্ন দ্বারা এবং (১), (২), (৩), দ্বারা ঔষধগুলির গুরুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ষ্টারশূন্য ঔষধসমস্ত অপেক্ষা এক ষ্টারযুক্ত ঔষধগুলি অধিকতর পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ; দ্বি বা ডবল ষ্টারযুক্ত ঔষধগুলি এক ষ্টারযুক্ত ঔষধ সকল হইতে অধিকতম পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ। (১), (২), (৩) এই সংখ্যাত্রয়ের মধ্যে (১) চিহ্নিত ঔষধ সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তন্নিম্নে (২), তন্নিম্নে (৩)। একটি দৃষ্টান্তার্থ জিহ্বার ৭ ও ১২ প্যারা দেখ। কোন ব্র্যাকেট মধ্যে কতকগুলি ঔষধ আছে, সেই ব্র্যাকেটের পূর্ব্বভাগে যদি দুইটী ষ্টার থাকে, তবে সমস্ত ঔষধগুলির গুরুত্ব পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপরোক্ত

দুইটী ষ্টারযুক্ত ঔষধের ন্যায় হইবে; এক ষ্টার থাকিলে এক-ষ্টার-যুক্তের ন্যায় জানিবে।

পাদরেখা বা (Underlines) আণ্ডার-লাইনযুক্ত পংক্তি, বিষয়, ও কথা-গুলি অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। যে আণ্ডার-লাইনযুক্ত পংক্তির পূর্ব্বে ষ্টার থাকে, তাহা অতীব গুরুতর বলিয়া জানিবে। বাঙ্গালার কোন চিকিৎসা-গ্রন্থে এপর্য্যন্ত আণ্ডার-লাইন দ্বারা পংক্তি সমূহের গুরুত্ব এপ্রকার উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে দেখাইতে কেহ প্রয়াস পান নাই। এই গ্রন্থেই এই উদ্যম প্রথম। কোন ঔষধের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়া পাদরেখাযুক্ত হইয়াছে, তাহারা সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। ঐ সমস্ত লক্ষণ বহুবার পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। তাড়াতাড়ি ঔষধ-নির্ব্বাচন কালে এই সমস্ত পাদ-রেখাযুক্ত লক্ষণগুলির উপকারিতা,বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারিবে।

পুনরুক্তি—গ্রন্থের কোন কোন স্থলে একটী বিষয় দুই তিনবার পর্য্যন্ত নানাভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে। এতাদৃশ পুনরুক্তি অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যাদি গ্রন্থ জন্যই দোষাবহ। কিন্তু এতাদৃশ চিকিৎসা গুরুতর বিষয়টী যাহাতে পাঠকের হৃদয়ে সুগভীররূপে অঙ্কিত হইতে পারে সেই জন্যই ঐরূপ পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

গ্রন্থের কোনস্থলে "করিবেন" "দিবেন" ইত্যাদি মান্যজনকভাবে লেখা দেখিবে সে কেবল কোন মাননীয় ব্যক্তিকে কোন বিষয় মৌখিক বুঝাইতে গিয়া সে ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু পুস্তক খানির সাধারণ বিষয় ছাত্রকে বুঝাইতে যে ভাবে লিখিতে হয় সেই ভাবেই লেখা হইয়াছে।

৬। <এবং < এই চিহ্নদ্বয়ঃ— <এতাদৃশ চিহ্ন যে যে অবস্থার পূর্ব্বে বসিয়াছে তাহাতে রোগের বা লক্ষণের বৃদ্ধি বুঝায়। >এতাদৃশ চিহ্ন উপশম বুঝায়। যথা <নড়াচড়াতে অর্থাৎ নড়াচড়াতে বৃদ্ধি বুঝায়। > গরম জল পানে > অর্থাৎ গরম জল পানে উপশম বুঝিবে।

রোগী-দর্শন ও লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ।

১। রোগীর নিকট স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহার লক্ষণাদি স্থির চিত্তে দেখিবে। প্রধানতঃ লক্ষণ দ্বিবিধ :—

কতকগুলি লক্ষণ যাহা রোগী অনুভব করিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক তাহা দেখিতে বা জানিতে পারেন না, তাহাদিগকে "প্রশ্নগত" বা রোগীর উপলব্ধিগত (সব্‌জেক্‌টিভ্ সিম্‌টম্‌স্ subjective Symptoms) লক্ষণ বলে; যথা বেদনা, স্বাদ, মাথাঘোরা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি; রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই লক্ষণগুলি জানিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ চিকিৎসক নিজেই পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, ইহাকে "পরীক্ষাগত" বা প্রত্যক্ষ (অব্‌জেক্‌টিভ্ সিম্‌টম্‌স্ (Objective Symptoms) লক্ষণ বলে। এই দুই জাতীয় লক্ষণই রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যের প্রধান অবলম্বন।

২। রোগের কারণ এবং ইতিহাস জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পার, তাহাতে ত্রুটি করিবে না; যেহেতু অনেক সময় রোগের একমাত্র কারণ দ্বারাই ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়, অন্য লক্ষণের অপেক্ষা করে না। রোগের কারণ যে একটী অতি গুরুতর বিষয় তাহা নিম্নলিখিত রোগীর বিষয়টী পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে:—বারাকপুরের নিকট বন্দিপুরস্থ বাবু রাজকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় একদা পেটের বেদনায় নিতান্ত অস্থির হইয়া মহামাননীয় ডাক্তার সরকার মহাশয়ের বাটীতে আসিলেন ও বেদনার যাতনায় অস্থির হইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, নিকটে একখানা কৌচ ছিল তাহাতে শুইয়া পড়িলেন। উক্ত ডাক্তার সরকার মহাশয় তাঁহাকে একটী ঔষধ দিলেন, তাহাতে কোন ফলই হইল না; রোগী কৌচে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উক্ত বহুদর্শী চিকিৎসক মহাশয় তাঁহাকে "এই রোগের কারণ কি"? তদ্বিষয় পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, মাংস খাইয়া আমার এই বেদনা হইয়াছে; তখন তিনি তাঁহাকে পাল্‌সেটিলা ৩য় শক্তি খাইতে দিলেন। ঔষধ খাইবার পাঁচ মিনিট মধ্যে রোগী সুস্থ হইলেন এবং নাসিকা ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।—তখন আমি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। আমি এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলাম এবং ভাবিলাম যে, এই চিকিৎসা এলোপ্যাথিমতে হইলে কত জুলাপ, পিচকারী (Enema) এবং ওপিয়াম্

এই রোগে দিতে হইত তাহা বলিতে পারি না। এলোপ্যাথিতে এতাদৃশ যাতনাপ্রদ পীড়া এপ্রকার ভোজের বাজির ন্যায় অতি সহজে ও ত্বরিত-গতিতে আরোগ্য হইতে পারিত কি না সন্দেহ। এই হইতে হোমিও-প্যাথির প্রতি আমার বিশ্বাসের অঙ্কুর জন্মিল। তখন হইতে আমি প্রাণপণে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম। (কারণ-সম্বন্ধে অত্র গ্রন্থে পীড়া-নিচয়ের কারণ ও চিকিৎসা দেখ)।

৩। কি কি হেতু পীড়ার ও লক্ষণাদির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ৪। রোগী কি ভাবে শয়ন, উপবেশন বা অবস্থিতি করে। ৫। রোগীর মানসিক লক্ষণ, শারীরিক স্বধর্ম্ম, স্বভাব, বয়স, সে স্ত্রী কিংবা পুরুষ ইত্যাদি বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবে; ইহাদের দ্বারা অনেক সময় (অন্যান্য লক্ষণ অভাবেও) ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া পীড়ারোগ্য-কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। ৬। রোগের সময় (time) একটী অতি গুরুতর বিষয়। একমাত্র সময়ানুসারে অনেক সময় ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়। জ্বর ও পেটের পীড়াদি রোগে সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমরা অনেক ফল পাইয়াছি। অতি প্রাতঃকালীয় পেটের পীড়ায় সাল্‌ফার। বেলা দুই প্রহর হইতে দুইটার মধ্যে যে জ্বরের আক্রমণ বা বৃদ্ধি হয়, তাহাতে আর্সেনিক যে নিতান্ত ফলপ্রদ, তাহা স্বচক্ষে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। (জ্বরের সময়-ভেদে ঔষধ-মনোনয়ন দেখ)

৭। পীড়া কিম্বা কোন যাতনা, রোগীর দক্ষিণ কি বামভাগে হইয়াছে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। রোগীর শরীরের পার্শ্ব দিক্ অনুসারে ঔষধ-মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন কার্য্যে অনেক বিভিন্নতা হয়। পাবনার ব্যাঙ্কের সেক্রেটরী বাবু গৌরাঙ্গবিহারী সাহার উৎকট জ্বর-রোগ হয়। তাহাতে তিন চারিটী ঔষধ প্রদানে কোন ফলই পাই না। পরে তাহার বক্ষের বাম-পার্শ্বে হঠাৎ একটী বেদনা জন্মে। এই বেদনাই যেন অঙ্গুল-সঙ্কেতে আমাকে ল্যাকেসিস দেখাইয়া দিতে লাগিল। (কারণ বামপার্শ্বের পীড়া বা যাতনা ল্যাকে-সিস্‌কে লক্ষ্য করে); তখন ভৈষজ্য-তত্ত্ব বিচার ল্যাকেসিস্‌ই প্রকৃত ঔষধ বলিয়া জানিলাম ও তাহা প্রয়োগ করাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিল।

৮। (১) সীতানাথ পাল নামক এক ব্যক্তির নিউমোনিয়া হয়। তাহাকে

প্রথমে ফস্‌ফরাস্ দিই, তাহাতে বিশেষ ফল না পাওয়াতে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কোন ফল হইল না। নিতান্ত হতাশ চিত্তে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া আছে, সে একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বাম পার্শ্বে শুইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন মতে বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারিল না; তদ্দৃষ্টে ফস্‌ফরাসের কথা আমার মনে হইল। অত্র গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় "পোজিশনে ঔষধ-মনোনয়ন দেখিলাম*। পরে ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখিয়া ফস্ফরাসই যে, এই রোগীর ঠিক ঔষধ তাহাতে আর সন্দেহ অণুমাত্র রহিল না। ফস্‌ফরাস্ পুনরায় এই রোগীতে দিতে আরম্ভ করিলাম এবং সেই হইতে রোগী ভালবোধ করিতে লাগিল ও তাহাতে সে অতি সত্বরেই আরোগ্য লাভ করিল। সুতরাং (১) রোগীর পোজিশন (Position অর্থাৎ শয়ন ও অবস্থিতি) দেখিয়াও যে, হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক অদ্ভুত উপকার পাইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (২) এই রোগীর বৃত্তান্ত হইতে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও একটী অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শিক্ষা করা যায়; কোন এক রোগীতে এক ঔষধ একবার দিয়া ফল না পাইলে পুনরায় সময়ান্তরে যথালক্ষণ বিকশিত হইলেও সেই রোগীতে যে, সেই ঔষধের আবার প্রয়োগ হইতে পারিবে না সে কোন কার্য্যের কথা নহে। যে ঔষধে পূর্ব্বে তুমি বিফলমনোরথ হইয়াছ সেই ঔষধ পুনরায় যথালক্ষণ উপস্থিত দেখিলে প্রয়োগ কর, তাহাতে তোমার রোগী সহজে আরোগ্যলাভ করিবে। এবম্প্রকার ঘটনাস্থলে শক্তির পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও একটি রোগীর কথা উল্লেখ করি। পাবনা জজ্ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল সান্যাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের পেটের পীড়া হয়; রোগীর অবস্থা শুনিয়া প্রথমে তাহাকে ক্যামোমিলা ৩য় শক্তি দিই তাহাতে উপকার বোধ হইল না; পরে অন্যান্য গুটিকতক ঔষধ ব্যবহার করি; তাহাতেও কোন ফল হইল না; কিন্তু অবশেষে মলের প্রকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলাম যে, ঐ বালকের ক্যামোমিলাই প্রকৃত ঔষধ, তখন ইহার ১২শ শক্তি দিলাম; তাহাতেও বিশেষ সন্তোষদায়ক কাজ

* সন ১২৯২ সাল, এই গ্রন্থখানি তখন পাণ্ডুলিপি, অবস্থায় ছিল মুদ্রিত হয় নাই।

না পাওয়াতে পুনরায় ক্যামোমিলা ৩য় শক্তি দিলাম এবং তাহাতে আশ্চর্য্য ফল পাইলাম; ইহার চারি ডোজ ঔষধেই পেটের পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল। (শক্তি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অত্র গ্রন্থে জ্বরের চিকিৎসায় ইউপেটো-রিয়াম্-পার্‌ফো মধ্যে একটী রোগীর বৃত্তান্ত দেখ)।

৯। মনুষ্যের দেহ ও মনে জীবিতাবস্থায়, সুস্থ শরীরে বা অসুস্থ শরীরে যে সমস্ত বিষয় ও লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাদের সমস্তই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট অমূল্য ধন বটে; কারণ তাহারা ব্যাধির চিকিৎসার সময় কোন না কোন প্রকারে ঔষধ নির্ব্বাচনার্থ বিশেষ ব্যবহারে আইসে। তজ্জন্য উপদেশ যে, দেহগত ও মনোমত সমস্ত লক্ষণই জানিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। মানসিক লক্ষণ, শয়ন, অবস্থিতি ইত্যাদির বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব দ্বারা ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যে ও রোগ-নির্ণয়-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

১০। নাড়ী-জ্ঞান বা হাত দেখা একটী গুরুতর বিষয়। নাড়ী অতি স্থির-ভাবে দেখিবে ও তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে (অত্র গ্রন্থে নাড়ী দেখ)।

প্রথম শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কয়েকটী গুরুতর বিষয়।

১। গাত্রতাপ—আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপ ৯৮.৬ ডিগ্রি। এতদূর্দ্ধে ৯৯.৫ হইতে ততোধিক তাপ জ্বরমধ্যে গণ্য। ৯৭ হইতে ততোধিক নিম্নে ৭৯।৭৭ পর্য্যন্ত (কোল্যাপ্‌স্ বা) পতনাবস্থায় তাপ দেখা যায়; এই পতনা-বস্থায় রোগীর শরীর আমাদের নিকট হিমবৎ জ্ঞান হয়। অনেক টাইফয়েড্ জ্বর ও ওলাউঠা রোগীর মৃত্যুর পর শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়।

২। নাড়ী—সুস্থকায় যুবকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি বা স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭৫ বার; শিশুর জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত ১৪০ বার; দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত ১২০ বার; চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত ১০০ বার; সপ্তম হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত ৯০ বার; অষ্টাদশ হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ৭৫ বার; বৃদ্ধ বয়সে ৭০ বার। বয়স্কদিগের নাড়ী ১৫০ বারের অধিক হইলে মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক। ক্ষীণ ও সূত্রবৎ নাড়ী জীবনীশক্তির হ্রাসতা

জ্ঞাপক। বিলুপ্ত নাড়ী, পতনাবস্থার একটী প্রধান লক্ষণ (হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনেই নাড়ীর স্পন্দন হয়)। ওলাউঠার নাড়ী বিলুপ্ত হইলে মণিবন্ধে আর পাওয়া যায় না। তখন ব্রেকিয়েল্ প্রদেশে বা বাহুমূলে কখন কখন নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যায়।

৩। শ্বাসপ্রশ্বাস—ইংরাজিতে ইহাকে রেস্পিরেশন (Respiration) বলে। সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে রেস্পিরেশনের গতি ১৮ বার হইয়া থাকে। শীতল শ্বাসপ্রশ্বাস মৃত্যুর লক্ষণ। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর গতিতে হইলে শুভ লক্ষণ জানিবে। শ্বাসপ্রশ্বাস টানিয়া টানিয়া কিংবা দ্রুতগতিতে অতি ঘন ঘন হইতে থাকিলে তাহা দুর্লক্ষণ বলিয়া জানিবে; অতি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস মৃত্যুলক্ষণ-জ্ঞাপক।

৪। নাড়ী, গাত্রোত্তাপ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের পরস্পর সম্বন্ধ—শরীরের উত্তাপ এক ডিগ্রি বর্দ্ধিত হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের গতি ২।৩ বার বর্দ্ধিত হয়। স্বভাবতঃ গাত্র তাপ ৯৮.৬; নাড়ীর গতি ৭৫, শ্বাস প্রশ্বাস ১৮ বার; যদি তাপ ১০০ ডিগ্রি হয় তবে, নাড়ীর গতি ৯০।৯৫ এবং শ্বাসের গতি ২৩ বার হইবে। সামান্যতঃ এক এক বার শ্বাসে ৪ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

৫। ঔষধের মাত্রা—সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্কের পক্ষে এক ফোঁটা টিংচার, বটিকা দুইটী, অনুবটিকা আটটি, বিচূর্ণ বা ট্রিটুরেশন এক গ্রেণ বা অর্দ্ধ রতি পরিমাণ দেওয়া যায়; বড় শিশুর পক্ষে ইহার অর্দ্ধেক, অতি ক্ষুদ্র শিশুর জন্য চতুর্থাংশ ব্যবহৃত হয়। পূর্ণবয়স্কের জন্য এক তোলা পরিস্রুত জলে, শিশুর জন্য সিকি তোলা পরিস্রুত জলে, এক এক বারের ঔষধ দেওয়া যায়। কাচ, চিনের পাত্র, কিংবা পাথরের পাত্র ঔষধ রাখিবার প্রশস্ত জিনিষ।

৬। কত সময় অন্তর অন্তর ঔষধ প্রয়োগ হয়? রোগের অবস্থা বুঝিয়া ১০।১৫।৩০ মিনিট কিংবা ১।২।৩।৪।৬।৮।১২ ঘণ্টা অন্তর অন্তরও ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ঔষধের উপকার পাইলে সময়ের পরিমাণ অধিকতর অন্তরে করিয়া দিবে। অনেক প্রাচীন পীড়ায় উচ্চশক্তির ঔষধ ২।৩।৭।১৪।২১ দিন অন্তরও দেওয়া যায়।

৭। অনুমানে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। পীড়া যত উগ্র হইবে ঔষধ তত

শীঘ্র তন্নিবারণে সক্ষম হইবে। অন্যথা ঔষধ ঠিক নির্ব্বাচিত হয় নাই। শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তন করা অন্যায়। একেবারে দুই তিন প্রকার ঔষধ একত্রে বা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা ভাল নহে।

৮। ঔষধ নির্ব্বাচন।—রোগীর লক্ষণ ঔষধের লক্ষণ সহ ঐক্য করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

৯। এলোপ্যাথি, কবিরাজী ইত্যাদি মতে চিকিৎসা হইয়া থাকিলে, যদি তোমাকে পরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতে হয়, তবে অগ্রে অবস্থাবিশেষে নাক্স-ভ, ক্যাম্ফার বা সাল্ফার্ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অতি প্রাচীন জ্বরাদিরোগে পূর্ব্বে একটী কবিরাজী চিকিৎসা চলিয়া থাকিলে হিপার-সাল্ফ্ অতিফলপ্রদ। দিনাজপুরের বালকের দ্বোকালীন জ্বরে আমরা সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ অন্তর হিপার ৩০শ শক্তি এক মাত্রা করিয়া দিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। অতিরিক্ত গরম মসল্লাযুক্ত ঔষধ বা মদ্যাদিযুক্ত ঔষধ সেবন করিয়া থাকিলে নাক্স-ভ তাহার প্রতিষেধক ঔষধ।

১০। ঔষধ সেবনকালে কাফি, চা, কর্পূর বা তাদৃশ কোন জিনিষ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

১১। ঔষধের মাত্রা অতিরিক্ত হইলে ক্যাম্ফার খাইলে তাহা সংশোধিত হয়।

১২। তামাক খাইতে হইলে ঔষধ খাইবার অন্যূন এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে পান খাওয়া উচিত।

রোগ-নির্ণয় বা ডায়েগ্নোসিস্।

জ্বর অধ্যায়ে জ্বর-নির্ব্বাচন শিক্ষা দেখিলেই জানিতে পারিবে যে, কি উপায়ে রোগ-নির্ণয় করিতে হয়? এবং এতৎ সম্বন্ধে প্রকৃত পথ কি? ঐ প্রকার পথ অনুসরণে প্রায় প্রত্যেক পীড়াই নির্ণয় করিতে ক্ষমতা লাভ করিবে। রোগনিচয়ের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিগত লক্ষণ আয়ত্ত করিয়া এক জাতীয় বা প্রায় এক প্রকারের লক্ষণযুক্ত রোগ সকলের মধ্যে পরস্পর তাহাদের লক্ষণ তুলনা করিয়াই পার্থক্য দ্বারা রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগনির্ণয় কালে রোগের

ইতিহাস এবং কারণাদিকেও প্রধান সহায় জানিবে :—(১) একদা একটী জ্বর-রোগীকে দেখিতে গিয়া দেখিলাম যে, জ্বর সর্ব্বদা লগ্ন রহিয়াছে, তৎসহ নানাবিধ টাইফয়েড্ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে; রোগীর মল টাইফয়েড্ মলের ন্যায় (ডালের যূষের মত); অদ্য জ্বরের ১৩ দিন; রোগীটী দেখিয়া টাইফয়েড্ জ্বর বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হইল, কিন্তু রোগীর আদ্যন্ত ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জ্বর-আরম্ভের প্রথম দুই দিন যে জ্বর হইয়াছিল তাহা অতি প্রখর বেগ-বিশিষ্ট, কিন্তু উক্ত দুই দিবসই ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইত; তৎপরে তৃতীয় দিন হইতে এই এক-জ্বরী অবস্থা হইয়াছে। এই একই মাত্র ঘটনা বা ইতিহাস জানিতে পারিয়া দৃঢ়রূপে স্থির নিশ্চয় হইলাম যে, ইহা টাইফয়েড্ জ্বর নহে; ইহা ইণ্টার-মিটেণ্ট ফিবার রেমিটেণ্টরূপে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাতেই এই সমস্ত টাইফয়েড্ অবস্থার লক্ষণ বিকশিত হইয়াছে। (টাইফয়েড্ জ্বরের প্রধান লক্ষণ (ক্রমশঃ তাপ বৃদ্ধি) তরুণ (ম্যালেরিয়া জ্বর দেখ)। বাঁধা গদে ডায়েগ্-নোসিস্ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না; যে পন্থা দেখাইলাম এই পন্থা অনুসরণ করিয়া যত অভ্যাস করিবে ততই এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারিবে।

(২) রোগনির্ণয়ের জন্য রোগের ইতিহাস অনেক সময় বিশেষ দরকার এস্থানে পাবনার * * * রোগীর কথা বলিতেছি, এই রোগীর ফুস্ফুসের যক্ষ্মারোগ হইয়াছে বলিয়াই অনেক বড় বড় চিকিৎসকের ধারণা হইয়াছিল। রোগীর জ্বর অবিরত ছিল, কাশির উদ্বেগও কষ্টকর ছিল, কাশির সহিত দুর্গন্ধময় পূঁয রক্ত নির্গত হইত। তাহার ইতিহাসে জানিতে পারিলাম যে রোগী পূর্ব্বে অতি সুস্থ সবলকায় ও ভাল ভোক্তা ছিলেন, একদিন হঠাৎ জ্বর হইয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বক্ষের সম্মুখ দিকে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং তাহার কিছুদিন পরে কাশির সহ পূঁয রক্ত নির্গত হইতে থাকে। "হঠাৎ বক্ষে বেদনা তৎসহ জ্বর তাহার অল্প দিন পরেই কাশিসহ পূঁয রক্ত নির্গত" এই কয়েকটী কথা শুনিয়াই আমার মনে ধারণা হইল এই ব্যক্তির ফুস্ফুসে য়্যাব্সেস্ অর্থাৎ স্ফোটক হইয়াছে, উহা যক্ষ্মারোগ নহে। যক্ষ্মারোগ প্রায়ই ধীরে ধীরে একটু দীর্ঘ

সময়ে রোগীকে আক্রমণ করে; এতাদৃশ হঠাৎ প্রবল আক্রমণ তাহার স্বভাব নহে। এই একমাত্র ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াই ফুসফুসের স্ফোটক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা হইল এবং বক্ষঃযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়াও যক্ষ্মারোগের বিশেষ লক্ষণ ও চিহ্নাদি প্রাপ্ত হইলাম না। তখন উহা স্ফোটক রোগ; যক্ষ্মা নহে প্রকাশ করা হইল। যে যে বড় বড় সাহেব ও বিলাত ফেরত ডাক্তারেরা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন তাঁহারাও পুনর্বিবেচনায় উহা যে স্ফোটক হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং বক্ষঃস্থল কাটিয়া পূঁজ নির্গত করিতে হইবে তদ্ব্যবস্থা দিলেন এবং কাটার জন্য রোগী ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

(৩) মেডিকেল কলেজের কোন উচ্চপদস্থ ডাক্তার যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তিনি আউট্ ডোরের ভার প্রাপ্ত হন। সেই সময় একটী রোগী পায়ের সম্মুখ ভাগে স্ফোটকভাবাপন্ন স্ফীতিসহ তথায় আগমন করে। উক্ত নবাগত ডাক্তার উহা স্ফোটকবিবেচনায় কাটিয়া দেন। কাটিবা মাত্র অনর্গল বেগে রক্ত বহির্গত হইতে লাগিল, কারণ উহা টিবেল আর্টারির এনিউরিজম্ ছিল অনেক উপায়ে তদানীন্তন প্রথম সার্জ্জন শ্রদ্ধাস্পদ গেয়ার্ সাহেবের যত্নে ও অনেক কষ্টে রোগী রক্ষা পাইল। সেই অবধি ডাক্তার গেয়ার্ প্রায় প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন স্ফোটকের রোগী দেখিলেই প্রশ্ন করিতেন যে, ইহা যে এনিউরিজম্ নহে তাহা তুমি কিসে জান? তাহার উত্তরে রোগের উৎপত্তি ইতিহাস জানিবে, এই রোগ স্বল্প দিন হইল হঠাৎ হইয়াছে কিম্বা ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইয়াছে? আর দেখিবে উহা কোন আর্টারির উপর জন্মিয়াছে কি না। আর্টারির উপর জন্মিলে এবং উহা যদি ধীর গতিতে ক্রমে বড় হইতে আরম্ভ হয়

তবে তাহাকে উক্ত আর্টারির এনিউরিজম বলিয়া সন্দেহ করিবে এবং ষ্টেথস্কোপ আদি দ্বারা পরীক্ষা করিলে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। আর যদি দেখ ঐ স্ফীতি হঠাৎ হইয়াছে এবং তাহাতে প্রদাহের চিহ্ন রহিয়াছে এবং তাহাতে এনিউরিজমের ব্রুই শুনা যায় না, তবে তাহাকে স্ফোটক বলিয়া জানিবে। এতাদৃশ সন্দেহযুক্ত স্ফীতিকে সহজে কাটিও না। স্ফীতি কাটিবার পূর্ব্বে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে উহা কোন আর্টারির উপর হইয়াছে কি না। এস্থলে রোগের স্থানটী লক্ষ্য করা যেমন আবশ্যক, রোগের ইতিহাস জানাও তেমনি আবশ্যক।

(৪) হিপ্ অস্থির পীড়াতে পায়ের পোজিসন বা অবস্থিতির উপর লক্ষ্য করা এক গুরুতর কর্ম্ম (৪র্থ খণ্ডে হিপ্ জয়েণ্টের পীড়া দেখ)।

(৫) সারকোমা এবং ক্যান্সার উভয়ই ম্যালিগ্ন্যাণ্ট টিউমার। সারকোমার টিউমার হইতে সময় সময় রক্তস্রাব অধিক পরিমাণ হয়; ক্যান্সার হইতে ততদূর রক্তস্রাব হয় না। রোগ নির্ণয় করিতে হইলে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

ঔষধ-মনোনয়ন ও ঔষধ-নির্ব্বাচন সঙ্কেত।

ক।—ঔষধের লক্ষণাধিক্য ও বিশেষত্বের সমষ্টিগত প্রাধান্য বিচার করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন:—কোন রোগী দেখিতে যাইয়া তাহার দুই একটী অতি স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত লক্ষণ বা অবস্থা দৃষ্টি করিয়া, তদনুসারে কতকগুলি ঔষধ আমাদের মনোমধ্যে আইসে; অথবা তাহাদিগকে ঔষধ মনোনয়ন-প্রদর্শক বা রেপার্টরী (Repertory) নামক পুস্তক সহায়ে বাহির করিতে হয় তাহাকেই ঔষধ-মনোনয়ন বলে। এই ঔষধ-মনোনয়ন কার্য্য যে যে লক্ষণ সাহায্যে হয় তাহাদিগকে প্রয়োগ প্রদর্শন লক্ষণচয় (GuidingSymptoms গাইডিং সিম্‌টম্‌স্) বলে। এই মনোনীত ঔষধ-নিচয় হইতে রোগীর সেবনার্থ, ভৈষজ্য-তত্ত্ব সহায়ে ঔষধের লক্ষণাধিক্য ও বিশেষত্বের সমষ্টিগত প্রাধান্য-বিচার করিয়া যে ঔষধ ঠিক করা হয় তাহাকেই "ঔষধ নির্ব্বাচন" বলে। এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; যদি সেই ঔষধে ফল না দর্শে তবে দ্বিতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পর্য্যায়ক্রমে দুই তিনটী ঔষধ ব্যবহার করা উৎকৃষ্ট নহে। ঔষধ মনোনয়নের ও নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্তার্থে জিহ্বা, লালা ইত্যাদির ১৬ প্যারা ও থুথু বা লালাস্থ রোগীর বৃত্তান্ত দেখ, এই দৃষ্টান্ত-ভুক্ত রোগীতে লালার লবণাক্ত স্বাদই আমার প্রয়োগপ্রদর্শক লক্ষণ হইয়াছিল; তদ্দ্বারা * * মার্ক-সল আদি কয়েকটী ঔষধ (জিহ্বা, লালা ইত্যাদির ১৬ প্যারা

দেখ) নির্দ্দেশিত হইল বা মনোমধ্যে আসিল ; পরে ভৈষজ্য-তত্ত্ব মিলাইয়া মার্ক-সনকে তাহাদিগের মধ্য হইতে, প্রধান প্রধান লক্ষণের সমষ্টিগত প্রাধান্য হেতু নির্ব্বাচিত করিলাম। এবং তাহা প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফললাভ হইল।

খ। যদি একটী প্রয়োগপ্রদর্শক লক্ষণে দুই কিংবা তিনটী প্রায় সমতুল্য-ঔষধ নির্দ্দেশিত হয়, তখন সেই সমস্ত ঔষধের লক্ষণচয়, যতদূর পার, ভৈষজ্য-তত্ত্ব হইতে সংগ্রহ করিবে ও তাহাদিগকে পাশাপাশিভাবে রাখিয়া পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিবে ; যে ঔষধের প্রধান প্রধান লক্ষণসহ তোমার রোগীর অধিকতম লক্ষণ ঐক্য হয়, তখন সেই ঔষধই দিবে এবং তাহাতে বাঞ্ছিত ফললাভ করিবে। এতৎসম্বন্ধে একটি আদর্শ-দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করিলাম। মনে কর; তুমি নিম্নলিখিত লক্ষণচয়যুক্ত একটি জ্বর-রোগীর জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে এবং তাহার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ জন্য বিভিন্ন প্রকার ঔষধ-নিচয় নির্দ্দেশিত হইতেছে ; তখন কি প্রকারে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে।

(১) জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ——অত্যন্ত হাইতোলা এবং গাত্র মোচড়ান (গা-মোড়ামুড়ি)—এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, ইপিকাক্, ইগ্নেসিয়া, হ্রাস-টক্স।

(২) শীতাবস্থা——শীত বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে এবং বাহুদ্বয়ে ও তৎসহ তৃষ্ণা—আর্ণি, ক্যাপ্‌সি, কার্ব্ব-ভ, ইগ্নেসিয়া।

(৩) তাপাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ সমস্ত শরীর উষ্ণ কিন্তু পদদ্বয় শীতল, তাপসহ আভ্যন্তরিক শীত———ক্যাপসি, চায়না, ইগ্নেসিয়া, লিডাম।

(৪) ঘর্ম্মাবস্থা————সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়, বহুসময় পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম থাকে (ঘর্ম্মসহ জল তৃষ্ণা নাই)।—ইগ্নেসিয়া, ইপিকাক্, পাল্‌স্।

(৫) পাকস্থলী-স্থানে বেদনাবোধ, শাখা-সমস্তে ভারবোধ এবং গ্রন্থি সকলে বেদনা—ব্রাই, ইগ্নেসিয়া, হ্রাস-টক্স।

(৬) বিজ্বরাবস্থায় নিতান্ত দুর্ব্বলতা, জানু গুটাইয়া থাকা—ইগ্নেসিয়া।

(৭) নিদ্রা গাঢ় ও নাসিকা ডাকাইয়া,—ইগ্নেসিয়া, নাক্স-ম, ওপি।

(৮) জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা ফাটা ; চমকিয়া উঠা, সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত—আর্স, ইগ্নেসিয়া, প্ল্যাট্‌-মি।

(৯) মুখ পিংশেবর্ণ—ফেরা, ইগ্নেসিয়া. সিকেলী।

এস্থানে ভাবিয়া দেখ; এই জ্বর-রোগীতে যে নয় প্রকার লক্ষণ দেখান হইল, তাহার দুই চারিটী মাত্র লক্ষণ-মধ্যে অন্যান্য ঔষধ আছে; কিন্তু নয়টি বা অধিকতম লক্ষণ মধ্যেই ইগ্নেসিয়া বর্ত্তমান আছে অর্থাৎ এথায় ইগ্নেসিয়ার লক্ষণেরই সমষ্টিগত প্রাধান্য; সুতরাং ইগ্নেসিয়াই তোমার এই রোগীর ঔষধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইগ্নেসিয়া দ্বারা তোমার এ প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগী অবশ্য আরোগ্য লাভ করিবে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্য একটু যত্নসাধ্য; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিশ্চয় ফলপ্রদ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রণালী গণিতের অতিরিক্ত কষার ন্যায় (As to solve mathematical problems)। এক এক জন নিজ নিজ সুবিধামত এক এক লক্ষ্যপথ (লক্ষণ) অবলম্বনে ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্তভুক্ত জ্বরে স্বীয় স্বীয় পর্য্যবেক্ষণের সুবিধামত কেহ বা শীতাবস্থার লক্ষণকে, কেহ বা তাপাবস্থার লক্ষণকে কেহ বা বিজ্বরাবস্থার লক্ষণকে অগ্রে পরিচালক লক্ষণ করিয়া পরে অন্যান্য লক্ষণসহ ভৈষজ্য-তত্ত্ব মিলাইয়া ইগ্নেসিয়া নির্ব্বাচিত করিবেন।

গ। প্রকৃতিগত বা সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়—অনেক সময় কেবল "সিদ্ধিপ্রদ বিশেষ লক্ষণ" (Characteristic Symptoms) অবলম্বনে অতি সহজে ঔষধ-নির্ব্বাচন করা হয় এবং তাহাদিগের দ্বারা অতি অল্প সময় মধ্যে কথন কথন অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। জিহ্বা সম্বন্ধে ২য় ও ৩য়, পৃষ্ঠাস্থ রোগীর বৃত্তান্তে দেখ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাড়ী বা পাল্‌স্ মধ্যে পূর্ণ নাড়ী সম্বন্ধে রোগীর বৃত্তান্তে দেখ; ঐ ব্যাপ্‌টিসিয়া-জিহ্বার সম্বন্ধে ঐস্থলে যে যে লক্ষণ পাইয়াছিলাম, তাহাই তাহার "প্রকৃতিগত লক্ষণ" বলিয়া গণ্য; এই প্রকার জিহ্বার ৩য় পৃষ্ঠাস্থ হ্রাস-টক্সের গোমাংসবৎ রক্তবর্ণ জিহ্বা, ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাড়ী বা পাল্‌স্ মধ্যে একোনাইটের পূর্ণ ও মোটা নাড়ী ঐ ঐ ঔষধের প্রকৃতিগত বা সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় বহু প্রুভিং দ্বারা সংগৃহীত ও বহুরোগীতে পরীক্ষিত। (সুস্থ শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া তাহার লক্ষণচয় যে পরীক্ষা করা হয়, তাহাকেই প্রুভিং

(Provings বলে)। যদি এপিডেমিকাদিতে এককালীন বহুরোগীকে চিকিৎসা করিতে হয়, তখন স্বল্প পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ মিলাইয়া লওয়া কঠিন; সেই সময় সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় অবলম্বনে চিকিৎসা দ্বারা অতি সহজে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের লক্ষণচয়ের, বিশেষতঃ ইহাদিগের "প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণের" আরও একটী আশ্চর্য্য ও সুবিধাজনক ক্ষমতা এই দেখিবে যে, ইহাদিগকে অবলম্বনে তুমি জ্বরের ঔষধ পেটের পীড়ায়, পেটের পীড়ার ঔষধ বাতরোগে বা জ্বরে প্রয়োগ করিলেও তাহাতে ফল পাইতে পারিবে, সন্দেহ নাই! জিহ্বার ৩য় পৃষ্ঠাস্থ জ্বরবিকারের রোগীর মধ্যে উল্লিখিত হ্রাস্-টক্সের, গোমাংসবৎ রক্তবর্ণ জিহ্বা, অন্য যে কোন রোগে দেখিবে, তাহাতেই হ্রাস-টক্স দিতে পার এবং তাহাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথি (জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্বের ১ম প্যারা দেখ)।

পার্শ্বভেদে ঔষধের ক্রিয়া।

কতকগুলি ঔষধের ক্রিয়া বাম পার্শ্বে ও কতকগুলি ঔষধের ক্রিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর লক্ষিত হয়। আমরা বহু রোগীতে দেখিয়াছি, বামদিকের টন্‌সিল্ প্রদাহে এবং বাম স্তনের মধ্যে য়্যাব্‌সেস্ হইবার উপক্রমে বাম দিকের অন্যান্য উৎকট প্রদাহে ল্যাকেসিস্ এক মাত্রা দিয়া আমরা মন্ত্রের ন্যায় আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। দক্ষিণ দিকের প্রদাহে ল্যাকেসিস্ তত ভাল কার্য্যকারী নহে। দক্ষিণদিকে লাইকোপোডিয়ামের কার্য্যেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। ঔষধ নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য নিম্নে পার্শ্বভেদানুসারে কয়েকটী বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ প্রদত্ত হইল।

দক্ষিণপার্শ্ব জন্য।	বামপার্শ্ব জন্য।
এগারিকাস্	একোনাইট্
এলুমিনা	এপিস্
বেলাডোনা	আর্ণিকা
ক্যান্থারিস্	এসারাম্
কষ্টিকাম্	ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব
ক্রোটেলাস্	চায়না
ড্রসিরা	কল্চিকাম্
হিপার্	কলোসিন্থ
ইগ্নেসিয়া	ক্রোকাসস্
লাইকোপোডিয়াম্	আইওডিন্
মস্কাস্	* ল্যাকেসিস্
প্লাম্বাম্	মার্কিউরিয়াস্
হ্রাস্-টক্স	নাইট্রিক্ এসিড্
রুটা	নাক্স-ভমিকা
স্যাবাডিলা	রডোডেণ্ড্রণ্
স্যাবাইনা	স্পাইজিলিয়া
স্যাঙ্গুইনেরিয়া	সাল্ফার্
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	সাল্ফিউরিক্-এসিড্

—000—

এপিডেমিক * রোগাদিতে ঔষধ-নির্ব্বাচন।

১। যখন কোন রোগ এপিডেমিকভাবে উপস্থিত হয়, তখন সুচিকিৎসক ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া স্থিরভাবে তাহার কারণ ও রোগীদের লক্ষণ, অবস্থা ইত্যাদি বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ; ১০।১২টী রোগীর অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই এপিডেমিকস্থ প্রায় রোগীদের লক্ষণের অনেক সামঞ্জস্য রহিয়াছে ; সুতরাং তদনুসারে গুটিকতক ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে প্রায় রোগীই তদ্দারা আরোগ্যলাভ করিবে। তবে, মূল কথা এই যে, এপিডেমিক্ চিকিৎসার প্রথমভাগে রোগীদের লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ ও ঔষধ নির্ব্বাচনই দুরূহ ব্যাপার ; যদি যত্ন করিয়া গুটিকতক রোগী আরোগ্য করিতে পার, তবে দেখিবে

* এক সময়ে একস্থানে বহুলোক কোন রোগাক্রান্ত হইলে তাহা সেই রোগের এপিডেমিক নামে অভিহিত হয়। কোন কোন এপিডেমিককে মহামারীও দেখা যায়।

সেই এপিডেমিকের প্রায় রোগীই তোমার প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধ সকল দ্বারা আরোগ্যলাভ করিবে। এইজন্য স্থলবিশেষে কোন জ্বরের এপিডেমিকে ইপিকাক্, কোথাও নক্স-ভমিকা ইত্যাদি বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া রিপোর্টে দেখা যায়।

২। এপিডেমিকের ন্যায় বিশেষ ঋতু, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও জলবায়ু ইত্যাদি অনুসারে কোন কোন ঔষধ বিশেষ উপকারী হইয়া উঠে।

উপরোক্ত স্থলদ্বয়ের ঔষধের সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় (Characteristic symptoms of Medicines) অভ্যস্ত থাকিলে তদ্দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

জ্বর চিকিৎসার্থ ঔষধ নির্ব্বাচন।

এই বিষয়টীর জন্য, যতদূর হইতে পারে, এই গ্রন্থে সুবিধা করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অতি সহজে ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ অবলম্বনে রেমিটেণ্ট জ্বরের টাইফয়েড্ জ্বরের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে; অথবা রেমিটেণ্ট জ্বরের বা অনেক লক্ষণ দ্বারা টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে; ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ, ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে, টাইফয়েড্ জ্বরের অনেক লক্ষণ টাইফয়েড্ ও রেমিটেণ্ট জ্বরাদিতেও দেখা যায়; এইরূপ আবার রেমিটেণ্ট জ্বরের অনেক লক্ষণও ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে, টাইফয়েড্ জ্বরের অনেক লক্ষণও রেমিটেণ্ট্ জ্বরে ইত্যাদি প্রকারে দেখা যায়। সুতরাং এক প্রকারের জ্বরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ দ্বারা অন্যান্য প্রকারের জ্বরের ঔষধ নির্ব্বাচন-পক্ষে অনেক সহায়তা হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, "ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর" এই হেডিং দিয়া যে যে ঔষধের যে যে লক্ষণচয় লিখিত হইয়াছে, তাহাদের অনেক লক্ষণ রেমিটেণ্ট-জ্বরাদির লক্ষণচয়সহ ঐক্য হইলেও, অনেকে তাহাদিগকে এই জ্বরাদিতে ব্যবহার করিতে সাহস পান না; কাজেই এতদ্দ্বারা মহাত্মা হানিমানের সুপ্রশস্ত চিকিৎসা-পথ সঙ্কীর্ণাকার প্রাপ্ত হয় এবং তদ্দরুণ তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়াও তৎসম্বন্ধে পূর্ণফল ভোগ করিতে আমরা সমর্থ হই না। হেডিংগত এই অন্যায় "ধোকা" স্বাভাবিক এবং বিশেষ অসুবিধাজনক ও কার্য্যনাশক; সেইজন্য জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্বের ঔষধ সমস্ত হইতে রেমিটেণ্ট জ্বর

টাইফয়েড্‌ জ্বর ইত্যাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ হেডিং উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ১।২।৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা ঐ সমস্ত ঔষধকে পৃথক পৃথক্‌ প্যারাতে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ প্রকার অন্যায় ধোকা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে অথচ হেডিং থাকিলে তাড়াতাড়ির বেলায় যে ফল হইত তাহাও পাইবে। আর বিশেষতঃ জ্বর চিকিৎসার সময় বিভিন্নজাতীয় জ্বরের ঔষধ সকলের বিস্তারিত ও বহুসংখ্যক লক্ষণচয় একই স্থানে পাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, সেই জন্য জ্বর-চিকিৎসা এই নূতন প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে; তাহারা একস্থানে না থাকিয়া দূরতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে এই সুবিধা কখনই হইতে পারে না। (জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য ও জ্বরচিকিৎসা দেখ)। প্রত্যেক ঔষধে যে ১।২।৩ ইত্যাদি প্যারা করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। সর্ব্বপ্রকার জ্বরের ঔষধ-মনোনয়ন-কার্য্যের সুবিধার জন্য জ্বর-চিকিৎসা (১), (২), (৩), (৪), এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; ইহাদের দ্বারা ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্যের বিশেষ সহায়তা পাইবে। (জ্বর-চিকিৎসা (১) হইতে (৪) দেখ)।

এক ফোটা ঔষধ এত আশ্চর্য্য ফলপ্রদ কেন?

ঔষধের শক্তিই উহার মূল। সাধারণতঃ ঔষধের শক্তি দুই প্রকারঃ—

(১) তত্ত্বশক্তি, (২) স্থূলশক্তি।

(১) তত্ত্বশক্তি বা আত্মিক শক্তি। *—প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী। ইহার কার্য্য, দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক নহে †। (২) স্থূলশক্তি—ইহার নামান্তর

* জগতে প্রত্যেক বস্তুরই আত্মত্ব আছে; সেইজন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সহজ বোধগম্য জন্য তত্ত্বশক্তির প্রতিশব্দভাবে "আত্মিকশক্তি" আমাকে ব্যবহার করিতে বলেন, (আত্মিকশব্দে যেন কেহ আত্মা সম্বন্ধীয় না বুঝেন, তবে নিতান্ত গোলযোগে পড়িবেন)। এই আত্মত্বপ্রভাবেই আম্রের বীজ হইতে আম্রবৃক্ষ; কাঁঠালের বীজ হইতে কাঁঠালবৃক্ষ জন্মে ইত্যাদি।

† ইংরাজিতে Force ইত্যাদি শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই তত্ত্বশক্তি তাহা নহে; ইহা তৎ (দ্রব্যের) গুণ বিশেষ; যে সূক্ষ্ম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের জন্ম হয় সেই বীজে বটবৃক্ষের প্রকৃত বটত্বশক্তি নিহিত থাকে, ইহা বীজের গুণবিশেষ, এই গুণ বীজের পরিমাণে আনুপাতিক নহে।

তন্ময়ত্ব শক্তি বা তন্মাত্রত্ব শক্তি; ইহার কার্য্য, দ্রব্যের মাত্রা বা পরিমাণের আনুপাতিক অর্থাৎ ঔষধের পরিমাণ যতটুকু স্থূল-শক্তির কার্য্য ততটুকু মাত্র বা তাহার কোন আনুপাতিক। স্থূলশক্তি প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী নহে। ঔষধের স্থূলশক্তির বিশেষ বিচার পশ্চাৎ করা হইবে; এইক্ষণ তত্ত্বশক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রকৃত হোমিওপ্যাথি এই তত্ত্বশক্তি সহায়েই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকলের কতক সুগার-অব্-মিল্ক (দুগ্ধশর্করা) সহ ট্রিটীওরেটেড্ অর্থাৎ বিচূর্ণীকৃত হইয়া কতক বা য়্যাল্কোহল্ (সুরাবীর্য্য) সহ ডাইলিউটেড্ হইয়া প্রস্তুত হয়—এই প্রস্তুত কালে তাহারা যে, যথারীতি ঘর্ষিত, আলোড়িত ও মিশ্রিত হয়, তাহাতেই ঐ সকল ঔষধে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় শক্তি-বিশেষ জন্মে। ঔষধে এই প্রকারে শক্তির-উদ্ভব করা কার্য্যকেই ইংরাজিতে পোটেন্সিয়েসন্ (Potentiation) বলে। * ঔষধের পোটেন্সিয়েসন্ করা হইলেই তাহাকে শক্তীকৃত ঔষধ বলা যায়। যে শক্তি সংযোগে ঔষধের এই শক্তীকৃত অবস্থা হয় তাহাই তত্ত্ব-শক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে।————প্রস্তুত-প্রণালীর প্রক্রিয়া দ্বারা ঔষধ শক্তীকৃত হইলে প্রকৃতরোগনাশক ক্ষমতা তাহাতে জন্মে; নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটীর প্রতি বিশেষ অনুধাবন করিলে এবিষয় বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে:—স্বর্ণ বা সোণা কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মধ্যে একটী প্রধান ও ফলপ্রদ ঔষধ, কিন্তু এলোপ্যাথিক মতে ইহাকে প্রকৃতপক্ষে ঔষধ-শ্রেণীভুক্তই করা হয় নাই। ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে যে, ঔষধ-প্রস্তুতপ্রণালীই ইহার মূল কারণ। কবিরাজ মহাশয়েরা যে প্রণালীতে স্বর্ণকে জারিত করিয়া খল-মর্দ্দনাদি দ্বারা শক্তীকৃত করেন, তাহাতেই তাঁহাদের স্বর্ণ এত ফলপ্রদ হয়। কবিরাজ মহাশয়দিগের খল-মর্দ্দনাদি ক্রিয়া আমাদের ট্রিটিউরেশন্ কার্য্যের ন্যায়। এলোপ্যাথিতে স্বর্ণ ঐ প্রকারের কোন প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত না হওয়া বিধায় তাহাতে কোন শক্তি উদ্ভূত হয় না; এলোপ্যাথ মহাশয়েরা তাঁহাদের মতে স্থূলভাবে প্রস্তুতীকৃত স্বর্ণ দ্বারা কোন ফল পান নাই, সেইজন্য উহাকে

* মহাত্মা হানিমান পোটেন্সিয়েসানের নাম ডাইনামিজেসন "Dynamization" বলিয়াছেন।

বিশেষ ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। অশক্তিমান স্থূল স্বর্ণ লোষ্ট্রবৎ, তাহার সহস্র ভরি খাইলেও কোন উপকার হয় না; ইহা বোধ হয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী ব্যক্তিই জানেন ও বুঝিতে পারেন। অতএব অশক্তিমান ঔষধে যে, কোন বিশেষ উপকার হয় না, তাহা বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদের এই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ স্বর্ণের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে; স্বর্ণ আমাদের শরীরে সমীকৃত (assimilated) হয় না; স্বর্ণ কোনভাবে আমাদের শরীর মধ্যে নাই; এপর্য্যন্ত কোন দেশে কোন রাসায়নিক পণ্ডিত স্বর্ণ পদার্থকে কোন প্রকারে (in any compound or pure form) আমাদের শরীর মধ্যে দেখিতে পান নাই। সুতরাং স্বর্ণের কণাণু কোন কার্য্যকারীই নহে এবং হইতে পারে না। প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা স্বর্ণে যে শক্তি উদ্ভূত হয়, তাহাই প্রকৃত আরোগ্যকারী। এই প্রকারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা সাধারণ অঙ্গার (কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্), সাধারণ খাদ্য লবণ (ন্যাট্রাম্-মিউরিয়েটিকাম্) বালুকা (সাইলিসিয়া) ইত্যাদি দ্রব্যকে শক্তীকৃত করিয়া ইহাদের দ্বারা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ অদ্ভুত ফললাভ করিতেছি। ঔষধের এই শক্তীকৃত অবস্থাকে আমরা একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তিবিশেষ বলিয়া গণ্য করি। ইহাদের ক্রিয়া অনেক সময় বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিতগতিতে হইয়া থাকে; অত্র গ্রন্থস্থ রোগিদর্শন হেডিং মধ্যে দ্বিতীয় প্যারাতে পাল্‌সেটিলা ৩য় শক্তি মাংস-আহারজনিত পেটের বেদনায় কি প্রকার বিদ্যুৎবেগে কার্য্য করিল তাহা দেখ। অন্য কোন মতের চিকিৎসায় এত বিদ্যুৎবেগে ঔষধের কার্য্য দেখিতে পাইবে না; অত্র গ্রন্থস্থ নানাবিধ বিকারজনিত ভৈষজ্যতত্ত্বের শেষ প্যারাতে দুর্গাচরণ সাহার স্ত্রীর চিকিৎসায় বিকারের রোগীতে বেলাডোনার কার্য্য ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থল *। উপরোক্ত কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের কি অদ্ভুত ক্ষমতা তাহা বোধ হয় প্রায় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই জ্ঞাত আছেন। ওলাউঠার কোল্যাপ্‌স্ বা অবসাদ অবস্থায় যখন নাড়ী লুপ্ত, হিমাঙ্গ, শীতল ঘর্ম্ম,

---

* এতাদৃশ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার অন্য একটি দৃষ্টান্ত :—

পাবনার প্রসিদ্ধ উকিল বাবু বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বহুদিনের সায়েটিকা নামক স্নায়ুর উৎকট যন্ত্রণাদায়ক রোগে চায়নিনাম্-সাল্‌ফের ৩য় ট্রিটুরেশন দ্বারা চারি পাঁচ মিনিট মধ্যে আশ্চর্য্য ফল দর্শন করি।

পেটফাঁপা ইত্যাদি হইয়া রোগী অন্তিম দশায় উপস্থিত হয়, তখন ৩০শ শক্তির এক ফোঁটামাত্র কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্ সেবন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সঞ্জীবনী-মন্ত্র-পূতের ন্যায় রোগী পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয় ; বোধ হয় বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; এই স্থলে অপর্য্যাপ্তমৃগনাভি, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি উত্তেজক ঔষধ কিম্বা সাধারণতঃ শত অগ্নির উত্তাপও এতাদৃশ ত্বরিতবেগে ঐ প্রকার হিমাঙ্গে, ঈদৃশ তেজ সঞ্চার করিতে বোধ হয় কখনই সক্ষম হয় না। ৩০শক্তির (ডাই-লিউসনের) নিম্নে কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের প্রকৃত তত্ত্বশক্তি বিকসিত হয় না, অনেকে তাহা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। স্বর্ণাদির ন্যায় অশক্তীকৃত অঙ্গারও লোষ্ট্রবৎ ; ইহার শক্তীকৃত এক গ্রেণ মাত্রায় যে ফল ফলিবে, স্থূল ভাবাপন্ন (ক্রুড্ Crude) অঙ্গারের সহস্র সের দ্বারাও কদাচিৎ সে ফল সম্ভাবিত হইবে না। কারণ ঔষধের স্থূল পরমাণু সমূহের দ্বারা এতাদৃশ বিদ্যুৎগতিতে কার্য্য কখন হইতে পারে না ; যেহেতু স্থূল ঔষধ সকল সেবনান্তে পরিপাক হইয়া পরে রক্তস্থ হইবে এবং তৎপশ্চাৎ তথা হইতে পীড়ার মূল-স্থানে কার্য্য করিয়া উপকার দেখাইবে ; কিন্তু সে বহু সময়ের আবশ্যক। উপরোক্ত দৃষ্টান্তস্থলে ঔষধের স্থূল পরমাণুর কার্য্য বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না ; উহা বৈদ্যুতিক শক্তিবৎ ঔষধের কোন শক্তির কার্য্য ইহাই এস্থলে স্বীকার্য্য। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্তের ডাইলিউসন ও ট্রিটু-রেশন ইত্যাদি বিশেষ প্রস্তুত-প্রক্রিয়া দ্বারা এই শক্তি উদ্ভূত হয়, তাহা বোধ হয় বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। ঔষধের এই বিদ্যুৎশক্তিবৎ শক্তিকে তত্ত্বশক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঔষধের এই তত্ত্বশক্তি উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা অধিকতর প্রখররূপে বিকসিত হয় ইহাই কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত। বেলাডোনাকে শক্তীকৃত করিলে তাহাতে যে তত্ত্বশক্তি উদ্ভূত হয়, তাহাই প্রকৃত বেলাডোনাত্ব অর্থাৎ বেলাডোনার তত্ত্বশক্তি। এই তত্ত্বশক্তি রোগারোগ্যের প্রকৃত মূল। এইরূপ স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, একোনাইটের একোনাইটত্ব ইত্যাদি তত্ত্বশক্তি, ডাইলিউসন ও ট্রিটুরেশন আদি বিশেষ-প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা উদ্ভূত হয়। এই উদ্ভূত তত্ত্বশক্তি প্রভাবেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত একটীমাত্র ফোঁটায় এতদূর অদ্ভুত ও প্রত্যক্ষ

আরোগ্য-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ। উহা ঔষধের বিভাজিত অংশস্থ পরমাণুনিচয়ের কিম্বা কণাণুর কার্য্য নহে। এই কথা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না করা হেতুই লোকে ভাবিয়া অস্থির হয় যে, ঔষধের কণাণু বা ক্ষুদ্রতম অংশ কর্ত্তৃক কি প্রকারে কোন্ ক্রিয়া সম্ভবে? আমরা এস্থলে পুনরায় বলিতেছি ঐ উদ্ভূত তত্ত্বশক্তিই রোগ আরোগ্য করে, তজ্জন্যই এক ফোঁটার এত অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিতে পাই। ঔষধের যে ক্ষুদ্রতম কণাণু এক ফোঁটায় নিহিত আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে রোগারোগ্যকারী নহে; ঐ এক ফোঁটায় যে উদ্ভূত তত্ত্বশক্তিই-নিহিত আছে, তাহাই রোগ আরোগ্যের প্রকৃত মূল, সেই জন্যই হোমিওপ্যাথির এক ফোঁটা ঔষধে এতাদৃশ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। এইক্ষণ অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ঔষধের পরমাণু যত, ঔষধের তত্ত্বশক্তিও তত; কিন্তু তাহা অনেক সময়েই ঠিক কথা নহে; কারণ অগ্নি একটী প্রত্যক্ষ শক্তি (উহা কোন দ্রব্য নহে; অগ্নি কণিকামাত্র অঙ্গারে নিবদ্ধ থাকিলেও কণিকামাত্র স্থানে উহার শক্তি সীমাবদ্ধ নহে; উহা লক্ষ লক্ষ গৃহ দগ্ধ করিতে পারে। উহার কণিকামাত্র শক্তি অসীম। শক্তিমাত্রেই যে কি অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, তৎসম্বন্ধে মানব এখন পর্য্যন্ত যাহা কিছু বুঝিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। শক্তি যে কত প্রকার আছে ও তাহারা যে কি কি প্রকারে উদ্ভূত হয়, তাহার কণিকা পরিমাণও মানব জানিতে পারেন নাই। লোকের বুদ্ধি যত নির্ম্মল ও গবেষণা পূর্ণ হইবে, ততই তিনি শক্তি সমূহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

বিভাগ ক্রিয়া দ্বারা যে তত্ত্বশক্তি বিভাজিত হয় না, তাহার একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বলিতেছি মনোনিবেশ করিয়া অনুধাবন কর। একটী বেগুন-বীচি হইতে যে বৃক্ষটী জন্মিল তাহাতে লক্ষাধিক বীচি হইল অর্থাৎ একটী বীজ বহু লক্ষাধিক ভাগে বিভক্ত হইল, তবু সেই প্রত্যেক বীজেরই আদি-বীজ তুল্য ক্ষমতা দেখিতে পাই। এই লক্ষাধিক বীচির প্রত্যেকেই আবার ঐ আদি বীজের ন্যায় লক্ষাধিক বীজ উৎপন্ন করিল; এইক্ষণ ভাবিয়া দেখ দেখি, ঐ আদি বীজের তত্ত্বশক্তি লক্ষাধিক বীজে বিভক্ত হইয়াও ঐ বিভাজিত অংশ-নিচয়ের মধ্যে যে তত্ত্বশক্তি রহিল, তাহারা প্রত্যেকেই আদি বীজের তত্ত্বশক্তি সম-

তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন, সুতরাং তত্ত্বশক্তি কোন পরিমাণ নাই কিংবা ইহা নিজে দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক নহে। বিভাগক্রিয়া দ্বারা ইহার পরিমাণের ন্যূনতা হয় না। অতএব প্রমাণ হইল যে, তত্ত্বশক্তি অবিভাজ্য।

একোনাইট, আর্সেনিক্, এ্যামোনিয়াম, নাক্স-ভমিকা, ওপিয়াম, বেলাডোনা, হাইয়সায়েমাস, কুইনাইন্ ইত্যাদি বিষাক্ত অথবা তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সকল ক্রুড্ (আদত বা স্থূল) অবস্থায় ক্ষুদ্র মাত্রায় সম লক্ষণ-সূত্রে দুই চারিটী মাত্র পীড়া আরোগ্য করিতে পারে (হিক্কার ৮৮ প্যারা ও সান্নিপাতিক বিকারের ডাইলিউসন ব্যবস্থা মধ্যে ১২ বৎসর বয়স্কা রোগীর বৃত্তান্ত দেখ); কারণ ঐ সমস্ত ঔষধে সাধারণভাবে স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে আরোগ্যকারিণী তত্ত্বশক্তি বর্ত্তমান দেখা যায়; কিন্তু এই ক্রুড্ বা স্থূলাবস্থায় (শক্তীকৃত অবস্থার ন্যায়) তাহাদের বহুরোগারোগ্যকারিণী ক্ষমতা থাকে না। এই সমস্ত প্রখর ক্রুড্ ঔষধ ডাইলিউসন আদি দ্বারা শক্তীকৃত হইলেই বহু রোগারোগ্য-কারিণী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়; তখন তাহাদিগকে প্রকৃত পলিক্রেষ্ট (Polycrest) ঔষধ বলা যায়; চায়না, আর্সেনিক, নাক্স-ভমিকা ইত্যাদি ঔষধ এই কথার প্রত্যক্ষ আদর্শস্থল। অনেকে বলেন যে, ঔষধের উচ্চ ডাইলিউসনাদি দ্বারা অর্থাৎ উচ্চ-তত্ত্বশক্তিযুক্ত ঔষধ দ্বারা আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীতে রোগের পুনরাক্রমণ (Relapses) অতি কম দেখা যায়।

কোন ঔষধের স্থূলশক্তিজনিত উপসর্গ বা পীড়া অর্থাৎ কোন ক্রুড বা স্থূল ঔষধ সেবনে যদি কোন রোগ বা উপসর্গ জন্মে, তবে সেই ঔষধের উচ্চ তত্ত্বশক্তি দ্বারা (উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা) সেই রোগ বা উপসর্গ আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। জ্বর চিকিৎসার কুইনাইন মধ্যে বিপিন অধিকারীর কেসে দেখ যে, চায়নার ৩০ শক্তি দ্বারা ক্রুড্ কুইনাইনজনিত পেটের পীড়া ও জ্বর আরোগ্য হইল। সেইজন্য অনেকে তত্ত্বশক্তিকে স্থূল-শক্তির য়্যাণ্টিডোট্ (Antidote) বা প্রতিষেধকরূপে গণ্য করেন। আবার জ্বরচিকিৎসার ন্যাট্রা-মি মধ্যে দেখ যে, শশধর বাবুর পুত্র ন্যাট্রা-মির অর্থাৎ লবণের ৩০শ ডাইলিউসন দ্বারা আরোগ্যলাভ করিল; এই রোগী আজন্ম লবণ খাইয়া আসিতেছিল; জ্বরাবস্থায়ও বার্লিসহ প্রতিদিন লবণ

খাইত; এইক্ষণ দেখ দেখি ক্রুড্ বা আদত লবণ প্রতিদিন খাইয়াও তাহার ঐ জ্বরের গতিরোধ বা আরোগ্য হইল না কিন্তু অবশেষে ৩০শ ডাইলিউসনের লবণ (ন্যাট্রা-মিউরিয়েটিকাম্) ঐ জ্বরকে আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য করিল। এইক্ষণ একটুকু যত্নের সহিত ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, একই ঔষধের তত্ত্বশক্তি ও স্থূলশক্তি কতদূর বিভিন্ন বিষয় ও তাহাদের ক্রিয়া কতদূর বিভিন্ন।

(২) ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে তত্ত্বশক্তি দ্রব্যের আনুপাতিক নহে একথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। এইক্ষণে ঔষধের স্থূলশক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যাউক। স্থূলশক্তি দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক। এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই স্থূলশক্তি কি? তাহা বুঝিতে পারিবে। ন্যাট্রা-মিউরিয়েটিকাম্ অর্থাৎ লবণের লবণস্বাদ; লঙ্কা মরিচের (ক্যাপ্সিকামের) ঝালস্বাদ; তৈলের পিচ্ছিল গুণ; জলের ও বরফের শীতলত্ব; কষ্টিক ও কার্ব্বলিক-এসিড্ আদির দাহিকাশক্তি ইত্যাদি স্থূলশক্তির কার্য্য; এই কার্য্য দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক; সুতরাং ডাইলিউসন আদি দ্বারা ঔষধ বিভাজিত (infinitely divided) হইলে স্থূলশক্তির ক্ষমতার অবশ্য হ্রাস হয়; পক্ষান্তরে ঔষধের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে তাহার স্থূলশক্তিরও অতিরিক্ত কার্য্য দেখিতে পাই, এমন কি বিষাক্ত ও অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সকল সামান্য অতিরিক্ত পরিমাণ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে। এলোপ্যাথিকাদিমতের চিকিৎসাতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত, সাধারণ বিরেচক ঔষধ সকল (ordinary purgatives) আমাদের নিত্য আহারের দ্রব্যাদির কোন কোন জিনিষের ন্যায়; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রখর। লবণ, শাক, দুগ্ধ, সুজি, ঘৃত, মাখন, আম্র, পেঁপে, বিল্বফল ইত্যাদি যথোপযুক্ত পরিমাণে নিত্য খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। সুতরাং ক্যাষ্টর অইল আদি বিরেচক ঔষধ সমুদয়, কোন খাদ্যের ন্যায়—কেহ অন্ত্র-পথে ইরিটেশন বা উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া,—কেহবা অন্ত্র-পথকে তৈলাক্তের ন্যায় পিচ্ছিল করিয়া,—কেহবা গণ্ড্রান্ডার (পিত্তকোষ) মুখে উত্তেজনা উৎপাদনে পিত্ত বিরেচন করিয়া যেন কৌশলক্রিয়া (arts and mechanism) দ্বারা মল নিঃসারণ-কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব বুঝিতে পারিলে যে, উক্ত বিরেচক

ঔষধাদির এই মল-নিঃসরণ-ক্রিয়া আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদির স্থূলশক্তির ক্রিয়ার ন্যায়; এইজন্য অনেকে এলোপ্যাথির এই সাধারণ বিরেচক ঔষধদিগকে প্রকৃত ঔষধ মধ্যে গণ্য না করিয়া খাদ্যের রূপান্তরমাত্র বলিয়া থাকেন। যাহা হউক মূল কথা এই যে, ঔষধের স্থূলশক্তিতে স্থূলকার্য্যই দেখিতে পাইবে, প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী ক্ষমতা তাহার আছে কি না সন্দেহ; তবে বিষাক্ত ও প্রখর তেজোযুক্ত ঔষধ সমূহের অশক্তীকৃত অবস্থায় যে, কখন কখন কার্য্য হয় তাহা দেখিতে পাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিবে যে, কতকগুলি ঔষধে স্বতঃ তত্ত্বশক্তি আছে।

তত্ত্বশক্তি সম্বন্ধে পুনঃ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা:——ইংরাজিতে যাহাকে Potency পোটেন্সি বলে তাহাই তত্ত্বশক্তি; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এক ফোঁটায় যে তত্ত্বশক্তি নিহিত আছে, সেই তত্ত্বশক্তিই প্রকৃত রোগারোগ্য করে; কিন্তু ঔষধের এক ফোঁটায় যে পরিমাণ স্থূল-কণাণু রহিয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর অগণ্য পদার্থ, তাহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। এই দুইটিমাত্র কথা স্মরণ রাখিবে, তাহা হইলেই হৃদয়ের সহিত বুঝিতে পারিবে যে, হোমিও-প্যাথিক ঔষধের এক ফোঁটা কেন এত ফলপ্রদ?—পুনরায় বলিতেছি ইহা তত্ত্ব-শক্তির কার্য্য—ইহা কোন স্থূল-কণাণুর কার্য্য নহে।

ইংরাজিতে ডাইলিউসন (Dilution) শব্দকে সর্ব্বদা Potency পোটেন্সি শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা ভাব ও বিষয় (fact) ঠিক উল্টা হইয়া যায়, যেহেতু "ডাইলিউসন" শব্দ দ্বারা দ্রব্যকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিভক্ত করা অর্থাৎ দ্রব্যের স্থূলশক্তিকে খর্ব্ব করাই বুঝায়; তদ্দ্বারা Potencyর পোটেন্সির অর্থাৎ তত্ত্বশক্তির কিছুই বুঝায় না। অতএব মূল কথা এই যে, পোটেন্সি বা তত্ত্বশক্তির ভাব ঠিক রাখিতে হইলে "ডাইলিউসন্" শব্দ আর ব্যব-হার না করিয়া, পোটেন্সি বা তত্ত্বশক্তি শব্দই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; যথা "একোনাইট ৩" বুঝিতে হইলে তিন পোটেন্সির একোনাইট, কিম্বা তিন তত্ত্বশক্তির একোনাইট, অথবা সংক্ষেপে তিন শক্তির একোনাইট এতাদৃশভাবে বুঝিবে। এই আর্টিকেলটি যন্ত্রস্থ হইয়াছে এমন সময় ঠিক এই ভাবের গুটি-কতক কথা ১৮৯০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের "নর্থ আমেরিকান জার্ণাল অব্

হোমিওপ্যাথি" (The North-American Journal of Homoeopathy) নামক আমেরিকা দেশস্থ কোন পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলাম Dr. Allen deprecated the word "*dilution*"; he thought better to speak of it as a *Potency*; *we don't dilute a remedy, we potentize it.* ডাক্তার এলেন নামক আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক "ডাইলিউসন" শব্দ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পোটেন্সি (তত্ত্বশক্তি) শব্দের ব্যবহার নিতান্ত উপযুক্ত মনে করেন; এবং বলেন যে, আমরা ঔষধকে ডাইলিউট (তরল বা বিভাগ) করি না, প্রকৃতপক্ষে উহাকে আমরা Potentized বা শক্তীকৃত করিয়া থাকি।

তত্ত্বশক্তি—দুই প্রকার ভাবে পাওয়া যায়ঃ—স্বতঃ ও কৃত। ৪৫ পৃষ্ঠার ২ প্যারাতে দেখ যে, কতকগুলি তীক্ষ্ণ-বীর্য্য ঔষধে আপনি স্বভাবতঃ যে কিয়ৎপরিমাণ তত্ত্বশক্তি বর্ত্তমান থাকে তাহাকেই স্বতঃ-তত্ত্বশক্তি বলা যায়। পোটেনসিয়েসন্ ক্রিয়া (ডাইলিউশন ও ট্রিটুরেশন আদি "ক্রম"-ক্রিয়া) দ্বারা ঔষধের যে তত্ত্বশক্তি উদ্ভাবিত করা হয় তাহাকে কৃত-তত্ত্বশক্তি বলে। এই কৃত-তত্ত্বশক্তিকে কি প্রকারে উদ্ভাবিত করা হয় তাহার সুবিস্তার বর্ণনা সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া নামক পুস্তক মধ্যেই দেখিতে পাইবে। স্বতঃ-তত্ত্বশক্তি হইতে কৃততত্ত্বশক্তিই রোগারোগ্য সম্বন্ধে অধিকতর বীর্য্যবতী। কৃততত্ত্বশক্তিই প্রকৃত তত্ত্বশক্তি; এই তত্ত্বশক্তিকে আমরা সকলে সংক্ষেপে বীর্য্যের মর্ম্মার্থবোধকশব্দ শুধু "শক্তি" বলিয়াই উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব; যথা "আর্সেনিক ৩০" বলিতে ত্রিংশ শক্তির আর্সেনিক, "বেলাডোনা ২০০" বলিলে দুই শত শক্তির বেলাডোনা বলিব ইত্যাদি ইত্যাদি। (পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখ)। অতএব প্রার্থনা এই যে, এই প্রকারে আমাদের বঙ্গের প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি প্রিয় মহাশয়ের উচিত যে হীনার্থ বোধক "ডাইলিউসন" শব্দ আর ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শক্তি শব্দই ব্যবহার করেন। ঔষধের এই তত্ত্বশক্তির প্রস্তুতক্রিয়ার দ্বারা এক হইতে শত, শত সহস্র লক্ষাধিক শক্তিতে বিকশিত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বশক্তিকে সামান্য মনে করিও না; এই শক্তি বিকসিত হইলে অতি সহজে নষ্ট হইবার নহে; আমার প্র্যাকটিসের প্রথম ভাগে জেলা ঢাকা নিবাসী বালিয়াটির প্রসিদ্ধ জমিদার, আমার পরমোপকারী

বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর যশোদা লাল বাবু আমাকে একটী হোমিওপ্যাথিক বাক্স দেন ; ঐ বাক্স প্রায় এগার বৎসর যাবৎ তাঁহার নিকট পড়িয়াছিল ; তন্মধ্যে ত্রিশ শক্তির সাল্‌ফারের গ্লবিউলগুলি বিগলিত ও মলিন অবস্থাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাবনা জজ কোর্টের উকিল বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যার নাসিকাগ্রে একটী দুষ্ট ক্ষত জন্মে, তজ্জন্য এলোপ্যাথি ও অন্যান্য অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল ; কিছুতেই ঐ ক্ষত আরোগ্য হয় না ; কিন্তু দ্বাদশ বর্ষেরও উর্দ্ধকালের ঐ ত্রিংশ শক্তির সাল্‌ফারের গলিত গ্লবিউল অর্দ্ধ মটর প্রমাণ একমাত্রা প্রদানেই ক্ষতের উপর এক খানি কাল চটা বাঁধিয়া, তিন দিন মধ্যে ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। ঐ ক্ষতটী এত শীঘ্র আরোগ্য হইল যে, ঐ ক্ষতস্থানের গর্ত্তটী পরিপূর্ণ না হইতেই ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল। এই দৃষ্টান্ত, শক্তীকৃত ঔষধের শক্তি যে বহুকালস্থায়ী হয় ও তাহা যে সহজে নষ্ট হইবার নহে তাহাই বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিতেছে সন্দেহ নাই। মফঃস্বলে কূপজলাদি যে সমস্ত অপরিষ্কৃত জলসহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া যাদৃশ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে, তাহাতে ইহার ঔষধের শক্তি যে অতি সহজে নষ্ট হইবার নহে তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

কথিত শক্তির বৈজ্ঞানিক পোষকতা।

খৃঃ অব্দের ১৯০৩ সনের আমেরিকান-ইনিষ্টিটিউট্ অব্ হোমিওপ্যাথি নামক মহাসভায় ডাক্তার চার্ল্‌স্ গ্যাচেল্ Charles Gatchell M. D. কথিত "শক্তি" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমরা প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রাঙ্কন কালে কথিত "শক্তিকে" "বৈদ্যুতিক শক্তি বিশেষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এইক্ষণ আমরা ঐ প্রবন্ধে আমাদের কথিত অনুমিতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশদরূপে বর্ণিত দেখিয়া এই স্থানে উহার সার মর্ম্ম নিতান্ত আহ্লাদের সহিত লিখিলাম।

* Transactions of American Institution of Homoeopathy 1903 দেখ।

মহাত্মা হানিমান এই "শক্তিকরণকে" "ডাইনমিজেসন্ Dynamization" বলিয়া অনুমিত করিয়াছেন। এই নবাবিষ্কৃত থিয়রি (theory অনুমিতি) Electrolytic Dissociation ইলেক্ট্রোলিটিক্ ডিসোসিয়েসন্" তাহারই পরিপোষণ করিতেছে।

ইলেক্ট্রোলিটিক্ ডিসোছিয়েসন্—কাহাকে বলে?

যখন কোন পদার্থ দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তরল হইয়া যায়, তখন তাহাদের মলিকিউলসচয় (moluculės) * বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; তখন ঐ বিচ্ছিন্ন মলিকিউল্গুলির পরমাণুচয় আইওনস্ (Ions) রূপে পরিণত হয়। সাধারণ পরমাণুচয় (Atoms) দ্রব হইবার বেলায় মলিকিউল্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে ইলেক্ট্রিক্ (Electric) অর্থাৎ বৈদ্যুতিক তেজ পূর্ণ হইয়া পড়ে; তাহারা আর অদ্রব পদার্থের সাধারণ পরমাণুর ন্যায় থাকে না। দ্রবত্ব প্রাপ্তি হইবার বেলায় সাধারণ পরমাণুচয় ইলেক্ট্রিক্ তেজপূর্ণ হইলে তাহাদিগকে "আইওনস্ Ions বলে। আইওনস্ দুই প্রকার। ক্যাটাইওনস্ Cations এবং এনাইওনস্ Anions. পজিটিভ্ Positive ইলেক্ট্রিসিটি যুক্ত আইওনচয়কে ক্যাটাইওনস্ বলে এবং নিগেটিভ্ Negative ইলেক্ট্রিসিটি যুক্ত আইওনচয়কে এনাইওনস্ বলে।

"ইলেক্‌ট্রোমিটার্" Electrometre নামক বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা উক্ত আইওনচয়ের সত্তা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব বুঝা গেল যে, কোন পদার্থ তরলীভূত হইবার বেলায় তাহার পরমাণুচয় যে, মলিকিউলচয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় বিদ্যুৎপূর্ণ হইয়া যে বিচ্ছিন্ন (dissociated) হয় তাহাকেই "ইলেক্ট্রোলিটিক্ ডিসোসিয়েশন্" বলে। পটাসিয়াম্ ক্লোরাইড্ (K. L.) নামক পদার্থ জলে দ্রব করিলে ঐ দ্রব পদার্থে আদৎ পদার্থের পরমাণুচয় বর্ত্তমান থাকে না। উহারা নূতন কলেবর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঐ সলিউশনে K. এবং L পদার্থদ্বয়ের আইওনচয় অসংখ্য পরিমাণে পাইবে। এইরূপ ন্যাট্রা-মিউরিয়েটিকাম্, ইত্যাদি সর্ব্ব পদার্থই হয় জানিবে। যদি পদার্থচয় প্রকৃতরূপে তরলী-

* দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র ভাবে সন্নিবিষ্ট হইলে তাহাকে মলিকিউল্ বলে। পরমাণুসমষ্টি মলিকিউলচয় এবং মলিকিউলচয়ের সমষ্টি যে কোন পদার্থ।

ভূত না হয়, তবে তন্মধ্যে অনেক মলিকিউল্‌স্‌ ক্রুড্‌ অর্থাৎ আদৎ অবস্থায় পাইবে। তাহারা তখনও আইওন হয় নাই। পরমাণুচয় আইওন্‌স্‌ হইলেই শক্তীকৃত অবস্থায় উপস্থিত হইল জানিবে।

বহুবিধ কেমিষ্ট্রীকাদি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থচয় সহ এই বিষয়টি ডাক্তার গ্যাচেল লিখিয়াছেন।

অশক্তীকৃত এবং শক্তীকৃত ঔষধের ব্যবহার ফল।

১। ঔষধ সমস্তের ব্যবহার বিধানে তিনি বলেন যে, যে সমস্ত ঔষধ সূক্ষ্ম তরল সলিউশনে পরিণত না হইয়া ঘনতরল অবস্থায় থাকে, তাহাদের মলিকিউল্‌ গুলি আদৎ পদার্থের ক্রুড্‌ বা অশক্তীকৃত অবস্থায়ই থাকে, তাহা সেবন করিলে যন্ত্রনিচয়ের ডিপ্রেশন্‌ Depression অর্থাৎ নিস্তেজাবস্থা উৎপাদন করে এবং শরীর পোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। এই প্রকার ক্রুড্‌ ঔষধ প্রয়োগের কার্য্যকে "প্রাইমেরী" কার্য্য Primary action বলা যায়। স্বভাবের চেষ্টায় তাহাদের Secondary action অর্থাৎ গৌণক্রিয়া হইয়া তাহা রোগীর সৌভাগ্যক্রমে সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলেই অমঙ্গল কিংবা ঘোর বিপদ। কোন কোন জ্বরে দেখিয়াছি যে এণ্টিপারিন্‌; স্যালিসিন্‌ ইত্যাদি ঔষধ সেবন করার পরই কোল্যাপ্‌স্‌ উপস্থিত হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এমন কি কোন কোন রোগীতে কুইনাইন পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগের পর কোল্যাপ্‌স উপস্থিত হইয়াছে। জানিতে পারিলাম * * * * কবিরাজ মহাশয়ের জ্বরে কুইনাইন্‌ ইন্‌জেক্ট করার পরই যে কোল্যাপ্‌স্‌ আরম্ভ হইল, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল।

২। শক্তীকৃত হোমিওপ্যাথিক সলিউশন্‌ সমস্ত অতিসূক্ষ্মতম সলিউশন্‌ সন্দেহ নাই। এতাদৃশ শক্তীকৃত প্রত্যেক ঔষধই ষ্টিমুলেণ্ট বা সু-উত্তেজক এবং শরীরের পোষণ কার্য্যের সহায়কারী। আমাদের হোমিওপ্যাথি শক্তীকৃত একোনাইট্‌ এবং এণ্টিপাইরিণ্‌ আদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আমরা বহু রোগীকে কোল্যাপ্‌স অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছি।

000

ঔষধের শক্তি (ডাইলিউসন) মীমাংসার উপায়।

এতৎসম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশীয় চিকিৎসকদিগের অভিজ্ঞতা কি প্রকারে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ১২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে; ডাইলিউসন সম্বন্ধে নব্য-চিকিৎসকদের অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই গোলযোগ নিবারণ জন্য অনেক রোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাইলিউসন ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে; তাঁহারা প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ সময় এতদনুসারে কিম্বা একটী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশানুসারে ঔষধগুলির কয়েকটী ডাইলিউসন সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন; পরে ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন যে, আপন অভিজ্ঞতা-নুসারে ডাইলিউসনের ব্যবহার ঠিক হইয়া আসিবে। সচরাচর তরুণ ব্যাধিতে লোয়ার বা নিম্ন শক্তি, পুরাতন ব্যাধিতে হাইয়ার বা উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা যায়। প্রথমে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলেই এই নিয়মেই করিবে এবং অধিকাংশ স্থলে তাহাতেই ফল পাইবে, কিন্তু অনেক সময় লক্ষণ ঠিক ঐক্য হইলে কতকগুলি তরুণ ব্যাধিতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিয়াও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, তাহাতে কোন গোলযোগ বোধ করিও না; তোমরা তরুণ ব্যাধিতে সাধারণতঃ নিম্ন শক্তিই ব্যবহার করিবে, তাহাতে রীতিমত ফল না পাইলে শক্তির পরিবর্ত্তন করিতে পার। ঔষধের উচ্চ ও নিম্ন শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রাকৃটিক্যাল উপদেশঃ—(১) যখন রোগীর লক্ষণের সহ ঔষধের লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য থাকে, তখন সেই ঔষধের উচ্চশক্তিই ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই আশ্চর্য্য জনক ও সন্তোষদায়ক ফল দর্শন করিবে। (২) কিন্তু যৎকালে কতকটা সদৃশ-ঔষধ ভিন্ন প্রকৃত সদৃশ-ঔষধ নির্ণয়ে অক্ষম হও, তখন আদত বা মূল ঔষধের অল্প মাত্রা বা মাদার টিংচারের দুই এক ফোটা কিম্বা ঔষধের নিম্ন বা মধ্যবর্ত্তী শক্তি ব্যবহার করিলেও অনেকটা ফল পাইবে। মাদার টিংচারাদি হইতে ১২শ শক্তি পর্য্যন্ত নিম্নশক্তি; তৎপর ৩০শ শক্তি পর্য্যন্ত মধ্যম শক্তি; এবং ৩০শ শক্তির অধিক

হইলে উচ্চশক্তি বলা যায়। (ডাইলিউসন) সম্বন্ধে আরও কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় ১২ ও ৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

অত্র পুস্তকে ১ম শক্তি হইতে ১২শ শক্তি পর্য্যন্ত শক্তিনিচয়কে দশমিক শক্তি জানিবে। তদূর্দ্ধে শততমিক শক্তি বলিয়া জানিবে।

একটী ইউরোপীয় ডাক্তার কি তরুণ কি প্রাচীন সকল ব্যাধিতেই ঔষধের ২০০ শত শক্তি ব্যবহার করেন। তাঁহার সঙ্গে হিষ্টিরিয়া, অর্শ হইতে ভয়ানক রক্তস্রাব, হিক্কা ইত্যাদি যে কয়েকটী রোগী (তরুণ ও প্রাচীন) দেখিয়াছি তাঁহাদের প্রত্যেক রোগীতেই ২০০ শত শক্তির আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

নিম্নে * * * * যে কয়েকটী রোগী দেখি তাহা উল্লেখ করিলাম।

(১) রঙ্গপুর বাহির-বন্দরের কোন জমীদার কন্যা হিষ্টিরিয়া রোগী, তাহার ভয়ানক ফিট সহ বক্ষঃস্থলে বেদনা, হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম বোধ; ষ্টানাম্ ২০০শত শক্তি একমাত্রায় ফিট ও বেদনা কমিয়া রোগীর নিদ্রা হইল।

(২) অর্শ হইতে ভয়ানক পরিমাণ লাল ডাহা রক্তস্রাবে সাল্‌ফার ২০০ শত শক্তি একমাত্রা প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতাদৃশ ৪টী রোগী এপর্য্যন্ত আমাদের হস্তে আরোগ্যলাভ করিয়াছে (১৮৯৮ সন)

(৩) একটী জ্বর, কাশি, শোথ, হিক্কা ইত্যাদি উপসর্গযুক্ত রোগীতে জানা গেল, যে জ্বর পূর্ব্বে বহুবার কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা দুই তিন বৎসর যাবৎ চাপা দেওয়া হয়, পরে আমাশয় ও শোথ দেখা দেয়; বড় বড় কবিরাজী চিকিৎসায় শোথ কতক নিবৃত্ত হইল বটে কিন্তু হিক্কা প্রাণনাশকভাবে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন ২০০ শত শক্তির ন্যাট্রম্-মিউরিয়েটিকাম একমাত্রা প্রয়োগের পরে ক্রমে ক্রমে হিক্কা ১৪ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া গেল। ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত হিক্কার কথা শুনিতে পাই নাই। এই রোগীটী বিক্রমপুর-সোনারঙ্গবাসী একটী এলোপ্যাথিক ডাক্তার; নাম বাবু প্যারিমোহন সেন, এই ক্ষণ তিনি ভাল আছেন, গত বৎসর তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন ১৯০৪;

এই রোগীতে কোন উচ্চদরের কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই হিক্কা যে বারণ করিতে পারিবেন তিনি আমাদের গুরুস্থানীয়।

আমাদের অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা ততই উচ্চশক্তির ফল, কি তরুণ কি প্রাচীন সকল পীড়াতেই অধিকতর আশাপ্রদ ও কার্য্যকারী দেখিতেছি। ওলাউঠা রোগে ভিরেট্রাম্, আর্স্, কুপ্রাম্, সিকেলী ইত্যাদি ঔষধের ৩০শ শক্তি এমন কি ১০০ শত শক্তি দ্বারাও আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইতেছি। শিশুর কন্‌ভালশনে বেলাডোনার ২০০ শত শক্তি অতীব আশ্চর্য্য কার্য্যকারী বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।

রোগারোগ্যকারিণী তত্ত্বশক্তির রোগ-উৎপাদিকা ক্ষমতাও আছে; কোন শক্তীকৃত ঔষধ বহুদিন সেবন করিলে সেই ঔষধের লক্ষণচয় শরীরে উদ্ভূত হইতে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্বশক্তিযুক্ত ঔষধের অর্থাৎ নানা প্রকার ডাইলিউসনের ঔষধের প্রুভিং সুস্থ শরীরে করিতে পারিলে তদ্দ্বারা উৎকৃষ্টতর ডাইলিউসন মীমাংসা হইতে পারে, ইহা কতিপয় বিজ্ঞের মত; কারণ, যে ঔষধের যত শক্তির (ডাইলিউসনের বা পোটেন্সির) দ্বারা যে যে লক্ষণ জন্মাইবে সেই সেই লক্ষণযুক্ত রোগে সেই ঔষধের সেই শক্তি দ্বারা উপকার হওয়া সম্ভব।

ঔষধের মাত্রা—বয়স্থদিগের জন্য টিংচার ও ডাইলিউসন সাধারণতঃ এক ফোঁটা; অনুবটিকা ৮টী; বড় বটিকা দুইটি; বিচুর্ণ বা ট্রিটুরেশন এক গ্রেণ মাত্রা। শিশুদের জন্য এই মাত্রায় অর্দ্ধেক দিতে হয়। নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশুদিগকে বড় বটিকা দিতে নাই; কারণ, তাহা গলায় বাধিতে পারে। রোগের উগ্রতার ন্যূনাধিক্যানুসারে ঔষধ খাবার সময়ের ব্যবধান করিতে হয়। সাধারণতঃ ৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যায়; রোগের পুরাতন কিম্বা আরোগ্য অবস্থায় দিবসে একবার কিম্বা দুইবার দিতে হয়। আবার নব ও আশু-প্রাণনাশক ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে ১০।১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তরও ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। কোন কোন স্থলে একমাত্রা ঔষধেই রোগ আরোগ্য হয়। অধৈর্য্য হইয়া অতি পুনঃ পুনঃ ঔষধ (বিশেষতঃ উচ্চশক্তির ঔষধ) ব্যবহার করিবে না, তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি বা রোগান্তর জন্মিতে পারে।

মহাত্মা হানিমান ঔষধের প্রথম মাত্রার ফলাফল বিশেষ করিয়া দেখিতেন, এবং আবশ্যক হইলে দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিতেন; তিনি বলেন, প্রথম-মাত্রাজনিত উপকারের হ্রাস হইতে দেখিলেই দ্বিতীয় মাত্রা দিবে; স্ক্রফিউলাদি ধাতুস্থ পীড়ানিচয়ের জন্য. সপ্তাহে, মাসে কিম্বা তিন চারি মাসে একবার করিয়া ঔষধ দেওয়া যায়।

(ANTIPSORIC) এণ্টিসোরিক্ ঔষধ চয়ের ব্যবহার পদ্ধতি।

সালফার, সোরিনাম, গ্র্যাফাইটিস, ক্যাল্‌ক্‌-কার্ব্ব, কার্ব্ব-এনিমেলিস্, কষ্টিকাম্ কোনায়াম্, হিপার-সাল্‌ফ্, কেলি-কার্ব্ব, ষ্ট্রন্‌সিয়াম্-কার্ব্ব ইত্যাদি কয়েকটী এণ্টিসোরিক ঔষধ। ইহাদের কোন ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হইলে, উহা প্রয়োগের পূর্ব্বে লক্ষণাদি বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিবে যে, ঐ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত কি না এবং তাহার লক্ষণ রোগের সহিত ঐক্য অবস্থায় রহিয়াছে কি না? এই সমস্ত ঔষধের ৩০ শক্তি সচরাচর আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, কখন কখন ২০০ শত কিংবা ১০০০ শক্তিও ব্যবহার করা যায়। ইহাদের গুণ এবং কার্য্য বহুদিন স্থায়ী, সেই জন্য আমরা এই সমস্ত ঔষধের একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া অনেক উৎকট তরুণ এবং প্রাচীন উভয়বিধ পীড়াতেই বিশেষ কাল গৌণ করিয়া ইহাদের ফলাফল দেখিয়া ঔষধান্তরে যাই। পাবনা নিবাসী কালীকুমার ভট্টাচার্য্য এবং পার্ব্বতী গাঙ্গুলী নামক ব্যক্তি দ্বয়ের অর্শ হইতে ভয়ানক পরিমাণ রক্ত প্রতিদিন স্রাব হইত; তাহারা অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াও ফল পায় না, আমি সাল্‌ফার ২০০ শত শক্তির ৬টী গ্লোবিউল উভয়কেই এক সময় খাইতে দিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাদের ঐ রক্ত পড়া ক্রমশঃ কমিয়া তৃতীয় দিবস মধ্যে আর রক্ত দেখা গেল না, তাহারা আমাকে পুনরায় ঐ ঔষধ প্রয়োগ জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করাতে আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, এতাদৃশ ঔষধে দ্বিতীয় মাত্রা প্রায়ই আমি প্রয়োগ

করি না, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দেখ যে, একমাত্রাতেই তোমরা সন্তোষকর ফল পাইবে। অনেক সময় এতাদৃশ দ্বিতীয়মাত্রা প্রয়োগ করিয়া প্রাপ্ত ফল নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। এমন কি দারুণ ওলাউঠার কোল্যাপ্‌স্‌ অবস্থায় ৩০ শক্তির সাল্‌ফার একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা কিম্বা ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া নাড়ীর স্পন্দন এবং অন্যান্য লক্ষণের সু-অবস্থা সন্তোষকরভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে রোগীর সন্তোষার্থে unmedicated আন্‌মেডিকেটেড্‌ অর্থাৎ অনৌষধিযুক্ত Alcohol য়্যাল্‌কোহল্‌ কিম্বা গ্লবিউল্‌স্‌ দুই চারি ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিয়া রোগীর ও আত্মীয় স্বজনের মন স্থির রাখিতে হয়। যদি হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে আকা বাকা করিয়া Antipsoric ঔষধের দ্বিতীয় মাত্রা শীঘ্র প্রয়োগ করিও না। আমরা ইহাদের একমাত্রা প্রয়োগ করিয়াই বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আবার ইহাও বলি, এণ্টিসোরিক ঔষধের একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া অন্য ঔষধের প্রয়োগ সহজে করা উচিত নহে। তাহাতেও ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তবে কোন কোন ঔষধের পূর্ব্বে একমাত্রা এণ্টিসোরিক ঔষধ অগ্রে ব্যবহার করিলে অতি সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক সময় এণ্টিসোরিক্‌ ঔষধ ব্যবহার দ্বারা শারীরিক ধর্ম্ম সংশোধিত হইয়া উৎকট উৎকট দুরারোগ্য রোগ সকল তরুণ হউক কিম্বা প্রাচীন হউক আশ্চর্য্য ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে।

ঔষধের মাত্রা Repeat বা পুনঃ প্রয়োগবিধান।

সাধারণতঃ উচ্চশক্তির ঔষধ একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ, ফলাফল না দেখিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। চিনিলাম্‌ সালফের ২০০ দুইশত শক্তি এমন কি উহার ৩০শ শক্তিও একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় মাত্রা আমি শীঘ্র দেই না; যে জ্বর একদিন বাদে একদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিংবা জ্বরসহ ডিলিরিয়াম থাকে তাহাতে চিনিলাম সালফের উচ্চশক্তি অতীব ফলপ্রদ। ইহার ফল (ডিলিরিয়াম ইত্যাদিযুক্ত রোগীতে) তিন চারিদিন অন্তর পাওয়া

যায়। এই তিন চারিদিনে ধৈর্য্যচ্যুতি যেন না হয়। তিন চারিদিন পর ইহার আশ্চর্য্য ফল পাইবে। ক্যাল্‌ক্‌ ফস্‌ উচ্চশক্তি দুইএক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া দীর্ঘ সময় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে।

ডাক্তার তারক পালিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্‌ গোবিন্দের জ্বর। দুইমাত্রা ক্যালক্‌-ফস্‌ ৩০শ শক্তি প্রয়োগ করিয়া বহুদিন ধৈর্য্য ধরাতে তাহাতেই শ্রীমানের জ্বর আরোগ্য লাভ করে। হাতপা চক্ষুজ্বালা সহ প্রাচীন জ্বর হইতে থাকিলে সালফার ৩০শ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার একমাত্রা প্রয়োগেই জ্বর আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। তবে দুই তিনদিন ধৈর্য্য ধরা কর্ত্তব্য। পঞ্চানন পাল মহাশয়ের জ্বর ও আমাশয়রোগে সালফার একমাত্রা দিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি। ৩০ শক্তির একমাত্রা সালফার প্রয়োগে অতি কঠিন আমাশয়ের রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়াছে। রোগ আরোগ্যের মুখে উপস্থিত হইলে মাত্রা অধিকতর অন্তর অন্তর দিবে।

——oo÷oo——

ফোঁটা ফেলিবার সঙ্কেত।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফোঁটা ঢালিতে অনেকে ভীত হয় এবং সহজে ফোঁটা ফেলিতে পারে না। নিম্নলিখিত সঙ্কেত অনুসারে ফোঁটা ফেলিলে অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। বাম হস্তে শিশির গাত্রটী ধর, দক্ষিণ হস্তে শিশির কর্কটী তাহার মুখ হইতে উত্তোলন কর, তৎপশ্চাৎ কর্কের তলাটীর মধ্যভাগ শিশির ওষ্ঠের সহ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া এ প্রকার ভাবে ধর যেন কর্কের তলাভাগটী ভূমির দিগ্‌পানে থাকে; পরে সাবধানে আস্তে আস্তে শিশির মুখটী কিছু নিচু করিলেই তন্মধ্যস্থ ঔষধ ফোঁটা-ভাবে ধীরে ধীরে পড়িতে থাকিবে।

জ্বরের প্রথমভাগে জুলাপ অনেক সময় সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে !!

অনেক কবিরাজ, এলোপ্যাথ এবং হাকিম ইত্যাদি চিকিৎসক মহাশয়গণ সর্ব্বদাই বলেন যে জুলাপ দিয়া মল পরিষ্কার না হইলে কথনই জ্বর অরোগ্য হয় না। আমরা এই কথা স্বীকার করি না। আমাদের রোগীদিগের বাহ্যি না হইয়াও সুন্দরভাবে জ্বর পরিত্যাগ পাইয়া যায়। তাড়াতাড়ি জ্বর ছাড়াইবার জন্য জুলাপ ইত্যাদি প্রয়োগ এবং জ্বর সামান্য কম হইবামাত্র কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা জ্বর বন্ধ করিয়া অনেকে বাহাদুরী নিতে চান বটে। কিন্তু অনেক সময় ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফল ঘটে। যে জ্বর সামান্য ছিল কিম্বা ইণ্টারমিটেণ্ট ছিল তাহা জুলাপ দিবার পরই ভয়ানক উগ্র হইয়া উঠে কিম্বা একজ্বরীভাব ধারণ করে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তখন চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ে বলেন কাজটী ঠিক হয় নাই। যে জ্বর সামান্য তাহা বিনা জুলাপেই ভাল হয়। জুলাপ কেবল বাঁধাগদ মনের আঁকা বাঁকার জন্য। টাইফয়েড জ্বর, বসন্ত হাম ইত্যাদির জ্বর প্রথমে চিনিয়া লওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। ঐ সমস্ত জ্বরের প্রথম ভাগে জুলাপ পড়িলে বড় ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠে। উড়িষ্যার অন্তর্গত কোন মিত্ররাজার পাট-রাণীর চিকিৎসা জন্য আমি আহুত হই। যাইয়া শুনিলাম রাণীর জ্বরের প্রথম-ভাগে জুলাপ দেওয়া হয়, তৎপর তাঁহার গাত্রে বসন্ত দেখা দিল কিন্তু বসন্ত ভাল প্রকারে উঠিতে পারিল না। তাহাতেই রাণীর মৃত্যু হইল। এইজন্য কবিরাজী মতে অষ্টাহের পূর্ব্বে জুলাপ দেওয়া নিষেধ আছে। বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়েরা কখনও অষ্টাহ পূর্ব্বে জুলাপ ব্যবহার করেন না। টাইফয়েড্ জ্বরেও অনেকে না বুঝিয়া জুলাপ প্রয়োগ করিয়া পরে ডায়েরিয়া থামাইতে পারেন না। তখন ঐ জুলাপের ফলেই রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং জ্বরের প্রকোপ সহ নিউ-মোনিয়া ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। জুলাপ দ্বারা সামান্য রেমিটেণ্ট জ্বরগুলি অনেক সময় টাইফয়েড্ অবস্থায় পরিণত হয়।

সাবধান! তোমরা তোমাদের রোগীকে কোন প্রকার জুলাপ দিতে চেষ্টা করিও না। আমাদের বহু প্রকার উৎকৃষ্ট ঔষধ রহিয়াছে তাহা বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে জ্বরও আরোগ্য হইবে এবং যথাকালে কোষ্ঠাদি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক

হইলে প্রকৃতিদেবী আপনি তাহা বুঝিয়া করিবেন। তোমার তাড়াতাড়িতে তিনি তাড়াতাড়ি করিবেন না। আমাদের চিকিৎসায় অতি কঠিন কঠিন রেমিটেণ্ট এবং টাইফয়েড্ জ্বর আরাম হইয়া পরে পাঁচ সাত দিন অন্তর আপনি কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়াছে দেখিয়াছি। জ্বরাদি চিকিৎসায় আঁকা বাঁকা করিলেই যে শীঘ্র জ্বর আরোগ্য হইবে তাহা নহে। বরং অনেক সময় তাহার ফল বিপজ্জনক।

পথ্যাদি।

ইহা অতি গুরুতর বিষয়। এই গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা অসম্ভব কথা; সর্ব্বদা আমরা যে সমস্ত পথ্য ব্যবহার করি তাহাই এস্থলে অতি প্র্যাক্‌টিক্যাল ও আবশ্যকীয় মন্তব্যসহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

তরুণজ্বরাদিতে ও তরুণ উদরাময় রোগে যেস্থলে অন্ন বা তাদৃশ পদার্থ আহার করা নিষেধ—সেই স্থলে আরারুট, সাগু, বার্লি, ও মসূরের যূষ অতি প্রশস্ত পথ্য। (১) আরারুট—সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতম পথ্য; জলবৎ তরল করিয়া ইহা রন্ধন করিলে ওলাউঠার ন্যায় রোগীতে পানীয় ও পথ্য উভয় উদ্দেশ্যেই দেওয়া যায়; পেটের পীড়াসহ জ্বরে ও তরুণ উদরাময় রোগে আরারুট সুপথ্য। বাজারে বহুদিনের খোলা কৌটায় যে বার্লি বা আরারুট বিক্রয়ার্থ থাকে তাহা অপকারক; উহা নূতন কৌটা হইতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শীতল জলে আরারুট মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট পথ্য প্রস্তুত হয়। (২) সাগু—সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। (৩) বার্লি—শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া ইহা সুসিদ্ধ করিবে; বার্লি সুসিদ্ধ না হইলে সহজে জীর্ণ হয় না ও তাহাতে অম্বল জন্মে; ইউরোপীয় অনেক রন্ধন-ব্যবস্থায় বার্লিকে পাঁচ মিনিট মাত্র ফুটাইতে বলিয়াছে কিন্তু তাহা আমাদের পেটে সহ্য হয় না। (৪) দেশীয় যব—প্রায় বার্লি তুল্য; ইহার কাথ আমাশয়, রক্তামাশয় প্রমেহ ইত্যাদি রোগে প্রশস্ত। বার্লি, মসুর; দেশীয় যব, ইহারা সাগু ও

আরারুট হইতে অধিকতর সারবান পদার্থ; ইহাদের মধ্যে মাংস-নির্ম্মাপক পদার্থচয় আছে। সাগু ও আরারুট কেবল ষ্টার্চ (Starch) নামক পদার্থ বিশেষ; ষ্টার্চ চিনির প্রায় সমতুল্য দ্রব্য। (৫, ৬) খই ও চিড়ার মণ্ড—বমনাদি উপসর্গ থাকিলে সুপথ্য; ইহারা প্রত্যেকেই দুই প্রকার হয়:—কাঁচা মণ্ড ও সিদ্ধ মণ্ড; শীতল জলে খই বা চিড়া ভালরূপ ভিজাইয়া রাখিয়া চট্‌কাইয়া লইবে, পরে উহা ছাঁকিয়া লইলে কাঁচামণ্ড প্রস্তুত হয়। উষ্ণজলে সুসিদ্ধ করিয়া সিদ্ধমণ্ড করা যায়। (৭) মান মণ্ড—দুইভাগ মান চূর্ণ, তিনভাগ চাউলের গুঁড়াসহ ১৯ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়; ইহা শোথাধিকারে উৎকৃষ্ট পথ্য। (৮) সুজি—ইহা জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধসহ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে ও অর্শাদি রোগে নিতান্ত উপকার করে। অন্ন পথ্য দিবার পূর্ব্বদিন কিম্বা যেস্থলে দুই বেলা ভাত নিষিদ্ধ সে স্থলে সুজি বা সুজির রুটি দেওয়া যায়। পেটের পীড়া থাকিলে সুজি নিষিদ্ধ। চাউলের অন্ন ও বার্লি অপেক্ষা সুজি অধিকতর সারবান্। আরারুট, সাগু, বার্লি ইত্যাদি রোগীর ইচ্ছা ও অবস্থানুসারে উপযুক্ত তরকারীর ঝোল বা মৎস্যের ঝোল, কিম্বা কাগ্‌জি লেবুর রস ও কিঞ্চিৎ লবণ অথবা মিছরি এবং দুগ্ধ সহকারে খাওয়া যাইতে পারে। (৯) গোদুগ্ধ—বলকারক কিন্তু পেটের পীড়া থাকিলে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। মাংস বা মৎস্যসহ বা তাহা ভোজন সময় দুগ্ধ আহার নিষিদ্ধ; কারণ উহা আয়ুর্ব্বেদ মতে মিথ্যা ও দুষ্ট আহার মধ্যে গণ্য। (১০) গন্ধভাদালিয়া—(Pæderia fœtida) বা গাঁধাল নামক লতার পত্রের ঝোল সামান্য আর্দ্রক (আদা), যমানী (যোয়ান) ও সৈন্ধব লবণসহ রন্ধন করিলে উহা তরুণ জ্বর, গাত্রবেদনা (অঙ্গগ্রহ), বাত, সর্দ্দি, আমাশয় ইত্যাদি রোগে অত্যন্ত উপকারী। গাঁধালের সংস্কৃত নাম প্রসারণী। (১১) মৎস্য—যে সমস্ত মৎস্যে রক্তের ভাগ অধিক আছে ও তৈলের ভাগ অল্প এবং সহজে জীর্ণ হইতে পারে তাহারাই সুপথ্য; তন্মধ্যে রোহিত, মজ্‌গুর (মাগুর) সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য; তন্নিম্নে বাতাসী, খলিসা, তিন-কাঁটা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য। নবজ্বরাদিতে ও পেটের পীড়ায় যদি

মৎস্যের ঝোল খাইতে দাও তবে সাবধান! ঐ মৎস্যের মাংস-ভাগ খাইতে দিবে না, কারণ, তাহা অজীর্ণ উৎপাদন করিতে পারে (১২) মাংসের যূষ—ইহা ছাগ, মেষ, কপোত, কুক্কুট, লাব বা তিত্তির প্রভৃতির মাংসে প্রস্তুত হয়। মাংস উত্তমরূপে কুট্টিত করিবে ও সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে ও তৎপরে ক্রমে অল্প অল্প অগ্ন্যুত্তাপে মাংস সিদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট যূষ নির্গত হইবে। ঐ প্রকারে শীতল জলে মাংস না ভিজাইয়া হঠাৎ উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিলে তাহার এলবুমেন নামক সার পদার্থ জমিয়া যায়; তখন সমস্ত দিন সিদ্ধ করিলেও আর ঐ পদার্থ দ্রব হইয়া বাহির হয় না। মাংসের যূষের তৈলভাগ পৃথক করা আর একটী প্রধান কর্ম্ম; তাহা না করিলে ঐ যূষে অজীর্ণ উৎপাদন করে। ঐ যূষকে ছাঁকিয়া শীতল করিলে তৈলভাগ উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন নূতন পরিষ্কৃত ব্লটিং বা শোষ কাগজ ছোট ছোট ভাবে ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা পুনঃ ঐ তৈলভাগ স্পর্শ করিয়া ফেলিলে অথবা ডবল ফ্লানেল নামক বস্ত্রে পুনঃ ছাঁকিয়া লইলে তৈলভাগ কতকটা দূর হয়। ঐ মাংসের যূষে গোলমরিচ ও হরিদ্রাদি সামান্য মসলা মিশ্রিত করিয়া তেজপত্র ফোড়নে সম্ভারা দিলে সুস্বাদু হইতে পারে। অতি দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী রোগীতে মাংসের যূষ সুপথ্য ও বলকারক। সার্জ্জিকেল (Surgical caseএ) অর্থাৎ যে রোগীতে অস্ত্র চিকিৎসাদি হইয়াছে তাহাতে মাংসের যূষ অতি সুপথ্য বলিয়া আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি। উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা থাকিলে ও রক্তামাশয় রোগে মাংসের যূষ বিষতুল্য। মাংসের যূষের পরিবর্ত্তে আমরা প্রায়ই মসূরীর যূষ ব্যবহার করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকি।

(১৩) মসূর বা মসূরী ও মসুরের ডাইল।—ইহা বহুকাল আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Cicer lens সাই-সার্ লেন্স্ বা Ervum lens আর্ভাম্ লেন্স্। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে ত্রিদোষঘ্ন বলিয়া থাকে। সাগু, বার্লি, আরারুট অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর সার পদার্থ আছে। ইহার ক্বাথ বা যূষ মাংসের যূষের সমতুল্য। বঙ্গের সেনিটারী কমিশনার সাহেব ১৮৯০ সনের এক রিপোর্টে ইহাকে মাংসের তুল্য সারবান বলিয়া

ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেক জেলখানায় ইহার যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার বার্চ সাহেবও কোন কোন রোগীকে ইহা খাইতে দেন———আমরা নবজ্বরে প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ইহার কাথ ব্যবহার করিয়া থাকি। বিশেষতঃ রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল খা লো হইয়া পড়িলে ও বিলক্ষণ শ্লেষ্মার দোষ থাকিলে তখন মসূরীর যূষ অমৃততুল্য। যে সমস্ত রোগী উৎকট অবিরাম কিম্বা রেমিটেন্ট জ্বরাদিতে বহুদিন ভুগিয়া থাকে, তাহাদিগকে আমরা মসূরীর যূষ দিয়া সন্তোষকর ফল পাই, মাংসের যূষ চর্ব্বি-সংযুক্ত-থাকা হেতু এতাদৃশ জ্বরাদিতে উৎকৃষ্ট নহে, বরং তাহা দ্বারা পেট গরম হয় ও যকৃতের কার্য্যের হানি হইয়া থাকে। পাটনাই মসূর সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মসুরের কাথ বা যূষ—অনেকে খোসাযুক্ত আস্ত মসূর সিদ্ধ করিতে বলেন কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় মসূরের ডাইল করিয়া থাকি। যথেষ্ট পরিমাণ জলে মসূরকে বহুক্ষণ সিদ্ধ করিতে হয়; সিদ্ধ করিবার কালে ফেণা উঠিতে থাকে, হাতাদ্বারা পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত ফেণা কাটিয়া ফেলিবে; মসূর সুসিদ্ধ হইলে আপনা হইতেই প্রায় গলিয়া যায়। এই সুসিদ্ধ মসূরী একখানা গর্ত্তপানা থালায় ঢালিয়া হস্তদ্বারা উত্তমরূপে চটকাইয়া লইতে হয়, ভালরূপ চটকান হইলে জলীয়ভাগের সহ মসূর মিশ্রিত হইয়া যায়; পরে উহাকে কোন বস্ত্র বা ন্যাকড়াতে করিয়া হস্তাঙ্গুলি দ্বারা আলোড়িত করিতে করিতে ছাঁকিয়া কাথ-ভাগ বাহির করিবে ও সিটির ভাগ ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে মসূরের যে যূষ বাহির হয় তাহা অতি সারবান ও লঘু পথ্য। ইহা মলকে গাঢ় করে। এই কাথকে পাতলা করিয়া প্রস্তুত করিলে **মসুরের পাতলা কাথ** বলে, ইহা অতিসার সংযুক্ত জ্বরাদি রোগে অতি উৎকৃষ্ট পথ্য; ইহাতে পেট ফাঁপিবার ভয় নাই; ৮৪ অধ্যায়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন "* * * * খাতে মুদ্গমসূরাভ্যামন্যেত্বাধ্মানকারকাঃ।" (১) মসূরের কাথ, বার্লির ন্যায় কিঞ্চিৎ কাগজি লেবুর রস ও লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে; (২) অনেকে মিছরি সহ মসূরের কাথ খাইতে ভাল বাসে। অথবা (৩) রোগীর ইচ্ছা হইলে এই কাথে কিঞ্চিৎ হরিদ্রা, গোলমরিচ-চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া কাঠখোলায় (অর্থাৎ তৈল বা ঘৃত না দিয়া) শুধু তেজপত্র ফোড়নে সম্ভারা

দিয়া নবজ্বরাদিতে খাইতে দেওয়া যায়। পেটের পীড়া না থাকিলে এই তৃতীয় প্রকার কাথের সহ অনেকে খৈ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেন। **সাগুদানার খিচুরী**—মোটা সাগুদানা গুটীকতক তেজপত্র সহ মসুরের কাথ দ্বারা সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়; ইহার মসলা ও সম্ভারাদি উপরোক্ত ৩য় প্রকার কাথ সদৃশ দিবে। **মসূর-জল**—একখানি ন্যাকড়ার মধ্যে মসুরের ডাউল বাঁধিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিবে ও সিদ্ধকালে সাবধানে ফেনাগুলি হাতা দিয়া পুনঃপুনঃ কাটিয়া ফেলিবে। ঐ মসুর-বাঁধা পোটলার ভিতর হইতে হরিদ্রাবর্ণের জল বাহির হইতে থাকিলে জানিবে যে, মসুর সুসিদ্ধ হইয়া মসুর-জল প্রস্তুত হইয়াছে; তখন উহা নামাইয়া ঐ মসুর-জলগুলি পাত্রান্তরে ছাঁকিয়া লইবে। এই মসুর-জল বলরক্ষক, ধারক ও অতি লঘুপাক। একটী ওলাউঠা রোগীর হিক্কা বহু চেষ্টায় কোন মতে বারণ করিতে না পারিয়া এই মসুর-জল ব্যবস্থা করিলাম তাহাতেই ঐ হিক্কা আশ্চর্য্য প্রকারে বারণ হইয়া গেল। মসুর-জলসহ-আরারুট রন্ধন করিলে তাহা জ্বরাতিসারের অতি প্রশস্ত খাদ্য। এমন কি পেটফাঁপা থাকা সত্ত্বেও এই খাদ্য জ্বরাতিসার রোগে আমরা ব্যবহার করিয়া সন্তোষদায়ক ফললাভ করিয়াছি। এই মসুর-জল গ্লাস বা টীনের চোঙ্গে করিয়া বরফের মধ্যে রাখিলে একপ্রকার উৎকৃষ্ট জেলি প্রস্তুত হয়। **(১৫) মুদ্গ বা মুগের যূষ**—মসুরের কাথের ন্যায় ইহা কাঁচা মুগের ডাইল হইতে প্রস্তুত হয়। ভাজা মুগ আমকারক ও নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদির বিধবারা মসুর খাইতে পারে না তাঁহাদিগের জ্বরে ইহা দেওয়া যায়। অতিসার কি আমাশয় থাকিলে নিষিদ্ধ।

(১৫) চাউল—তিন চারি বৎসরের পুরাতন সরু চাউলের অন্নই রোগীর জন্য সুপথ্য। উৎকৃষ্ট বোরোধান্যের বিশেষতঃ শালিধান্যের চাউল অম্বলের পক্ষে উপকারী। ঢাকা জেলায় উৎকৃষ্ট বোরোধান্য পাওয়া যায়।

(১৬) আইজিং গ্লাস—একটী লঘু পথ্য; ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বহুদর্শিতা নাই। **(১৭) বিস্কিট ও মুড়ি এবং খই**—বিলাতি বিস্কিট দুই একখানা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু না দিলেও ভাল হয়। কারণ, বিলাতি বিস্কিটের গাত্রে কিঞ্চিৎ চর্ব্বি থাকে; বিস্কিট পুরাতন

হইলে তাহাতে পোকা পর্য্যন্ত জন্মিতে দেখিয়াছি। ক্রয় করিবার বেলা উহার আস্ত বাক্স নূতন কি পুরাতন তাহা চিনিয়া লওয়া দায়। বিস্‌কিট অধিক পরিমাণ খাইলে শিশুদের উৎকট পেটের পীড়া জন্মিয়া উঠে ইহা অনেক স্থলে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যে স্থানে বিস্‌কিট পথ্য দেওয়া যায় সেস্থলে ভাল ভাজা ও প্রস্ফুটিত মুড়ি বা খইও পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। টাটকা মুড়ি বা খই ঐ বহুদিনের বিলাতি বিস্‌কিট হইতে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। দেশীয় সুজির বিস্‌কিট অতি গুরুপাক। কলিকাতা, দিল্লি ইত্যাদি স্থানে স্থানে কলে উৎকৃষ্ট বিস্‌কিট প্রস্তুত হইতেছে। কোন উপসর্গাদি-রহিত সাধারণ জ্বরে মুড়ি ও খই দেওয়া যাইতে পারে; অনেকে খইকে ক্রিমিকারক বলেন, পেটের পীড়া থাকিলে উহা নিষিদ্ধ। (৮) পাউরুটি—মফঃস্বলে দূরে থাকুক, কলিকাতা সহরেও বড় বড় কয়েকটী কারখানা ব্যতীত ভাল পাঁউরুটি প্রায় পাওয়া যায় না। পাঁউরুটি ভাল প্রস্তুত না হইলে উহাতে যে তাড়ি দেয় তাহার অম্বলত্ব স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কোন কোন কারখানায় ইহাতে ফিটকারীও ব্যবহৃত হয়। সাধারণ পাঁউরুটি সামান্য পিষ্টক হইতেও দুষ্ট খাদ্য। ইহাতেও অম্বল জন্মে; এতাদৃশ পাঁউরুটি অনেক ছাত্রাদির অম্বলের পীড়ার অন্যতম কারণ। ভাল পাঁউরুটিও সদ্য খাইতে দেওয়া নিষেধ; কারণ তাহার অপকারী বাষ্পভাগ সদ্য সদ্য বাহির হইতে পারে না; তজ্জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পাঁউরুটি প্রশস্ত। ইহা খাওয়ার পূর্ব্বে ছুরিকা দ্বারা পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া টোষ্ট করিয়া অর্থাৎ অগ্ন্যুত্তাপে সেঁকিয়া লইলে তাহার অপকারী বাষ্পভাগ উড়িয়া যায়; তখন ইহা খাদ্যোপযুক্ত হইতে পারে। যে স্থলে সুজি দেওয়া যাইতে পারে, সেস্থলে ভাল পাঁউরুটি, দুগ্ধ বা মৎস্যাদির ঝোল সহ দেওয়া যায়।

সাগুর মুড়ি—সাগুর ছোট দানাগুলি তাতান বালুকাতে [অগ্ন্যুত্তাপে] ভাজিয়া লইলে সুন্দর মুড়ি প্রস্তুত হয়। সাগুর বড় দানাতে ভাল মুড়ি হয় না; সাগুর মুড়ির মধ্যে যে বালুকাকণা সকল বাধিয়া থাকে তাহা বিশেষ করিয়া না ছাড়াইলে পেটের পীড়া জন্মিবার সম্ভব। মিছরির শিরাসহ সাগুর মুড়ির ছোট ছোট মোয়া প্রস্তুত করিয়া তাহার দুই একটি বালকদিগকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।—বার্লি, এরারুট, সাগু দ্বারা বিস্‌কিটের ন্যায় ছোট ছোট রুটিও

হয় ; ইহার দুই চারিখানা স্বাদপরিবর্ত্তন জন্য জ্বরাদি রোগে দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু উদরাময় আদি থাকিলে উহা নিষিদ্ধ।

কৃত্রিম খাদ্য—এইক্ষণ শিশু ও অন্যান্য রোগীদের জন্য নানাবিধ কৃত্রিম খাদ্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। (১) মেলিন্স্ ফুড্ ; (২) বেঞ্জার্স্ ফুড্ ; (৩) নিভ্স্ ফ্যারিনেসাস্ ফুড্ ; (৪) হর্লিক্স্ মল্টেড্ মিল্ক্ ; (৫) ম্যালেন্ বেরিজ্ ফুড্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমরা এই সমস্ত কৃত্রিম খাদ্যের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। তবে বেঞ্জার্স্ ফুড্ দুগ্ধ না দিয়া যথারীতি রন্ধন করিয়া উদরাময় ও আমাশয় ইত্যাদি রোগে আমরা খাইতে দিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি।

সি-উইড্ (Sea weed) নামক এক প্রকার পদার্থ দেখিতে সাপের খোলসের ন্যায়, কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল মার্কেটে বিক্রিত হয়। ছয় আনা মূল্যে ইহার এক আঁটি পাওয়া যায়। উহা শীতল জলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইলে গলিয়া যায়। একটু লবণ বা মিছরিসহ ইহা আমাশয় রোগীকে আমরা খাইতে দিয়া ফল পাইয়াছি। জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধসহ ইহা পাক হইতে পারে, কিন্তু তাহা গুরুপক্ক।

Dose :—*for an adult* **30** *to* **60** *drops. For children and infant* **5** *to* **25** *drops.*

To be taken **each time after meal or diet. Mix** the drops with a mouthful of **pure water** or any gruel before taking. Price :—Re. 1. one rupee per phial.

এসেন্স অব্ মসূরী।

ESSENCE OF MASOORI,

Essence of masoori এসেন্স অব্ মসূরি :—আমরা সকল প্রকার Low লো বা নিস্তেজাবস্থাযুক্ত ও শয্যাশায়ী রোগীতে প্রায় ৩০।৩২ বৎসর যাবৎ সর্ব্বদা মসূরির এসেন্স্ ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইতেছি। ওলাউঠার পর নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বলাবস্থা এবং নিউমোনিয়া, রেমিটেণ্ট জ্বর এবং টাইফয়েড্ ইত্যাদি নিস্তেজ Low বৈকারিক জ্বর, তাহাতে টাইফয়েড্ অবস্থা উপস্থিত; গ্যাংগ্রিণ, কার্ব্বাংকেল ইত্যাদি পীড়ায় রোগী, নিতান্ত লো হইয়া পড়িলে আমাদের এই এসেন্স মসূরি দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। সঞ্জীবনী-শক্তি ও বলরক্ষা এবং পরিপাক জন্য ইহা অতুলনীয়। ঐ সমস্ত রোগে বিপদে পড়িয়া অনেকে উগ্রতাযুক্ত ব্রাণ্ডি, শেরী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে উপকার দূরে থাকুক নিতান্ত অপকারই হইয়া থাকে; উহারা ষ্টিমুলেট্ করিয়া পরক্ষণেই পতনাবস্থা উপস্থিত করে; ব্র্যাণ্ডি ইত্যাদি বিশ্বাস-ঘাতক, কেবলমাত্র আশু ফল-দায়ক।

ঐ সমস্ত রোগে যথাসম্ভব অল্প অল্প পথ্য দেওয়া হয়। প্রত্যেকবার পথ্যের পর কিঞ্চিৎ শীতল জল কিম্বা এক ঢোক তরলপথ্যসহ এসেন্স্ অব্ মসূরী মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবেন। মাত্রা ৩০।৪০।৬০ ফোঁটা পূর্ণবয়স্কের জন্য এবং ৫।১০।১৫। ২৫ ফোঁটা বালকের জন্য দিবেন। ইহাতে মাংসের এসেন্সের ন্যায় কার্য্য

পাইবেন এবং পরিপাক কার্য্যও সুন্দর সমাধা করিয়া ইহা সঞ্জীবনী-শক্তি ও বলরক্ষা করিবে। মসূরীর বৈজ্ঞানিক নাম Ervum Lens আর্ভাম্ লেন্স্। বৈদ্যকশাস্ত্রমতে ইহা ত্রিদোষঘ্ন, মাংসের ন্যায় বলকারক ও উত্তেজক। এজন্য হিন্দু বিধবাদিগের মসূরী খাওয়া নিষেধ। আমাদের এই মসূরী এসেন্স্ যে সমস্ত চিকিৎসক ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ইহার গুণ স্বীকার করিতেছেন। ব্যবহারেই ইহার গুণের পরিচয় পাইবেন। অনেক এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়েরা এবং গ্রন্থকার স্বয়ং ইহা ব্যবহার করেন। মূত্রে য়্যাল্বুমেন্ থাকিলে মাংসের যূষ পথ্য সম্পূর্ণ প্রাণনাশক; এমতাবস্থায় গ্রন্থকার স্বয়ং মসূরের যূষ সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। অবস্থা বিশেষে পাতলা অথবা গাঢ় মসূর-যূষ দেওয়া হয়। উক্ত মসূর যূষ, মাংস-যূষ, দুগ্ধবার্লি, দুগ্ধসাগু, সাগু, বার্লি, অন্নমণ্ড ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার রোগীর পথ্যের পর এসেন্স্ অব্ মসূর অত্যুৎকৃষ্ট পাচক ও বলকারক এবং সঞ্জীবনী-শক্তি-রক্ষক। অন্ন পথ্যের পরও ইহা উৎকৃষ্ট পাচক। ক্ষুধা না হওয়া এবং নিত্য "পেট রোগা" হইলে বা পেটফাঁপা থাকিলে প্রতিদিন আহারের পর ইহা সেবনে রোগী অত্যন্ত উপকার পাইবেন। অনেক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও অম্লের রোগীও আহারের পর কিঞ্চিৎ জলসহ মিশ্রিত করিয়া ইহা সেবনে বিশেষ ফল পাইতেছেন।

—000—

নিস্তেজ ও বিকারাদি অবস্থার পথ্য ব্যবস্থা।

নানাবিধ ডিলিরিয়াম্ ও জ্বর-বিকারগ্রস্ত, লো টাইফয়েড্ অবস্থা-প্রাপ্ত, নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল রোগীদের প্রাণ ও বলরক্ষার্থ ঔষধ যেমন অতীব প্রয়োজনীয়, পথ্যও* তদ্রূপ। এতাদৃশ রোগীতে বিশেষতঃ উদরাময় থাকিলে

* আমরা মসূরীর এসেন্স (Essence of Masuri) প্রস্তুত করিয়া লো বা নিস্তেজ অবস্থাপন্ন রোগীতে ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইতেছি, মসূরীর এই এসেন্স আমাদের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

মসূরের যূষ অমৃততুল্য পথ্য। আমরা কখন কখন মাংসের যূষও ব্যবহার করিয়া থাকি। এতাদৃশ রোগীর অবস্থা বিবেচনায় যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থাৎ অর্দ্ধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা কিংবা তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর এক একবার উক্ত মসূরের যূষ বা মাংসের যূষ (কখন বা বার্লি) খাবার নিয়ম করিয়া দিবে। প্রত্যেকবারে অধিক পথ্য না দিয়া অবস্থানুসারে তিন চারি ঝিনুক* কিম্বা তাহার কিঞ্চিদধিক পরিমাণ পথ্য দেওয়া যায়। পথ্যাদি দিতে এমন ভাবে সময়ের বন্দোবস্ত করিবে যাহাতে রোগী উপযুক্ত পরিমাণ কাল ঘুমাইতেও পারে। পথ্য করার সময় প্রত্যেক বারেই প্রথম ঝিনুকের পথ্য মধ্যে ১০।১৫ ফোঁটা করিয়া ১ নং একৃস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে ঐ পথ্য অতি সহজে জীর্ণ ও সমীকৃত (Assimilated) হইয়া ধীরে ধীরে রোগীর বল ও প্রাণরক্ষা করে দেখিতে পাইবে। আর্দ্রকাদি মসলা যে পরিপাক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এই ব্রাণ্ডিটুকুও সেই উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়; যদি কখন ইহার ঔষধভাবে কোন গুণ থাকে তবে তাহা "সম-লক্ষণ-সূত্রেরই" অধীন; কারণ, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণ সেবনে "ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেন্স্" আদি যে লক্ষণচয় জন্মে, সেই লক্ষণচয়ই এতাদৃশ রোগীদের লক্ষণের প্রায় সমতুল্য; সুতরাং এতদ্দ্বারা হোমিওপ্যাথির পক্ষ সাধন ভিন্ন কোন হানি হয় না। ইহার ১০।১৫ ফোঁটায় কখনও মাদকতা বা উগ্রতা উৎপাদন করে না। ডাক্তার লাড্লাম্ এবং বেয়ার আদি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা এতাদৃশ স্থলে অর্দ্ধড্রাম হইতে দুই ড্রাম মাত্রায় ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহা আমাদের শরীরে অতি উত্তেজক হইয়া পশ্চাৎ গুরুতর অবসাদন উৎপাদন করে; সেইজন্য সচরাচর আমরা ৫ হইতে ১০ ফোঁটা শিশুকে এবং ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা বয়স্থকে উপরোক্ত লঘু পথ্যাদি সহকারে দিয়া থাকি এবং তাহাতেই উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। †

* এই অবস্থাতে কথিত রোগীকে ঝিনুক, চামচ, বা ফিডিংকাপ নামক বাটি দিয়া পথ্য খাওয়ান বিশেষ সুবিধা।

† কোন কোন রোগী কোল্যাপ্স বা অবসন্নাবস্থায় ব্রাণ্ডির পরিবর্ত্তে কখন কখন ১ম শক্তির ক্লোরোফরম্ ৩।৪ ফোঁটা মাত্রায় আমরা ব্যবহার করি।

☞ এতাদৃশভাবে পথ্য ব্যবহার করিয়া প্রায় জীবনাশা-শূন্য অনেক রোগীতে আমরা বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছি; সেইজন্যই ইহা এস্থলে এত বিশেষ করিয়া লিখিত হইল।

সুসিদ্ধ জল।

জ্বর রোগে এবং অন্যান্য বহু পীড়ায় অস্মদ্দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা সুসিদ্ধ জল খাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য অতি গূঢ়, মহৎ ও বিশেষ ফলপ্রদ। আমরাও বাল্যকালে জ্বরের সময় উষ্ণ জল খাইয়াছি, কিন্তু উষ্ণ জল খাইতে অনেকে রাজি নহেন; কেহ বা উষ্ণ জল খাইলে তৎক্ষণাৎ বমন করিতে থাকেন। সে যাহা হউক সুসিদ্ধ জল যে, বিশেষ উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়াযুক্ত বঙ্গদেশের এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থলের ভূমি ম্যালেরিয়া নামক বিষেতে পরিপূর্ণ। যথা স্থানে, কথিত হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়া বিষ ভূথিত বাষ্প বিশেষ; সুতরাং ঐ সমস্ত ভূমির উপর যে সমস্ত পুষ্করিণী, কূপ, তড়াগ, বিল, ঝিল, হ্রদ এবং নদী ইত্যাদি যাহা রহিয়াছে তাহাদের জল ম্যালেরিয়া বিষে পরিপূর্ণ; ঐ সমস্ত জলাশয়ের জল পান কিংবা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সুসিদ্ধ করিয়া লইলে ভাল হয়। কারণ জল উষ্ণ বা সুসিদ্ধ করিলে তাহা হইতে ঐ ম্যালেরিয়া জনিত বিষ অতি ত্বরায় শুষ্ক বাষ্পরূপে উদ্গত হইয়া উড়িয়া যায়। সেই জন্য আমাদের জ্বর-রোগীকে যখন পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হয় তখন বলিয়া দেই সুপরিষ্কৃত পাত্রে জল সুসিদ্ধ করিয়া লইয়া উহা অবস্থানুসারে উষ্ণ কিংবা ঠাণ্ডা করিয়া সেবন কর্ত্তব্য। জল সামান্য উষ্ণ করিলে কিংবা উহাতে লৌহ পোড়া দাগ দিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ তাহাতে ম্যালেরিয়া বিষ সম্যক্ প্রকার উদ্গত হয় না সেইজন্য আমি রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া দেই যে, পানীয় জল এত সিদ্ধ করিবে (ফুটাইবে) যেন তাহার অর্দ্ধেক

জল শোষিত হইয়া যায়। এতাদৃশ সুসিদ্ধ জল ম্যালেরিয়া বিষ এবং অন্যান্য অজানিত বিষ, গলিত জান্তব এবং উদ্ভিদ পদার্থাদি মিশ্রণজনিত বিষ হইতে মুক্তি লাভ করে। জল অতি সুসিদ্ধ হইলেই তন্মধ্যে হইতে নানাবিধ বিষের কতক উড়িয়া যাইয়া, কতক উত্তাপের গুণে ধ্বংস ও নষ্ট হইয়া যায়। অতি সুসিদ্ধ জলের দৈহিক পদার্থ সকল (Organic Matters) অনেক সময় নীচে তলানিভাবে পড়িয়া যায়। সুসিদ্ধ জল বা উষ্ণজল সাধারণ কয়লা, ও বালির ফিল্টারে চোয়াইয়া লইলে তাহাদের যে একটা দুর্গন্ধ তাহা প্রায়ই থাকে না। সুসিদ্ধ জল বাসি সেবন করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে যে organic পদার্থ থাকে তাহা বাসি হইলে পঁচা ধরে এবং তাহাতে জল দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হয়। তবে এতাদৃশ জল, কয়লা বালির ফিল্টারে পরিষ্কার করিয়া লইলে সুস্বাদু হয় এবং তিন চারি দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে। উদরাময় ও আমাশয় আদি পেট-রোগে এবং অম্বলের (Acidity) পীড়া থাকিলে খাবার পর উষ্ণ জল কিছু গরম গরম থাকিতে সেবন করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। উষ্ণ জল গরম থাকিতে আহারের পর সেবন করিতে দিয়া অনেকের অম্বলের পীড়ার উপশম হইতে দেখিয়াছি। কম্প ও শীত হইয়া জ্বর আসা কালীন এবং সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় উষ্ণ জল গরম গরম খাইলে জ্বর, সর্দ্দি এবং গলা বেদনা ইত্যাদির বিশেষ উপকার দেখা যায়। নিউমোনিয়া এবং ব্রংকাইটিস্ থাকিলে আমরা উষ্ণ জল খাইতে ব্যবস্থা করি।

সুসিদ্ধ জল ওলাউঠা নিবারক।

দারুণ ওলাউঠার সময় সুসিদ্ধ করা জল সেবন করিয়া অনেকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। জল সুসিদ্ধ হইলে যদি তন্মধ্যে পূর্ব্বে ওলাউঠার বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে তাহাও সুসিদ্ধ দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। জাপান ও চীন দেশে প্রায়ই ওলাউঠার কথা শুনা যায় না; তাহার গুহ্য কারণ এই যে, তাহারা

তৃষ্ণার সময় আমাদের স্থায় সাধারণ জল কদাচ সেবন করে না; সুসিদ্ধ জলে চা নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহারা সেই চার জল তাহাদের পানীয়রূপে ব্যবহার করে। জল সুসিদ্ধ হইলে ওলাউঠাজনিত ও অন্যান্য অনেক প্রকার বিষ নষ্ট হইয়া যায়; তাহাতেই তাহাদের মধ্যে ওলাউঠা ইত্যাদি কয়েকটী রোগ অতি বিরল। সুসিদ্ধ জলই তাহার প্রধান কারণ; চা তাহার নিবারক নহে এই কথা কোন বিজ্ঞানবিৎ পরিব্রাজক বলিয়াছেন। উষ্ণ জল সম্বন্ধে গ্রন্থকারকৃত "বৃহৎ-ওলা-উঠা-সংহিতা" দেখ।

সুশীতল জল—যদি সুপরিষ্কৃত ও বিষশূন্য হয় তবেই ইহা সুস্বাদু ও জীবের পক্ষে এক অপূর্ব্ব পানীয়। (গ্রন্থকারকৃত "বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা" দেখ)।

বরফ—অতি তৃষ্ণার সময় বরফ এক অপূর্ব্ব সুপদার্থ বটে কিন্তু রোগের বেলায় ইহা অধিক সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে। কৃত্রিম বরফ আমাদের নিকট তত ভাল বলিয়া বোধ হয় না। বরফ ও জলাদি সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা গ্রন্থকারকৃত "বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা" মধ্যে দ্রষ্টব্য।

N. B.—পথ্য এত নানাজাতীয় রহিয়াছে যে, কোন পথ্য কাহারও রুচি-বিরুদ্ধ বা কোন জাতি বিশেষের ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলে অনায়াসে পথ্যান্তর অবলম্বন করা যায়।

উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আজ কাল বাজারে বহু ঔষধালয় হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের অনেকেরই ঔষধ বিশুদ্ধ না হওয়াতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। আবার সে স্থলে দুই চারি পয়সা দরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় জন্য এখানকার বাজারে যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে হোমিওপ্যাথির যে কি দশা হইবে বলিতে পারি না। যাহা হউক চিকিৎসক মহোদয়েরা যাহাতে বিশুদ্ধ ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ না রাখিলে সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে।

অহিফেনাদি সমস্যা

অর্থাৎ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সময় অভ্যস্ত অহিফেনখাদক রোগীকে অহিফেন ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত কি না ?

এই বিষম সমস্যা লইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থকারই সাহসের সহিত স্পষ্ট আজ্ঞায় অভ্যস্ত অহিফেনখাদকদিগকে অহিফেন খাইতে দিয়া চিকিৎসার উপদেশ দেন নাই। আমরা অনেক পর্য্যবেক্ষণের পর দেখিয়া এই মীমাংসা করিয়াছি যে, অভ্যস্ত অহিফেনখাদকদিগকে মৌতাতের বেলায় যথানির্দ্দিষ্ট মাত্রায় তাহাদের অহিফেন খাইতে দিবে। এতৎসম্বন্ধে যুক্তি ও নানাবিধ পর্য্যবেক্ষণ-ফল গ্রন্থকার কৃত "বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতায়" দেখ। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের "কলিকাতা জার্ণেল অব্ মেডিসিনে" গ্রন্থকার কৃত অহিফেন সমস্যার ইংরাজী অনুবাদ প্রায় তিন বৎসর হইল বাহির হইয়াছে দেখিবে। (১৯০৪)।

তামাক ও গাঁজা—যে তামাক খায় অর্থাৎ অভ্যস্ত তাম্রকূট ধূমপানকারী, আমরা তাহাকে ঔষধ খাইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এবং এক ঘণ্টা পরে তামাক খাইতে দিই। তামাক খাইতে সম্পূর্ণ নিষেধ করি না। এইস্থলে একটী গাঁজাখোরের কথা বলি; এই লোকটীর বাড়ী কলিকাতা হরিঘোষের ষ্ট্রীট, ইহার রক্তামাশয়ের পীড়া হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে; ইহাকে মার্ক-সল ৬ষ্ঠ শক্তি দেওয়ায় অনেক উপকার হইল বটে কিন্তু পুনঃ বৃদ্ধি পাইল; প্রথমতঃ আমি তাহার গাঁজা বন্ধ করিয়াছিলাম; পরে তাহাকে গাঁজা খাইতে দিয়া ঐ মার্ক-সল ঔষধই দিলাম এবং তাহাতেই সে আরোগ্যলাভ করিল।

—0—

একটী গুরুতর মীমাংসা।

সুস্থাবস্থায় শরীরে কিঞ্চিৎ অসুখ বোধ হইলে স্নান করিব কি না? খাইব কি না? ইতস্ততঃ হইতে থাকে। তাহার মীমাংসা এই:—"নাই কি না নাই—না নাই"। "খাই কি না খাই—না খাই"।

প্রকৃত আরোগ্য ও হোমিওপ্যাথিত্ব।

যে প্যাথি বা মতের ঔষধে প্রকৃত রোগারোগ্য দেখিবে তাহাতেই অনুসন্ধানে হোমিওপ্যাথিত্ব দেখিতে পাইবে। এতৎসম্বন্ধে পাবনা জেলার বাচরা নিবাসী ৺বিশ্বনাথ কবিরাজ (বিশ্বনাথী রসায়নের স্রষ্টা) মহাশয়ের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কবিরাজ মহাশয় পাবনার গবর্ণমেণ্টের উকিল ও হোমিওপ্যাথির পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার মহাশয়ের প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গ্রন্থের রচনা সরল ও সুশৃঙ্খল এবং তাহাতে প্রচুর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মহাশয়দিগকেও এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমার বোধ হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের অনেকগুলি ঔষধ "শমঃ সমং সময়তি" এই ভিত্তির উপর স্থাপিত। অনেক স্থলে তাঁহারা যে প্রকার বা যে শ্রেণীর ঔষধ দেন, আমরাও সেই প্রকার বা সেই শ্রেণীর ঔষধ দেই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যেরূপ ঔষধের অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করেন, আমরা কবিরাজগণও প্রায় তদ্রূপ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করি, তাঁহারা অনেক ঔষধের যে অরিষ্ট (Tincture) ব্যবহার করেন, আমরা প্রায় তৎস্থলে তাহার আদৎ ঔষধ ব্যবহার করি। আদৎ (crude) ঔষধের গুণ অধিক বা তাহার নির্য্যাস বা অরিষ্টের গুণ অধিক তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। অরিষ্ট আদৎ ঔষধের সমগ্র গুণ গ্রহণ করে কি না তাহাও তর্কের স্থল বটে, সমগ্র গুণ গ্রহণ না করিলেও যে অনেক গুণ গ্রহণ করে তাহার সংশয় নাই। অন্য প্রকার ঔষধ সম্বন্ধেও নানা বিষয় বলিবার আছে, তাহা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন জন্য বলিলাম না। তাঁহারা একবারে একটী দ্রব্য চিকিৎসা-স্থলে অমিশ্রভাবে ব্যবহার করেন। আমাদের ঔষধ অধিকাংশই নানা গুণযুক্ত বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে নির্ম্মিত এবং ঐ সমবেত-দ্রব্যনির্ম্মিত ঔষধ আমরা

একবারে ব্যবহার করি। ঐরূপ মিশ্রিত দ্রব্য পরস্পরের বলবৃদ্ধি করে কি না এস্থলে তাহা বিচার করিতে চাহি না, এ বিষয় আমার মত বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই সকল ঔষধ প্রয়োগসম্বন্ধে একটী গোলযোগ আছে। কবিরাজী চিকিৎসক মাত্রেই তাহা অনেকস্থলে অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমাদের এক একটী রোগের নানাপ্রকার ঔষধ আছে, কোন্ ঔষধটী ব্যবস্থা করিতে হইবে? এ প্রশ্ন অতি গুরুতর। অনেকস্থলে "বাঁশবনে ডোমকাণার মত হইতে হয়।" কেহ কেহ ক্রমাগত গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করেন যেটা গায়ে লাগে। ইহা অনেক-স্থলেই সুব্যবস্থার পরিচায়ক নহে এবং রোগীর অর্থদণ্ড, সময় নাশ এবং নিষ্প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন ও তদানুষঙ্গিক অপকারের সম্ভাবনা। এস্থলে ঔষধ নির্ব্বাচন করার একটা সুব্যবস্থা পাওয়া বা মূলসূত্র পাওয়া বড় কঠিন; একটী দৃষ্টান্ত দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। বাতশ্লেষ্মা-জ্বর-বিকার নাশের আমাদের নানাপ্রকার বহুসংখ্যক ঔষধ আছে, সকল ঔষধে সকল দ্রব্যের সমাবেশ নাই, সকলের ধাতু, প্রকৃতিও একরূপ নহে ও সকল রোগীর সমান লক্ষণ প্রকাশ পায় না, এস্থলে বড়ই গোলযোগে পড়িতে হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ গ্রন্থে অনেক সময় এ বিষয়ের উত্তম সাহায্য পাওয়াও কঠিন। চন্দ্রশেখর বাবুর এই গ্রন্থে কবিরাজ মহাশয়েরাও এ বিষয়ের অনেক সাহায্য পাইবেন। কবিরাজ-গণ যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহার দ্রব্যগুণ এ যাবৎ হোমিওপ্যাথগণ সম্পূর্ণ অবগত নহেন; অনেক ঔষধের গুণ তাঁহাদের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত বটে। যে সমুদায় ঔষধ একই অবস্থায় উভয় শ্রেণীর চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন আমি কেবল তৎসম্বন্ধেই বলিতেছি। কারণ আমি নিজে এ বিষয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, তাহার একটী দৃষ্টান্ত লিখিলাম :—

২৫শে অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সাল। পাবনা জেলার কালেক্টরীর প্যায়দা মঙ্গল চাপ্রাসীর স্ত্রীর বাত-শ্লেষ্মা-জ্বর-বিকার হইয়াছিল। রোগিণীর বয়স ৪০।৪৫ বৎসর। আমি চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখি অতিশয় দুর্ব্বল এবং তাহার নাড়ী সূক্ষ্ম; অজ্ঞান অবস্থা, প্রলাপ বলিতেছে এবং গালাগালি দিতেছে। কখন হাসি, কখন কাঁদিতে ছিল এবং মাথায় হাত দিয়া রাখিয়াছিল এবং জোর করিয়া বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, মুখ শুষ্ক বিশেষতঃ ওষ্ঠ; তখন আমার নানা ঔষধের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। আমি চন্দ্রশেখর বাবুর গ্রন্থে

বিকার সম্বন্ধে নানাবিধ ঔষধের কথা পাঠ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ঐ রোগীতে ধুস্তুরের অনেক লক্ষণ দেখিলাম। তখন বিকার-নাশক অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ধুস্তুরঘটিত বাতশ্লেষ্মা-বিকারনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করাই সঙ্গত মনে করিয়া ধুস্তুরবীজঘটিত মহালক্ষ্মীবিলাসের, ২টী বটিকা প্রত্যেকটী অর্দ্ধখণ্ড করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম, সন্ধ্যাকালে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া আমি পরদিন প্রাতে গিয়া দেখিলাম রোগিণীর বিকার লক্ষণ প্রায় সম্পূর্ণই তিরোহিত হইয়াছে, তৎপরে ঐ ঔষধেই রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

চন্দ্রশেখর বাবুর এই গ্রন্থ আমার তখন পড়া না থাকিলে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেও কত ক্লেশ হইত, হয়ত নির্ব্বাচন করিতেও পারিতাম না; সম্ভবতঃ এস্থলে নিস্প্রয়োজনীয় অনেক বড় বড় ঔষধ যথা,—কস্তুরী, কস্তুরীভৈরব, মকরধ্বজ, সূচিকাভরণ ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইত। তাহাতে ফল যে কি হইত তাহা ভগবান্‌ই জানেন। ফলতঃ কোন্ কোন্ লক্ষণে আমাদের কোন দ্রব্যঘটিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত, তাহা এই গ্রন্থে অনেকটা জানার সুবিধা আছে। বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়দিগের কর্ত্তব্য যে হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের নিয়মানুসারে ঔষধের লক্ষণের বিশেষত্বসহ লক্ষণচয় সংগ্রহ করিলে চিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহাদেরও অত্যন্ত সাহায্য হইতে পারে।

চন্দ্রশেখর বাবু ঔষধের গুণ এবং পীড়া চিকিৎসা এবং পথ্যাদির বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা চিকিৎসক মাত্রেরই যত্নের সহিত পাঠ করা উচিত। এ বিষয়ে তাঁহার গভীর চিন্তা ও তর্ক প্রণালী এবং অনুসন্ধান বিশেষ প্রশংসনীয় এবং তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ১২ই মাঘ ১২৯৮ সাল।
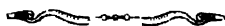
প্রথম খণ্ড।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান।

অর্থাৎ

লক্ষণানুযায়ী

ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক

ও

ঔষধের শক্তির (ডাইলিউশনের) ব্যবহারগত মীমাংসা।

"লক্ষণং হি চিকিৎসা-মূলং।"

জিহ্বা, নাড়ী, মল, মূত্র, কৃমি, ঘর্ম্ম, পিপাসা, হিক্কা, ডিলিরিয়াম (প্রলাপাদি) সন্নিপাতিক বিকারে বহুবিধ লক্ষণ ও অন্যান্য নানাবিধ অতি ফলপ্রদ লক্ষণ যাহা আমরা অস্মদ্দেশীয় অসংখ্য রোগীতে সর্ব্বদা দেখিতে পাই ও যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অতি কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতে সক্ষম হই, এই খণ্ডে তাহাই বিশেষ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল; ইহা দ্বারা লোকে যে কোন রোগের যে কোন অবস্থার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্, এস্

প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

১৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে সি, কাইলাই এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১১ বঙ্গাব্দ।

উৎসর্গ পত্র

প্রকৃতবন্ধুবর—

৺কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রিয়বর করকমলেষু—

বাল্যসখাই প্রকৃত সখা, শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনাদি যদিচ সখা হউন কিন্তু সুবল শ্রীদামাদির ন্যায় প্রাণে প্রাণে নহে। ব্রজধাম-তুল্য জন্মভূমি ধামরাই গ্রামে তুমি, ৺বিদ্যাধর, ৺যোগেন্দ্র, ৺শরৎ, ৺হৃদয়, ৺উমানাথ' ৺দ্বারকানাথ, ৺গোবিন্দ, ৺অমৃত এবং শ্রীযুক্ত ভগবান্, ললিত, গঙ্গাচরণ, শশী ও শ্রীমান ভায়া গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইত্যাদির সহিত একত্রে যে অধ্যয়ন, ভ্রমণ, সন্তরণ, অশনাদি করিয়াছি তাহা এইক্ষণ স্মৃতিপথে আসিলে কি যে এক অপূর্ব্ব সুখোদয় হয় তাহা স্বর্গসুখের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি না; কারণ স্বর্গসুখ মুখের কথা বিশেষ, তাহা প্রকৃত কি, হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আমার যাহা কিছু উন্নতি তাহা তোমারই যত্নে; আজি তুমি শিবলোকে আছ। তুমি নিঃসন্তান; তোমার নাম আমার এই গ্রন্থসহ চিরলগ্ন থাকে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা তাই আমি তোমার উদ্দেশে আমার এই চিকিৎসা-বিধানের প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করিলাম।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ }
২৮শে মার্চ্চ }

তোমার

চন্দ্রশেখর

চিকিৎসা-বিধান।

প্রথম খণ্ড।

ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক

প্রথম অধ্যায়।

জিহ্বা, লালা, স্বাদ ইত্যাদি।

জিহ্বা TONGUE.

প্রত্যেক পীড়ার সঙ্গেই জিহ্বার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন জিহ্বার উপরিভাগের বর্ণগত এবং অবস্থাগত। ইহা সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসকের নিকট একটী গুরুতর বিষয়। এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি যে মতের চিকিৎসকই হউন না কেন, প্রত্যেক চিকিৎসকই জিহ্বার পরিবর্ত্তন দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অন্যান্য মতের চিকিৎসা শাস্ত্র এই জিহ্বার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন হইতে বিশেষ ফললাভ করিতে পারুন বা না পারুন, হোমিওপ্যাথি মতে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন হইতে ঔষধের পরিবর্ত্তন এত লক্ষিত হয় যে, যিনি এই জিহ্বা লক্ষ্য করিয়া ঔষধ দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। অতএব জিহ্বায় যে যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকই বিশেষ অনুধাবন রাখিয়া কার্য্য করিবেন। অনেক সময় এমন হয় যে ও শারীরিক অন্যান্য লক্ষণ এত অস্পষ্ট থাকে যে, তৎসঙ্গে ঔষধ মিলাইয়া লওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। তখন একমাত্র জিহ্বার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় কৃতকার্য্যতা লাভ করা গিয়াছে। নিম্নলিখিত রোগীদিগের অবস্থা পাঠ করিলে এ বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) গোপাল কুণ্ড নামক ৩৪ বৎসর বয়স্ক একটী যুবকের বহুকালের প্রমেহ অর্থাৎ গণোরিয়া রোগের দরুণ ইউরিথ্রা (মূত্রনালী) সঙ্কুচিত হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, ক্যাথিটার দ্বারা তাহার প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে না। পেরিনিয়াম প্রদেশে ফোঁড়া হইয়া মূত্রনালী ফাটিয়া যায় এবং সেই স্থান দিয়া প্রস্রাব চুয়াইয়া পুরুষাঙ্গের চর্ম্মের নীচ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং পুরুষাঙ্গ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ফুলিয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে এই ঘটনা দৃষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ ছুরিকাদ্বারা ফোঁড়াটী কাটিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে দুর্গন্ধময় পূঁজ ও তৎসঙ্গে প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়িল। পুরুষাঙ্গের স্থানে স্থানে চিরিয়া দেওয়া হইল। ১০৩°, ১০৪°, ডিগ্রি জ্বর রোগীর শরীরে সর্ব্বদা লাগা ছিল। হিপার-সালফ ইত্যাদি গুটীকয়েক ঔষধ প্রথমে দেওয়া হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন ফলই পাওয়া যায় না, পরে জিহ্বার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় পরিষ্কার, মধ্যস্থলে সাদা সাদা এবং সর্ব্বমধ্যভাগে হরিদ্রা, মেটেরঙ্গের ময়লা রহিয়াছে। জিহ্বার এই অবস্থার সঙ্গে ব্যাপ্‌টিসিয়ার জিহ্বার প্রায় ঐক্য হওয়াতে এই ঔষধের প্রথম শক্তি, প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া গেল। তাহাতে ক্রমে ক্রমে জ্বর কমিয়া আসিল, পূঁজের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া প্রকৃত সুস্থাবস্থার পূঁজে পরিণত হইল এবং রোগী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিয়া সবল হইয়া উঠিল। ক্ষত স্থান সমস্ত শুকাইয়া উঠিল এবং কিছু দিন পরে প্রস্রাব স্বাভাবিক দ্বার দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মধ্যে কয়েক দিন ব্যাপ্‌টিসিয়া পরিত্যাগ করিয়া অন্য দুই একটী ঔষধ ব্যবহার আরম্ভ করা হয়, তাহাতে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়াতে পুনরায় ব্যাপ্‌টিসিয়া আরম্ভ করিয়া রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা পর্য্যন্ত কেবল ব্যাপ্‌টিসিয়া চলিয়াছিল। এই রোগীর নিবাস জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী বড়াইগ্রাম থানার অধীন লক্ষ্মীকোল গ্রাম। ১২৯৪ সনের কার্ত্তিক মাসে এই ব্যক্তি আমার চিকিৎসাধীন হয়। এই প্রকার রোগী সার্জ্জিকেল ও মেডিকেল কেসের একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এক জিহ্বার লক্ষণ দৃষ্ট না করিলে "ব্যাপ্‌টিসিয়া" নির্ব্বাচন করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ব্যাপ্‌টিসিয়া না দিলে রোগীর জীবন রক্ষা পাইত কি না, তাহাও

সন্দেহস্থল। যাঁহারা নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করেন, কিম্বা সাধারণ ভাবে কোন শিক্ষকের নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহাদের ফিজিওলজী, প্যাথলজি ও ডায়েগ্‌নোসিস্‌ অর্থাৎ রোগ নির্ব্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাঁহারাও যদি জিহ্বা, মুখশ্রী, নাড়ী ইত্যাদিতে প্রকাশিত মোটামুটি লক্ষণ সকল অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন। কারণ এই সমস্ত লক্ষণই রোগ ও তাহার ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যের প্রধান সহায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বৃক্ষের ফল, পত্র ও ফুল ইত্যাদি বাহ্যলক্ষণ দ্বারা যেমন বৃক্ষটীর পরিচয় জানা যায়, মূলভাগ দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় তত সহজ নহে। মহাত্মা হানিমানের প্রসাদে রোগের প্রকৃত ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যে এই সমস্ত লক্ষণ বৃক্ষের ফল পত্রাদির ন্যায়; ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঔষধ মনোনীত করিতে পারিলে তোমার রোগীর রোগ কোন্ ঔষধের অধিকারে তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া লইতে পারিবে। এবং তৎপ্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাইবে সন্দেহ নাই।

(২) আমি সদর ষ্টেসন হইতে মফঃস্বল থাকা কালীন ইলাম নিকারী নামক আমার একটী জ্বর রোগী বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, আমার একটী ছাত্র ভায়া শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ রোগীর অন্য কোন লক্ষণ বিশেষ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র জিহ্বার অবস্থা "উজ্জ্বল লাল বর্ণ গোমাংস খণ্ডের ন্যায়" দেখিয়া "হ্রাস-টক্স" প্রয়োগ করেন, তাহাতেই রোগীর বিকার নষ্ট হইয়া ক্রমে জ্বর ত্যাগ পাইয়া সপ্তাহ মধ্যে রোগী আরোগ্যলাভ করে। এই প্রকারে জিহ্বার লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ-ফল আরও অনেক রোগীতে দেখা গিয়াছে। জিহ্বার লক্ষণ যে একটী বিশেষ গুরুতর বিষয়, এবং তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করা যে, সকলেরই বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় সুচিকিৎসকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

জিহ্বার বর্ণ ও অপরিষ্কৃত অবস্থা।

ভাষা কথায় ইহাকে জিহ্বার ময়লা ও ইংরাজীতে "কোটিং" বলে; সাদা

ময়লা পড়িলে "সাদা কোটিং" এবং হরিদ্রাভ ময়লা পড়িলে "হরিদ্রাভ কোটীং" বলিয়া থাকে।

১। সাদাকোটিং—এই অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি নির্দ্দেশিত হয়। :—*ইস্কিউলাস-হি, এলুমিনা, য়্যাম্বেমিস-নোবিলিস, এণ্টিমোনিয়াম্-অক্সাইডাম্, * এণ্টিটার্ট, * এণ্টি-ক্রুড়, আর্ণি, ম্যাট্রোপি, বেল্, বিসমাথ্, বগুন্, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল্-ক্, কলোফাই, সাইক্লেক্স, ক্লিমাটীস্, কর্ণাস-সার্সি, কুপ্রা, ডায়োস্কোরিয়া, ইউপেটো-পার, ফ্যাগোপাইরাম্, ফেরাম্, ফ্রাঞ্জেন্‌বাড্, গেটীজ্‌বার্গ-স্প্রিং, গ্লোনইন, গ্রানেটাম্, হেমামেলিস্, হিপোমেলিস, ইণ্ডিয়াম্-মেটা, জুগ্‌ল্যান্স-সাইনিরিয়া, কেলি-আর্সেনিকোসাম্, ল্যাক্টিক-এসিড্, লরোসিরেসাস্, মেনিস্পার্মাম্, মার্ক, মেজি, মাইরিকা, ন্যাজা, ন্যাট্রাম্-কার্ব, ন্যাট্রাম্-ফস, নাক্স-ভ, অগ্‌জ্যালিক্-এসিড, প্যারিস্-কোয়াড্রি, প্লাম্বাম্, ফস-এসি, ফস্, ফাইজোষ্টিগ্‌মা, ফাইটো, প্লাণ্টেগো, পডো, পলিপোরাস-পাইনি, * সোরিনাম, পাল্স, র‍্যানানকুলাস্-বালবোসাস্, র‍্যাফেনাস্, হ্রাস্-গ্লাব্রা, রুমেক্স-এসিটোসি, স্যাবাডিলা, সেঙ্গুইনেরীয়া, সেনিগা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ষ্টীকৃনিনাম্, সাল্ফার, সালফ-এসি, ট্যানাসিটাম্, ট্যারাকৃসেকাম্, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্ক-মেটা।

জিহ্বার সাদা-কোটিং জন্য জার্ সাহেব—ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্রোকা, ক্রোটন, সাইক্লা, ডিজি, গ্র্যাফা, নাক্স-ভ, পিট্রো, প্লাম্বা, সাল্ফ-এসি, এই কয়েকটী ঔষধও উল্লেখ করেন।

(ক) এরারুটের ন্যায় সাদা-কোটিং—সাল্ফ-এসি।

(খ) মাখনের ন্যায় সাদা কোটিং—আর্স, কুপ্রা।

(গ) দুগ্ধের ন্যায় সাদা—মেনিস্পার্মাম্, * এণ্টি-ক্রুড।

(ঘ) মণ্ডের ন্যায় সাদা—* এণ্টিটার্ট।

(ঙ) ভস্মের ন্যায় সাদা—এণ্টিটার্ট, এট্রো, চেলিডো, মার্ক-সায়েনেটাস, ফস্ফরাস।

জিহ্বার সাদা-কোটিং সম্বন্ধে ঔষধ সমূহের বিশেষ লক্ষণ। } :—

একোনাইট—জিহ্বা শুষ্ক। জ্বালাযুক্ত এবং খোচা লাগার ন্যায় বোধ

এনার্ডিয়াম—জিহ্বা কর্কশ, ভারী, পুরু, কথা বলিতে পর্য্যন্ত অক্ষম।

এণ্টি-ক্রুড—জিহ্বা পুরু, সাদা ক্লেদাবৃত অত্যন্ত লালাযুক্ত।

এপিস্—জিহ্বা শুষ্ক, প্রদাহযুক্ত, স্ফীত। কোন বস্ত গলাধঃকরণে অক্ষম।

আর্ণিকা—জিহ্বা শুষ্ক। চিড়িক্‌মারা বেদনা এবং থেঁত্‌লে যাওয়ার ন্যায় বেদনা বোধ। সাদা কোটিং ও তৎসঙ্গে ক্ষুধা ও মুখের স্বাদ ভাল।

বোরাক্স—এ্যাপ্‌থি নামক মুখের ক্ষত অর্থাৎ জারী ঘা।

ব্রাইওনিয়া—পুরু, শুষ্ক, অথবা রক্তবর্ণ পার্শ্বদ্বয় ও তৎসঙ্গে মধ্যস্থলে সাদা।

ক্যাল্‌-কার্ব—জিহ্বা সাদা এবং যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। শুষ্ক, ছন্‌ছনে, যেন ক্ষতযুক্ত এই প্রকার রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর বোধ।

কার্ব-ভেজি—ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত। জিহ্বা নাড়িতে চাড়িতে কষ্টবোধ।

চায়না—ময়লাযুক্ত। রুক্ষ। জ্বালাযুক্ত যেন জিহ্বার উপর গোলমরীচ চিবাইয়া রাখা হইয়াছে।

চিনিনাম্-সাল্‌ফ—সাদা মিউকাসে আবৃত এবং পশ্চাদ্ভাগ হরিদ্রাভ।

সিকুটা—বেদনা ও দাহযুক্ত ক্ষত অথবা পার্শ্বদ্বয় স্ফীত।

কল্‌চিকাম্—শুষ্ক, ভারী, শক্ত ভাবাপন্ন। স্পর্শবোধ শূন্য।

কলোসিন্থ—জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালাযুক্ত; এরূপ বোধ হয় যেন গরম জলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ক্রোকাস্—জিহ্বার প্যাপিলীগুলি পরিবর্দ্ধিত।

ডিজিটেলিস—স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও ক্ষত।

হেলেবোরাস্—শুষ্ক, স্ফীত, ফোস্কার ন্যায় এবং অগ্রভাগে গোটা গোটার ন্যায়, স্পর্শ করিলে লাগে, ঝিঁ ঝিঁ ধরার ন্যায় ও স্পর্শবোধ-শূন্য।

হাইড্রোসিয়েনিক-এসিড্—জিহ্বা সাদা কোটিং যুক্ত, পরে কাল এবং নিতান্ত অপরিষ্কার হয়, শীতল, অসাড়, শক্ত এবং অগ্রভাগ জ্বালাযুক্ত।

হাইপারিকাম্ —অত্যন্ত ময়লাযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া—জিহ্বা সজল। নাড়িতে চাড়িতে ইহাতে কামড় লাগে।

কেলি-মিউর—কেবল মাত্র মধ্যস্থল সাদা। বোল্‌তার কামড়ের ন্যায় জ্বালা, অথবা ঠাণ্ডা।

কোবাল্ট—মধ্যস্থ পাশাপাশী (পাথালিয়া) ভাবে ফাটা।

মাগ্নে-মিউ—আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালাবোধ।

মার্ক-কর—শুষ্ক, লোহিত, সঙ্কুচিত, স্ফীত ও শক্ত। প্যাপিলীগুলি এত উচ্চ হয় যেন এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের ন্যায় দেখা যায়।

নাক্স-ম—শুষ্ক এবং অসাড়। জিহ্বা সাদা ও তৎসঙ্গে মুখ আঠাযুক্ত।

নাক্স-ভ—জিহ্বা ভারী এবং পার্শ্বদ্বয় ফাটাফাটা।

ওলিয়েণ্ডার্—জিহ্বা সাদা। মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। প্যাপিলী শুষ্ক এবং উচ্চ।

প্লাম্বাম্-মেটা—জিহ্বায় সাদা মিউকাস এবং তৎসঙ্গে মুখ আঠাযুক্ত। জিহ্বা সাধারণতঃ সজল। পার্শ্ব এবং অগ্রভাগ গোলাপী রং বিশিষ্ট। উপরিভাগ পাতলা, সাদা, কখন কখন মধ্যভাগ এবং পশ্চাদ্দিক হরিদ্রাভ। কখন কখন জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে।

ফস্‌ফরাস্—জিহ্বায় সাদা মিউকাস্ ও তৎসঙ্গে আঠাযুক্ত অবস্থা রাত্রিতে সাদা কোটিংযুক্ত জিহ্বা ও তাহাতে জ্বালা। কখন কখন মধ্যভাগ মাত্র সাদা। অগ্রভাগ শুষ্ক এবং হুল্‌বিদ্ধের ন্যায়বোধ।

পডোফাইলাম্—শুষ্ক এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার।

সোরিনাম্—শুষ্ক, গরম জলে দগ্ধ হওয়ার ন্যায়বোধ।

পাল্‌স—আঠাযুক্ত মিউকাস্। শুষ্ক, মধ্যভাগ যেন দগ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ।

রুমেক্স—সম্মুখভাগ উষ্ণ এবং অগ্রভাগ শুষ্ক।

সার্সা-প্যারিলা—জারী-ঘা-যুক্ত জিহ্বা।

সাল্‌ফার—অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লোহিত।

র‍্যাফেনাস্—অত্যন্ত পুরু, সাদা অপরিষ্কার অবস্থা।

স্যাবাইনা—সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা তাহাতে ঈষৎ কটাবর্ণ।

স্যাবাডিলা—সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা, অগ্রভাগ ঈষৎ নীলাভ দৃষ্ট হয়।

জিঙ্ক-মেটা—সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা, স্বাদশূন্য, প্রাতে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হয়।

নাইট্রিক্-এসি—প্রাতে জিহ্বা শুষ্ক ও সাদা।

লরোসি—জিহ্বা সাদা মিউকাসে আবৃত। পাকস্থলী শূন্যবোধ। মুখে কোন প্রকার স্বাদ বুঝিতে পারে না। জিহ্বা সাদা ও শুষ্ক।

ক্যাম্ফা—জিহ্বার অগ্রভাগ সাদা। মুখ তিক্ত। আহারে অনিচ্ছা।

বিস্মাথ্—জিহ্বা সন্ধ্যার সময় সাদা কোটীংযুক্ত, কিন্তু সে সময়ে শরীরে তাপ থাকে না বা জলতৃষ্ণা পায় না।

এণ্টি টার্ট—জিহ্বা সজল, পরিষ্কার এবং সাদা কোটীংযুক্ত।

ট্যারাক্সেকাম্—সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা। স্থানে স্থানে যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে, তাহাতে ঘোর রক্তিমতা ও কিছু কিছু বেদনাযুক্ত অবস্থা।

২। হরিদ্রাবর্ণ কোটীং—একোনাইটাম্-ফেরক্স, * ইস্কিউ-হি, এল্কোহল, এমোনিয়েকাম্, বেল্, সিড্রোন্, চেলিডো, * চায়না, চিনি-সাল্ফ, ককিউ, কর্ণাস্—সারস্থি, ডিজি, ডায়োস্কো, ফেরা, জেল্স্, গেট্‌জবার্গ, গুয়ারিয়া, হাইড্রাষ্টি, হাইপারি, জুগ্লান্স, সাইলি, কেলি-আর্স, ল্যাক্টি-এসি, মেনিস্পার্ম্মাম্, ন্যাজা, ন্যাট্রাম্-আর্স, নাইট্রি-এসি, ওপি, অক্জ্যালি-এসি, ফস্, ফাইটো; পলিগোনাম্, * পলিপো-অফি, হ্রাস টক্স, * রুমেকস্-ক্রিস্, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট-ভি, জিঙ্ক-মেটা, জিঞ্জিয়া।

৩। ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণের কোটীং—(১) * আর্স, বেল, ক্যাক্টা, ককিউ, হাইয়স, কেলি-বাই, মার্ক-প্রোটো-আইয়ড্, প্লাম্বাম্, সাইলি, * সিকেলী, স্পঞ্জি, সাল্ফার (২) ইস্কিউ, এট্রোপি, এল্কোহল্, কল্চি, কণ্ডুরাঙ্গো, কুপ্রা, ডোরিফোরা, মার্ক-আইয়ড্-ফ্লেবা, মাইগেলি, ওপি, অক্-জ্যালি-এসি, * প্লাম্বা, ফস্, পলিপোরাস্-অফি, স্যাবাই, টিলিয়া, সিকেলী, সোলেনাম্-টিউবারসাম্, সাম্বাল, ট্যারেণ্টুলা ** ব্যাপটি।

৪। কালবর্ণের কোটীং—(১) আর্স, চায়না, ইল্যাপ্স্, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, সিকেলী, ভিরাট্-এল্ব, (২) মার্ক-কর, মার্ক-সল, ফস্।

৫। নীলাভ কোটীং—আর্স, ডিজি, মিউরি-এসি, র‍্যাফে টার্টার-এমেটিক্, থুজা।

৬। জিহ্বার স্থানে স্থানে কোটীং আছে এবং কোনস্থানে নাই—ল্যাকে, মার্ক-সায়েনেটাস্, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ট্যারেক্সেকাম্।

৭। লালবর্ণ জিহ্বা—(১) আর্জেন্টা-নাই, অরাম্, বেল, ক্যামো, ইল্যাপ্স, হাইয়স, কেলি-বাই, ল্যাকে, মরফিয়া, নাক্স-ভ, প্যালাডি, ফাইটো, * হ্রাস-টক্স, ভিরাট-এল্ব (১) একোন, এগার, ক্যাম্ফ, এলোজ, এমোনি-কার্ব, এন্টি-টার্ট, * আর্স, বেল্, কলোসি, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স, ইউপেটো, ম্যাগোপাইরাম, জেলস, হেলেবোরাস, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-নাইট্রি, কেলি-অক্সাইডম্, ল্যাক্টি-এসি, লোবিলিয়া, মার্ক, মার্ক-সল্, মেজি, মস্কা, ন্যাট্রাম্-আর্স, ন্যাট্রা-মি, অক্জ্যালি-এসি, ফস্ফরাস, পাল্স, * হ্রাস-ভেনিনেটা, রুটা, স্যান্টোনিন, সালফার, সাল্ফ-এসি, ট্যাব্বেকাম্, থিয়া, ভিরাট্, জিঙ্ক-মেটা, জিজিয়া।

৮। হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা—(১) এগার, এলোজ, আর্স-হাইড্রোজিনিযে টাম্, * ব্যাপ্টিসিয়া, বেল, চায়না, কলোসি, কুপ্রা-এসি, জেল্স্, হাইড্রাষ্টি, হাইয়স্, কেলিবাই, লাইকো, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বাম, ফস, * পলিপোরাস্, ট্যাবেকাম্, থুজা, জিঙ্ক-মেটা। (২) ক্যামো, হাইপার-পারফো, ইপিকা, পাল্স, স্যাবাডি, ভিরাট-ভি।

(ক) ঈষৎ কটাভ-হরিদ্রাবর্ণ—ফস, বার্বেরিস্, ব্যাপ্টি।

(খ) ঈষৎ-শ্বেতাভ-হরিদ্রাবর্ণ—আর্স, কেলি-বাই, ব্যাপ্টি।

৯। কালবর্ণ জিহ্বা—আর্স, ব্যারাইটা-এসিটা, বাফো, ইল্যাপস, লোলিয়াম্, মার্ক-ডাল্সিস্, *ওপি, প্লাম্বাম্, *ফস্, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো, ভাইপেরা।

(ক) কটাভ কালবর্ণ জিহ্বা—ফস, ভাইপেরা।

১০। কটাবর্ণ জিহ্বা—এট্রোপি, বেঞ্জোইন্, ক্রোটেলাস্-হরিডাস্, কুপ্রা-এসি, ইলাটী, হাইয়স, আইয়ড, কেলি-টার্ট, ওপিয়াম্, অক্জ্যালি-এসি, * ফস, সিকেলী, ট্যারাক্সেকাম্।

জিহ্বার অন্যান্য অবস্থা।

১১। শুষ্ক জিহ্বা—একোন, এসিডাম-এসিটি, ইথুজা, এগার-মাস্কে, এপিস, এলোজ, এমিগ্ডেলা-এমারা, * আর্জেন্ট-নাই, ** আর্স, এট্রোপি, * ব্যাপ্‌টী, * ব্রাই, ব্যারাই-কার্ব্ব, ব্যারাই-মিউ, *বেল, বেঞ্জিনাম্, ব্রোমিয়াম্, ক্যাক্টা, ক্যাল্-ফস, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, * ক্যামো, সিষ্টাস, কোরাল, ডায়োস্ক, * ডালকেমারা, ফেরা-মেটা, * জেলস, গুয়ারি, হাইড্রোসি-এসি, হাইওস, আইয়ড্, জ্যাট্রোফা, জুগল্যান্স-সাইনিরিয়া, ক্যালমিয়া, ** কেলি-বাই, কেলি-টার্ট, ল্যরোসি, ম্যানসিনেলা, মিউর-এসি, মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ম, ওপি, অক্জ্যালি-এসি, প্ল্যাণ্টেগো, * ফস, প্লাম্বাম, পালস, রিসিনাস, পডো, ** হ্রাস্, রুমেক্স-ক্রিস্পাস্, ষ্ট্যাফি, সালফ-আইওড, সালফা, সিকেলী, ট্যাবেকাম, ট্যারেন্টুলা, টার্টার-এসি, থুজা, ভিরাট, জিঙ্কাম্, জিজিয়া, জ্যান্থোক্জিলাম।

জ্বরাদি যে কোন রোগে রোগীর জিহ্বা শুষ্ক দেখা যায়, তাহা ভাল অবস্থা নহে। শুষ্ক জিহ্বা সঙ্কটজনক অবস্থাজ্ঞাপক। এই অবস্থা দেখিলে সুচিকিৎসক অতি সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিতে থাকিবেন।

১২। শীতল জিহ্বা—এসিটিক-এসিড, একোন, * এগার-ফেলো, এমোনি-কার্ব্ব, আর্স, ব্যারাইটা-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ** কার্ব-ভ, ক্যাম্ফ, কার্বনিয়াম্-সালফ, কলচি, * কুপ্রাম-আর্স, * কুপ্রাম-সালফ, * কুপ্রা, গুয়ারিয়া, কেলি-ক্লোরিকাম, ক্রিয়েজো, মার্ক, ন্যাজা, ওপি, সিকেলী, অগ্জ্যালিক-এসি, * ভিরাট।

১৪। জিহ্বা ফাটা ফাটা—এল্কোহল্, * আর্স, এরাম-ট্রিফো, বেল, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভেজি, কুপ্রা-এসি, * কেলি-বাই, মার্ক-কর, কেলি-আইওড্, মার্ক-সল, ন্যাট্রাম্-আর্স, প্লাম্বাম্, ফস্, হ্রাস্, * স্পাইজি, সালফা।

(ক) জিহ্বা অগ্রভাগে ফাটা ফাটা—* ল্যাকে।

১৪। স্কার্লেটিনা অর্থাৎ আরক্ত জ্বরের সময় জিহ্বা ফাটিলে—এইল্যানথাস্।

১৫। উষ্ণ জিহ্বা—একোন, এমোনি-কার্ব, এপিস, আর্স, ক্রোটন-টি, মার্ক-কর, ফাইটো, পালস, ষ্ট্রিকনিয়া।

১৬। জিহ্বা ভারী—এনাকা, বেল, কার্ব-ভেজি, কলচি, গুয়ারিয়া, হাইয়স, * লাইকো, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বাম, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো।

১৭। কথা কহিবার সময় জিহ্বা ভারী—নাক্স-ভ।

১৮। জিহ্বা অত্যন্ত বড় বোধ হয়—একোন, আর্স, কলচি, ক্রোটন-টি, কুপ্রো-নাইট্রিকাম্, গ্লোনইন, হাইড্রাষ্টিস্, * কেলি-বাই, কেলি-আইয়ড্, মার্ক-কর, ল্যাকটিক্-এসি, ন্যাট্রা-আর্স, অগজ্যালিক-এসি, ফস্, প্লাম্বাম, সিপি।

১৯। জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া থাকে—(১) এবিসিন্থ, একোন, বেল, সিনা, ক্রোটেলাস, * ককিউ (ধনুষ্টঙ্কার রোগে), হাইড্রোসি-এসি, হাইয়স, লাইকো, * মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রাস্, মার্ক-প্রিসিপিটেটাস্-রুবার্, নাক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বাম্, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রীকনিয়া, ট্যাবেকাম্, ভাইপেরা।

২০। জিহ্বা মুখের বাহির করিতে অক্ষম—ব্রোমিয়াম। ডালকামেরা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ।

২০। জিহ্বা কম্পিত অবস্থা—এবিসিন্থ, এলকোহল, এলোজ, * বেল, ক্যাম্ফ, ক্যান্থ, কুপ্রাম্-আর্স, হেলে, হাইয়স, লোলিয়াম্, মার্ক, ওপি, প্লাম্বাম, সিকেলী, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, ট্যাবেকাম্, ট্যারাক্সেকাম্, ভাইপেরা।

২২। জিহ্বা যখন বহির্গত হয় তখন কাঁপে—মার্কিউরিয়াস্।

জিহ্বা সম্বন্ধে ডাঃ এলেন, বেল, হেরিং প্রভৃতি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের বিশেষ বহুদর্শিতার ফল। } :—

২৩। জিহ্বাগ্রে জ্বালা বোধ—কার্ব-এনি।

২৪। জিহ্বার অগ্রে জ্বালা, আহার করিলে উপশম বোধ—কার্ব-এনি।

(ক) জিহ্বাতে জ্বালা—কলোসি, গামি-গা।

২৫। জিহ্বাগ্র ঈষৎ নীলবর্ণ ও ক্ষতযুক্ত—স্তাবাডি।

২৬। „ শুষ্ক—হ্রাস, থুজা।

২৭। জিহ্বাগ্র স্পর্শ করিলে ক্ষত স্থানের ন্যায় বেদনা বোধ—** থুজা।

২৮। জিহ্বাগ্র রক্তবর্ণ—আর্স, হ্রাস, ভিরাট।

২৯। „ „ এবং মধ্যভাগে মেটে রং—ল্যাকে।

৩০। শুষ্ক, ত্রিকোণাকৃতি রক্তবর্ণ—** হ্রাস।

৩১। „ ক্ষতযুক্ত—*ইস্কিউ, **থুজা, কেলিকার্ব, স্তাবাডি।

৩২। „ „ যেন অসংখ্য ফোস্কা উঠিয়াছে—স্তাবাডি।

৩৩। জিহ্বাগ্রে বেদনা যেন ঘা হইয়াছে—ইস্কিউ, কেলি-কার্ব।

৩৪। জিহ্বাগ্র ক্ষত ও বেদনাযুক্ত—হিপা, *থুজা।

৩৫। „ „ এবং পার্শ্ব লাল—** ভিরাট, সিকেলী।

৩৬। জিহ্বা তালুতে লাগিয়া থাকে—** নাক্স-ম।

৩৭। „ হইতে রক্তস্রাব—কুরারী।

৩৮। „ নীলাভ—** আর্স, কার্ব-ভ।

৩৯। „ প্রশস্ত এবং পার্শ্বে খাঁজ-কাটা—কেলি-বাই; **মার্ক, পডো, হ্রাস।

৪০। „ প্রশস্ত লক্‌লকে—ক্যাম্ফ, চিনি-সা।

৪১। „ অত্যন্ত প্রশস্ত—পালস্।

৪২। জিহ্বার অগ্র হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে—সোরি।

৪৩। জিহ্বা পরিষ্কার—*এলুমি; ক্যাক্টা, কষ্টি, **সিনা, ডিজি, জেল্‌স, ড্রসি, ফস, হাইয়স্, ইন্যাপ্স, ইগ্নে, *ইপিকা, ম্যাগ্নে-কা, *হ্রাস, সাইলি ষ্ট্রামো, সার্সা,

৪৪। জিহ্বা পরিষ্কার, অগ্রভাগ শুষ্ক ও লালবর্ণ—সিকেলি-ক।

৪৫। ” পরিষ্কার বামদিকে, দক্ষিণদিকে অপরিষ্কৃত—লোবিলিয়া, হ্রাস।

৪৬। জিহ্বা পরিষ্কৃত ও শুষ্ক—ল্যাইকো।

৪৭। ” ” পুরাতন পীড়ায়—এপিস্।

৪৮। ” কখনই পরিষ্কৃত নহে—**আর্ণি।

৪৯। ” অপরিষ্কৃত, কালবর্ণ, শুষ্ক, কর্দ্দমের ন্যায়—আর্স, হিপার, ল্যাকে, মার্ক-ভ।

৫০। ” ” মেটে রং—আর্স, হাইয়স, ব্রাই, কেলি-বা, হ্রাস, লাইকো, সালফা. সাইলি, ইলাটি।

৫১। ” ” কেবল মাঝে মাঝে একটী মেটে রঙ্গের দাগ—আর্ণি, ব্যাপটি, ইউপেটো-পার্পি, আইয়ড্।

৫২। ” ” মেটে রঙ্গের আভাযুক্ত শ্বেত—সোরি।

৫৩। ” ” মাঝে অপরিষ্কৃত সাদা—স্যাবাডি, সিকেলি।

৫৪। ” অপরিষ্কৃত সাদা কোটিংযুক্ত—(১) * একোন, ইস্কিউ, * এণ্টি-ক্রু, এগার, এনাকা, ব্যারাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ব্রাই, * বিস্মাথ্, চায়নি-সালফ্, সিঙ্কোনা, ককিউ, সাইক্ল্যা, ডিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, *ইউপেটো-পার্ফো, ইপিকা, কেলি-কার্ব, লোবি, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স্-ম্, প্লাণ্টেগো, পডো, পলিপো, সোরি, * পাল্স, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, সাল্ভা, ভিরাট্রা; (২) ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কলোসি, জেলস, আইরিস্-ভা, কেলি-না, ক্রিয়েজো, মেজি, লরোসি, মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, ফস্, র্যাফে, সিকেলী, জিঙ্ক।

৫৫। জিহ্বা অপরিষ্কৃত, সাদা, পাশে শুষ্ক—ককিউলাস্।

৫৬। ” সাদা, পুরু ও থক্থকে দুগ্ধের ন্যায়—এণ্টি-ক্রুড।

৫৭। ” ” অথবা পীতাভ মেটে—ভিরাট।

৫৮। ” ” পুরু—**মেজি, পডো।

৫৯। জিহ্বা সাদা সাদা সরের ন্যায় পদার্থে আবৃত—এন্টি-টার্ট, সিঙ্কো, পডো।

৬০। ,, সাদা ময়লায় আবৃত—আর্ণি, চায়না পডো।

৬১। ,, সাদা কোটিং, মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার লাল লাল দাগ—হিপোমে, ট্যারাক্‌সে।

৬২। ,, পীতবর্ণ ময়লায় আবৃত—ওপি।

৬৩। ,, শক্ত মিউকাসে আবৃত—ক্যাম্ফ।

৬৪। জিহ্বা সাদা, পালকের ন্যায়—**কল্‌চি।

৬৫। ,, ,, অপরিষ্কৃত দিবসে, সন্ধ্যার সময় লাল ও পরিষ্কৃত হয়—**সাল্‌ফা।

৬৬। ,, অপরিষ্কৃত সাদা অথবা পীতবর্ণ—ইস্কিউ, আর্ণি, *নাইট্রি-এসি, সালফা, *নাক্স-ভ, সোরি, পাল্‌স্‌।

৬৭। ,, সাদা, মধ্যস্থলে, পাশে কাল কাল রেখা—পিট্রো।

৬৮। ,, সাদা দুই পার্শ্বে, লাল মধ্যভাগে—কষ্টি, ক্যামো।

৬৯। ,, অপরিষ্কৃত সাদা †এ, এম্ সময় মধ্যে অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল—মাগ্নে-মি।

৭০। জিহ্বা অপরিষ্কৃত, সাদা পার্শ্বে, মেটেবর্ণ মধ্যভাগে আইয়ড, ফস্‌।

৭১। ,, ,, মধ্যভাগে, পার্শ্ব লাল—ব্যাপ্‌টি, বেল, জেলস্‌।

৭২। ,, ,, অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল—সালফা।

৭৩। জিহ্বা পরিষ্কৃত সাদা অথবা কটাবর্ণ, পার্শ্ব লাল মধ্যভাগ কাল—ফস।

† রাত্রি ১টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত সময়কে এ, এম, A M ও বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পি, এম্, P M বলে।

৭৪। জিহ্বা পরিষ্কৃত সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ মধ্যভাগে, পার্শ্ব কোণে বা রক্তশূন্য—চিনি-সালফ।

৭৫। ,, ,, ,, অত্যন্ত—*ব্রাই, ক্যাম্ফা, কেলিবাই, নাক্স্-ভ, সিকেলি।

৭৬। ,, ,, ,, মধ্যস্থলে মেটেবর্ণ—ব্যাপটি, ইউপেটো-পার্ফি।

৭৭। জিহ্বার কেবল মধ্যভাগ অপরিষ্কৃত—ফস্।

৭৮। জিহ্বা অপরিষ্কৃত সামান্য প্রকার—এরানিয়া-ডা।

৭৯। ,, ,, ,, পুরু—ব্রাই, ক্যাম্ফা, পলিপো।

৮০। ,, ,, পুরু, ময়লাযুক্ত—ফস্।

৮১। ,, হরিদ্রাবর্ণের পুরু, ময়লাযুক্ত—কেলি-বাই, পডো, পলিপো, স্পাইজি।

৮২। ,, হরিদ্রাভ মেটেবর্ণ মধ্যস্থলে, অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় উজ্জ্বল লাল—* ব্যাপটি।

৮৩। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের পুরু ময়লাবৃত, অগ্রভাগ লাল—পলিপো।

৮৪। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ—বোভি, সিড্রন্, ক্যামো, চায়না, ইউপেটো-পার-ফো, * কেলিবাই, ** পডো, পলিপো, সিকেলী-ক।

৮৫। ,, অপরিষ্কৃত পীতাভ সাদা—আর্স, ক্যামো, সাইক্লা, জেলস, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি।

৮৬। ,, ফাটা ফাটা—কুরারী, লাইকো, * স্পাইজি, কার্ব-ভ।

৮৭। ,, শুষ্ক—**আর্স, আর্ণি, কার্ব্ব ভ, কষ্টি, ডালকা, ল্যাকে, লাইকো, * ফস্, পডো, *হ্রাস, ষ্ট্র্যামো।

৮৮। ,, ,, চট্‌চটে—*কোনা।

৮৯। জিহ্বা শুষ্ক, প্রাতে জাগ্রত হওয়া মাত্র—ক্যালকে, নাইট্-এসি।

৯০। জিহ্বা ফোস্কাপূর্ণ—ক্যামো।

৯১। জিহ্বাতে ফোস্কা ও তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা—ক্যাপসি, কার্ব-এনি।

৯২। জিহ্বা, তাহার পাশে ফোস্কা ও তাহা লালাযুক্ত—কার্ব-এনি।

৯৩। ,, পাতলা—ক্যাম্ফ, চিনি-সালফ।

৯৪। ,, স্পর্শবোধ শূন্য—কলচি।

৯৫। ,, চুলকানিযুক্ত—সিড্রন্।

৯৬। জিহ্বা বড়—পাল্‌স্।

৯৭। ,, বেদনাযুক্ত—এপিস্।

৯৮। জিহ্বার উপর যেন ম্যপ্ অর্থাৎ মানচিত্র অঙ্কিতের ন্যায়—ল্যাকে, ** ষ্ট্যাট্রা-মি, কেলি-বাই, র‍্যানান-বালবো, ট্যারাক্সেকাম্।

৯৯। জিহ্বা পিংশেবর্ণ—* *ফেরা, * ইপিকা, ** সিকেলী-ক।

১০০। জিহ্বা অবশ কতকভাগে—হাইয়স।

১০১। জিহ্বায় কাঁটাবিদ্ধবৎ বোধ—সিড্রন্।

১০২। জিহ্বায় কাঁটা কাঁটা-বিদ্ধবৎ প্রাতে বোধ হয়, আহারান্তে আর থাকে না. সিড্রন।

১০৩। জিহ্বা বাহির করিতে কষ্ট—হাইয়স্, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।

১০৪। ,, কম্পনযুক্ত- ওপি।

১০৫। ,, যেন একখণ্ড কাঁচা মাংস—এপিস্।

১০৬। ,, ক্রমান্বয়ে লাল ও সাদা দাগপূর্ণ—*এন্টি-টার্ট।

১০৭। ,, লাল এবং শুষ্ক—বেল, ল্যাকে।

১০৮। জিহ্বা লাল—এলোজ, বেল, ব্রাই, রুলোসি, লাইকো, ** হ্রাস, ষ্ট্র্যামো, * কেলি-বাই, * * থুজা, * টেরিবি, ভিরাট।

১০৯। জিহ্বা উজ্জ্বল লাল—কল্‌চি, লাইকো।

১১০। ,, গাঢ় লাল—কুরারী, ইল্যাপ্‌স্‌, হাইয়স্‌।

১১১। জিহ্বায় লাল লাল দাগ মাঝ পর্য্যন্ত—*আস, ফস্‌-এসি।

১১২। জিহ্বা খস্‌খসে—ল্যাকে।

১১৩। জিহ্বা খস্‌খসে সাদা—এনাক্ৰা।

১১৪। ,, খস্‌খসে নহে (নির্ম্মল)—*কেলি-বাই, *ল্যাকে।

১১৪। ,, যেন গরম জলে পুড়িয়া গিয়াছে বোধ—* ইস্কিউ, সাইমেক্স।

১১৬। ,, মাঢ়ী ও তালু যেন দগ্ধ বোধ হয়—সাইমেক্স।

১১৭। ,, অগ্রভাগে যেন বোধ হয় চুল রহিয়াছে—সাইলি।

১১৮। জিহ্বা অত্যন্ত স্পর্শবোধযুক্ত—গ্র্যাফা।

১১৯। ,, ক্ষতযুক্ত—এপিস, ক্যাস্থা, মার্ক-ক, স্যাবাডি, টেরিবি।

১২০। জিহ্বা ক্ষত কিন্তু কথা কহিতে কি বাহির করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না—এপিস্‌।

১২১। জিহ্বা হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়—ক্যাম্ফ।

১২২। ,, চট্‌চটে, হরিদ্রাবর্ণ—সিকেলী-ক।

১২৩। ,, পিচ্ছিল—চেলি, পিট্রোল, ফস্‌-এসি।

১২৪। ,, শক্ত—কল্‌চি, কোনা, লাইকো, ** ভিরাট।

১২৫। ,, ,, ও বেদনাযুক্ত—কোনা।

১২৬। জিহ্বা স্ফীত—সিকুটা, ডাল্‌কা, ** থুজা, * ষ্ট্র্যামো, **ভিরাট, মার্ক-ভ।

১২৭। ,, ,, এবং কাল—ইল্যাপ্‌স।

১২৮। জিহ্বা দন্তের ছাপাযুক্ত—বোলি, ** মার্ক-ভ।

১২৯। " ফুলা যেন শীতে অবশ-প্রায় হইয়াছে—ডাল্‌কা।

১৩০। " সঙ্কুচিত—*মিউর-এসি।

১৩১। " স্পর্শে বেদনাবোধ—এপিস্‌, গ্র্যাফা।

১৩২। " অত্যন্ত কাঁপে—ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-ভ।

১৩৩। " বহির্গত করিতে কাঁপে—ল্যাকে।

১৩৪। " অত্যন্ত পুরু—ব্যারাইটা।

১৩৫। " খর্‌খরে—হ্রাস।

১৩৬। " জিহ্বার পার্শ্বে ও অগ্রভাগে ফোস্কা-ফোস্কা তাহা অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনাযুক্ত—এপিস্‌, কার্ব-ভ, থুজা।

১৩৭। " ফোস্কা—সাইক্ল্যা।

১৩৮। " অগ্রভাগে ফোস্কা—কার্ব-এনি, * ল্যাকে, লাইকো।

১৩৯। " জিহ্বা-পার্শ্বে ফোস্কা—কার্ব-এনি, থুজা, ** এপিস।

১৪০। " জিহ্বার প্যাপিলীগুলি (Papillæ) + —*এণ্টি-টার্ট, বেল, মেজি, নাক্‌স-ম, ষ্ট্র্যামো।

১৪১। " " লাল ও উঁচুউঁচু—একোন, * এণ্টি-টার্ট।

১৪২। " " উজ্জ্বল লাল এবং উঁচু উঁচু—** বেলেডোনা।

১৪৩। জিহ্বার প্যাপিলী উঁচু বড় বড়—মেজি।

+ সূতার অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল লাল লাল যাহা জিহ্বার উপরিভাগে সুস্থাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে প্যাপিলী বলে। ইহা থাকার দরুণই জিহ্বার উপরিভাগ নির্ম্মল নহে, অথচ কোমল, বন্ধুর।

১৪৪। জিহ্বা অগ্রভাগ রক্তবর্ণ ত্রিভুজাকৃতি—** হ্রাস।

১৪৫। ” মধ্যভাগে এবং অগ্র পর্য্যন্ত লাল, শুষ্ক ডোরা—*ফস।

১৪৬। জিহ্বা উজ্জ্বল—এপিস্, *ল্যাকে, কিলে, টেরিবি।

——oo——

মুখের আস্বাদ ও তাহার পরিবর্ত্তন, TASTE.

১। আস্বাদের পরিবর্ত্ত দেখিতে পাইলে—(১) একোন, এণ্টি, আর্ণি, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, ইপিকাক, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্স্, হ্রাস; ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, হিপা, কেলি, ন্যাট্রাম্, ন্যাট্রা-মিউ, পিট্রো, ফস্, স্যাবাই, সিপি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ, ভিরাট; (৩) এসাফি, ক্যালকে, কুপ্রা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউ, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, ট্যারাক্সেকাম্, ইত্যাদি কয়েকটী ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। তীক্ষ্ণ আস্বাদ—চায়না।

৩। তিক্ত আস্বাদ জন্য—(১) একোন, ইউপে-পারফো, আর্ণি, আর্স, **ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, **চায়নি-সা,** চায়না, ন্যাট্রা-মি,**নাক্স-ভ ** পাল্স্, স্যাবডি, সিপি, সোরি, সাইলি, সাল্ফা, ভিরেট্রা; (২) এমোনি-কার্ব, কার্ব-এনি কার্ব-ভ, কলোসি, কোনা, ড্রসি, ফেরা, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, টার্টা, এণ্ট-ক্রু, ইলাটি, ডালকা, জেলস্, গ্র্যাফা, হিপা, থুজা, * কোল-কা, ব্যাণ্টি, এরানি।

৪। মুখ তিক্ত ও তৎসঙ্গে জিহ্বা পরিষ্কৃত—চিনি-সা।

৫। মুখ তিক্ত ও ঈষৎ মিষ্ট—মিনিয়ান্থিস্।

৬। মুখ তিক্ত কিন্তু কিছু আহার করিলে ভাল বোধ হয়—সাল্ফা, **সোরি।

৭। রক্তের ন্যায় আস্বাদ—(১) ইপিকা, *সাইলি, জিঙ্ক ; (২) এলাম, এমোনি, ফেরা, কেলি, ন্যাট্রা-মি স্যাবাইনা, সালফা।

৮। অঙ্গারের ন্যায় আস্বাদ—(১) সাইক্ল্যামেন, পাল্‌স,নাক্‌স-ভ, র‍্যানান্‌, স্কুইল, সালফা।

৯। ত্যক্তজনক স্বাদ—(১) ** পালস, ** বেল, হাইয়স্‌।

১০। পুঁজের ন্যায় স্বাদ—(১) মার্ক, ন্যাট্রাম, পালস।

১১। কর্দ্দমের ন্যায় স্বাদ—(১) ক্যানাবিস, চায়না, ফেরা, হিপা, ইগ্নে, ফস, পাল্‌স, ষ্ট্যান্না।

১২। জলের ন্যায় এক প্রকার স্বাদ—(১) ব্রাই, চায়না, ব্যাপ্টি, পালস, ষ্ট্যাফি, * ক্যাপসি, ইপিকা, থ্রাস, সাল্‌ফ ; (২) ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, একোন, এণ্টি, আর্ণি, আর্স, বেল, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস, ফস্‌-এসি, রুটা, ষ্ট্যান্না।

১৩। ডিম ইত্যাদি পচার ন্যায় মুখের স্বাদ—(১) একোন, ** আর্ণি, কষ্টি, কুপ্রা, * গ্র্যাফা, মার্ক, পালস, থ্রাস, সাল্‌ফা ; (২) বেল, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, কোনা, ন্যাট্রা-মি, নাক্‌স্‌-ভ, পিট্রো, ফেরা, ফস, ফস্‌-এসি।

১৪। পচা স্বাদ—(১), ব্রোভি, ক্যামো, এনাকা, **বেল, হিপা, হাই, থ্রাস্‌, * নাক্‌স-ভ, পিট্রো, প্ল্যান্টা, পডো, ** আর্ণি, ক্যাপ্‌সি, নাক্‌স-ভ, ভিরাট, ** সোরি, পালস, জেল্‌স, ক্যাল্‌কে।

১৫। তৈলাদি স্নেহ পদার্থের ন্যায় স্বাদ—(১) এলাম, *এসাফি কষ্টি, * লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, থ্রাস, স্যাবাইনা, * সাইলি, ভিরাট।

১৬। ঘাষের ন্যায় স্বাদ—(১) নাক্‌স-ভ, ফস-এসি, পাল্‌স, সার্সা-ফ্রাস্‌, ভিরাট্র, ষ্ট্র্যামো, সালফা।

১৭। তামাটে স্বাদ—(১) এগ্নাস, এমোনি, কাল্‌কে, * ককিউ কুপ্রা, ন্যাট্রা-মি, ল্যাকে, নাক্স-ভ, থ্রাস ; (২) এলাম, কলোসি, সাসাফ্রা, সেনিগা, সাল্‌ফা, জিঙ্ক, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, * হিপা, সার্স, * ইস্কিউ।

১৮। স্বাদ লৌহের ন্যায়—(১) ক্যালকে।

১৯। মণ্ডের ন্যায় আঠা আঠা স্বাদ—(১) আর্নি, বেল, ক্যামো, চায়না, **পালস, ল্যাকে, ডিজি, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মি, (২) মার্ক, নাক্স-ভ, * পিট্রো, ফস, প্ল্যাটী, থুজা।

২০। চর্ব্বিবৎ আস্বাদ—লাইকো।

২১। পচা তৈলের ন্যায় স্বাদ—(১) এলাম, এম্ব্রা, এসাফি, ব্রাই, ক্যামো, *ইপিকা, মিউর-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, পালস, সাল্ফা, কার্ব-ভ।

২২। লবণাক্ত আস্বাদ—(১) আর্স, কার্ব-ভ, *মার্ক, *ফস্, ফস-এসি, পাল্স, * সিপি, জিঙ্ক; (২) চায়না, কুপ্রা, ল্যাকে, লাইকো, **ন্যাট্রা-মি, গ্র্যাফা, আইয়ড, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, থুজা, সালফা, ভিরাট।

২৩। অম্ল আস্বাদ—(১) এমোনি, বেল, ক্যাল্কে, চায়না, কেলি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ** নাক্স-ভ, হিপা, ফস, পডো, পালস, সাল্ফা; (২) এলাম, কার্ব-এসি, * ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, কুপ্রা, * গ্র্যাফা, ইগ্নে, * ল্যাকে, ** লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, নাইট্রি-এসি, সিপি, ট্যারাক্সে; (৩) ব্যাপ্টি, ভিরাট।

২৪। প্রত্যেক পদার্থের স্বাদই অম্লরূপে পরিবর্ত্তিত হয়—* ল্যাকে।

২৫। মিষ্ট আস্বাদ—(১) বেল, ব্রাই, চায়না ডিজি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, * ফস, প্লাম্বা, * স্যাবাডি, স্কুইল, ষ্ট্যান্না, সালফা, (২) একোন; এলাম, এমোনি, * কুপ্রা, ফেরা, ইপিকা, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, থুজা, সার্সা, সালফ-এসি।

২৬। ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ—(১) ইপিকা।

২৭। খাদ্যদ্রব্য তিক্ত আস্বাদযুক্ত—(১) ** ব্রাই, কলোসি, ফেরা, হিপা, থুজা, সালফা, চায়না।

২৮। জল ব্যতীত সমস্তই তিক্ত—(১) একোন।

(ক) জল তিক্ত বোধ হয়—*আর্স।

২৯। ভোজন এবং পানের পর মুখে তিক্তস্বাদ—(১) আর্স, ব্রাই, * পাল্স, থুজা, নাইট্রি-এসি

৩০। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে মুখ তিক্ত—কার্ব-ভ পাল্স।

৩১। জল এবং খাদ্যদ্রব্য তিক্ত—(১) চায়না, পাল্স্।

৩২। সমস্ত পদার্থই তিক্ত—**ব্রাই;

৩৩। আহারের পর মুখ পচাবোধ—হ্রাস্-টক্স।

৩৪। খাদ্যদ্রব্যে অত্যন্ত লবণবোধ—কার্ব-ভেজি, সাল্ফার।

৩৫। খাদ্যদ্রব্য টক লাগে—ক্যাল্কে, চায়না, ক্যাপসি, লাইকো।

৩৬। আহারের পর মুখে টক আস্বাদ—কার্ব-ভ, ককিউ ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, পাল্স, সাইলি।

৩৭। দুগ্ধ আহারের পর মুখে টক আস্বাদ—কার্ব-ভ, সাল্ফা।

৩৮। রুটি মিষ্ট বোধ হয়—মার্কিউরিয়াস।

৩৯। রুটি তিক্ত—ডিজি, ড্রসি।

৪০। বিয়ার নামক মদ মিষ্ট বোধ হয়—পাল্স।

৪১। তামাক টক বোধ হয়—ষ্ট্যাফি।

৪২। তামাক তিক্ত—ককিউলাস।

৪৩। তামাক খাইয়া বমি বমি ভাব হয়—ইপিকাক।

৪৪। তামাক খাওয়ার (ধূমপান) পর মুখ তিক্ত—**এনাকা, পালস।

৪৫। প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত—আর্ণি, পাল্স।

৪৬। „ মুখ পচা—হ্রাস, সাল্ফা।

৪৭। „ মুখ টক—নাক্স-ভ, সাল্ফা।

৪৮। „ মুখ মিষ্ট—সাল্ফার্।

৪৯। মুখে কোন স্বাদই অনুভব হয় না—(১)*বেল, লাইকো, *ন্যাট্রা-মি, ফস্, *পাল্স, **পডো, সাইলি; (২) এলাম, এমোনি-মিউ,

এনাকা, ক্যাল্‌কে, হিপা, হাইয়স, কেলি, ক্রিয়েজো,* ক্যাম্ফা, ম্যাগ্নে-মি, নাক্স-ভ, সিকেলী, সিপি, ভিরাট।

৫০। পক্ষাঘাত ইত্যাদি স্নায়বীয় পীড়া হেতু মুখে স্বাদ না থাকিলে—বেল্, হাইয়স্, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, সিপি, ভিরাট্।

৫১। সর্দ্দি ইত্যাদি লাগা হেতু কোন প্রকার স্বাদ অনুভব করিতে না পারিলে—(১) নাক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা ; (২) এলাম, ক্যাল্‌কে, হিপা, ন্যাট্রা-মি, সিপি।

লালা বা থুথু SALIVA.

লালা একটা গুরুতর বিষয় বটে। ইহার আস্বাদন ও অন্যান্য অবস্থা, ঔষধ-নির্ব্বাচন সময়ে বিশেষ সহায়তা করে সন্দেহ নাই।

আমি পাবনা থাকা কালে ডাক্তার জগৎচন্দ্র রায় এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের নিউমোনিয়া নামক পীড়া জন্মিয়াছিল। তাঁহার এই পীড়ার জন্য প্রথমতঃ যে কয়টী ঔষধ ব্যবহার করি, তাহা বিশেষ ফলোপদায়ক হয় না। তাঁহার থুথু অত্যন্ত লবণাক্ত বলিয়া তিনি অতিশয় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; মুখের স্বাদও তৎসঙ্গে লবণাক্ত ছিল। দেখ‚!

থুথুর এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া মার্কিউরিয়াস্-সলিউবিলিস্ নামক ঔষধ মনোনীত করিলাম। জগৎ বাবুর অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণের মধ্যে :—— কাশিবার সময় বুক ও মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় ও তদ্দরুণ কাশিতে অক্ষম; গলার ভিতর সর্ব্বদা বিড়বিড় ভাব, রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি; থুথুর স্বাদ লবণাক্ত ; সামান্য জোরে কথা বলিতে দম-আটকার ন্যায় ভাব, দক্ষিণ কিম্বা বাম পার্শ্ব—উভয় পার্শ্বের কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে না পারিয়া প্রায়ই চিৎ অবস্থায় থাকিতেন ; ইত্যাদি লক্ষণদৃষ্টে, মার্কিউরিয়াস-সালিউবিলিস নামক ঔষধই উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলাম; এবং ইহার ৬ষ্ঠ ক্রম ২।৩ মাত্রা দেওয়ার পর ঔষধে স্পষ্ট উপকার লক্ষিত হইতে লাগিল। পরে এই ঔষধ কিছুদিন ব্যবহার করায় পীড়ার উপশম হইয়া আসিল।

এস্থলে আমি বলিতে কুণ্ঠিত হইব না যে, "থুথুর লবণাক্ত স্বাদই" আমাকে যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "মার্কিউরিয়াস্-সলিউবিলিস্" নামক ঔষধকে দেখাইয়া দিয়াছিল। আমি সেই নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে ঐ রোগের অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণ মিলাইয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং ইহা যে বন্ধুবর জগৎ বাবুর উপযুক্ত ঔষধ তাহাতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলাম। এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা হাতে হাতে অতি আশ্চর্য্য ফলও পাওয়া গেল।

যাহা হউক, থুথু ইত্যাদি এক একটী বিশেষ পরিষ্কার লক্ষণ, ঔষধ-নির্ব্বাচন সময়ে তোমাকে পথ-প্রদর্শন করিবে; এ কথা মনে রাখিয়া এই সামান্য থুথু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইও না।

১। লালা তিক্তস্বাদ—আর্স, ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, চেলি, কোকা, *কেলি-বাই, লাইকো, ম্যাগ্নে, ফাইটো।

২। লালা রক্তময়—একোন, *আর্স, ক্যাম্ফ, সিকুটা-ভি, হাইয়স, ক্রিয়াটী, জ্যাট্রোফা, জেল্‌স্, ক্যালি-আইও, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি নাক্‌স্-ভ, ওপি, সিকেলী, সাল্‌ফা, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্ক।

শ্রীধর বাগছীর পুত্র; বয়স দেড় বৎসর। ইহার প্রায় ছয় মাস হইল সময়ে সময়ে পাতলা রক্তবমন হয়, এই কথা তাহার পিতা বলেন; কলিকাতার বড় বড় এলোপ্যাথিক, চিকিৎসক মহাশয়েরা চিকিৎসা করিয়াছেন, কিন্তু রোগ আরোগ্য হইল না। এই রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিলে অনেক অনুসন্ধানে জানিলাম যে, রোগী যখন ঘুমাইয়া থাকে তখন জলবৎ পাতলা রক্তে বালিস ভিজিয়া যায়। তাহাতে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে তাহার রক্তময় লালা মুখ হইতে নির্গত হয়। বালক সেই লালা গিলিয়া ফেলে এবং পরে তাহাই বমন হইয়া যায়। এই প্রকার বমন অর্দ্ধসের পরিমাণও কখন কখন হইত। এখানে বলা আবশ্যক যে রোগীর গলা পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল; তাহার গলার কোন ক্ষত নাই যাহা হইতে রক্তস্রাব সম্ভব বোধ করা যাইতে পারে। পেটে ও পাকস্থলী-স্থানে বেদনা বা কোন অসুখ নাই যাহাতে রক্তস্রাব সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষতঃ রোগীর স্বাস্থ্য ভালই ছিল; তাহাতেই উহা যে রক্তময় লালা বমন এবং প্রকৃত রক্ত বমন নহে, তাহা স্থির করিলাম।

প্রথম সিকেলী ৬ষ্ঠ শক্তি দিলাম তাহাতে সামান্য উপকার হইল; পরেসিকুটা ৬ষ্ঠ শক্তি কয়েক মাত্রা দেওয়াতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

৩। লালা জমাটে ও গন্ধ ভিনিগার মদ্যের ন্যায়—চায়না।

৪। শীতল লালা—এসোরাম, সিষ্ট্যস্, মার্ক-কর, ফাইটো।

৫। লালা দেখিতে কার্পাস তুলার ন্যায়—বার্বেরিস, নক্স-ম, পাল্স্।

৬। লালা মাখনের ন্যায় (কথা বলার পর)—সিড্রন্।

৭। লালা অত্যল্প নির্গত হয়—এস্পারেগাস, আর্স, বার্বেসিস, কোকা, হাইয়স্, জ্যাবোরেণ্ডাই, প্লাম্বাম।

৮। লালার আস্বাদ ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায়—ফস্।

৯। লালার লৌহবৎ আস্বাদ—**মার্ক, সিমি।

১০। ফেনাযুক্ত লালা—একোন, এসিটিক্-এসি, এপিস্, ব্রাই, ক্যানা-ই, কার্বলিক-এসি, ক্যান্থা, ইগ্নে, * কেলি-বাই, ফস্-এসি, ফাইজো, পিক্রি-এসি, স্যাবাডি।

১১। লালা চক্চকে—ষ্ট্রামো।

১২। লালার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত—(১) এণ্টি-ক্রু, বেল, ক্যাল্কে-কা, * কার্ব-ভ, চায়না, * কলচি, * ডিজি, ডাল্কা, গ্র্যাটি, হেলে, হিপোমে, হাইড্রোফা, আইরিস্-ভা ** জেবরেণ্ডা, জেট্রো, ** মার্ক-ভ, মেজি, * পালস, ষ্ট্রিয়াম্, স্যাবাডি, সেঙ্গু। (২) একোনাইটাম, ফেরাম, ইস্কিউ, থুজা, এগারিকাস-মাস্ক, এলুমিনা, এম্ব্রা, এমোনি কার্ব্ব, এণ্টি-টার্ট, এপিস, এপোসাই-নাম আর্জেণ্ট-নাইট্রাস, আর্স এরাম, এট্রোপি, অরাম-মেটা, ব্যাপটি, বেল, বোভি ব্রাই, ক্যাল-কার্ব্ব, ক্যান্থা, ক্যামো চেলিডো, চায়না, সিকুটা-ভি, চায়নি-সালফ, সিমিসি, কলচি, ক্রোটেলাস, ক্রোটন-টি, কুপ্রা, ডেফনি, ডিজি, ডায়োস্কো, ড্রসি, ফেরাম্-মেটা, গ্লোনইন্, হেলে, লিপার, হাইয়স, ইগ্নে, আইয়ড্, * ইপিকা, কেলিবাই, কেলি-আইয়ড্, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, * মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-আইয়ড্, মার্ক-নাইট্র, মার্ক-সল, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, *নাইট্রি-এসি নাক্স-ভ ওপি, অক্সাইডাম-এসি, ফস, ফাইজো, প্ল্যাটী, * পডো, পালস্, রাস, রিসিনাস.

সিকেলী, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকাম, থিয়া, ভিরাট্রি, ভাইপেরা, জিঙ্ক।

১৩। লালা তামাটে-আস্বাদযুক্ত—সিড্রন, ক্যামো, কেলি-বাই, লাইকো, ফাইটো, থুথা, ** মার্ক।

১৪। লালা দুর্গন্ধময়—** মার্ক, পিট্রো, ভ্যালিরি, প্লাম্বাম, *ডিজি, হিপা, নাইট্রি-এসি।

১৫। রাত্রিতে লালা দুর্গন্ধময়—মার্ক-সল।

১৬। লালা লবণাক্ত—(•) এমোনি-কার্ব, *এণ্টিক্রুড, কলচি, ইল্যাপস, ডিজি, হাইয়স, * কেলি-বাই, আইয়ড, কেলি-আইয়ড, ল্যাকটি-এসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, ** মার্ক-সল, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, ভিরাট।

১৭। চট্‌চটে লালা—ক্যাম্ফ, গ্লোনইন, মার্ক-সল, প্লাম্বাম, হ্রাস্‌-টক্স।

১৮। টক আস্বাদযুক্ত লালা—এলাম, ক্যাল-কার্ব, ক্যাল্‌-ফস, কার্বনিয়াম-অক্সাইডাম্‌, ক্রোটন্‌-টি, ইগ্নে, কেলি-বাই, লাইকো, ট্যারাক্সে, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস, ফস্‌-এসি, সিকেলী, সাল্‌ফা, থুজা।

১৯। লালা অত্যন্ত আঠার ন্যায়—এপিস, আর্জেণ্টাম-নাইট্রাম, আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেল, বার্ব্বেরিস্‌, সিমিসি, ক্রোটেলাস্‌, ডিজি, কোনা, ইল্যাপ্স, * কেলি-বাই, ন্যাট্রা-কার্ব, ফাইটো, সেনিগা, থিয়া, ** আইরিস-ভ, * মার্ক-স, * ক্যাম্ফ, মার্ক-ক।

২০। লালা আঠাযুক্ত ও রজ্জুখণ্ডবৎ—কুপ্রা, ** কেলি-বাই, ট্যারাক্সে, আইরিস-ভ, মার্ক-সল।

২১। কথা বলার সময় মুখের লালা অত্যন্ত আঠাযুক্ত হয়—সিড্রন।

২২। লালা মিষ্টস্বাদযুক্ত—এলুমিনা, অরাম, ক্যাম্থা, ক্যামো, চায়না, * ডিজি, হাইয়স, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বাম, পালস, স্যাবাইনা, সিপি, থুজা।

২৩। লালা ভারী—আর্স, বেল, কার্ব-এসি, সিড্রন্, ক্রোটেলাস, ল্যাক্নাস্থি, নাক্স ম, ওপি, ফাইটো।

২৪। মুখ দিয়া জল উঠা—পাল্স, জিঙ্ক, এসিটাম্-এ।

২৫। লালা হলুদ বর্ণ—সাইক্ল্যা, জেল্স, হাইড্রোফোবিন, লাইকো, মার্ক-কর, ফাইটো, হিপোমে।

২৬। লালা তৈলবৎ—কিউবেব।

মুখগহ্বর Mouth.

১। মুখগহ্বরে এপ্‌থি নামক ক্ষত—ইথু, আর্স, ব্যাপ্‌টি, ** বোরা, ক্যাল্-কা, ক্যাম্ফা, ক্যাপসি, ডালকা, গামি-গা, হেলে, হিপোমেনি, আইয়ড্, ম্যাগ্নে-কা, ** মার্ক-ভ, * মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, * সার্সা, সিপি, ষ্ট্যাফি, * সাল্ফা' সাল্ফ-এসি।

২। মুখ চোকান—বেল, ** ষ্ট্র্যামো।

৩। দন্তের মাঢ়া হইতে রক্তপাত—আর্জেণ্টা-না, ব্যাপটি, কার্ব-ভেজি, মার্ক-ভ, ফস্-এসি, নাক্স-ভ, প্ল্যাণ্টে, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক।

৪। মাঢ়ীতে ঘা—আর্জেণ্টা-না, বোরি, জেলস্।

৫। মাঢ়ী রক্তপতনশীল—ডালকা, * মার্ক-ভ, নাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, * ষ্ট্যাফি।

৬। মাঢ়ী স্ফীত—ক্যাল্-কা, ক্যামো, জেলস, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, ফস্-এসি।

৭। মাঢ়ী স্ফীত যেন কালজলপূর্ণ—* ক্রিয়েজো।

৮। মুখগহ্বর হইতে রক্তপাত—বোরা, * হিপোমে।

৯। মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা—** আইরিস্-ভা।

১০। মুখ মধ্যে জ্বালা—এসাফি, হিপোমে, * আইরিস-ভা, জেট্রো, টেরাক্সে।

১১। মুখের কোণে ক্ষত—ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, *এণ্টিটার্ট,

১২। মুখের কোণে ফুস্কুড়ি বা চর্ম্মোদ্ভেদ (ইরাপশন)—হিপা, ইগ্নে, ** ন্যাট্রা-মি ** নাক্স-ভ, * হ্রাস।

১৩। মুখগহ্বরস্থ ঝিল্লী, ফেকাশে বা রক্তশূন্য—* ইউপেটো-পারফো, ** ফেরা।

১৪। মুখগহ্বর শুষ্ক—ইস্কিউ, এসাফি, বেল, ব্রাই, ক্যাল-কা, ক্যাল-ফস, ক্যান্থ, ক্যাম, কুপ্রা, হিপোমে, জেট্রো, কেলি বাই, কেলি-ব্রো, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি নাক্স-ম, ওপি, পাল্‌স, সিকেলী।

১৫। মুখগহ্বরে ফেণা—ফস্‌-এসি।

১৬। ,, ,, উত্তাপ-যুক্ত অবস্থা—বোরা, কলচি।

১৭। মুখগহ্বর সাদা কোটিংযুক্ত কিন্তু স্থানে স্থানে পরিষ্কৃত, কাল আভাযুক্ত লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল—ট্যারাক্‌সে।

১৯। মুখ প্রসারিত—বেল।

২০। মুখ ক্ষতভাবাপন্ন—ব্যাপটি, * ক্যান্থ, ডিজি।

২১। মুখে চট্‌চটে মিউকাস্—* ন্যাট্রা-মি, ফস-এসি, *পাল্‌স্, সিনা।

২২। মুখে সদ্যঃ ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা বোধ—*টেরাক্‌সে।

জিহ্বা, লালা, স্বাদ এবং মুখগহ্বর
ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

একোনাইটাম্—মুখ এবং জিহ্বা—প্রকৃতরূপে শুষ্ক হয়, অথবা শুষ্ক হওয়ার ন্যায় রোগীর নিকট বোধ হইয়া থাকে। জিহ্বা বোধ হয় যেন বড় হইয়াছে। জিহ্বাতে জালা কিম্বা ঝিঁঝিঁ ধরার ন্যায় ভাব ও পোঁচানবৎ বোধ। জিহ্বায় সাদা অথবা হরিদ্রাভ-সাদা কোটীং। জিহ্বা কম্পিত এবং কখনও কখনও তোতলার ন্যায় কথা বলিয়া থাকে। জিহ্বা একখণ্ড শুষ্ক চর্ম্মের মত বোধ হয়। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ির ন্যায় উঠিয়া থাকে। মুখ দিয়া লাল পড়ে।

স্বাদ—জল ব্যতীত সমস্তই তিক্ত বোধ হয়। পচা। মিষ্ট। পচা ডিম্বের ন্যায়।

ইস্কিউলাস—স্বাদ—মিষ্ট। তিক্ত বোধ হইয়া পরে মিষ্ট বোধ হয়। তামাটে স্বাদ।

জিহ্বা—সাদা, অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ যেন ক্ষত হইয়াছে এমন বোধ হয়। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে না।

এগারিকাস্—জিহ্বা—শুষ্ক। সাদা কোটীংযুক্ত। গোলমরীচ জিহ্বায় লাগিলে যেরূপ জ্বালা হয়, তদ্রূপ জ্বালা হইতে থাকে। জিহ্বা নির্গত হইবার কালে কাঁপিতে থাকে। কথা অসংযুক্ত।

এইল্যান্থাস্—জিহ্বা—*শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং যেন ভাজা হইয়াছে। অত্যন্ত পুরু, সাদা কোটীং। মধ্যভাগ কটা রংবিশিষ্ট। সজল এবং সাদা কোটীং অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লাল।

এলোজ—স্বাদ—তিক্ত। টক। ইংরাজী কালী অথবা লৌহের ন্যায় স্বাদ। তামাটে স্বাদ।

জিহ্বায়—হরিদ্রাভ-সাদা কোটীং। জিহ্বা তিক্ত, শুষ্ক, রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণের ক্ষত।

এলুমিনা—জিহ্বা—অপরিষ্কার। হরিদ্রাভ-সাদা। জিহ্বা চুলকাইতে ইচ্ছা হয়। প্রাতে মুখ শুষ্ক এবং সন্ধ্যার সময় লালা নিঃসরণ। মুখ ও জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

এম্ব্রাগ্রিশিয়া—জিহ্বা—শ্বেতাভ-হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত।

মুখ—তিক্ত। দুগ্ধপানের পর অম্ল আস্বাদ। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠার পর মুখ তিক্ত। মুখে দুর্গন্ধ। * র‍্যানুলা পীড়া।

এমোনি-মিউ—জিহ্বা—হরিদ্রাভ-কোটীংযুক্ত (দুগ্ধের বর্ণবৎ হইলে—এণ্টিক্রুড্ নির্দ্দেশিত হয়)। জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্কার ন্যায় তাহাতে জ্বালা।

এণ্টিক্রুড্—জিহ্বা—*দুগ্ধের ন্যায় সাদা কোটীংযুক্ত। *অথবা সাদা,

পুরুক্লেদযুক্ত। পার্শ্বদ্বয় লাল ও ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

এণ্টি-টার্ট—জিহ্বা—*লালবর্ণ দীর্ঘ দোঁরাবিশিষ্ট। *মধ্যস্থল অত্যন্ত লাল ও শুষ্ক। *মণ্ডের ন্যায় সাদা, পুরু ক্লেদ। *অত্যন্ত পাতলা, সাদা কোটীং এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলী সমস্ত দৃষ্ট হয় এবং পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ থাকে। মহাত্মা হেরিং জিহ্বার এই কয়েকটী অবস্থা দৃষ্টে যখনই এণ্টি-টার্ট ব্যবহার করিয়াছেন, তখনই তাহার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়াছেন।

স্বাদ—লবণাক্ত, টক এবং তিক্ত কিম্বা পচা ডিম্বের ন্যায়। আহার্য্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। তামাকে কোন স্বাদ লাগে না।

এপিস্—জিহ্বা—শুষ্ক। জিহ্বার অগ্রভাগ লাল, মোটা এবং দেখিতে শুষ্ক ও চক্‌চকে। জিহ্বা ফাটা ফাটা, ক্ষত অথবা ফুস্কুড়িময়। জিহ্বার প্রদাহ। সাদা কোটীং।

মুখ—গলা ও মুখের ভিতর উত্তাপ লাগিয়া (উত্তপ্ত তরল পদার্থের) পুড়িয়া যাওয়া। লালা ফেণাযুক্ত ও আঠাময়।

আর্জেণ্টা-মেটা—জিহ্বা—ক্ষত এবং জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়িপূর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক।

মুখ—মুখের ভিতর চট্‌চটে আঠাযুক্ত লালা হেতু কথা স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। *মুখে দুর্গন্ধ।

আর্জেণ্টা-নাইট্রি—জিহ্বা—জিহ্বাগ্র লালবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত; প্যাপিলীগুলি প্রবর্দ্ধিত এবং উচ্চ; মহাত্মা হেরিং, জিহ্বার এই কয়েকটী লক্ষণ এই ঔষধের প্রধান লক্ষণমধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। জিহ্বা শুষ্ক; কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত; দাঁত এবং জিহ্বা উভয়ই কাল দেখায়; জিহ্বার মধ্যভাগে লাল দীর্ঘ রেখা দৃষ্ট হয়।

স্বাদ—ঈষৎ মিষ্টযুক্ত-তিক্ত, টক; তামাটে; কষায়; স্বাদশূন্য অবস্থা।

আর্নিকা—জিহ্বা—সাদা ক্লেদযুক্ত; শুষ্ক এবং মধ্যস্থলে কটা রংবিশিষ্ট দাগ সমস্ত। শুষ্ক কিম্বা হরিদ্রাবর্ণের কোটীং। জিহ্বার এই কয়েকটী লক্ষণ অবলম্বনে অনেক সময়ে এই ঔষধ টাইফাস্ এবং রেমিটেণ্ট ফিবারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুখ—শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা ; *মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ হওয়া ইহার একটী প্রধান লক্ষণ।

স্বাদ—তিক্ত ; পচা ; অথবা পচা ডিম্বের ন্যায়।

আর্সেনিক্—জিহ্বা—*জিহ্বায় অত্যন্ত জ্বালা ; জিহ্বার মূলদেশের উপরিভাগে ও ভিতরে স্ফীত ; *জিহ্বা, শুষ্ক এবং অনৈসর্গিকরূপে লাল ও তৎসঙ্গে অগ্রভাগস্থ প্যাপিলীগুলি অত্যন্ত বড় বড় ; *সীসকের রংবিশিষ্ট। *জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ এবং তাহা দন্তের সহিত সংলগ্ন থাকা হেতু তাহাতে দন্তের ছাপ উঠিয়া থাকে। *জিহ্বার গ্যাংগ্রিন অর্থাৎ পচন অবস্থা। *অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত দাগ ও তাহাতে অগ্নির ন্যায় জ্বালাবোধ। (ডাঃ হেরিং)। জিহ্বার উপরোক্ত কয়েকটী লক্ষণই মহাত্মা হেরিং এই ঔষধের অতি প্রধান এবং সর্ব্বদা পরীক্ষিত লক্ষণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় সাদা এবং মধ্যভাগে লাল দাগ সমস্ত অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। পুরু ক্লেদ। পার্শ্বদ্বয় লাল। ঈষৎ সাদা। হরিদ্রাভ-সাদা, যেন সাদা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছে। কটা অথবা কালবর্ণ। জিহ্বা অসাড় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। জিহ্বা এক খণ্ড চর্ম্মের ন্যায় সম্পূর্ণ অচল এবং তৎসঙ্গে জিহ্বার স্বাদরহিত অবস্থা। মুখাভ্যন্তরে এবং জিহ্বাতে য্যাপ্‌থি নামক ক্ষত। জিহ্বার মূল দেশ স্ফীত।

স্বাদ—কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক। ত্যক্তজনক। গলার ভিতর মিষ্ট বোধ। অম্ল। তামাটে তিক্ত ও পচা আস্বাদ। আহার্য্য দ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ। লবণ কম বোধ। টক বোধ।

মুখের—*অভ্যন্তর শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। *মুখে য্যাপ্‌থি নামক ক্ষত, তাহা লাল কিম্বা নীলাভ দেখায়। কথা বলিতে অক্ষম। অত্যন্ত লালা ; পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলে। লালা পরিমাণে কমিয়া আইসে। মুখের ভিতর ও জিহ্বাতে ফুস্কুড়ি দেখা যায়।

ব্যাপ্টিসিয়া—জিহ্বা—স্ফীত ও পুরু বোধ, এবং তজ্জন্য কথা কহিতে কষ্ট হয়। জিহ্বার মধ্যভাগ হরিদ্রাবর্ণ। প্রথমতঃ জিহ্বা সাদা এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলী সমস্ত দৃষ্ট হয়, পরে মধ্যভাগ হরিদ্রাভ কটা রঙ্গের

ফুইয়া উঠে, পার্শ্বদ্বয় লাল এবং চক্‌চকে থাকে। শুষ্ক,* এবং মধ্যভাগ কটাবর্ণ।

পাকস্থলী শূন্য শূন্য বোধসহ প্রাতে জিহ্বা কটাবর্ণ। কাল এবং কটাবর্ণের শ্লেষ্মাময়, এবং রক্তময় মল ও তৎসঙ্গে কটা জিহ্বা (টাইফয়েড্ এবং রেমিটেণ্ট জ্বরে এ প্রকার অবস্থা অনেক সময় দেখা যায়)। • জিহ্বা ক্ষত, ফাটা ও বেদনাযুক্ত।*

স্বাদ—তিক্ত এবং পাতল্যভাবাপন্ন।

মুখে—দুর্গন্ধ। মুখগহ্বরে ক্ষত, অত্যন্ত লালা নিঃসরণ হয়। স্পষ্ট বিক-সিত ক্ষত। ক্যাঙ্ক্রামওরিস (প্লীহা মামুরকি ঘা) ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। দাঁতের মাঢ়ী সমস্ত আল্‌গা। কোমল। কৃষ্ণমিশ্রিত লাল অথবা বেগুনে রংবিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধময়। মুখ এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক (জ্বরে)। নিশ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। লালা বহুল চট্‌চটে এবং এক প্রকার পাতলা স্বাদযুক্ত।

ব্যারাইটা কার্ব—জিহ্বা—অসাড়। কথা কহিবার ক্ষমতা নষ্ট। জিহ্বার মধ্যভাগ কঠিন ও স্পর্শ করিলে জ্বালা বোধ। জিহ্বার বামপার্শ্ব ফাটা এবং তাহাতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগে, অগ্রে ও নিম্নে ফুস্কুড়ির ন্যায় উঠিয়া থাকে।

মুখ—পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলা স্বভাব। নিদ্রাবস্থায় মুখ দিয়া লাল পড়া। সমস্ত মুখের ভিতরেই ফুস্কুড়ি।

বেলেডোনা—স্বাদ—লবণাক্ত। টক। তিক্ত। দুর্গন্ধময়। কিছু আহার বা পান করিবার সময় পচা স্বাদ বোধ হয়। রুটির আস্বাদ টক লাগে।

জিহ্বা—স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত। প্যাপিলী সমস্ত ঘোর লালবর্ণ। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় পাতলা লালবর্ণ। তোতলা কথা। বোধ হয় যেন জিহ্বাগ্রে কোন ফুস্কুড়ি উঠিয়াছে, এবং তাহা স্পর্শ করিলে জ্বালা হইয়া থাকে। জিহ্বার মধ্যভাগ শুষ্ক এবং শীতল বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা ও পার্শ্বদ্বয় লাল, অথবা দুইটী সাদা ডোরাযুক্ত। জিহ্বার উপর সাদা আঠাযুক্ত ক্লেদ, তাহা টানিলে সূতার মত উঠে। শুষ্ক এবং ক্লেদযুক্ত। জিহ্বা চট্‌চটে, হরিদ্রাভ-সাদা মিউকাসে আবৃত। লালা ঘন, চট্‌চটে ও সাদা এবং জিহ্বাতে আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে।

মুখ—মুখ শুষ্ক ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। মুখের ভিতর গরম বোধ। লালা নিঃস-রণের পরে মুখ শুষ্ক। প্রাতে মুখ আঠাযুক্ত ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

বোরাক্স—জিহ্বা—শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ ফুস্কুড়িপূর্ণ, জিহ্বা শক্তবোধ ও তাহাতে য়্যাপ্থি নামক ক্ষত।

মুখ—মুখের ভিতর এবং গালে য়্যাপ্থি নামক ক্ষত ও খাইবার সময় রক্তপাত হয়। সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দগ্ধের ন্যায় এবং কুঞ্চিত বোধ হয়। শিশুর মুখ বেদনাযুক্ত। মাতৃস্তন্য পান করিতে দিলেই শিশু কাঁদিয়া অস্থির হয়।

ব্রাইওনিয়া—স্বাদ—মিষ্ট। তিক্ত। ত্যক্তজনক তিক্ত। খাদ্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। অভুক্ত অবস্থায় মুখ তিক্ত থাকে।

জিহ্বা—সাদা কোটীংযুক্ত। জিহ্বা কর্কশ। ফাটাফাটা এবং প্রায় কালবর্ণের আভাযুক্ত কটা। জিহ্বা শুষ্ক। অগ্রভাগ সজল। জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

মুখ—মুখ এবং ওষ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক। জল পান করিলে আপাততঃ একটু ভাল বোধ হয়। মুখে সাবানের ফেণার ন্যায় থুথু। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই, অথবা তৎসঙ্গে অত্যন্ত জলপান ইচ্ছা। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। কাশির সঙ্গে দুর্গন্ধময় জঠর শ্লেষ্মা, কখনও বা মটর পরিমাণ ছানার টুকরার ন্যায় গোলাকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলা স্বভাব।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব—স্বাদ—তিক্ত, টক ও পচা।

জিহ্বা—সাদা কোটীংযুক্ত। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে জিহ্বা শুষ্ক। জিহ্বার নিম্নভাগের গ্রন্থি সমস্ত প্রবর্দ্ধিত। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা; যেন কোন ক্ষত হইয়াছে এমন বোধ। গরম খাদ্য ও পানীয়তে জ্বালা বৃদ্ধি। জিহ্বার পৃষ্ঠে, পার্শ্বে এবং অগ্রভাগে ক্ষত, তাহাতে আহার করা ও কথা বলা নিতান্ত কষ্টকর। কথা অস্পষ্ট এবং কষ্টকর।

মুখ—মুখ আঠা আঠা। গালের ভিতর এবং জিহ্বাতে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি। টন্‌সিল গ্রন্থিতে হরিদাভ-সাদা ক্ষত। লালা—অম্লযুক্ত।

ক্যানাবিস্‌-ইণ্ডিকা—স্বাদ—যাহা কিছু খায় তাহাই অত্যন্ত উপাদেয় ও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়।

মুখ—শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা নাই। তোতলা কথা।

ক্যান্থারিস—স্বাদ—তিক্ত। অথবা আলকাতরার ন্যায়।

জিহ্বা—স্ফীত এবং পুরু ক্লেদযুক্ত। জিহ্বার উপর পুরু ক্লেদ। পার্শ্বদ্বয় লাল। জিহ্বার মূলদেশের কতকভাগ ফোস্কাপূর্ণ; কতকভাগ যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে। কম্পিত অবস্থা।

মুখ—মুখের ভিতর লাল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাপূর্ণ। ক্ষত তাহাতে জ্বালা ও বেদনা। মুখ এবং তালুর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত শুষ্ক। মুখ, গলা ও পাকস্থলীতে পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত বেদনা।

লালা—পরিমাণে অধিক স্বাদশূন্য, অথবা নিতান্ত ত্যক্তজনক মিষ্ট। তালু এবং আল-জিহ্বা অত্যন্ত লালবর্ণ। মুখের ভিতর ফেণার ন্যায় থুথু দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালে জাগরিত হইলে মুখের ভিতর রক্ত দেখা যায়।

কার্ব-ভেজি—স্বাদ—লবণাক্ত। আহারের পূর্ব্বে এবং পরে মুখ তিক্ত। মুখ তিক্ত ও শুষ্ক।

জিহ্বা—প্রদাহ হইয়া জিহ্বা শক্ত হইয়া উঠে। জিহ্বা ভারী, এবং কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয়। জিহ্বা সাদা। হরিদ্রাবর্ণের আভাযুক্ত কটারঙ্গের কোটিং। জিহ্বা শুষ্ক, যেন ভর্জ্জিত এবং ফাটাফাটা। জিহ্বার অগ্রভাগ শুষ্ক। কোমল। জিহ্বা কাল হইয়া যায়।

মুখ—মুখ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল। মুখের ভিতর গরম বোধ। লালা পরিমাণে অধিক। মুখ উষ্ণ। জিহ্বা অচল। লালা রক্তময়। দাঁতের মুসল হরিদ্রাবর্ণ। দাঁতের গোড়া আলগা; এবং ক্ষতযুক্ত। নাক এবং মুখ দিয়া রক্তপাত।

কষ্টিকাম্—স্বাদ—তৈলের ন্যায়। পচা। তিক্ত।

জিহ্বা—জিহ্বার অসাড় অবস্থা। কথা বলিতে অক্ষম। জিহ্বাগ্রে বেদনাযুক্ত ফুস্কুড়ি। জিহ্বার দুই পার্শ্বে সাদা ও মধ্যভাগ লালবর্ণ।

মুখ—মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক। মুখ ও গলার ভিতরে অত্যন্ত শ্লেষ্মা।

ক্যামোমিলা—স্বাদ—তিক্ত। টক। পচা চর্ব্বির ন্যায়। পচা।

জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত। হরিদ্রাভ; অথবা পার্শ্বদ্বয় সাদা এবং মধ্যভাগ লালবর্ণ; লাল ফাটাফাটা দাগযুক্ত। শুষ্ক; সাদা ও মধ্যে মধ্যে লাল দ্বীপের ন্যায় দেখা যায়।

সিনা—জিহ্বা—ঈষৎ কটা রংবিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ-কোটিং। ঈষৎ সাদা কোটিং।

মুখ—মুখে ফেণাময় লালা, এবং বুকের ভিতর ঘড়ঘড়ে কাশি।

চায়না বা সিঙ্কোনা—স্বাদ—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। প্রাতঃকালে মুখ পচা। গলার ভিতর তিক্তবোধ। জলের ন্যায় স্বাদ। খাদ্য অত্যন্ত তিক্ত বা অত্যন্ত লবণাক্ত।

জিহ্বা—সাদা। হরিদ্রাবর্ণ। পুরু ক্লেদবিশিষ্ট। প্রান্তে জিহ্বা সাদা। শিশু রাত্রিতে অস্থির হয়। খাইতে ইচ্ছা নাই। কাল। অথবা যেন ক্ষত ও দগ্ধ অবস্থার ন্যায় বেদনাযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা হইয়া লালা নিঃসরণ হয়। দিবারাত্রি লালা নিঃসরণ (পারদ ব্যবহারের অনেক বৎসর পর)। পাকস্থলীর দুর্ব্বল অবস্থা।

কল্‌চিকাম্—জিহ্বা—উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। ভারী এবং শক্ত ও অসাড়। কষ্টের সহিত মুখের বাহির করা যায়। কথা কহিতে অক্ষম (টাইফাস্ জ্বরে)।

কলোসিন্থ—স্বাদ—খাদ্য এবং পানীয় পদার্থে তিক্তস্বাদ বোধ।

জিহ্বায়—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ কোটিং। কর্কশ। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা।

কোনায়াম্—জিহ্বা—শক্ত। স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। কষ্টের সহিত কথা বলে।

স্বাদ—তিক্ত। স্বাদশূন্য অবস্থা। অল্প পরিমাণ দুগ্ধপানমাত্রেই হঠাৎ উদর স্ফীত হইয়া উঠে।

কুপ্রাম্-মেটা—স্বাদ—মিষ্ট অথবা ঈষৎ মিষ্ট-তামাটে। মুখ—শুষ্ক (মস্তিষ্কের রোগে)।

জিহ্বা—লাল। শুষ্ক এবং কর্কশ। প্যাপিলী বড় বড়; সাদা কোটিং হরিদ্রাভ, অথবা কটাবর্ণের কোটিং।

ডিজিটেলিস—জিহ্বায়—সাদা কোটিং।

স্বাদ—জলবৎ অথবা ঈষৎ মিষ্ট ও তৎসঙ্গে সর্ব্বদাই মুখে জল উঠে।

ডালকামেরা—স্বাদ—তিক্ত।

জিহ্বা—চুলকাইতে থাকে। মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক। শুষ্ক এবং স্ফীত

জিহ্বা। শীতল বাতাস অথবা শীতল জল লাগিলে জিহ্বা ও মাড়ী জড়তা প্রাপ্ত হয়।

মুখ—শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই।

ইউপেটো-পারফো—জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাভ-ক্লেদযুক্ত। স্বাদ তিক্ত।

ফেরাম মেটা—জিহ্বা—সাদা কোটিংযুক্ত।

মুখ—শুষ্ক প্রাতঃকালে। মুখে অত্যন্ত রক্তের আস্বাদ।

ফ্লুওরিক-এসিড্—জিহ্বা—অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় অত্যন্ত লাল; মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত, ঈষৎ সাদা ও শুষ্ক। জিহ্বার চতুর্দ্দিকে গভীররূপে ফাটাফাটা এবং তাহাদিগের মধ্যে ক্ষতের ন্যায় দেখা যায়।

মুখ—ধোঁড়ের (Fauces) ভিতর শ্লেষ্মা জমা হেতু নিদ্রাভঙ্গ।

জেলসিমিয়াম্—জিহ্বা—হরিদ্রাভ-সাদা। জিহ্বায় কটা রংবিশিষ্ট পুরু ক্লেদ। প্রায় পরিষ্কার। পার্শ্বদ্বয় লাল ও মধ্য সাদা।

স্বাদ—পচা ও তৎসঙ্গে রক্তমিশ্রিত লালা। তিক্ত স্বাদ। নিশ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। কথা ভারী (যেন মাতালের ন্যায়, মস্তিষ্কের তলভাগে রক্তাধিক্য হেতু)।

গ্লোনইন্—স্বাদ—তিক্ত ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। মসলার ন্যায়, মিষ্ট, গরম ও তৎপর চর্ব্বির ন্যায় আস্বাদ।

জিহ্বা—দুগ্ধের ন্যায় সাদা বটে, কিন্তু কোন কোটিং নাই ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত মাথাবেদনা। অথবা সামান্য কোটিং। আহার করিতে পারে না। দুর্ব্বল টাইফয়েড্ অবস্থা। জিহ্বা স্ফীত এবং ক্ষতের ন্যায় বোধ হয়। জিহ্বায় খোচানবৎ বেদনা, কথাবার্ত্তা বলিতে কষ্ট হয়, কারণ জিহ্বা এবং মস্তিষ্কের শক্তি নিস্তেজ।

মুখ—মুখে গাজলা উঠা ও কন্ভালশন্।

গ্র্যাফাইটিস্—স্বাদ—অম্ল, লবণ, তিক্ত; ও পচা ডিমের ন্যায়।

জিহ্বায়—সাদাকোটিং। জিহ্বার নিম্নভাগে ঈষৎ ক্ষত।

মুখ—প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক। নিশ্বাস প্রশ্বাসে মূত্রের ন্যায় গন্ধ।

হেলেবোরাস—জিহ্বা—শুষ্ক। পাণ্ডু সাদা। টাইফয়েড ইত্যাদি

জ্বরে শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ। অল্প বহির্গত হয় এবং দক্ষিণে ও বামে সঞ্চালিত হইতে থাকে। কম্পিত। অসাড় ও স্ফীত। ফুস্কুড়িপূর্ণ। অগ্রভাগ গোটা গোটাময়।

মুখ—মুখ এবং তালু শুষ্ক, মুখ এবং মাড়ীতে ক্ষত।

হেলোনিয়াস—জিহ্বা—সাদা (বহুমূত্র রোগে)।

হাইড্রাষ্টিস্—স্বাদ—গোলমরীচের ন্যায় অথবা জলের ন্যায়।

জিহ্বা—স্ফীত এবং দন্ত সকলের ছাপযুক্ত। সাদা কোটিং ও তন্মধ্যের হরিদ্রাবর্ণের একটী ডোবার ন্যায় দৃষ্ট হয়। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, অথবা যেন খোলস পরিত্যক্ত অবস্থার ন্যায়, তৎসঙ্গে কৃষ্ণ-মিশ্রিত লালবর্ণ এবং প্যাপিলিগুলি প্রবর্দ্ধিত।

মুখ—পারদ অথবা ক্লোরেইট্ অব্ পটাশ ব্যবহারের দরুণ মুখের ভিতর প্রদাহ ও ক্ষত (প্রসূতি এবং দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদের মুখে এইরূপ অবস্থা)।

হাইওসায়েম্যাস্—স্বাদ—পচা। অত্যন্ত কথা বলে অথবা চুপ করিয়া থাকে।

জিহ্বা—লাল অথবা কটা রং, শুষ্ক, ফাটাফাটা কঠিন। একখানি দগ্ধ-লেদার (Leather) অর্থাৎ পরিষ্কৃত চর্ম্মের ন্যায় শুষ্ক খরখরে। সাদা। জিহ্বার প্যারালিসিস্। কষ্টের সহিত জিহ্বা বহির্গত হয়, এবং বাহির হইলে আর ভিতরে লইতে সামর্থ্য থাকে না।

লালা—লালা নিঃসরণ। লালা লবণাক্ত ও রক্তময়।

মুখ—মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

হাইপারিকাম্—জিহ্বা* সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত।

* অত্যন্ত তৃষ্ণা।

N. B. মেনিঞ্জাইটিস্ অর্থাৎ মস্তিষ্কের ঝিল্লির প্রদাহ রোগে জিহ্বার এই প্রকার অবস্থায় হাইপারিকাম দ্বারা ডাক্তার হেরিং অতি চমৎকার ফললাভ করিয়াছেন।

ইগ্নেসিয়া—স্বাদ—টক, অথবা চাখড়ির ন্যায়। খাইবার সময় অথবা কথা বলিতে জিহ্বা দন্তে দংশিত হয়।

আইওডিয়াম্—স্বাদ—লবণাক্ত। জিহ্বাগ্রে মিষ্ট

জিহ্বা—জিহ্বা শুষ্ক। কটাবর্ণ এবং শুষ্ক। পুরু ক্লেদযুক্ত।

লালা—পারদ ব্যবহারের পর লালা নিঃসরণ।

মুখ—মুখ শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে পচাগন্ধ, মুখ ধৌত করিলেও সে গন্ধ দূর হয় না। মুখে ক্ষত। মুখের ভিতর ক্রুপ্ নামক ক্ষত হইতে যে প্রকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়, সেই প্রকার ঘন, কটাবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। মুখের ক্ষত ভস্মের রংবিশিষ্ট।

ইগ্নিকাক্—স্বাদ—তিক্ত। ঈষৎ মিষ্ট ও রক্তের মত। পচা তৈলের মত।

জিহ্বা—পরিষ্কৃত। হরিদ্রা অথবা সাদা ফেঁকাসে। কথা কহিতে অনিচ্ছা। জিহ্বা শুষ্ক।

কেলি-ব্রাইক্রোমিকাম্—স্বাদ—তামাটে। ঈষৎ মিষ্ট। অম্ল। প্রান্তে তিক্ত।

জিহ্বা—প্রশস্ত অথবা পার্শ্ব যেন মোড়ান। জিহ্বায় যেন একগাছা চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ। জিহ্বা পুরু। হরিদ্রাবর্ণ, পার্শ্বদ্বয় লাল এবং ছোট ছোট ক্ষতপূর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক। লাল। ফাটা ফাটা জিহ্বার পার্শ্বে গভীর ক্ষত।

মুখ ও লালা—মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। জল খাইতে ভাল বোধ হয়। লালার বৃদ্ধি। তিক্ত। আঠা ও ফেণাযুক্ত। লবণের ন্যায় স্বাদ।

ল্যাকেসিস্—স্বাদ—টক্। প্রত্যেক জিনিসই টক্ লাগে। জিহ্বা—জিহ্বা এবং কথা ভারী। সম্যক্ হাঁ করিতে পারে না। *জিহ্বা কম্পিত ও বাহির করিতে অতি কষ্টকর (ডিপথিরিয়া ইত্যাদি রোগে)। জিহ্বার এই লক্ষণকে ডাঃ হেরিং ল্যাকেসিসের একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। জিহ্বা বাহির করিতে গেলে কাঁপিতে থাকে। স্ফীত এবং সাদা ক্লেদযুক্ত। প্যাপিলিগুলি বৃহৎ। অগ্রভাগ শুষ্ক, রক্তবর্ণ ও ফাটা। অগ্রভাগ লাল এবং মধ্যভাগ কটাবর্ণ। যক্ষ্মারোগের শেষাবস্থায় মুখের ভিতর ক্ষত। তালুর ঝিল্লী যেন উঠিয়া গিয়াছে এ প্রকার বোধ।

লরোসিরেসাস্—জিহ্বা—শুষ্ক। কর্কশ। শুষ্ক এবং সাদা। শীতল।

মুখ—মুখের ভিতর ফেণা উঠা (মৃগীরোগে)। মুখ শুষ্ক।

লাইকোপোডিয়াম্—স্বাদ—অম্ল, তিক্ত এবং চর্ব্বির ন্যায়।

জিহ্বা —* জিহ্বা সবেগে নির্গত হয় এবং এদিক ওদিক নড়িতে চড়িতে থাকে। জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া রোগীর এক প্রকার বিশ্রী চেহারা হয়। এই দুইটী লাইকোপোডিয়ামের প্রধান লক্ষণ। এঞ্জিনা এবং ডিপ্‌থিরিয়া রোগে এই লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জিহ্বার কন্‌ভাল্‌শন্। জিহ্বা ভারী এবং কম্পিত। লাল ও শুষ্ক, পরে কাল এবং কটা কটা হইয়া যায়। জিহ্বার কোন কোন স্থান বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে। জিহ্বাগ্রে ফুস্কুড়ি দেখা যায়। জিহ্বার উপরে এবং নীচে ক্ষত।

মুখ—মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা নাই।

মার্কিউরিয়াস—স্বাদ—তিক্ত, মিষ্ট, লবণ, পচা, অথবা স্বাদশূন্য অবস্থা।

জিহ্বা—শুষ্ক। কঠিন। কাল কোটীংযুক্ত। লাল এবং শুষ্ক। লাল ও তৎসঙ্গে কাল দাগ ও জ্বালা। জিহ্বা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। ভিজা এবং ক্লেদযুক্ত। অত্যন্ত পুরু কোটীং। মেটে হরিদ্রাবর্ণ। তৎসঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। স্ফীত। পাতলা লক্‌লকে এবং দন্তের ছাপযুক্ত।

মুখ—মুখের ভিতর বড় বড় ফোস্কা। দাঁতের মাঢ়ী দিয়া রক্ত পড়ে। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। লালা দুর্গন্ধময় ও তাহার স্বাদ তামাটে। মুখে য়্যাপ্‌থি নামক ক্ষত।

মার্ক-কর—জিহ্বা—ওষ্ঠ এবং জিহ্বা সাদা এবং সঙ্কুচিত। জিহ্বায় সাদা পুরু ক্লেদ অথবা শুষ্ক লাল অবস্থা। প্যাপিলিগুলি বড় বড়। মুখ—শুষ্ক ও অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখের ভিতর, গলায় অথবা মাঢ়ীতে ক্ষয়শীল ঘা। গালের ভিতর এবং ওষ্ঠে য়্যাপ্‌থি নামক ক্ষত ও তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি সমস্ত দৃষ্ট হয়।

মার্ক-আইওডাইড্—জিহ্বা—জিহ্বার মূলদেশ উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় লাল।

মার্ক-আইয়ড্-রূবার—জিহ্বা—শুষ্ক এবং ভিজাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। জিহ্বা ক্লেদযুক্ত।

মিউরিয়েটিক্-এসিড্—স্বাদ—ডিম্ব পচার ন্যায় ও তৎসঙ্গে লালা-নিঃসরণ। প্রত্যেক পদার্থ মিষ্ট লাগে।

জিহ্বা—সীসকের ন্যায় ভারী এবং কথা বলিতে বাধা জন্মায়। জিহ্বা শীর্ণ।

জিহ্বায় নীলবর্ণ ঘা। জিহ্বায় বৃহৎ ক্ষত, তাহার নিম্নভাগে কাল এবং ক্ষত-স্থান ফুস্কুড়িপূর্ণ।

লালা—অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

ন্যাট্রাম্-কার্ব—জিহ্বা—শুষ্ক। কথা কহিতে অনিচ্ছা। লালা নিঃসরণ বৃদ্ধি হয়।

মুখ—মুখ এবং গলার ভিতর শুষ্ক ও জল খাইতে ইচ্ছা।

ন্যাট্রাম্-মিউ—স্বাদ—লবণাক্ত, ও তৎসঙ্গে শুষ্ক জিহ্বা ও আহারে অরুচি। তিক্ত। উপবাস করিলে মুখে টক আস্বাদ অথবা মুখ পচিয়া থাকে। জলের স্বাদ পচা। স্বাদশূন্য অবস্থা।

জিহ্বা—শুষ্ক বলিয়া যত কষ্ট প্রকাশ করে, কিন্তু জিহ্বা তত শুষ্ক নহে। জিহ্বা ভারী এবং কথা কহিতে কষ্ট। শিশুরা গোঁণে কথা কহিতে শিখে। জিহ্বাতে মানচিত্রের ন্যায় অঙ্কিত। *জিহ্বায় যেন একগাছা চুল পড়িয়া রহিয়াছে বোধ হয়, ইহা এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা। মুখ, ওষ্ঠ, বিশেষ জিহ্বা শুষ্ক; উপরের ওষ্ঠে রক্তবর্ণ ফোস্কা। *জিহ্বায় এবং মুখের মধ্যে ফুস্কুড়ি ও ক্ষত, তাহাতে খাদ্যদ্রব্য লাগিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়, ইহাও এই ঔষধের একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। হার্পিস্।

নাইট্রিক্-এসিড্—স্বাদ—আহারের পর তিক্ত। অম্ল এবং তৎসঙ্গে গলার ভিতর জ্বালা।

জিহ্বা—সাদা, শুষ্ক। লালা-নিঃসরণ-সহ হরিদ্বর্ণ কোটীং। শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা। উপদংশ রোগে অসমাকৃতি ক্ষত সকল জিহ্বার পার্শ্বে দেখা যায়। জিহ্বা সাদা এবং তাহাতে ক্ষত; মুখে লালা ও দুর্গন্ধ। পারদের অপব্যবহারের পর মুখ স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

ন্যাক্স-মস্কেট—স্বাদ মেটে। চা-খড়ির ন্যায় তিক্ত।

জিহ্বা—শুষ্ক এবং যেন অসাড়। তৃষ্ণা রহিত। সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত, তাহার মধ্যে মধ্যে লাল প্যাপিলি দেখা যায়। অবশ, শিশু বয়স্থ হইয়াও কথা বলিতে অক্ষম। শিশুদিগের জিহ্বায় য্যাপ্থি নামক ক্ষত।

মুখ—মুখ এবং গলা শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই।

লালা—তুলার ন্যায়।

নাক্স-ভমিকা—স্বাদ—তিক্ত। টক।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ পুরু কোটীংযুক্ত। কাল এবং কৃষ্ণ-মিশ্রিত রক্তবর্ণ পার্শ্বদ্বয় ফাটা ফাটা।

মুখ—মুখের ভিতর প্রদাহ। এ্যাপ্‌থি নামক ক্ষত। দাঁতের মুসলা স্কার্ভি-রোগগ্রস্ত। জমাট রক্ত থুথুর সঙ্গে পড়ে। যেন মুখে কোন জিনিস রাখিয়া কথা বলিতেছে বোধ হয়। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণার প্রাবল্য নাই।

ওপিয়াম্—জিহ্বা—অসাড়, কথা বলিতে কষ্টকর। জিহ্বা কম্পিত। অপরিষ্কৃত, হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদবিশিষ্ট যেন কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়া রাখিয়াছে। কাল জিহ্বা। মুখ এবং জিহ্বায় ক্ষত। মুখ—শুষ্ক। লালার সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

অক্‌জ্যালিক-এসিড্—জিহ্বা—স্ফীত ও পুরু, সাদা কোটীংযুক্ত। সাদা কোটীং ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা ও বমনেচ্ছা। জিহ্বা স্ফীত, বেদনাযুক্ত, লালবর্ণ, শুষ্ক ও তাহাতে জ্বালাবোধ। স্বাদ ও তৃষ্ণাহীনতা।

মুখ—মুখের ভিতর জলের ন্যায় লালা।

ফস্‌ফরাস্—স্বাদ—তিক্ত। দুগ্ধপানের পর অম্ল আস্বাদ।

জিহ্বা—শুষ্ক, অচল এবং কাল চটাযুক্ত। ফাটা ফাটা। ভর্জ্জিত অথবা চক্‌চকে। শুষ্ক। সাদা কোটীংযুক্ত। খোঁচানবৎ বেদনা। হরিদ্রাভ কোটীং। কেবল মধ্যভাগে কোটীং দেখা যায়। মুখ—মুখে ও জিহ্বায় য়্যাপ্‌থি নামক ক্ষত। মুখের ক্ষত হইতে সহজেই রক্তপাত হয়।

লালা—লবণাক্ত অথবা মিষ্ট স্বাদ।

ফস্ফরিক্-এসিড্—জিহ্বা—জিহ্বার মধ্যভাগে লাল ডোরা। টাইফয়েড্ ইত্যাদি পীড়ায় জিহ্বা এবং ওষ্ঠ ফেঁকাসে বর্ণ। জিহ্বা এবং মুখে আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা। অজ্ঞাতসারে জিহ্বার পার্শ্বে দন্তের দংশন হয়। মুখ এবং গলা শুষ্ক। জিহ্বার উপর সাদা ভস্মের ন্যায় কোটীং। উপদংশ রোগগ্রস্ত শিশুদিগের হাম উঠার পর ক্যাঙ্কমরিস হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

ফাইটোলেক্কা—স্বাদ—তামাটে।

জিহ্বা—জিহ্বার অগ্রভাগ আগুনের মত অত্যন্ত লাল। হরিদ্রাবর্ণের কোটীং এবং শুষ্ক। জিহ্বার মূলদেশে পুরু ক্লেদ। পারদের ক্ষতের ন্যায় ছোট ছোট ক্ষত। অত্যন্ত লাল, কখনও তাহার রং হরিদ্রাবর্ণ। দক্ষিণদিকের গালের ভিতর ক্ষত, সেই দিকে কোন খাদ্য দ্রব্য চুষিতে পারা যায় না। কাশিতে কাশিতে মুখ শুকাইয়া যায়; পারদ ব্যবহারের দরুণ দাঁতের গোড়া প্রদাহযুক্ত ও তাহা হইতে লালা নিঃসরণ।

প্লম্বাম্—স্বাদ—মিষ্ট।

জিহ্বা—শুষ্ক, কটা রং বিশিষ্ট ও ফাটা; হরিদ্রাবর্ণ অথবা সবুজবর্ণের কোটীং।

পাল্‌সেটিলা—স্বাদ—স্বাদশূন্য অবস্থা ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি। কোন বস্তুর স্বাদ ভাল লাগে না।

মুখ—আঠা। সর্ব্বদা মুখ ধুইতে ইচ্ছা। মুখ পচা মাংসের ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট হইয়া প্রাতে বমনেচ্ছা হয়। আহার এবং পানের পর প্রায়ই মুখ তিক্ত।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ এবং আঠাযুক্ত ক্লেদাবৃত। শুষ্ক, খর্‌খরে, কিন্তু তৃষ্ণা নাই। জিহ্বা অত্যন্ত বড় ও প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। জিহ্বার পার্শ্ব ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত, এবং বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে।

লালা—লালার স্বাদ মিষ্ট। থুথু তুলার ন্যায় এবং ফেনবিশিষ্ট।

হ্রুস্ র‍্যাডিকান্‌স্—জিহ্বা—হরিদ্রাবর্ণ অথবা কটা রঙের কোটাংযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল।

পডোফাইলাম্—স্বাদ—কোন স্বাদ নাই। অম্ল কি মিষ্ট বলিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই টক বোধ হয়। জিহ্বা—সাদা ক্লেদযুক্ত ও তৎসঙ্গে পচা স্বাদ। সাদা, আর্দ্র, এবং তাহাতে দাঁতের ছাপ দেখা যায়। শুষ্ক, হরিদ্রাবর্ণ। জাগ্রত হওয়া মাত্র জিহ্বা ও মুখ শুষ্ক।

লাল অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

সেরিনাম্—স্বাদ—কোন স্বাদই পায় না ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি। স্বাদ তিক্ত, কিন্তু আহার কিম্বা পান করিলে তাহা দূর হয়। মুখে পচা স্বাদ। বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিলে ভাল বোধ হয়।

জিহ্বা—শুষ্ক। অগ্রভাগ শুষ্ক এবং দাহযুক্ত। সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটিংযুক্ত। নিম্ন ওষ্ঠের ভিতরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

হ্যাস-টক্স—স্বাদ—আহারের পর এবং প্রাতঃকালে পচা স্বাদ। তামাটে স্বাদ। খাদ্য দ্রব্য [illegible]তঃ রুটি তিক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা—শুষ্ক, [illegible], ফাটা ফাটা। জিহ্বাগ্র ত্রিভুজাকৃতি রক্তবর্ণ। প্রায়ই এক পার্শ্ব সাদা। হরিদ্রাভ। কটাবর্ণের ক্লেদাবৃত। দাঁতের ছাপ দেখা যায়। জিহ্বা পরিস্কৃত। ক্লেদ নাই অথবা অত্যন্ত শুষ্ক। উজ্জ্বল লালবর্ণ, দেখিতে যেন একখণ্ড গোমাংসের ন্যায়। শুষ্ক কটাবর্ণের জিহ্বা যেন চর্ম্মাবৃত বলিয়া বোধ হয়।

মুখ—শুষ্ক এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। লাল রক্ত-মিশ্রিত এবং নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে নির্গত হয়। মুখ এবং গলার ভিতরে আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা থাকে।

স্যাবাডিলা—জিহ্বা—পুরু হরিদ্রাবর্ণ কোটিংযুক্ত। মধ্যস্থলে সাদা। জ্বরের সময় জিহ্বা আর্দ্র হয়। যেন বহুসংখ্যক ফোস্কা জিহ্বায় রহিয়াছে এরূপ বেদনা জিহ্বা মুখের বাহির করিতে পারে না (গলক্ষত রোগে)। জিহ্বায় ও গলায় বেদনা; কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

সেঙ্গুইনেরিয়া—জিহ্বা—সাদা।

স্বাদ—মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়।

সিকেলী—জিহ্বা—পাতলা অথবা সাদা হরিদ্রাভ-কটাবর্ণ। অথবা ঈষৎ কাল। কখন কখন পুরু হরিদ্রাভ-সাদাবর্ণের কোটিংযুক্ত। শুষ্ক এবং আক্ষেপ যুক্ত; ক্লেদাবৃত। মৃত ব্যক্তির জিহ্বার ন্যায় ফেঁকাসে। জিহ্বায় অত্যন্ত আঠা হেতু বলপূর্ব্বক বহির্নির্গত হইয়া পড়ে, এবং কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়।

মুখ—শুষ্ক, জল খাইলেও শুষ্কতা দূর হয় না। মুখ হইতে রক্ত-মিশ্রিত ফেণা নিসৃত হয়।

সিপিয়া—মুখ—তিক্ত, লবণাক্ত ও পচা স্বাদ। আহারীয় দ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ হয়।

জিহ্বা—জিহ্বায় ফুস্কুড়ি। জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত। মুখে দুর্গন্ধ।

সাইলিসিয়া—স্বাদ—মুখে ডিম্ব-পচার ন্যায় স্বাদ। রক্তের ন্যায় আস্বাদ অথবা ক্ষুধা ও স্বাদশূন্য অবস্থা। জিহ্বা—জিহ্বার উপরে যেন একগাছা

চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়। জিহ্বার উপরিভাগে কটাবর্ণের কোটীং। জিহ্বার একপার্শ্বে ক্ষত এবং তাহা হইতে পুঁজ নিঃসৃত হয়।

স্পাইজিলিয়া—স্বাদ—পচা জলের ন্যায় আস্বাদ। জিহ্বা—হরিদ্রা-বর্ণের কোটীংযুক্ত। জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়ি। ফাটা ফাটা।

স্পঞ্জিয়া—স্বাদ—গলার ভিতর তিক্ত ও মুখ মিষ্ট।

জিহ্বা—কটা বর্ণ। শুষ্ক। মুখের ভিতর ও জিহ্বায় ফুস্কুড়ি। হুপিংকাশীতে গলা শুষ্ক হইয়া যায়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—জিহ্বা—সাদা কোটীংযুক্ত। জিহ্বার পার্শ্বে বেদনা। মুখ—মুখ দিয়া অত্যন্ত জল উঠা।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—স্বাদ—তিক্ত, সমস্ত খাদ্য খড়ের ন্যায় বোধ হয়।

মুখ—তোতলা কথা, এমন কি কথা বলিতে মুখ একবার বামে, একবার দক্ষিণে সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

জিহ্বা—ঈষৎ সাদা এবং তন্মধ্যে সুন্দর রক্তবর্ণ ফুট্নি ফুট্নি দাগ। অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল। শুষ্ক লাল। শুষ্ক এবং ভর্জ্জিত। ফেঁকাশে লাল এবং জিহ্বা সাদা সঞ্চালিত হইতে থাকে। স্ফীত এবং ক্লেদময় জিহ্বা। মধ্যভাগে হরিদ্রাবর্ণ। শুষ্ক। স্ফীত এবং জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

লালা—মুখ এবং গলা এত শুষ্ক যেন চক্‌চক্ করিতে থাকে। তৃষ্ণা। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

* জ্বর এবং শীত হওয়ার সঙ্গে অত্যন্ত লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। মহাত্মা হেরিং এইটাকে প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

সাল্‌ফার—জিহ্বা—জিহ্বা সাদা। অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় রক্তবর্ণ (প্রায়ই উৎকট তরুণ পীড়ায়)। সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ, কটাবর্ণ, এবং শুষ্ক। প্রাচীন ব্যাধিতে প্রাতে জিহ্বা ক্লেদাবৃত, দিবাভাগে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। রক্তবর্ণ এবং অগ্রভাগ সাদা।

মুখ—জ্বরে এবং পারদ ব্যবহারের পর অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ এবং তজ্জন্য বমনোদ্রেককারী স্বাদ। এমন কি তাহার সমস্ত অসুখই যেন ঐ লালা হইতে হইতেছে এরূপ বোধ করে। মুখে দুর্গন্ধ (বিশেষ আহারের পরে)। মুখে ফোস্কা এবং ক্ষত।

ট্যারাক্সেকাম্—স্বাদ—আহারের পূর্ব্বে মুখ তিক্ত। মাখন এবং মাংস টক ও লবণাক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা—লাল, জিহ্বাতে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। জিহ্বা সাদা কোটীং-যুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া সেই স্থানে কৃষ্ণাভ লালবর্ণ দেখা যায় এবং তাহা স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়। জিহ্বা মানচিত্রাঙ্কিতের ন্যায় দেখা যায়।

থুজা—স্বাদ—মিষ্ট। পচা ডিম্বের ন্যায়। খাদ্য দ্রব্যে লবণ কম বোধ হয়। রুটি শুষ্ক এবং তিক্ত লাগে।

জিহ্বা—পুনঃ পুনঃ জিহ্বা দংশন করে। জিহ্বা সাদা কোটীংযুক্ত। বেদনা-যুক্ত ফুস্কুড়ি। তালুতে বেদনা এবং ঢোক্ গিলিতে কষ্ট বোধ হয়।

মুখ—মুখে ক্ষত, উহা দেখিতে গরমির ঘায়ের ন্যায় (অত্যন্ত পারদ ব্যবহারের পর)। গোটা গোটাময় জিহ্বা। র‍্যাপ্থি নামক ক্ষতের ইহা একটী প্রধান ঔষধ।

ভিরেট্রাম্—স্বাদ—তিক্ত। মিষ্ট। পচা।

জিহ্বা—শীতল এবং সঙ্কুচিত। স্ফীত, শুস্ক, ফাটা এবং লাল। সাদা এবং তৎসঙ্গে জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ লাল। হরিদ্রাভ কটাবর্ণের ক্লেদযুক্ত। জিহ্বার পশ্চাদ্দিকে কালবর্ণ। কথা আড়াইয়া যায়। জিহ্বা অত্যন্ত ভারী (বিশেষতঃ টাইফয়েড্ অবস্থায়)।

মুখ—শুষ্ক অথবা ফেনপূর্ণ। মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা উদ্গারণ হয়।

ভিরেট্রাম্-ভিরিডি—জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ও তন্মধ্যে লাল ডোরা ডোরা। মুখ—মুখ হইতে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ।

জিঙ্কাম—স্বাদ মিষ্ট। তিক্ত। তামাটে।

জিহ্বা—শুষ্ক, কথা কহিতে চায় না। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ ক্লেদযুক্ত ও শুষ্ক (মস্তিষ্কের পীড়ায়)। জিহ্বার বামভাগ স্ফীত, তদ্দরুণ কথা বলিতে বাধা জন্মায়। ফুস্কুড়িপূর্ণ। অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ। জিহ্বা সাদা কোটীংযুক্ত ও অত্যন্ত শীতল। পশ্চাদ্ভাগে হরিদ্রাভ-সাদা কোটীং।

জিহ্বাদির লক্ষণ সম্বন্ধে মন্তব্য।

জিহ্বা।

জিহ্বা মাংপেশী দ্বারা নির্ম্মিত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। ইহাতে বহুসংখ্যক রক্তবহা নাড়ী ও স্নায়ু আছে। মুখগহ্বরস্থ লালা ও অন্যান্য ক্ষরণ ইত্যাদি ইহাকে সর্ব্বদা সিক্ত রাখিয়াছে, সুতরাং আমরা জিহ্বা হইতে যে অন্নবহা নাড়ীর অবস্থা জানিতে পারি এমন নহে, ইহা দ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক শারীরিক অবস্থা, স্নায়ু-বিধান ও মাংসপেশীর অবস্থা, রক্তবাহক যন্ত্র সকল এবং ক্ষরণকার্য্য (Secretion সিক্রীশন্) কি প্রকার ভাবে চলিতেছে তাহা অনেকাংশে স্পষ্ট জানা যাইতে পারে। জিহ্বা, উপবাস অবস্থায় অনেক সময় পাতলা শ্বেতবর্ণ কোটীং দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায়। অনেকের মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাওয়া হেতু জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।

সুস্থ ও পীড়িত অবস্থায় জিহ্বার নিম্ন-
লিখিত পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

(ক) জিহ্বার বর্ণ।

১। বর্ণ স্বাভাবিক উজ্জ্বল লাল—দেহে রক্তাধিক্য হইলে হইয়া থাকে।

২। " মলিন—রক্তস্রাব, বা কোন দৌর্ব্বল্যকর পীড়ায়।

৩। " নীল বা কৃষ্ণ—ফুস্‌ফুস্ বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে।

৪। " অতি উজ্জ্বল লাল—পাকস্থলী বা অন্ত্রের উত্তেজনা অবস্থা কিম্বা প্রদাহে সমস্ত জিহ্বা, অগ্রভাগ বা পার্শ্ব উজ্জ্বল লাল হয়।

৫। জিহ্বার বর্ণ সাদা ও অপরিষ্কৃত হইলে পাকস্থলীরও ঠিক ঐ অবস্থা জানিবে। কোষ্ঠবদ্ধেও জিহ্বার এই অবস্থা দৃষ্ট হয়।

৬। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ—যকৃৎ ও পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ বুঝায়।

৭। ফেঁকাশে—সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা ও রক্তক্ষীণতা হইলে হইয়া থাকে।

(খ) জিহ্বার আয়তন।

৮। আয়তন বৃদ্ধি—জিহ্বার প্রদাহে পারদ সেবন দ্বারা লালা নির্গমন কালে আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৃহৎ, লকলকে অথবা দন্তের

চিহ্নযুক্ত হইলে সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং পরিপাক যন্ত্রের প্রাচীন পীড়া জানা যায়।

৯। জিহ্বা ক্ষুদ্র এবং অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ—কোন উত্তেজনা হেতু এবং পাকস্থলীর প্রাচীন প্রদাহ হইতে হইয়া থাকে।

১০। জিহ্বা প্রশস্ত ও কোমল—দৌর্ব্বল্যকর পীড়ায়।

(গ) জিহ্বার উত্তাপ।

১১। জিহ্বা শীতল—কোল্যাপ্স বা অবসন্ন অবস্থায় (ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে) প্রায়ই দেখা যায়।

১২। উষ্ণ জিহ্বা—রক্তাধিক্য, প্রদাহ এবং জ্বর ইত্যাদি অবস্থায় হইয়া থাকে। স্তন্যপান করার সময় শিশুর মুখ উষ্ণ লাগিলে মাতা সহজে জানিতে পারেন সন্তানের জ্বর বোধ হইয়াছে।

(ঘ) জিহ্বার আর্দ্রতা।

১৩। জিহ্বা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে—স্বাভাবিক অবস্থায়।

১৪। জিহ্বার শুষ্ক বা নীরস অবস্থা—অনেক সময় প্রদাহ এবং জ্বরে দেখা যায়। প্রথমে কোন পীড়ায় জিহ্বা ক্লেদ, মল কিম্বা কোটীং (fur. ফার) যুক্ত হইয়া ক্রমে নীরস, কর্কশ, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে শরীরের নিতান্ত নিস্তেজতা, রক্তের অবিশুদ্ধতা ও লালাক্ষরণের অভাব বুঝায়। ইহা সঙ্কট-অবস্থাজ্ঞাপক। চিকিৎসক তখন সাবধান হইয়া চিকিৎসক করিবেন। শুষ্ক জিহ্বা আর্দ্র হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে পীড়ার উপশম জানিবে। প্রবল পীড়ায় জিহ্বার পার্শ্বদেশ আর্দ্র হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য স্থান আর্দ্র হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে দুরূহ লক্ষণ সকলের উপশম হইতে থাকে। এই জন্য রেমিটেণ্ট, টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বর ও অন্যান্য রোগে সর্ব্বদা জিহ্বা পরীক্ষা করিবে।

(ঙ) কোটীং বা অপরিষ্কৃত অবস্থা।

১৫। সাদাবর্ণ কোটিং—জ্বরের প্রথম অবস্থায়, উৎকট প্রদাহে, বা বাতরোগে দেখিতে পাওয়া যায়। দুরূহ জ্বরের শেষভাগে ঐ ক্লেদ পুরু ও কটা কিংবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে।

টাইফয়েড্ অবস্থায় জিহ্বা—মল পুরু, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং দন্তের উপর

অপরিষ্কৃত এক প্রকার কোটীং জন্মে, ইংরাজিতে তাহাকে সর্ডিস্ (Sordes) বলে। জিহ্বার এইরূপ অবস্থা হইলে, রক্ত দূষিত, ক্ষরণ (Secretion) সিক্রীশন সমূহের দোষ ও অন্ত্র হইতে ক্লেদ-নির্গমন বুঝায়।

১৬। ডিস্পেপ্সিয়া বা অজীর্ণ রোগে জিহ্বার অনেক প্রকার অবস্থা দেখা যায়। কখনও কখনও জিহ্বার মূলদেশ কোটীংযুক্ত এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্ব, পরিষ্কৃত ও লালবর্ণ। সমস্ত জিহ্বা লেপযুক্ত, কেবল মাঝে মাঝে পরিষ্কৃত। জিহ্বার উপরিভাগে লম্বাভাবে ফাটা ফাটা দেখা যায়।

১৭। অপরিমিত মদ্যপায়ীদের জিহ্বা ফাটা ফাটা।

১৮। কোষ্ঠবদ্ধ হেতু জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ কোটীংযুক্ত হইতে পারে।

১৯। শীঘ্র শীঘ্র বা একেবারেই পীড়া আরোগ্য হইলে—জিহ্বার পার্শ্বদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমে লাল হইয়া পার্শ্বদেশ হইতে জিহ্বা পাতলা হইয়া আসে।

২০। জিহ্বার মধ্যস্থল বা মূলদেশ হইতে কোটীং উঠিয়া গিয়া ঐ স্থান উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলে শীঘ্র আরোগ্য হইবার সম্ভব নহে।

২১। একবার জিহ্বা কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার মলদ্বারা আবৃত হইলে পীড়ার পুনরাক্রমণ জানিবে, এবং এই জিহ্বার কোটীং শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া গিয়া উজ্জ্বল ফাটা ফাটা ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝায়।

(চ) জিহ্বার ক্ষত।

২২। শৈশাববস্থায় জিহ্বার ও মুখের এক প্রকার সামান্য ক্ষতকে র্যাপ্থি বা থ্রাস্ (Thrush) বলে। ক্ষয়কাশের শেষাবস্থায় এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের পুরাতন পীড়ায় জিহ্বায় নানা প্রকার ক্ষত হইয়া থাকে।

২৩। উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জিহ্বার অধঃপ্রদেশের পার্শ্বে ফাটা ফাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হয়, এবং জিহ্বার উপরিভাগে সোরায়েসিসের ন্যায় হইয়া এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অবস্থা হইয়া থাকে।

(ছ) জিহ্বার কম্পন ইত্যাদি।

২৪। জ্বরাদি প্রবল পীড়ায় জিহ্বা কাঁপিতে থাকে। রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে অক্ষম হইলে শরীর নিতান্ত নিস্তেজ ও স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা বুঝায়। মস্তিষ্কের পীড়াতেও এই প্রকার কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফাস

জ্বরের প্রথম অবস্থায় কখন কখন রোগীর জিহ্বার কম্পন হয় ও তাহাতে কথা বলিতে পারে না, তখন ইহা একটী দুর্লক্ষণ বলিয়া জানিবে। সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাতের পূর্ব্বে জিহ্বার পেশী সমুদায় অবশ বা পক্ষাঘাতযুক্ত হয়। এক-দিকের পক্ষাঘাত (হেমিপ্লেজিয়া) ; জিহ্বা বহির্গমন সময়ে অনাক্রান্ত (সুস্থ) দিকেই বক্র হইয়া নির্গত হয়, ঠিক-সোজাভাবে নির্গত হইতে পারে না। সুস্থ-দিগের মাংসপেশী সকলের শক্তি প্রবল থাকা হেতু এই প্রকার ঘটে। কোরিয়া নামক রোগে জিহ্বা পুনঃ পুনঃ হঠাৎ বহির্গত হয় এবং হঠাৎ মুখাভ্যন্তরে যায়।

লালা।

১। লালা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত—দন্তোদ্গম, গর্ভাবস্থা, মুখগহ্বর প্রদাহ, অতিরিক্ত আইওডিন, এণ্টিমোনি, পারদ বা ডিজিটেলিস ব্যবহার, ইত্যাদি হেতু হইতে হইয়া থাকে ; হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক অবস্থায় (কুকুর শৃগাল দংশনে) ও মৃগী রোগে হইয়া থাকে, পারদ ব্যবহারের দরুণ অধিক লালা নিঃসরণ হইলে তৎসঙ্গে দন্তের মাড়ী বেদনাযুক্ত এবং শরীর জ্বরভাবাপন্ন হয়।

২। লালা শুষ্ক—উৎকট সান্নিপাতিক রোগ এবং স্নায়বীয় অবসাদ অব-স্থায় অনেক সময় লালা প্রায় ক্ষরণ হয় না, তদ্দরুণই জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।

আস্বাদ।

১। স্বল্প আস্বাদ।—স্বাদ-উৎপাদক স্নায়ুর অসাড় অবস্থা হইলে স্বাদ পাওয়া যায় না। জিহ্বা শুষ্ক, পুরু কোটাংযুক্ত হইলে স্বাদের স্বল্পতা হয়।

২। স্বাদ তিক্ত জণ্ডিস, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, অজীর্ণ, পিত্তাধিক্য অত্যন্ত মান-সিক চিন্তা এবং অন্যান্য সামান্য কারণে মুখ তিক্তস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে।

৩। স্বাদ তিক্ত গলিত ডিম্ববৎ—কখন কখন অজীর্ণ রোগে হয়।

৪। " তাম্রবৎ—পারদ ব্যবহারে।

৫। " লবণবৎ—নিউমোনিয়া এবং ক্ষয়কাশাদিতে।

৬। " বিকৃত—স্নায়ুমণ্ডল, পরিপাকযন্ত্র, জরায়ু, ফুস্‌ফুস্‌ ইত্যাদির পীড়ায় সাধারণতঃ আস্বাদ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ওষ্ঠ। LIPS.

জিহ্বার ন্যায় ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি করিলে শারীরিক, স্নায়বীয় ও রক্ত-সঞ্চালন কার্য্যের অবস্থা জানিতে পারা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় শীতের সময় অনেকের ওষ্ঠ ফাটিয়া যায়। রক্তাধিক্যে ওষ্ঠ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; রক্তাল্পতায় ফেঁকাশে ও মলিন দেখা যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা ফাটা হইলে প্রায়শঃ ওষ্ঠও সেই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শৈশব অবস্থায় ওষ্ঠের য্যাপ্‌থি হইয়া থাকে। জ্বরের সময় বা অন্যান্য পীড়ায়, কখনও জ্বরান্তে ওষ্ঠপ্রান্তে হার্পিস অর্থাৎ জ্বরঠুটো দেখা যায়। ঘোর সান্নিপাতিক ও বিকার অবস্থায় ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, ফাটিয়া যায় ও কখন কখন তাহা হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে বা রক্ত জমিয়া চটা বাঁধিয়া ওষ্ঠ এবং মাড়িতে লাগিয়া যায়; এই প্রকার ওষ্ঠ, শারীরিক নিতান্ত নিস্তেজ অবস্থাজ্ঞাপক। কখনও উৎকট দুরূহ রোগে ওষ্ঠের চর্ম্ম মরিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া উঠিতে থাকে। নাসিকা ও ওষ্ঠ খোটা একটি দুর্লক্ষণ। এইক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে ঔষধ-নির্ব্বাচন সময়ে ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ওষ্ঠের বর্ণ।

১। ওষ্ঠ নীলবর্ণ—* মর্ফি-এসিটি, ফস, * একোন, এসিটি-এসি, এগারি-মা, এলুমি, আর্স, বেঞ্জো, কষ্টি, * সিকুটা-ভি, কুপ্রা-আর্স, জেলস্‌, গ্লোনই, হেলে, * আইওড, কেলি-ক্লো, মার্ক-ক, মস্কা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বা, ফস্‌, সেণ্টো, সিকেলী-ক, ষ্ট্রীক্‌, টেবেকা, সিনা। (জ্বরের শীতাবস্থায় আস)।

(ক) ওষ্ঠ ঈষৎ নীলবর্ণ—এগার, আর্স।

(খ) ,, শ্বেতাভ ঈষৎ নীলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ সকল অন্তর্ভাগে দৃষ্ট হয়—মার্ক-সল।

(গ) ,, এবং মুখের অন্যান্য কোমলভাগ নীলাভ দেখায়। আর্জেণ্টা-না।

(ঘ) ওষ্ঠ এবং নখ নীলবর্ণ—চায়নি-সা।

২। ,, কটাবর্ণ (বিশেষতঃ অধর) ওলিয়েণ্ডা।

(ক) ,, ঈষৎ কটাবর্ণ—সোরি, সাল্‌ফ-এসি।

(খ) ,, ইহার লালবর্ণ ভাগে কটাবর্ণ ডোরা—আর্স।

৩। ,, কৃষ্ণবর্ণ—এঁকোন।

(ক) ,, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, মুখের চতুঃপার্শ্বে—আর্স।

(খ) ,, কাল দাগ বিশিষ্ট—আর্স।

(গ) ,, ঈষৎ কালবর্ণ—চায়না।

৪। ,, ফেঁকাশে বা রক্তশূন্য—** ফেরা-এসিটা, * লাইকো, মর্ফি-এসিটি, ইউপেটো-পারফো, সিকেলি-ক, এগারি-মা, এল্‌কোহল্‌, এমিগ্‌ডেলা, আর্স-হাইড্রোজিনি, ক্যাল্‌-কা, ক্যান্থা, ক্যাম্প, কোকা, কল্‌চি, কফি, *হাইড্রোসি-এসি, * কেলিকার্ব, মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি, ওপি, অক্‌জেলি-এসি, প্লাম্বা, ফস, সালফ্‌-এসি, ভ্যালি, ভিরাট।

(ক) ওষ্ঠ ফেঁকাশে মধ্যাহ্নে—জেলস্‌।

(খ) ,, ,, সন্ধ্যাকালে—এলোজ।

(গ) ,, ,, শয়ন অবস্থায়—থিয়া।

৫। ,, অত্যন্ত লাল—মর্ফি-এসিটি, এলো, এমনি-কার্ব, আর্স, বেল্‌, মার্ক-না, ফস্‌, ষ্ট্র্যামো, ** সালফার সাল্‌ফ-এসি;

৬। ,, মুখের চতুর্দ্দিকে হলুদবর্ণ—সিপি, এনিলিনাম্‌।

৭। ,, ফাটা ফাটা—এলো, এপিস, * আর্স, * বোভি, * ব্রাই, * ক্যাপসি, ক্যাল-কা, কার্ব-ভ, চেলি, চায়না, কলচি কোরাল, ক্রোটন-টি, গ্র্যাফা, হেমেমে, ইগ্নে, হিপোমে, আইরিস্‌-ভ, কেলি-কার্ব, কেলি-আইয়ড্‌, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক-কর, মিনিয়াস্থি, মিউর-এসি, * হিপা, * ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, ওপি, প্লাম্বা, পিট্রো, হ্রাস-টক্স, সিপি, সাইলি, সালফ-এসি, * ভিরাট, জিঙ্ক।

(ক) নিম্নোষ্ঠ ফাটা ফাটা ও জ্বালাযুক্ত—স্ট্যাট্রা-কাব।

(খ) নিম্নোষ্ঠ মধ্যস্থলে ফাটা—ক্যামো।

(গ) উপরোষ্ঠ স্ফীত, ফাটা ফাটা ও তাহা হইতে সহজে রক্তপাত—কেলি-কার্ব।

(ঘ) নিম্নোষ্ঠ ফাটা ও বেদনাযুক্ত—জিঙ্ক-মেটা।

(ঙ) উপরোষ্ঠ ফাটা ও জ্বালাযুক্ত—জিঙ্ক।

(চ) মুখের কোণে ওষ্ঠ ফাটা—ইউপেটো-পারফো, স্ট্যাট্রা-মি, মার্ক-সল।

(ছ) নীচের ওষ্ঠ ফাটা ফাটা, বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা বামপার্শ্বে, নিম্নোষ্ঠ এবং মধ্যভাগে ফাটা ফাটা—পাল্‌স।

(জ) ওষ্ঠদ্বয় ফাটা—পাল্‌স।

(ঝ) উপরোষ্ঠের মধ্যভাগ লম্বালম্বিভাবে ফাটা ও তাহাতে বেদনা—স্ট্যাট্রা-মি।

(ঞ) উপরোষ্ঠের টেরাভাগে ফাটা ও তৎসঙ্গে বেদনা—ফস-এসি।

(ট) শীতে ওষ্ঠ ফাটিলে—আর্ণি, বোভি, কার্ব-ভ, কাব-এনি, কেলি-কার্ব, ম্যাগ্নে-মিউ, ওলিয়াম্, এনাকা, ভিরাট।

(ঠ) নিম্নওষ্ঠ মধ্যভাগে ফাটা—ড্রসি, ব্যারাইটা-কার্ব্ব।

(ড) উপরোষ্ঠ ক্ষতযুক্ত ও ফাটা—[illegible]জা।

(ঢ) ওষ্ঠ ফাটা ও তাহা হইতে রক্তপাত—এমোনি-কার্ব।

(ণ) ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, শুষ্ক, ফাটা ফাটা ও তাহা হইতে রক্তপাত হয়—জিন্‌সেঙ্গ।

৮। ওষ্ঠ শুষ্ক—একোন, ইথু, এগারি মা, এলো, এলুমি, ** এণ্টি-ক্রুড, য়্যাস্থেমিস্, এণ্টি-টার্ট, * আর্ণি, * আর্জেণ্ট-না, ব্যারাইটা-কার্ব, বার্বেরিস, * বেল, **ব্রাই, * কোনা, ক্যানা-ই, ক্যানা-স্যাটা, ক্যাল্কে কাব ভ, ক্রোমিক-

এসি, সিমিসি, ককিউ, ড্রসি, ইউপেটো, ফ্যাগো, হেমামে, আইওড, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, কেলি-আইওড, ল্যাকে, লাইকো, মিনিয়াস্থি, মার্ক-আইওড, * নাক্স-ম, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফাইজো, ফাইটো, প্ল্যাণ্টা, গ্র্যাফা, মার্ক-সল, থুজা, পাল্স্, ভিরাট, জিঙ্ক, ** হ্লাস-টক্স, * সেঙ্গু, ষ্ট্র্যামো।

(ক) মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক—ভিরাট।

(খ) শুষ্ক ওষ্ঠ এবং তাহা হইতে মৃত চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া, এবং তাহা বেদনাযুক্ত ও উ —ক্রিয়েজো।

(গ) শুষ্ক ওষ্ঠ, তৃষ্ণা বা তৃষ্ণার অভাব—ক্যাম্ফা।

(ঘ) ওষ্ঠ শুষ্ক, চটচটে, অথচ তৃষ্ণা নাই—আর্জেণ্টা-না।

(ঙ) ,, মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক—আর্জেণ্টা-না।

(চ) ,, ও নাসিকার ধার শুষ্ক ও শল্কাবৃত—সাল্ফা।

(ছ) মাঢ়ী ও ওষ্ঠ শুষ্ক—ব্যারাইটা-কার্ব।

(জ) ওষ্ঠ এত শুষ্ক যেন ভর্জ্জিত হইয়াছে—আর্ণি, ক্যামো, মার্ক।

(ঝ) শুষ্ক ও ভর্জ্জিত ওষ্ঠ তৎসঙ্গে চর্ম্ম কুঞ্চিত—ম্যাঙ্গেনিজ্।

(ঞ) শুষ্ক এবং যেন ভর্জ্জিত ওষ্ঠ, এবং তাহাতে লোহিতাভ কালবর্ণের চটা পড়িয়া থাকে—হ্লাস-টক্স।

(ট) ওষ্ঠ শুষ্ক অথচ প্রকৃত শুষ্ক নহে, অথবা তৃষ্ণার অভাব—নাক্স-ম।

৯। ওষ্ঠে "ক্রাষ্ট" (Crust) বা চটা পড়া—ফস-এসি, এলুমিনা, মার্ক-সল।

(ক) কটা ও হরিদ্রাবর্ণের চটাযুক্ত ইরাপ্শান্ এবং তাহা পূঁজপূর্ণ ও বেদনাশূন্য (নিম্নোষ্ঠ)—ফস-এসি।

(খ) নিম্নোষ্ঠে ক্রাষ্ট —এলুমি।

(গ) উপরোষ্ঠের ধারে হরিদ্রাবর্ণের ক্রাষ্ট ও তাহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা—মার্ক-সল।

১০। ওষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যাওয়া—ক্যাম্বা, ক্যামো, মস্কাস, সালফ-এসি, এলুমি, এনাকা, এপিস, আর্স, * কোবাল্ট, মেজি, প্লাম্বা, প্লাটী, পালস, হ্রাস-ভেনি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, এমোনি-কষ্টি, আইয়ড, ফস্।

(ক) নিম্নোষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যাওয়া—কেলি-কার্ব।

(খ) ওষ্ঠদ্বয়ের চামড়া উঠিয়া যাওয়া এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে রক্তপাত ও বেদনা—প্ল্যাটী।

(গ) মুখের বহির্দ্ধারের চামড়া এরূপ ভাবে উঠিয়া যায়, যেন মাংস দেখা যায়—পালস্।

(ঘ) প্রত্যহ ওষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যায়, অথচ তাহাতে বেদনা ও মুখশুষ্কতা নাই—প্লাম্বা-এসিটা।

(ঙ) ওষ্ঠদ্বয়ের বেদনাযুক্ত—নাক্স-ভ।

(চ) ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও তাহাদের চামড়া উঠিয়া যায়—* * ব্রাই।

(ছ) ওষ্ঠের চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া ও তাহাতে অত্যন্ত বেদনা—নাক্স-ভ।

১১। ওষ্ঠের ইরাপ্শান্ বা চর্ম্মোদ্ভেদ—হিপোমে, ইগ্নে, * * ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, *হ্রাস।

(ক) ওষ্ঠের "জ্বর-ঠুটো" বা বিসর্পিকা, ইংরাজীতে ইহাকে "হার্পিস্" বা হার্পিটিক ইরাপশান্ বলে—ইহাতে সিপি, ফস্, সার্সা, স্কাল্ফা, টেরিবি, *ন্যাট্রা-মি, * আর্স, ন্যাট্র-কার্ব, কষ্টি, ম্যাগ্নে-কা—প্রধান ঔষধ।

(খ) উভয় ওষ্ঠেই হার্পিস্ —সিপি।

(গ) মুখের বাম কোণে হার্পিস ও তাহাতে কর্ত্তন এবং খোঁচানবৎ বেদনা—ফস্।

(ঘ) উপরোষ্ঠে হার্পিস, তাহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা— আর্ণি, হিপার-সালফ; (২) অরাম, ফেরা-মেট্টা, গ্নোনইন, জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো, মেজি, নাইট্রি-এসি, ন্যাট্রা-মি—প্রধান ঔষধ।

(ঙ) মুখের কোণে বড় বড় হার্পিস—সাল্ফা।

(চ) মুখের চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ হার্পিস—আর্স।

(ছ) মুখের বাম কোণে হার্পিস ও তাহাতে চুলকান—কার্ব-ভেজি।

(জ) নিম্নোষ্ঠে "জ্বরঠুঁটো"—কষ্টি।

(ঝ) মুখের সমস্ত নিম্নভাগে হার্পিটিক ইরাপ্শান— ম্যাগ্নে-কা।

১২। ওষ্ঠ অত্যন্ত চুলকায়—(১) ফেলি-কার্ব, থুজা, জিঙ্ক-মেটা, ম্যাগ্নে-কা, ক্যাল-কা, ন্যাট্রা-কার্ব, বার্বেরিস, এমোনি-কার্ব।

১৩। ওষ্ঠের অন্যান্য কয়েকটী গুরুতর অবস্থা।

(ক) ওষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যেন প্রায় অঙ্গারবৎ হইয়াছে— সালফ-এসি।

(খ) ওষ্ঠ বিবর্ণ—মর্ফিয়া।

(গ) " চক্‌মকে ও দেখিতে সতেজ—এণ্টি-টার্ট, এমোনি-কষ্টি, এপিস্, * আর্স, বেঞ্জো, চায়নি-সালফ, কুপ্রা-মে, জেল্স, মর্ফি, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বা, ফস, প্ল্যাণ্টা, সিকেলী, ষ্ট্রিক্‌নিয়া, ট্যাবেকা, ভাইপেরা।

১৪। ওষ্ঠে "সর্ডিস" নামক একপ্রকার ময়লাযুক্ত চটা-পড়া বা মামড়ি—এট্রো, কেলি-ফস্, মার্ক-মিথি, স্কাজা।

দন্ত। TEETH.

দন্তের কয়েকটী লক্ষণ ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্যে আমাদের অনেক সাহায্য করে। শিশুদের দাঁত উঠিবার কালে নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এই সময় দন্ত উঠিতেছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। অজীর্ণ, অত্যন্ত মিষ্ট দ্রব্য বা অম্ল খাওয়া, পারদের অপব্যবহার, ও অধিক মদ্যপান জন্য "দন্ত-ক্ষয়" (কেরিস্) নামক রোগ হয়। টাইফয়েড্ জ্বর বা অন্যান্য পীড়া এবং টাইফয়েড্ অবস্থায় দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও সর্ডিস্যুক্ত" হয়। নিদ্রা, বিকার, কিম্বা অন্যান্য অবস্থায় রোগী, বিশেষতঃ শিশু দন্ত কিড়মিড় করিলে, তাহা এক প্রকার কৃমির সাধারণ লক্ষণ বটে, কিন্তু সকল সময় তাহা নহে; সর্দ্দি, জ্বর, প্রবল প্রদাহ, কম্পজ্বর, মস্তিষ্কের পীড়া ও মস্তিষ্কের উত্তেজনাবস্থা, অন্ত্রের উত্তেজনা, শিশুর দন্তোদ্গম, অন্ত্রে কৃমি থাকা, এই সমস্ত কারণের যে কোন কারণে নিদ্রাবস্থায় দন্ত কিড়্মিড়্ হইতে দেখা যায়। পিতা মাতার উপদংশ রোগ থাকিলে শিশুদিগের দন্তাগ্র করাতের মুখের ন্যায় কাটা কাটা দেখায়।

১। দন্তে দুর্গন্ধ হইলে—কেলি-কার্ব ও প্লাম্বা-এসিটা প্রধান ঔষধ।

২। বর্ণের ব্যতিক্রম। (ক) দন্ত হলুদবর্ণ—* * লাইকো, এলো, আর্স, বেল, কোকা, * আইওড, মার্ক, প্লাম্বা, * * নাইট্রি-এসি। (খ) দাঁত কাল হইয়া যায়—মার্ক, মার্ক-সল, ফস্ সিপি, প্লাম্বাম্-মেটা। (গ) দন্তের রং কাল ভস্মের ন্যায়—মার্ক-সল। (ঘ) দন্ত অতি শীঘ্র কাল হইয়া যায়, অথবা পাশাপাশি ভাবে তাহাদের মধ্যস্থলে কাল কাল রেখা সকল দৃষ্ট হয়—*ষ্ট্যাফি, মিউর এসি। (ঙ)—কটাবর্ণ—মার্ক। (চ) হরিদ্রাভ-কটাবর্ণ—মার্ক, প্লাম্বা। (ছ) দাঁতগুলি সাদা—মিউর-এসি, সোলেনাম-নাই-গ্রাম্। (জ) ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক, ফস। (ঝ) কৃষ্ণাভ-

ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক-সল। (ঞ) অপরিষ্কৃত ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক।

৩। দন্তে "সর্ডিস" বা অপরিষ্কৃত চটা—*আর্স, বেঞ্জোইন, কিউবেব, কেলি-সায়ে, মার্ক-কর, অক্জ্যালি-এসি, *ফস্, *প্লাম্বা, সিকেলী-ক। *পিট্রো, * আর্ণি, এলুমি, * এণ্টি-টার্ট।

N. B.—যে সমস্ত পীড়ায় দন্তে "সর্ডিস" দেখিবে তাহাতে "সর্ডিস" সম্বন্ধে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইল, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। বিকার, সান্নিপাত ও অন্যান্য কঠিন অবস্থায় দন্তে "সর্ডিস্" দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) রক্তময় "সর্ডিস"—প্ল্যাণ্টা, সিকে।

(খ) গাঢ় কালবর্ণ "সর্ডিস—ট্যাবেকা।

N. B.—টাইফাস্ জ্বরে এবং "লো" রেমিটেণ্ট জ্বরে, টাইফয়েড্ অবস্থায় দন্তে রক্তময় ও গাঢ় কালবর্ণ "সর্ডিস" দেখা যায়।

(গ) দন্তে হরিদ্রাবর্ণ "সর্ডিস"—সাল্ফ্ এসি, * প্লাম্বা-এসি, আইয়ড। (ঘ) দন্ত দুর্গন্ধময় মিউকাসে আবৃত—মেজি। (ঙ) কটাবর্ণ মিউকাস দন্তের উপর দেখা যায়—*সাল্ফার।

৪। দন্ত শুষ্ক—এট্রোপি, মার্ক-আইয়ড-ফ্লেবা, মার্ক-সিথি, *ট্যারেণ্ট।

৫। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ বা দাঁত কিড়মিড় করা—*আর্স, বেল, সিকু, কোনা, কুপ্রা-সাল্ফ, হাইয়স, * লাইকো, সিকেলী, ন্যাজা, ওপি, প্ল্যাণ্টে, *ফস্, পাল্স, একোন, এগারি-ফেলো, কাফি, হাইয়স্, ভিরাট, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কলচি, কেলি-কার্ব, মার্ক, নাক্স-ম, প্লাম্বা সোরি, এপিস, * ক্যানা-ইণ্ডি, এণ্টি-ক্রুড, *সিনা।

(ক) নিদ্রাবস্থায় দাঁত কিড়মিড় করা—এগারি-মা, * সিনা, স্যাণ্টোনিন্, মার্ক-সল্, প্লাম্বা, * আর্স, * বেল, কারলস্-ব্যাড,

*ক্যানা-ইণ্ডি, গ্রাণেটাম্, প্লাণ্টে। (খ) রাত্রিতে দাঁত কিড়মিড়—সোরি। (গ) দুই প্রহর রাত্রে দন্ত কিড়মিড়—একোন। (ঘ) কন্‌ভালশন অবস্থায় দাঁত কিড়মিড়—ক্যাল-কার্ব, কফি, ফেরা। (ঙ) রজঃস্বলার পর দন্ত কিড়মিড় করা—ভিরাট। (চ) অত্যন্ত বেগে এবং ভয়ানকরূপে দন্ত কিড়মিড় করা—প্লাম্বা-এসিটা। (ছ) দন্তে দন্ত চাপিয়া ও ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়া দন্ত কিড়মিড় করা ও তৎসঙ্গে দুই হস্তে মোচড়ান আক্ষেপ দেখা যায়; দাঁত কিড়মিড় তৎসঙ্গে মস্তিষ্কের গোলযোগ; দন্ত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে সমস্ত শরীর যেন ঝাঁকি দিয়া উঠিতে থাকে—*ষ্ট্র্যামো

(জ) দাঁত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে দক্ষিণ বাহুর আক্ষেপ; দন্ত-কিড়মিড় সহ মুখে ফেনা এবং তাহাতে পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ; দন্ত-ঘর্ষণ-সহ অত্যন্ত লালা নিঃসরণ; দন্ত ঘর্ষণ এবং দাঁতের বেদনায় সা (স্ত্রীলোক) নিদ্রা যাইতে পারে না—বেল—

৬। দাঁত ক্ষত—এমোনি-কার্ব, আর্স, ব্যারাইটা-কার্ব, বেল, মার্ক, ন্যাট্র-মি, প্লাম্বা, ফস, প্লাণ্টে, ** সিপি, ট্যাবেকা।

(ক) অতিশয় বেদনার পর দাঁতে ক্ষত হইলে—সিপি।

৭। দন্তোদ্গম কষ্টে ও গৌণে হইলে—একোন, এণ্টি-ক্রুড, এপিস, * আর্স, বেল, বোরা, ব্রাই, * ক্যাল-কার্ব, ** ক্যাল্-ফস, কষ্টি, ** ক্যামো, সিনা, * ফেরা, হিপা হাইয়স, ইগ্নে, *ক্রিয়েজো, * ল্যাকে, লাইকো, * ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-সল, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, সোরি, হিয়াম্, সিপি, **সাইলি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সালফার সালফ-এসি, ভিরেট্রাম,—প্রধান ঔষধ।

৮। দাঁতে বেদনা—একোন, ইস্কিউ, এপিস, আর্জে ণ্টা-না, *আর্স, বেল, ব্রাই, * ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, ক্যামো চেলি, সিকুটা; কলোসি, * গ্র্যাফা, হেমামে, হিপোমে, হিপার, ফ্লুওর-এসি, হাইয়স, আইওড, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, ল্যাকনাস্থি, লাইকো, মার্ক-কর, মিউর-এসি, হ্যাজা, * ন্যট্রা-মি, ** নাইট্রি-এসি, *সিপি, রুডো, ফস্, ফাইটো, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রিকৃনিয়া, সাল্ফ-এসি, ট্যারেণ্ট্, ভিরাট্, জিঙ্ক।

৯। শীতবোধ বা অন্য কোন কারণে দাঁতে দাঁতে খট্‌খট্ করিতে থাকে—এর্মান-কার্ব্ব; আর্স, ক্যাল-কার্ব, ** ক্যাম্ফ, সিড্র, চায়না কাফি, **ল্যাকে, মার্ক-সল্, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, প্লাম্বা, ফস, স্পাইজি।

১০। দাঁতে অতিশয় বোধশক্তি—*একোন, এলুমি, * ব্রাই, কল্চি, * আর্জেণ্টা-না, বোলি, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, * লাইকো, মার্ক-কর, **মার্ক-ভ, * ন্যাট্রা-মি। (ক) জলপান করিতে করিতে দাঁতে লাগে—**আর্জেণ্টা-না, * থিরিডিয়াম্।

১১। দাঁতের গোড়া শিথিল—একোন, * আর্স, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কষ্টি, * কোনা, * চায়না, ড্রসি, হিপাঁ, হাইয়স, কেলি-কার্ব, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-কর, *নাইট্রি-এসি, *নাক্‌স-ভ, ওপি, ফস, সিকেলি, সিপি, *সাইলি, সাল্ফার, ষ্ট্যাফি, ভিরাট।

১২। দাঁত উঠিবামাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,—ক্রিয়েজো, ষ্ট্যাফি।

১৩। দাঁতের মুলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মস্তকভাগ স্বাভাবিক থাকে—**থুজা।

১৪। দন্তোদ্গমের প্রথম অবস্থা হইতেই দাঁতে ছোট ছোট কাল ফোঁটা বা রেখা দেখিতে পাওয়া যায় *—ক্রিয়াজো, * ষ্ট্যাফি।

১৫। দাঁত দীর্ঘ বোধ—মার্ক-ভ।

দন্তের মাঢ়ী। GUMS.

১। দন্তের মাড়ী হইতে রক্তপাত—এইল্যান্থাস, *এলুমি, এগারি-মা, *এণ্টি-ক্রু, অর্জেণ্টা-না, এপিস্, আর্স, অরা, * ব্যারাইটা-কার্ব, বেল, বার্বেরিস, বোভি, ক্যাল-কার্ব কার্ব-ভেজি, সিষ্টাস, কোনা, ক্রোটে-ল্যাস্, ইউফর, হেমামে, হিপা, ** আইয়ড, কেলি-কার্ব, কেলি-নাইট্রা, *ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, ন্যাট্রা-কার্ব * ন্যাট্রা-মি নাকস,-ম, প্লাম্বা, ফস্, সিপি, জিঙ্ক, *এম্ব্রা, **ম্যাগ্নে-মি।

(ক) মাঢ়ী হইতে সহজে কিম্বা কোন প্রকার চাপ লাগিলে রক্তপাত—*লাইকো, ফস্-এসি, ডালকা, *কার্ব-ভ, *গ্র্যাফা, ষ্ট্যাফি, **হিপা, **মার্ক, **সিপি, জিঙ্ক-মেটা, ক্যাল্-কার্ব, ** (ষ্ট্যাফি, ক্ষতযুক্ত)।

(খ) মাঢ়ী হইতে রক্তপাত এবং মাঢ়ীর মাংসগুলি ফাঁক হইয়া থাকে—এণ্টিক্রুড।

(গ) চুম্বন দিলে রক্তপাত—অরাম-মেটা, **নাইট্রি-এসি, বোভি, কার্ব-ভ।

(ঘ) দন্তমার্জ্জন করিতে রক্তপাত—*এনাকা, গ্র্যাফা, *লাইকো কার্ব-ভ, অক্জ্যালি-এসি, ফস-এসি, ষ্ট্যাফি, মার্ক-সল, ফস, জিঙ্ক।

(ঙ) থুথুর সঙ্গে রক্তপাত—সিপি, সালফার।

(চ) স্কার্বি রোগগ্রস্তের মাঢ়ী। সহজে পাতলা রক্ত পড়িয়া থাকে—ন্যাট্রা-মি, *নাইট্রি-এসি।

২। সাদা মাঢ়ী—ফেরা, ষ্ট্যাফি।

৩। দাঁতের মাঢ়ী স্ফীত—এগরি-মা, এলুমি, এম্ব্রা এমোনি-কার্ব, আর্স, কেলি, বেল, বিসমার্থ, কালি-কার্ব কাষ্টা, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামা, চায়না, সিষ্টাস, কোনা, কুপ্রা, গ্র্যাফা, হেমামে, আইওড, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মার্ক-সায়েনে, মার্ক-সল, মিউরি-এসি, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি নাইট্রি-

এসি, নাক্স-ভ, ফস্, হ্রাস, সিপি, সাইলি, থুজা, সালফ-এসি, স্পাইজি, সালফার, জিঙ্ক, বোরাক্স্।

(ক) মাঢ়ী স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত—থুজা।

(খ) মাঢ়ী, বাম টন্‌সিল এবং গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত—কেলি-কার্ব।

(গ) মাঢ়ী স্ফীত এবং তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা—গ্র্যাফা।

(ঘ) পশ্চাদ্দিকস্থ মাঢ়ীর দাঁতের গোড়া স্ফীত বেদনাযুক্ত এবং স্পর্শমাত্র বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি—হিপা।

(ঙ) প্রত্যেক রাত্রে মাঢ়ী স্ফীত হইয়া থাকে—মার্ক-সল।

(চ) মাঢ়ী স্ফীত এবং তৎসঙ্গে ওষ্ঠে ও জিহ্বায় ফুস্কুড়ি। মাঢ়ীতে য়্যাব্‌সেস্ বা ফোড়া হওয়ার ন্যায় বৃহৎ ফুলা ও তৎসঙ্গে বেদনা—নাক্স-ভ।

(ছ) দাঁতের গোড়া শিথিল এবং স্ফীত—নাইট্রি-এসি।

(জ) দাঁতের গোড়া ও তৎসঙ্গে গাল স্ফীত—ক্যাল-কার্ব।

(ঝ) উপরের মাঢ়ীর দাঁত স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত ও শীতল জল পানে ঐ পীড়িত স্থানে তাহার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে—ব্যারাইটা-কার্ব।

(ঞ) ক্ষত দাঁতের গর্ত্তমধ্যে সামান্য স্ফীত অবস্থা, তাহাতে এবং মাঢ়ীতে অত্যন্ত বেদনা ও ভারবোধ—স্যাবাইনা।

(ট) মাঢ়ীর বেদনাশূন্য স্ফীত অবস্থা—মার্ক সল্।

(ঠ) মুখগহ্বরের অন্তর্দ্দিকস্থ মাঢ়ীতে স্ফীত অবস্থা এবং তাহাতে গরম কি ঠাণ্ডা বস্তু লাগিলে জ্বালাযুক্ত বেদনা—পাল্‌স।

(ড) দাঁতের মাঢ়ী অত্যন্ত উঁচু উঁচু ফুলো। কখনও তাহাতে বেদনা হয়—সিপি।

(ঢ) মাঢ়ী স্ফীত ও তাহাতে গরম বস্তু আহারে জ্বালা-বোধ—সাইলিসিয়া।

(ণ) দক্ষিণদিকস্থ নিম্নমাঢ়ী স্ফীত এবং তাহাতে চাপ দিলে পুঁজ নির্গত হয়—সাল্‌ফ-এসি।

(ত) দাঁতের মূলদেশে ডুম্বুরের ন্যায় শক্ত ও স্ফীত অবস্থা তাহাতে বেদনা—প্লাম্বা-এসি-টা।

(থ) উপরোষ্ঠ এবং মাঢ়ীর সম্মুখভাগে স্ফীত—লাইকো।

—00—

মুখমণ্ডল।

মুখশ্রী বা মুখচ্ছবি FACE.

পীড়া হেতু মুখমণ্ডলের বর্ণ ও আকৃতির অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তন যদিও একটি সামান্য লক্ষণ বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা অনেক সময় অতি উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ মুখের বর্ণ, আকৃতি এবং ভাব এস্থলে বিবেচ্য—

১। মুখমণ্ডল পিংশেবর্ণ—(১) * * আর্স, ব্রাই, ক্যালকে, একোন, * কার্ব-ভ, কুপ্রা, ক্যাম্ফা, ** চায়না, ** ফেরা, * ইপিকা, * ল্যাকে, ফস, পাল্‌স্, ** সিপি, স্পাইজি, ** সাল্‌ফা, ষ্ট্যান্না, টার্টা, ভিরেট্রা, * এলাম্, আর্ণি, * ক্যাম্ফ, ** সিনা, হেলে, * নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, ** ফস্-এসি, হ্রাস, সেম্বু, সিকে। (২) এণ্টি-ক্রু, এপিস, আরজেণ্টা-না, আর্ণি, বিসমাথ, বোরা, ক্যাল-ফস্, কলচি, কোনা, সাইক্লা, ডিজি, ডাল্‌কা, ইগ্নে, আইয়ড্, জ্যাট্রো, কেলি-বাই, মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, ষ্ট্রিয়াম্, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

২। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ—(১) **একোন, আর্স, **বেল, **ক্যামো, ** ব্রাই, ** চায়না, ককিউ, হিপা, ** হাইয়স, আইয়ড্, * ইগ্নে, * মার্ক, নাক্‌স-ম, ** ওপি, হ্রাস, ষ্ট্র্যামো, ন্যাক্‌স-ভ, সাল্‌ফা। * চায়না, ডাল্‌কা, হাইয়স, ল্যাকে, পাল্‌স্, স্পুইল, টার্টা, ভিরাট।

২। (ক) মুখমণ্ডল উজ্জ্বল—*একোন, ইথু, এমোনি-মি ** ব্যাপটি, ব্যারাই-কা, * বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাল-কা, সিকুটা, ক্যাপসি, লরোসি, ফেরা, হাইয়স, ইগ্নে, জেবোরেণ্ড, লাইকো, মার্ক-ভ, মিউর-এসি, নাক্স-ভ, ফস, ষ্ট্যান্না, টেরিবি, জিঙ্ক, * * ওপি, (শয়ন অবস্থায়—একোন)।

৩। এক দিকের কপোল লাল, অন্য দিকের পিংশে—একোন, * ক্যামো, কলোসি, * ইগ্নে, নাক্স-ভ, ভিরাট্।

৪। কপোলদ্বয় লালবর্ণ—একোন, *ক্যাপ্সি, ক্যামো, * চায়না, এমোনি-মি, ক্যামো, * ফেরা, লাইকো, * মার্ক, নাক্স-ভ, ফস, পাল্স, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ ;—ব্রাই, ক্যানা, ড্রসি, ডাল্কা, আইয়ড্, কেলি, ষ্ট্র্যামো।

৫। পুনঃ পুনঃ মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্ত্তন—কখন পিংশে, কখন বা লাল—(১) একোন, * বেল, ক্যামো, সিনা, ক্রোকা, * ইগ্নে, * নাক্স-ভ, * ফস, প্ল্যাটি, * পালস, ভিরাট ; (২) * এলাম, * অরা, কাপসি, কার্ব-এনি, * চায়না, * ফেরা, গ্রাফা, হাইয়স, * ম্যাগ্নে-কার্ব, স্পাইজি, * স্কুইল, সাল্ফা-এসি।

৬। মুখমণ্ডল নীলাভ রক্তবর্ণ—(১) একোন, এগ্না, ক্যামো, **কুপ্রা, * ব্যাপটি, * ল্যাকে, পালস ; (২) * আর্স, অরা, ** বেল, **ব্রাই, ক্যাম্ফ, কোনা, হিপা, হাইয়স, * ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, সেম্বু, * ওপি, স্পঞ্জি, ভিরাট।

৭। মুখমণ্ডল রক্তাভ ব্রাউন (কটাবর্ণ) (১) * ব্রাই, হাইয়স, * নাইট্রি-এসি, ওপি, সিপি, ষ্ট্র্যামো, * সাল্ফ ; (২) * কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো, পাল্স, সিকেলী।

৮। মুখমণ্ডল হরিদ্রাভ, জলটুসে, চক্চকে পাতলাবর্ণ—(১) আর্স, চায়না, ফেরা, * ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ ; (২) ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্রোকা, ক্রিয়োজো, নাইট্রি-এসি, ফস্, সেম্বু, সিপি, * সাইলি।

৯। মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ—কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লরো।

১০। মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ—* *কোনা, * * ফেরা, * * নাক্স-ভ, ** প্লাম্বা, ** সিপি, ** সালফ, ** ক্যার্ণি, ** আর্স, ক্যাপসি, * চায়না, ** ইউপেটো-পারফা, ফেরা, ** প্লাট্রা-মি, পিট্রো, হ্লাস, * সিপি।

(১০ ক) মুখমণ্ডল বহু দাগযুক্ত—* সিপি।

(১০ খ). ,, হরিদ্রাবর্ণ—*আর্স, কার্ব-ভ, *ডিজি, ভিরেট্রা, কেলি-কা, * লেপ্টা, কেলি-বাই, নাক্স-ভ, * সিপি, মার্ক, নরোসি, আইওড্, নাইট্রি-এসি।

১১। মুখমণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণ—(১) * আর্স, * বেল, * হাইয়স, * ওপি, কেলি-ব্রো, *ভিরেট্রা; (২) একোন, এগ্না, অরা, * ডিজি, * ব্রাই, * ক্যাম্ফ, সিনা, * কোনা, * কুপ্রা, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, সেম্বু, স্পঞ্জি-ষ্ট্যাফি, টাটা।

১২। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলিমাময়—(১) *আর্স, চায়না, *ইপিকা, লাইকো, * নাক্স-ভ, ফস-এসি, * হ্রাস, * সিকে, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা; (২) * এনাকা, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, হিপা, ইগ্নে, ফস্, সিপি, সাল্ফা।

১৩। চক্ষুর চতুর্দ্দিক্ পীতবর্ণ—* নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, স্পাইজি

১৪। ,, ,, হরিদ্রাভবর্ণ—* আর্স, ভিরেট্রা।

১৫। নাসিকার চারিধারে পীতাভবর্ণ—* নাক্স-ভ, সিপি।

১৬। নাসিকার উপর দিয়া কপোলদ্বয় পর্য্যন্ত পীতবর্ণ—সিপিয়া।

১৭। নাসিকা এবং মুখ পীতবর্ণ—* নাক্স-ভ, সিপি।

১৮। পীতবর্ণ বিশিষ্ট, চিক (রগ বা টেম্পল প্রদেশ) দ্বয়—কষ্টিকাম্।

১৯। মুখগহ্বর ঈষৎ নীলবর্ণ—* সিনা, কুপ্রা, ফেরা, * ষ্ট্যান্না।

২০। মুখমণ্ডলে নীলবর্ণ ছোট ছোট দাগ—* ফেরা, সিন কুপ্রা, ষ্ট্যান্না।

২১। ,, পীতবর্ণ দাগ সকল—কলচি, ফেরা, স্যাট্রা, সিপি কষ্টি, * নাইট্রি-এসি, * নাক্স-ভ।

২২। মুখমণ্ডলে লাল দাগ সকল—ক্যাল্কে, লাইকো, হ্রা স্যাবাডি. সেম্বু, * সাইলি, সালফা।

(২২ ক) কপোলদেশে সীমাবদ্ধ লাল দাগ সকল—** চায়না, * ফেরা, * লাইকো, * ফস্, * সাল্ফা।

২৩। মুখমণ্ডলে কাল চিহ্ন সকল—(১) ড্রসি, গ্র্যাফা, ন্যাট্রা, *নাইট্রি-এসি, সিলিনি, সালফা; (২) বেল; ব্রাই, * ক্যাল্কে, ডিজি, হিপা, ন্যাট্রা-মি, স্যাবাডি, স্যাবাইনা।

২৪। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল চকচকে যেন তৈল মাখান—(১) ম্যাগ্নে-কা, ** ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বা, * সিলিনি; (২) ব্রাই, চায়না, মার্ক, থ্রাস, ষ্ট্র্যামো।

২৫। মুখ ও চক্ষু যেন বসিয়া গিয়াছে—(১) * আর্স, আর্ণি, * চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ভ, * সিকে, এণ্টি-টার্ট, * সিপি, ষ্ট্যান্না, ভিরাট; (২) এনাকা, আর্জেণ্টা-না, * ক্যাম্ফ, সিকিউ, ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস, কলোসি, কুপ্রা, ড্রসি, ইগ্নে, লরোসি, ফেরা, লাইকো, মিউর-এসি, ফস্, ফস-এসি, থ্রাস, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

২৬। নাসিকাগ্র চোখা (তীক্ষ্ণ) এবং মুখ ও চক্ষু বসিয়া যাওয়া—আর্স, চায়না. নাক্স-ভ, ফস্-এসি, থ্রাস, ষ্ট্যাফি, ভিরাট।

(২৬ ক) নাসিকা স্ফীতভাবাপন্ন অবস্থায়—বেল, * কষ্টি, * কেলি-কার্ব, * মার্ক-কর, * ন্যাট্রা-মি, * ফস্-এসি, * পাল্স্, *থ্রাস, * সিপি, ব্যবহার দ্বারা ডাঃ গারেন্সি বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন।

২৭। মুখমণ্ডল দেখিতে মৃতের ন্যায়—(১) * আর্স, চায়না, ফস, ফস-এসি, সিকে, * ভিরাট, ; (২) * ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, কুপ্রা, নাক্স-ভ।

২৮। মুখফুলো ফুলো (স্ফীত)—(১) একোন, * আর্স, ব্রাই, * ক্যামো, * চায়না, হাইয়স, নাক্স-ভ, ওপি, ফস, পাল্স্, সেম্বু, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা; (২) আর্ণি, আর্স, * বেল, * ফেরা, হেলে, ইপিকা, কেলি-কা, ইউপেটো-পা, ল্যাকে, থ্রাস, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ব্যারাই-কার্ব, ষ্ট্যান্না, ভিরেট্রা।

২৯। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে স্ফীত অবস্থা—আর্স, ফেরা, ফস্, পাল্স।

(২৯ ক) চক্ষুর উপরিভাগ স্ফীত—এপিস, * * আর্স, বেল, * * ক্যামো, কেলি-কার্ব।

৩০। চক্ষুর নিম্নভাগ স্ফীত—* * এপিস্, আর্স, চায়না, নাক্স-ভ, * * ফস, ভিরেট্রা, ব্রাই, ক্যাল্কে, সিপি।

(৩০ ক) কপোলদ্বয় স্ফীত ভাবাপন্ন—আর্নি, **ক্যামো, **পাল্স।

৩১। দেখিতে রুগ্নের ন্যায়—(১). চায়না, নাক্স-ভ, ফস্, সালফা; (২) সিনা, ক্রেমা, ল্যাকে, পাল্স।

৩২। মুখমণ্ডলের চর্ম্ম যোঁচান বা লোলিত—ক্যাল্কে, ** লাইকো, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

৩৩। কপালের চর্ম্ম যোঁচান ও (কুঞ্চিত)—(১) ক্যামো, হেলে, ** লাইকো, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা; (২) এমোনি, ব্রাই, গ্রাফা, নাক্স-ভ, হ্লাস।

৩৪। মুখাকৃতি নিতান্ত বিশ্রী—(১) * আর্স, **বেল, কষ্টি, ক্যামো, গ্র্যাফা, **ইথু, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ** ওপি, *সিকে, ** ষ্ট্র্যামো, ** ভিরাট, (২) * ক্যাম্ফ, সিকিউ, ককিউ, * কুপ্রা, হাইয়স্, ** লাইকো, মার্ক, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্লাস, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, স্কুইল।

৩৫। মুখমণ্ডল শীতল—বেল, ক্যাল-কার্ব, *ক্যাম্ফ, কুপ্রা, ভিরাট।

৩৬। ,, ,, কোল্যাপ্স অবস্থাপন্ন—ইথু, * ক্যাম্ফ।

৩৭। ,, মৃত্তিকার বর্ণবিশিষ্ট—** আর্স, বোরা, ** চায়না, লাইকো, ** মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, সাইলি, ** ফেরা।

৩৮। মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল—** বেল, ** ইগ্নে, ** ফস্, ** প্ল্যান্টে, ইথু, কুপ্রা।

৩৯। মুখশ্রী বেকুবের ন্যায়—** ব্যাপ্‌টি, মার্ক-ভ, আর্জেণ্টা না, ক্যাল্-ফস, কষ্টি, লেপ্‌টা, সিপি।

৪০। ,, আন্তরিক ব্যাকুলিতা প্রকাশক—ইথু, ক্যাম্ফ, কুপ্রা।

৪১। ,, ,, ভয়প্রকাশক—একোন।

৪২। মুখশ্রী হতভাগ্যের ন্যায়—মেজি।

৪২। মুখটী হাঁ করিয়া থাকা—*বেল।

৪৪। চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত—পডো, ষ্ট্রামো, * সাল্‌ফা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নাড়ী বা পাল্‌স।

(PULSE.)

অনেক চিকিৎসক নাড়ীর গতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু নাড়ী সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা যে চিকিৎসকের একটী গুরুতর কার্য্য, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

আমাদের দেশে "হাত দেখা" অর্থাৎ নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগের অবস্থা পরিচয় করা এবং তদনুযায়ী ঔষধাদি ব্যবহার করা বহুকাল প্রচলিত আছে।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেক সময় অনেক পীড়ায় নাড়ীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। নাড়ীর গতি লক্ষ্য করিলে, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, শরীরের সাধারণ দৌর্ব্বল্য, কি সবলতা, জ্বরাদি পীড়ার উগ্রতা, জীবনী-শক্তির অবসন্নতা ইত্যাদি বহুবিধ অবস্থা অন্যান্য লক্ষণসহ জানিয়া লইতে পারিবেন।

নাড়ী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী অবস্থা জ্ঞাত থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলির সমসূত্রে মণিবন্ধ স্থানে তোমার অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে রেডিয়েল্ আর্টারীর অর্থাৎ ধমনীর স্পন্দন-গতি অনুভব করিতে পারিবে; সচরাচর নাড়ীর গতি দেখিতে হইলে মণিবন্ধ স্থানেই দেখা হইয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য স্থানের মধ্যে যে সকল স্থানের ধমনী চর্ম্মের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী, সেই সকল স্থানই স্পর্শ করিলে নাড়ী অর্থাৎ ধমনীর গতি অনুভব

করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা বিধায় মণিবন্ধ স্থানেই নাড়ী দেখা হইয়া থাকে। সেইজন্যই নাড়ী দেখার নাম "হাত দেখা" হইয়াছে।

১। স্পন্দন—নাড়ীর স্পন্দন অর্থাৎ প্রতি মিনিটে নাড়ী কতবার স্পন্দিত হয়, আমরা তাহার সংখ্যা গণিয়া দেখিয়া থাকি। স্বাভাবিক অবস্থায় সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী ১৪০ বার স্পন্দিত হয়; ১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ১৩০ হইতে ৮০ বার; যৌবনে ৭০ বার, এবং বৃদ্ধাবস্থায় ৬০ হইতে ৬৫ বার নাড়ী প্রতি মিনিটে স্পন্দিত হয়।

রোগের উগ্রতা ও মৃদুতা অনুসারে নাড়ীর এই স্পন্দন-গতিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

২। নাড়ীর বেগ—উপরে যে স্পন্দনের কথা উল্লেখ করা হইল, সেই স্পন্দন সঙ্গেই নাড়ীর নানাপ্রকার বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে; ইহাকেই ইংরাজীতে "নাড়ীর কুইক্‌নেস্ quickness" বলিয়া থাকে।

(ক) নাড়ীর বেগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণনাড়ী বা সার্প্ পাল্‌স্ (Sharp pulse) বলিয়া থাকি।

(খ) নাড়ী ধীর গতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে Slowpulse "স্লোপাল্‌স" বলিয়া থাকে।

৩। নাড়ীর আয়তন ঃ—

(ক) নাড়ীর স্থূলাবস্থা—কোন নাড়ী পূর্ণ অর্থাৎ ফুল (Full)।

(খ) কোন নাড়ী অত্যন্ত স্থূল অর্থাৎ লার্জ (Large), তাহাকে মোটা নাড়ীও বলা হইয়া থাকে।

(গ) নাড়ী সরু বা ক্ষুদ্র অর্থাৎ স্মল্ (Small)।

(ঘ) নাড়ী সূত্রবৎ অর্থাৎ থ্রেডী (Thready)।

৪। নাড়ীর শক্তি—এস্থলে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করতঃ মনোযোগ-পূর্ব্বক অনুধাবন করিলেই তাঁহা বুঝিতে পারিবে; দেখিবে কোন নাড়ী সবল, কোন নাড়ী দুর্ব্বল, কোন নাড়ী বা লুপ্ত প্রায় কিংবা সম্পূর্ণ লুপ্ত। কোন নাড়ী স্পর্শে কোমল অথবা কঠিন বোধ হইবে; কোন নাড়ী অঙ্গুলি দ্বারা সম্ভবতঃ চাপিয়া ধরিলে, উহা চাপন অগ্রাহ্য করিয়া স্পন্দিত হইয়া থাকে। এই প্রকার

নাড়ীকে ইন্‌কম্প্রেসিবল্ (Incompressible) পাল্‌স অর্থাৎ দুশ্চাপ্য নাড়ী কহে।

যদি তোমার অঙ্গুলি চাপে নাড়ী স্পন্দিত না হইয়া স্থগিত থাকে, তবে সে নাড়ীকে কম্প্রেসিবল্ (Compressible) অর্থাৎ চাপ্য নাড়ী বলা যায়।

৫। নাড়ীর যতি :—

(ক) নাড়ীর হৃদম্ (Rhythm) অর্থাৎ স্পন্দন-সমতা :—কোন নাড়ী রেগুলার (Regular) অর্থাৎ সম; ইহাদের গতি ও স্পন্দন সর্ব্বদা একভাবে দেখিতে পাইবে। এই অবস্থার বিপরীত অবস্থা হইলেই অসম নাড়ী অর্থাৎ ইরেগুলার (Irregular) পালস বলিয়া থাকে।

(খ) ইণ্টারমিটেণ্ট (Intermittent) অর্থাৎ পর্য্যায়যুক্ত বা ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী—ইহাতে নাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ কিছুকালের জন্য থামিয়া থাকে, ইহাকে ভেকগতি নাড়ী বলে।

(গ) নাড়ীর অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ অবস্থা :—(১) নাড়ী জ্যার্কিং (jerking) বা অকস্মাৎ উল্লম্ফনযুক্ত অর্থাৎ ঝাঁকি মারিয়া উঠে। (২) থ্রিলিং বা ট্রেমুলাস (Thrilling or Tremulous) ভাইব্রেটীং Vibrating অর্থাৎ কম্পমান নাড়ী। কম্পমান নাড়ী নিস্তেজ ও শঙ্কাজনক অবস্থাজ্ঞাপক।

এইরূপ নাড়ীর অবস্থানুসারে কোন্ কোন্ ঔষধ উপযোগী তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

(ঘ) ডাইক্রোটিক্ পালস্ (Dicrotic pulse) ডবল, দ্বিত্ব বেগযুক্ত বা দ্বিতরঙ্গিনী পাল্‌স, উৎকট তরুণ জ্বরাদি রোগে দেখা যায় (নাড়ী পরীক্ষা) পঞ্চম খণ্ড দেখ।

১। দুর্ব্বল নাড়ী বা উইক্ (Weak) পাল্‌স—* আর্নি, ডিজি, * ক্যালমিয়া. * লোবিলিয়া. * সিকে, * সেঙ্গু, * স্পাইজি, * ট্যাবেক্যাম ও জিঙ্কাম্ প্রধান ঔষধ। এসিটিক-এসি, * একোন, ইস্কিউ, ইউফরবি, ক্যাম্ফ, এলোজ, আর্স, এমোনি-মিউ, * এণ্টিটার্ট, এরাম, ব্যাপটি, বেল,

ব্রাই, বার্বেরিস, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যাম্ফা, সাইক্লামে, সিড্রন, চায়না, সিমিসি, কোকা, ক্রোটন্-টি, *কার্ব-ভ, **ক্রিয়েজো, **কেলি-কা, কেলি-ব্রো, ক্রোটেলাস, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, জেল্স, গ্লোনইন, হেমামে, এসিড-হাইড্রোসি, হাইয়স, আইয়ড, আইরিস-ভা, ল্যাকটিক-এসি, ল্যাকে, * লরোসি, * মার্ক-কর, মার্ক সল, * মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, * ওপি, ফস্, ফাইটো, রিসিনাস, অক্জ্যালি-এসি, * সাইলি, ষ্ট্রামো, * ভাইপেরা। স্থাজা, নাক্স-ভ, ফস্, ফেরা, ফস্-এসি, সিকে, * ট্যাবেকা, * ভিরেট্রাম-এলব ও ক্যাম্ফার এই কয়েকটী ঔষধ অধিকাংশ সময়েই দুর্ব্বল নাড়ীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। সূত্রবৎ নাড়ী বা থেডী (Thready) পাল্স,—* একোন, এরাম, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাম্ফা, কলচি, কুপ্রা, ডিজি, জেলস্, * হেলে, হাইয়স, আইয়ড, স্থাজা, ওপি, ল্যাকে, অক্জ্যালি-এসিড, প্লাম্বাম, ফস্, ফাইটো, সাল্ফ-এসি, জিঙ্ক-মেটা, * টেরিবি।

৩। সফ্‌ট পাল্স্ (Soft pulse) বা কোমল নাড়ী অর্থাৎ সহজে চাপ্য—এসিটিক্-এসি, ইস্কিউ, আর্স, এট্রোপি, * ব্যাপ্‌টি, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যাম্ফা, ক্যামো, চায়না, কুপ্রা, কোনা, ডিজি, ডালকা, ফেরা, * জেল্স, গ্লোনাইন্, হেমামে, হেলে, হাইয়স্, হাইড্রোসি-এসি আইয়ড, লাইকো, মার্ক-সল, নাক্স-ভ, * ওপি, অক্জ্যালি-এসি, * ফস্, প্লাম্বাম, ফাইটো, হ্রাস, সিকে, ষ্ট্রামো, ষ্ট্রিকনি, * সাম্বাল, ভাইপেরা, জিঙ্কাম্।

৪। কম্পমান নাড়ী (Tremulous pulse)—(১) *আর্স, *ক্যাম্ফ, *ডিজি, * ল্যাকে, * স্পাইজি, প্রধান ঔষধ। (২) বেল, ক্যাক্টা, ক্রিয়েজো, হ্রাস, (৩) একোন, এণ্টি-টার্টা, ক্যাম্ফা, ক্রোটেলাস্, * হেলে, মার্ক-কর। মার্ক-সল, ওপি, অক্জ্যালি-এসি, প্লাম্বাম, ষ্ট্রামো, সাল্ফ-এসি, ভ্যালিরি।

৫। নাড়ী ক্ষুদ্র (স্মল পাল্স Small pulse)—একোন, * ফেরা, ইথু, *হেলে, *মিউর-এসি, * নাক্স-ম, * নাক্স-ভ, *ফস্, * জিঙ্ক-মেটা,—প্রধান ঔষধ। এলাম, এপিস, আর্ণি, আর্স, এসাফি, এট্রোপি, * বেল, ক্যাম্ফ, ব্রাই, কুপ্রা, ক্যানা-স্থাটা, ক্রোটন-টি, * ডিজি জেলস্, হাইয়স, আইয়ড, ল্যাকে, লিডাম, লরোসি, লাইকো, মার্ক-প্রিসি-রু, মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রা, ফস-এসি, স্থাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ওপি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, পডো,

রিসিনাস, * র‍্যাফেনাস, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সালফ-এসি, ট্যানিক-এসি, * টেরিবি, জিঙ্ক-সাল্‌ফ, *ভিরাট।

৬। **নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট** (Slow pulse)—(১) * একোন, * সিকুটা-ভি, * সিকে, ** ডিজি, ক্যালমিয়া সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। (২) ইথুজা, এগারি, এপোসাই-ক্যানা, আর্ণি, আর্স, এসাফি, এট্রোপি, ব্যাপ্‌টি, বেল, বার্বেরিস, ব্রোমিয়াম্, ক্যাম্ফ, ক্যান্সা-ইণ্ডি, ক্যান্থা, চেলি, চায়না, চায়নি-সাল্‌ফ, কোকা, কফি, কলোসি, কুপ্রা. জেল্‌স্. * গ্নোনইন, হেলে, হাই-ড্রাষ্টি, হাইয়স, আইয়ড, আইরিস-ভার্স, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নাইট-এসি, নাক্স-ভ, * নাক্স-ম, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, ফস্-এসি, হ্রাস-টক্স, সিকে, * সেঙ্গু, ষ্ট্র্যামো, ** ভিরাট।

৭। **বিলুপ্ত নাড়ী**—(Pulseless) নাড়ী ডুবিয়া গেলে অর্থাৎ নাড়ী একেবারে না পাওয়া গেলে—(১) * একোন, এগার, এণ্টি, ** আর্স, বেল, * ক্যাম্ফ, চেলিডো, চায়না, কলচি, * ক্রোটেলাস, * কুপ্রা-আর্স, হাইয়স, ডিজি, * এসিড-হাইড্রোসি, ক্যালমিয়া, মার্ক-কর, ন্যাজা, * লরোসি, নাক্স-ভ, * ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, পিট্রো, পডো, ফস্, ষ্ট্রিক্‌নিয়া, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, টেরিবি, ট্যাবেকাম, * ভিরাট; (২) ক্যাকটা, কোনা, ** কার্ব-ভ, জেল্‌স, হেলে, **জ্যাট্রোফা, মার্ক, *সাল্‌ফা, স্যান্টোনিন্! (কন্‌ভাল্‌শনের সময় বিলুপ্ত নাড়ী হইলে * ওপিয়াম একটী প্রশস্ত ঔষধ।

৮। **নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত**—সহজে অনুভব হয় না—একোন, এগনাস, * আর্স, * এণ্টি-টার্ট, এপিস্, বেল, * ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, ক্রোটেলাস, জেল্‌স, গ্নোনইন, হেমামে, হেলে, এসিড-হাইড্রোসি, * ইপিকা, লরোসি, কেলি-বাই, মার্ক-কর, ন্যাজা, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, ফস, * ফস্-এসি, * রিসিনাস্, ট্যাবেকাম, থিয়া, ভাইপেরা।

কন্‌ভাল্‌শনের সময় নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত হইলে—প্রধানতঃ ওলিয়েণ্ডা ও ও নাক্স-ভমিকাই ব্যবহৃত হয়।

৯। **আকুঞ্চিত অর্থাৎ কন্‌ট্রাক্‌টেড্** (Contracted) **নাড়ী**—একোন, এসিটিক-এসি, এণ্টি-টার্ট, আর্স, এসাফি, বিসমাথ, ক্যাল-কার্ব, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যান্থা, সিনা, ক্রোট্-টি, কল্‌চি, কুপ্রা-এসি, হাইয়স, আইয়ড,

কেলি-বাই, লরোসি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি. ফস, হ্রাস, সিকে, ষ্ট্রিক্‌নিয়া, সাল্‌ফ-এসি, জিঙ্ক-মেটা।

১০। ডাইক্রোটিক নাড়ী বা দ্বিতরঙ্গিণী নাড়ী (Dicrotic pulse)—একোন, প্লাম্বাম, এপোসাই, ক্যানাবিস, জিঙ্ক-সালফ। ট্রাইক্রোটিক্ (Triorotic) বা ত্রিতরঙ্গিণী নাড়ী (নাড়ী পরীক্ষা পঞ্চম খণ্ডে দেখ)।

১১। চঞ্চল নাড়ী—আর্স, এণ্টি-টার্ট; আইয়ড, নাক্স-ভ, পিট্রো, হাইড্রোসি, ক্যাম্ফ, অক্‌জ্যালি-এসি, ষ্ট্র্যামো।

১২। নাড়ী উষ্ণ—একোন, এলুমিনা, আর্স, * বেল, মার্ক, চায়না, সিকে-ক, ষ্ট্র্যামো, থুজা, ভাইপেরা, মার্ক-কর। (পেটে বেদনা থাকিলে—প্লাম্বাম্)।

১৩। উল্লম্ফনভাবাপন্ন নাড়ী—এল্‌কোহল, আর্স, এট্রোপি, বেঞ্জো-এসি, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ই, ক্যাম্থা, চায়নি-সাল্‌ফ, ক্লোরোফরম্, গ্লোনইন্, ইউপেটো-পারফো, আইয়ড্, ন্যাজা।

১৪। নাড়ী ফুল্ (Full) অর্থাৎ মোটা ও পূর্ণ—এসিটিক্-এসি, ** একোন, ইস্কিউ-হি, এগার, এল্‌কোহল, * এণ্টি-টার্ট, এপিস্, এপোসাই, আর্নি, আর্স, এক্‌সি, এট্রোপি, * ব্যাপ্‌টি, ব্যারাইটা-কার্ব, বেল, বেঞ্জো-এসি, ব্রোমাইড্, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কাম্থা, কার্ব্বলি-এসি, সিড্রন, ক্যামো, চেলিডো, চায়নি সাল্‌ফ, সিমিসি, কফি, কল্‌চি, কলোসি, কোনা, ক্রোটেলাস্, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, কুপ্রা-সাল্‌ফ, ডিজিটেলিস্, * জেল্‌স, হেলে, হাইয়স্, কেলি-বাই, মার্ক, * মেলি, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, * ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বাম্, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্র্যামো, সালফ-এসি, থিয়া, * ট্যাবেকা।

§§ যাদবচন্দ্র কেরাণী নামক কোন একটি ভদ্রলোকের ওলাউঠা হয়। বহুসংখ্যক দাস্ত হইতে লাগিল, ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ভেদ বন্ধ হইল না। মুখ ও চক্ষু বসিয়া গেল, কিন্তু দেখিলাম তখনও নাড়ী নিতান্ত মোটা ও সবেগে বহিতেছে। এই লক্ষণ অবলম্বনে একোনাইট ৩য় শক্তি ২।৩ মাত্রায় দেওয়ার পরই ভেদের পরিমাণ কমিয়া আসিল, নাড়ীর গতিও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া রোগীর উপস্থিত অবস্থায় যেরূপ থাকা উচিত সেইরূপ হইল। এস্থলে নাড়ীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিলে রোগীর অবস্থা যে কি হইত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

১৫। নাড়ী হার্ড (Hard) অর্থাৎ শক্ত বা কঠিন, অথবা ইন্‌কম্প্রেসিবল (Incompressible) অর্থাৎ দুশ্চাপ্য হইলে—ইস্কিউ, এগার, এল্‌কোহল, এমোনি-মিউ, এণ্টি-ক্রুড্‌, এণ্টি-টার্ট, আর্স, এট্রোপি, *একোন, ব্যারাইটা-কার্ব, কর্ব-এসি, * বেল, *ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, চায়না চেলিডো, সিমিসি, ককিউ, কোরাল, * কুপ্রা-এসি, ডিজি, জেল্‌স্‌, গ্লোনইন্‌, হেমামে, হাইয়স্‌, আইয়ড্‌, লাইকো, * মার্ক-প্রিসি-রুবার, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বাম, পিট্রো, ফস, ফাইটো, সিকে, সেনিগা, ষ্ট্র্যামো, * সাল্‌ফা, * ষ্ট্রিকৃনিয়া, ট্যাবেকাম্‌, ট্যারেণ্ট্‌, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্কাম।

১৬। র‍্যাপিড (Rapid) বা কুইক (Quick) অর্থাৎ দ্রুতগামী নাড়ী—* একোন, ব্রাই, আইড্‌, মার্ক, ফস্‌, হাইয়স, ষ্ট্যানা, এগার, ইস্কিউ, এইল্যান্থাস, * ইথু, এলোজ, এলকোহল্‌, এলাম, এমোনি-মি, এণ্টি-ক্রুড্‌, এপিস, আর্ণি, * আর্স, এসাফি, এণ্ট-টার্ট, এট্রোপি, ব্যাপ্‌টি, * বেল, বেঞ্জো-এসি, বিসমাথ, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্ব-এসি, জেবোরেণ্ড, চায়না, * কল্‌চি, ক্রোটন-টি, কলোসি, কুপ্রা-এসি, ডিজি, জেল্‌স, * হেলে, ইপিকা, ক্রিয়েজো, কেলি-ব্রো, কেলি-ব্রাই, লাইকো, মার্ক-কর, * মিউর-এসি, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বাম্‌, ফাইটো, * ফস, প্ল্যাটি, * হ্রাস-টক্স, স্পঞ্জি, সিপি, ট্যারেণ্ট্‌, ভ্যালিরি, ভাইপেরা, জিঙ্কাম।

১৭। সবল নাড়ী অর্থাৎ ষ্ট্রং (Strong) পাল্‌স—একোন, এল্‌কোহল, এলোজ, এমোনি-কার্ব, এণ্টি-টার্ট, এপিস্‌, আর্ণি, আর্স, বেল, চায়না, কোকা, কোনা, ক্রোটন, জেল্‌স, হাইয়স, মার্ক-কর, ওপি, ফাইটো, ষ্ট্রিকৃনিয়া, ষ্ট্র্যামো।

১৮। অসম নাড়ী অর্থাৎ ইরেগুলার (Irregular) পাল্‌স্‌—একোন, * এগার, এলোজ, এণ্টি-টার্ট, এরাম, আর্ণি, আর্স, এসাফি, এট্রোপি, ব্যারাইটা-এসিটা, বেল, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, * সিমিসি, ককিয়া, কল্‌চি, * ডিজিটেলিন, কুপ্রা-এসি,

* ডিজি, গ্লোনইন্‌, হেমামা, হাইয়স্‌, * মার্ক কর, গ্যাজা, * ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, ফস্‌-এসি, ফাইটো, ফাইজো, হ্রাস-টক্স, * ষ্টিলিন্‌, * সাম্বাল্‌, * সেঙ্গু, ষ্ট্রিকৃনিয়া, * ভিরাট্‌-এল্‌ব।

১৯। নাড়ী ইণ্টারমিটণ্ট্‌ (Intermittent) অর্থাৎ চলিতে চলিতে ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া যায় ইহাকে পর্য্যায়যুক্ত নাড়ী বলে—(১) * চায়না, * ডিজিটেলিস্‌, এবং * ভিরাট্‌ ইণ্টারমিটেণ্ট পল্‌সের অতি প্রধান ঔষধ; তন্নিম্নে (২) * হিপার, * ন্যাট্রা-মি, * ফস্‌-এসি, * সিকেলী; (৩) এসেটিক-এসি, একোন, এগার, এলোজ, এলাম, এমোনি-কার্ব, আর্স, এমোনি-মি, এণ্টি-টার্ট, এপোসাই, বেল, বিস্‌মাথ, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যাম্ফা, কার্বলি-এসি, কার্ব-ভেজি, চায়না, চিনি সালফ, সিনেবারিস, কফিয়া, কলচি, ক্রোটেলাস, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা, জেল্‌স্‌, হাইয়স, হেলে, ইগ্নে, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নাক্স-ভ, লরোসি, নাক্স-ম, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বা, ফস্‌, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা, সাল্‌ফ-এসি, ভিরাট-ভি, থুজা, জিঙ্কাম।

২০। নাড়ী তীক্ষ্ণ (Sharp pulse)—আর্স, কেলি-বাই, অক্‌জ্যালি-এসি, ব্যাপ্‌টি ইত্যাদি।

২১। ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের ন্যায় শব্দ নাড়ীতে শুনিতে পাইলে—এম্ব্রো।

২২। ঢেউয়ের ন্যায় গতিবিশিষ্ট নাড়ী—হাইয়স্‌, সেঙ্গুইনেরিয়া।

২৩। "জার্কিং পাল্‌স্‌" (Jerking pulse) অর্থাৎ যে নাড়ী স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন ঝাঁকি মারিয়া উঠে—একোন, এমিল্‌-না, আর্স, এরাম, ডিজিটেলিস্‌, ডাল্‌কা, জ্যাট্রো, প্লাম্বা, ম্যাগ্নে, ডিজি।

২৪। নাড়ী পরীক্ষা পঞ্চম খণ্ডে দেখ।

তৃতীয় অধ্যায়।

মূত্র। URINE.

জিহ্বা, ঘর্ম্ম এবং পিপাসার ন্যায় মূত্রও ব্যাধিবিচার ও চিকিৎসা কার্য্যে একটী প্রধান সহায়। শারীরিক নানাবিধ পরিবর্ত্তন হেতু মূত্রেও অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। মূত্রের নানাবিধ পরিবর্ত্তনজ্ঞাপক ঔষধাবলী বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ব্যাধি-চিকিৎসার সময় ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

মূত্রের প্রতিক্রিয়া REACTION.

অম্ল-প্রতিক্রিয়াযুক্ত মূত্র অর্থাৎ মূত্রে অম্লত্ব জন্মিলে, তাহা লিট্‌মাস্ (Litmus) নামক কাগজ সংযোগে পরীক্ষা করা হয়। লিট্‌মাস্ কাগজ অনেক বড় বড় ডাক্তারখানায় ও রাসায়নিক পদার্থ-বিক্রেতাদিগের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। আমরা সহজ উপায়ে এইরূপে লিট্‌মাস্ প্রস্তুত করিয়া থাকি :— ধবল বর্ণের এক খণ্ড কাগজে জবা পুষ্প ঘষিয়া লইলে, তাহা যখন শুষ্ক হইয়া উঠে তখন এই কাগজ এক প্রকার নীলবর্ণ দেখায়। ইহা গুণে "লিট্‌মাস্" কাগজের সমতুল্য, অম্লজনক পদার্থের সংস্পর্শ মাত্রই এই কাগজের নীলবর্ণ রূপান্তরিত হইয়া লালবর্ণ হয়। এই ক্রিয়াকে "অম্ল-প্রতিক্রিয়া" বলে। ইংরাজিতে ইহার নাম "এসিড্-রিয়্যাকৃশন্।"

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মূত্র ও অন্যান্য পদার্থের ক্ষারত্ব পরীক্ষা করিতে "টার্মেরিক" অর্থাৎ হলুদযুক্ত কাগজ ব্যবহৃত হয়। আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য হলুদ দ্বারা একখানি ধবল বর্ণের কাগজ রং করিয়া লইলেই "টার্মেরিক কাগজ" প্রস্তুত হইল। লিট্‌মাস্ কাগজের ন্যায় ইহাও ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। এই কাগজ ক্ষারযুক্ত মূত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় ক্ষার পদার্থ সংযোগে রক্তবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ পরিবর্ত্তনকে "য়্যাল্‌কেলাইন্ রিয়্যাকৃসন" অর্থাৎ "ক্ষার-প্রতিক্রিয়া" বলিয়া থাকে।

মূত্র অথবা অন্য কোন পদার্থ লিট্‌মাস্ কিম্বা "টার্মেরিক্" কাগজ ভিজাইয়া

যদি কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত না হয়, তবে সেই মূত্র বা পদার্থকে "নিউট্রাল" বলিয়া জানিবে ; অর্থাৎ তাহা অম্লও নয় এবং ক্ষারও নয়।

১। এসিড্ acid অর্থাৎ অম্লযুক্ত মূত্র হইলে—এল্কোহল্, এলুমিনা, এপোসাই-ক্যানা, আর্জেণ্টা-নাই, আর্ণি, এট্রোপি, বেঞ্জো-এসি, কার্বলি-এসি, কৃষ্টি, ক্যামো, চেলিডো, সিমিসি, সিঙ্কোনা, কোকা, কলচি, কলোসি, কোপেবা, সাইক্ল্যা, ডিজি, ইলাটে, এরিজি, ফেরা-মে, হেলোনি, আইয়ড, কেলিবাই, কেলি-কার্ব, কেলি-ক্লো, লেপ্টা, মার্ককর, নাইট্রি-এসি, অক্স-এসি, ফস্, ফাইটো, পিক্রি-এসি, পাল্স, স্যাণ্টোনিন্, সিপি, স্কুইল, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, ট্যাবেকা, টেলুর, * কার্ডুয়াস-মেরি।

২। য়্যল্কালাইন্ Alkaline অর্থাৎ ক্ষারধর্ম্মযুক্ত প্রস্রাবে ঃ—এমোনি-কষ্টি, * বেঞ্জো-এসি, ক্যাম্ফা, *কার্বলি-এসি, চায়নি-সাল্ফ, * হাইয়স, কেলি-এসিটাম্, কেলি-কার্ব, মরফিয়াম্, পেট্রোলাম, প্লাম্বাম্, স্যাণ্টো, ষ্ট্র্যামো, ইউরেনিয়াম্, ওয়ায়েসবেডন্।

২। নিউট্রাল্ Neutral ধর্ম্মযুক্ত প্রস্রাবে—আর্ণি, ক্যাম্ফা, ইউপেটো-পারফো, * হাইওসায়েমিনাস, হেলোনি, কেলি-কার্ব, ফস, প্লাম্বা।

মূত্রের গন্ধ SMELL.

৪। মূত্রে পচা ও বিরক্তিজনক গন্ধ থাকিলে—(১) আর্স, কার্বলি-এসি, ডাল্কা, (২) মার্ক, নাইট্রি-এসি, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, ফস-এসি, পাল্স, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, ভায়োলা-ট্রি, * ব্যাপ্টি, বোরা, **ক্যাল্-কা, কার্ব-ভ, কলোসি, গ্র্যাফা, * সিপি, টেরিবি।

৫। ,, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ হইলে —ওলিয়াম্-এনিম্যালি।

৬। ,, চিনির ন্যায় মিষ্টগন্ধ হইলে—ইথুজা, ফেরা, আইয়ড, কেলি-এসিটা।

৭। প্রীতিজনক গন্ধ হইলে—ষ্ট্রিয়াম।

৮। মূত্রে এমোনিয়ার ন্যায় (ক্ষারানি) গন্ধযুক্ত—

এলোজ, এমোনি-কষ্টি, **এসাফি, অরা, বেল, ব্রোমিয়াম্, বাফো, কক্কাস-ক্যাক্টা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস, পাল্স, ষ্ট্রেন্শি, ট্যাবেকা।

৯। মূত্র মশলার ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে—বেঞ্জো-এসি, কার্বলি-এসি, ইউপেটো-পার্পু।

১০। ,, বেঞ্জোইক্-এসিডের ন্যায় গন্ধযুক্ত—ফ্রিয়াম্, ফ্লুওরিক্-এসি।

১১। ,, বিড়ালের মূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত—এস্কে্লপি-টিউবারো, ক্যাজুপুট, ভায়োলা-ট্রিকালার।

১২। মূত্রে রসুনের ন্যায় গন্ধ—কুপ্রা, আর্স, ফস।

১২। ,, পেঁয়াজের ন্যায় গন্ধ—গামি-গা।

১৪। ,, গন্ধ নাই—ক্যাম্ফ, কক্কাস, ড্রসি, ন্যাফাল, কেলি-সায়েনে, মেলাষ্টোমা, টিলিয়া।

১৫। মূত্রে বিরক্তজনক দুর্গন্ধ—এণ্টি-টার্ট, এস্ক্লিপি, * নাক্স-ভ, বেঞ্জো-এসি, ক্যাজুপুট, ক্যাল্কার্ব্ব, কার্বলি এসি, চায়না, ক্রেমাটি, কলোসি, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ফ্লুওর-এসি, হাইড্রাষ্ট, আইরিস-ভা, কেলি-ব্রোমাই, কেলি-আইয়ড্, ক্রিয়েজো, ন্যাট্রা কার্ব, **নাইট্রি এসি, ওপি, পিট্রো, ফস্, হ্রডা, সিবে, সাল্ফা, ট্যাবেকা, ট্যারেণ্টু, ইউরেনিয়াম, ভায়োলা-ট্রি।

১৬। মূত্রে নাসিকা বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় প্রখর গন্ধ—এলোজ, ** আর্স, আর্জেণ্টা-নাই, এসাফি, এস্ক্লপি, ** বেঞ্জো-এসি, বাফো, ** ক্যাল্-কার্ব, ক্যাল ফস, ** ক্যাস্থা, ** কার্বলি-এসি, কার্ব-ভেজ, চেলিডো, ** হিপা, চায়নি-সাল্ফ, কোবাল্ট, ডিজি, ফ্লুওর-এসি, হাইড্রাষ্ট, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, ক্রিয়েজো, লিলিয়াম-টী, লাইকো, মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি, * নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, ফস, পিক্রি-এসি, সিপি, ষ্ট্র্যামো, টিলিয়া, থুজা, ভ্যালিরি, জিঙ্ক।

১৭। মূত্র একটী পাত্রে কতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিলে ক্ষারগন্ধ—এম্ব্রা।

১৮। ,, ঘোড়ার চোনার ন্যায় গন্ধযুক্ত—নাইট্রি-এসি।

১৯। মূত্রে ঝাল সংযুক্ত গন্ধ—এমোনায়েকম্, বোরাক্স, ক্যাল্কে-ফ্লু ওরেটা, কোবাল্ট, ষ্ট্র্যামো।

২০। ” বমনোদ্রেককারী গন্ধ (কয়েকদিন পর্য্যন্ত মূত্র, বোতলে কর্ক আঁটা থাকিলে যে প্রকার বমনোদ্দীপক হয়) —জিঙ্কাম।

২১। ” তামাকের ন্যায় গন্ধ—নাইট্রি-এসি

২২। ” ধূনার ন্যায় গন্ধ—চেলিডো।

২৩। ” গন্ধ টক্—গ্র্যাফা, নাইট্রি-এসি।

মূত্রের বর্ণ COLOUR.

২৪। মূত্র কালবর্ণ—কার্ব্বলি-এসি, কল্চি, হেলে, ন্যাট্রা-মি, (এরিজিরন-গাঢ়বর্ণের প্রস্রাব কিছুকাল পরে পরিষ্কার হইয়া উঠে।

২৫। মূত্র গাঢ়বর্ণ—(১) * বেঞ্জো-এসি, ইস্কিউ-হি, আর্জেণ্টা-নাই, এপিস, ক্যাল-কার্ব্ব, ক্যান্থা, কার্ব্বলি-এসি, *চায়না, **কলচি, ডিজি, ইউপেটো-পার্ফো, লিলিয়াম-টি, মার্ক-আইয়ড্, **মার্ক-সল, জ্যাবোরাণ্ড, ফস, পলিপো, হ্রাস, সিকে, **সিপি, ষ্ট্যাফি, (২) **একোন, ** বেল, ** ব্রাই, ভ্যালিরি, ** এণ্টি, আর্ণি, ক্যাল্কে, ডিজি, হেলে, হিপা, নাইট্রি-এসি, টেরিবি, ইপিকা, পাল্স, সিলিনি, সাল্ফা।

২৬। ” ” তাহাতে কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ ভাসিতে থাকে— **হেলেবোরাস।

২৭। মূত্র মেটেবর্ণ বিশিষ্ট—এগার, ন্যাট্রা-মি, সার্সা, সিপি।

২৮। ” পাত্রে কতকক্ষণ থাকিলে মেটেবর্ণ—ফেরা, ম্যাগ্নে, লরোসি।

২৯। মূত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল—বেঞ্জো-এসি।

৩০। মূত্রের বর্ণ মাংসের ন্যায় কিন্তু কিঞ্চিৎ পাতলা—কলোসিন্থ।

৩১। মূত্র হরিদ্রাবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্ট—এণ্টি-ক্রুড, বেল, কার্ড্-মেরিয়েনাস্, কলচি, লরোসি, ম্যাগ্নে, ফস্, চেলি, ক্যাম্ফ।

৩২। " লেবুর বর্ণ—এগার, এম্ব্রা, বেল, চেলিডো, ইগ্নে, লাইকো, ওপি, ষ্ট্যাট্রা-কার্ব, ট্যাবেকা, জিঙ্ক।

৩৩। " মেহগ্নিকাষ্ঠের বর্ণ—ইস্কিউ-হি, প্লাম্বা।

৩৪। " বর্ণহীন বা দেখিতে জলবৎ—(১) এরাম-ট্রি, বার্বেরিস্, ক্যানা-ইণ্ডি, ফ্লুওর-এসি, ক্যামো, হিপা, হ্রূডো, সার্সা, (২) * একোন, * জেল্স্, এপিস, ইথুজা, এল্কোহল্, এলাম, এমোনি-কার্ব্ব, এপোসাই, আর্জেণ্টাম, ব্রাই, বেল, এসাফি, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কার্ব্ব-ভ, সিড্রন, চেলি, সিমিসি, * ইউপেটো-পার্ফো, কলচি, ডিজি, গ্লোনোইন্, হেলে, ফস্, হাইয়স, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, অক্সাইড-এসি, পাল্স্, **ফস-এসি, ষ্ট্রিয়াম, সিকে, স্লিপি, ট্যাবেকা, ভিরাট, প্ল্যাণ্টে, ষ্ট্যানা, থুজা।

৩৫। মূত্র লালবর্ণ—একোন, * এলিয়াম্-সিপা, বেল, ক্যান্থা, চেলিডো, কার্ব-ভ, গ্র্যাটি, মার্ক-সল, প্ল্যাটি, সাল্ফা।

৩৬। " (Sherry) এবং অন্যান্য হরিদ্রাভ-মদ্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট—এলাম, আর্স, এপোসাই; বার্বেরিস, ক্যাক্টাস, ডিজি, ক্যাম্ফ, চায়নি-সাল্ফ, ফেরা, কেলি-সায়ে, টেরিবিন্থ, লিডা, অক্জ্যালি-এসি, পলিগোনাম্।

৩৭। " ধূম্রবর্ণ—ষ্ট্যাট্রাম, হাইপোফস্ফরিকাম্, * হেলে, ** টেরিবি।

৩৮। " সাদা রং বিশিষ্ট—এলিয়াম্-ষ্ট্যাটা, এলুমিনা, এলাম, এম্ব্রা, এমোনি-কার্ব, আর্ণি, ব্যাপ্টি, বেল, ক্যানা-ষ্ট্যাটা, * সিনা, ক্যান্থা, চেলিডো, চায়না, ডাল্কা, ফস্-এসি, লাইকো, জ্যাট্রোফা, **ফস্, **হ্রাস, ষ্ট্যানা।

৩৯। মূত্র অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে সাদাবর্ণ—নাইট্রি-এসি।

৪০। ,, যেন চাখড়ির ন্যায় কোন পদার্থ মিশ্রিত—মার্ক-সল।

৪১। ,, কাফির রংবিশিষ্ট—(রক্ত মিশ্রিত হওয়া হেতু) কেলি-নাইট্রাস।

৪২। ,, ঈষৎ সবুজ বর্ণ—বেল, বার্বেরিস, * ক্যাম্ফ, কার্ব্বলি-এসি, চায়না, ফ্লস্, স্যাণ্টো, ইউভা।

৪৩। ,, সবুজবর্ণ—আর্স, চেলি, * ক্যাম্ফ, * প্ল্যাণ্টা।

৪৪। ,, কটাবর্ণ—* আর্ণি, লেপ্‌টা, ক্যামো, সিমিসি।

৪৫। ,, মূত্রে চা পাতার রং—(পাট্‌কিলে রং হইতে এই বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইলে) চিমাফিলা।

মূত্রের দৃশ্য।

৪৬। মূত্রের দৃশ্য ঘোলা—(১) * ইস্কিউ-হি, * এণ্টি-টার্ট, * বেল, * বেঞ্জো-এসি, বার্বেরিস, * ক্যান্থা, * কার্ব-ভ, চেলিডো, ** সিনা, * কার্ডু-য়্যাস্-মেরি, চায়না, * ডাল্‌কা, হিপা, ** লাইকো, ** মার্ক-স্ল, * ন্যাট্রা-মি, * নাইট্রি-এসি, * নাক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বা, ** স্যাবাডি; (২) ** কোনা, এম্ব্রা, ক্যানা, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ইগ্নে, ** ফস, পাল্‌স্, হ্লাস, ** সিপি; (৩) বেল, ** ব্রাই, ** ক্যামো, ডিজি, ল্যাকে, পিট্রো, ** ফস্-এসি, প্লাম্বা, টেরিবি, * স্যাবাই, * সার্সা।

৪৭। মূত্রত্যাগের কিছুকাল পরেই ঘোলা হইয়া যায়—এস্প্যারেগাস, * এচেলি, লাইকো, স্যারাইটা-কার্ব, বার্বেরিস, ন্যাট্রা-কার্ব, * হ্লাস, সাইলি।

৪৮। মূত্র শীতল হওয়া মাত্র ঘোলা হইয়া যায়—* কলোসি।

৪৯। ,, অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে ঘোলা হয়—এগার

এলোজ, এলাম, ** কষ্টি, সিমিসি, কলোসি, হিপা, নাইট্রি-এসি, ফস্, সাসা, * সিপি, * থুজা, ভিরাট-ভি, (সাদাটে ঘোলা হয়—** সিনা, * ফস্-এসি)।

৫০। মূত্র ঘন—একোন, এমোনি-কষ্টি, আরাম-মে, বেঞ্জো-এসি, বার্বেরিস্, ক্যান্থা, ডিজি, ডাল্কা, আইরিস, আইয়ড, * মার্ক-কর, নাক্স-ভ, ফস্, প্লাম্বা, * স্যাবাডি, সেনিগা, ষ্ট্র্যামো. থিয়া, ভিরাট, জিঞ্জি।

৫১। „ „ অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে পর—হিপা, *মার্ক-সল্, ব্রাই, ফস্-এসি, এসিটিক-এসিড, কষ্টি, সিনা, গ্র্যাফা, মেজি, সাল্ফা, সেনিগা, ভ্যালি।

৫২। „ জলের ন্যায় পাতলা—একোন, এগার, এল্কোহল্, এণ্টি-ক্রুড, এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, বেল, *বিস্মাথ, ক্যানা, সিড্রন, *কক্কাস-ক্যাক্টা, কারল্সব্যাড্, চায়নি-সাল্ফ, সিমিসি, * ককিউ, * কলোসি, ডিজি, জেল্স, হেলে, আইয়ড, কেলি-ব্রোমাইড, মার্ক, * ম্যারাম-ভি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, * থুজা, জিঙ্ক-এসিটাস্।

৫৩। মূত্র দেখিতে ঘোলের ন্যায়—এগার, হাইওসিয়েমিনাম্, কার্ডুয়াস-মেরি।

৫৪। „ দেখিতে দুগ্ধের ন্যায়—এগার, ক্যাজুপুট, ক্লেমাটীস, ডাল্কা, জেল্স, * হিপা, আইয়ড, মার্ক-কর। (প্রস্রাবের শেষভাগ দুগ্ধের ন্যায়—কার্ব-ভেজি)।

৫৫। „ কিছুকাল পাত্রে থাকিলে দুগ্ধের ন্যায়—সিনা।

৫৬। মূত্রে যেন খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা ভাসে—(১) মার্ক-সল, সাইক্ল্যা, ভ্যালিরি, সার্সা, লরোসি, বার্বেরিস্, ব্রোমাইড, সিনা, মার্ক-কর; (২) এম্ব্রা, ইউরেনি, কেলি-আইয়ড্।

৫৭। মূত্র জেলির ন্যায় (কিছুকাল সংস্থিতির পর)—কলোসিন্থ, * সিনা।

৫৮। „ ডালের যূষের ন্যায়—নাইট্রি-এসি।

৫৯। „ ফেনাযুক্ত—ল্যাকেসিস্।

৬০। „ পূঁজের ন্যায়—** ক্লেমাটীস্, ** ক্যান্থা।

মূত্র-সংমিশ্রিত পদার্থ।

৬১। প্রস্রাবে এলবুমেন অর্থাৎ অণ্ডলাল থাকিলে—এব্‌সিন্থিয়াম, এল্‌কোহল্‌, এমোনি-কষ্টি, ক্যান্থা, এণ্টি-টার্ট, কার্বলি-এসি, কুপ্রা-সাল্‌ফ, গ্লোনইন, আইয়ড্‌, কেলি-ক্লোরিকাম, মার্ক-কর, মার্ক-সায়েনেটাস, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, * ফস্‌, * ফাইটো, পাল্‌স্‌, সিকে, টেরিবি, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, ইউরেনি।

৬২। মূত্রে গর্ভাবস্থায় এলবুমেন থাকিলে—মার্ক।

৬৩। ,, এলবুমেনের ন্যায় বড় বড় খণ্ড থাকিলে—ষ্টীক্‌নিয়া।

৬৪। ,, শর্করা থাকিলে—এলিয়াম্‌-স্যাটা, এমোনি-এসিটাম্‌, এমিল-নাইট্রা, আর্স, ক্যাম্ফ, কার্ব্বনিয়াম্‌-অক্সিজিনিসেটাম্‌, কল্‌চি, কেলি-নাইট্রাইট, মরফিয়া, পিট্রো, পিক্রি-এসি, প্লাম্বা, * ট্যারেণ্টুলা, টেরিবিন্থ. ** আর্স, ইউরেনি-নাইট্র।

৬৫। মূত্র রক্তমিশ্রিত থাকিলে—(১) * আর্স, * বেল, **মার্ক-কর, মিলেফো, প্লাম্বা, * সেনিসিও; (২) এলোজ, আর্স-হাইড্রোজিনি, এল্‌-কোহল, একোন, এম্ব্রা, *এণ্টি-টার্ট, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, বেঞ্জো-এসি, ** ক্যান্থা, কোনা, কোপেবা, ক্লিউবেব, কুপ্রা-এসিটা, কুপ্রা-সাল্‌ফ, ফেরা, ইপিকা, কেলি-ক্লোরিকাম্‌, কেলি-আইয়ড, কেলি-নাইট্রাস, * মার্ক-কর, মার্ক-সল, মেজি, ওপি, ** ফস্‌-এসি, অক্‌জ্যালি-এসি, ফস, ** পাল্‌স, স্যাবাডি, স্যাণ্টো, সিকেলী, ** সিপি, সার্সা, স্কুইল, সাল্‌ফা-এসি, ট্যারেণ্টু, ** টেরিবিন্থ, ইউভা, জিঙ্ক।

৬৬। উত্তেজনার পর প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব—ফস্‌।

৬৭। প্রস্রাবের প্রথম ভাগে রক্ত—কোনা।

৬৮। প্রস্রাবের পরক্ষণে রক্তস্রাব—* এণ্টি-টার্ট, ক্যান্থা, *হিপা, *মেজি।

৬৯। প্রস্রাবে রক্তখণ্ড—ক্যান্থা।

৭০। ,, ইউরিনিফেরি-টিউবের কাস্‌ট (Cast) অর্থাৎ

কিড্নী মধ্যস্থ মূত্রক্ষরণকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলী সমস্তের অন্তর্ভাগ হইতে খোলসের ন্যায় পদার্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে নির্গত হইলে—ন্যাট্রাম-আর্স, ফস্, প্লাম্বাম্। (তৎসঙ্গে এপিথিলিয়াম্ কোষচয় থাকিলে—প্লাম্বাম)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বি কণার ন্যায় থাকিলে—ফস্।

৭১। ,, গ্র্যানিউল অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাযুক্ত কাস্ট (Cast) থাকিলে—মার্ক কর, পিট্রো, ফস, প্লাম্বা, সাল্ফ-এসি।

ফস্ফেট্ ও অক্জ্যালেট্ ইত্যাদি সল্ট্।

(SALTS OF URINE.)

৭২। ফস্ফেট (Phosphates) মূত্রে অধিকতররূপে বর্ত্তমান থাকিলে—আর্ণি, ক্লোরোফরম্, হাইওসায়েমিয়াম, ন্যাট্রাম্-আর্স, ফস, ফাইজোষ্টিগমা, পিক্রি-এসি, পাল্স, ন্যালিক্স-ইউরেনিয়াম্, ন্যালিক্স্-পারপু।

৭৩। প্রস্রাবে অক্জ্যালেট্স (Oxalates) থাকিলে—এমিল্-নাইট্রাই।

৭৪। ইউরেট্সের দানা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া থাকিলে—আর্ণি।

৭৫। ইউরেট্ (Urates) পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে—এমোনি-কষ্টি, অরাম-মেটা, ক্যাম্ফা, কেলি-আর্স, ন্যাজা, ফস, পিক্রি-এসি, প্লাম্বা, ট্যাবেকা, ইউরেনিয়াম্, জিঙ্ক-মেটা।

৭৬। ইউরিক্ এসিড ও তাহার দানা বৃদ্ধি পাইলে—ফস্, প্লাম্বাম্, পিক্রি-এসি, পাল্স্, সাল্ফা, ট্যাবেকা।

৭৭। প্রস্রাবে বালুকার ন্যায় রেণু থাকিলে—এলিয়াম, সিপা, * এমোনি-কার্ব, এরাম, অরাম, বেল, বেঞ্জোইন্, ক্যাম্ফা, *চায়নি-সা, কার্ব-ভ, হিপোমে, লাইকো, মার্ক, নাইট্র-এসি, ** সার্সা, পাল্স; * সিকেলী, সিলিনি, ট্যারেন্ট্। (উজ্জ্বল বর্ণের বালুকা স্তরে স্তরে থাকিলে) চিনি-সাল্ফ।

৭৮। মূত্র লালবর্ণ বালুকাকণার ন্যায়—একোন, এলাম্, এপিস, আর্ণি, আর্স, বেল, * বার্বেরিস্, ক্যাক্‌টা, * চায়না, চিনি-সাল্‌ফ, কেলি নাইট্রা, * ন্যাট্রা-মি, ওলিয়াম্ জুনিপার, * ওসিমাম্, * ফস্, সিলিনি, * সিপি, * ভ্যালিরি। (মূত্রে ঈষৎ লালবর্ণ বালুকাকণার ন্যায়—লাইকোপোডিয়ম্)।

৭৯। ,, সাদা বালুকা কণার ন্যায়; তাহারা উত্তাপ দিলে নীচে পড়িয়া যায়—ন্যাট্রম-আর্স, সিনাপিস্-এল্‌ব।

৮০। মূত্রে হরিদ্রাবর্ণ বালুকাকণার ন্যায়—সির্মিসি, সাইলি।

৮১। ,, লাইম বা চুণ থাকিলে—কার্ডুয়াস্।

৮২। ,, কার্বনেট অব্ লাইম্ থাকিলে—কার্বনিয়াম্-সাল্‌ফ।

৮৩। ,, অক্‌জ্যালেট্ অব্ লাইম্ থাকিলে—ব্রাচিগ্লটিস; অক্‌জ্যালি-এসিড, জিঙ্ক।

৮৪। মূত্রে ফস্ফেট্ অব্ লাইম্ অধিকরূপে থাকিলে—কার্ব-নিয়াম্-সাল্‌ফ, থিয়া।

৮৫। ,, চূণের জলের ন্যায় ইউরেট্ অব্ এমোনিয়া থাকা হেতু প্রস্রাব হইলে—কল্‌চিকাম্।

৮৬। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে এমোনিয়ার দানা থাকিলে—আর্ণি, আইয়ড্।

৮৭। ,, ফস্ফেট্ অব্ এমোনিয়া থাকিলে—চায়না, সাল্‌ফ।

৮৮। ,, ইউরেট অব্ এমোনিয়া থাকিলে—আর্স, চিনিনাম্-সাল্‌ফ, সির্মিসি, পাল্‌স, সাল্‌ফ-এসি, ইউরেনি, জিঙ্ক।

—(০:০)—

মূত্রের পরিমাণ।

৮৯। বহু পরিমাণে প্রস্রাব হইলে:—(১) হেলোনি, ফস্-এসি, ইউরেনিয়াম্-নাই; (২) আর্স, বার্বেরিস-ভা, কার্বল-এসি, কার্ব-ভ, কুপ্রা,

কুরারী, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিথি-কার্ব, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, প্লাম্বা, পডোফা, রেটেনিয়া, সিকেলী, টেরান্টুলা, টেরিবিস্থ, কোপেবা, কিউবেব, কেলি-কার্ব, হ্রাস-রেডি, অক্‌জ্যালি-এসি, **সিনা, ষ্ট্যানা ; (৩) এসিটিক্‌-এসি, একোন, এস্ক্লাকোকালী, এণ্টি-ক্রুড, এণ্টি-সাল্‌ফ, ** এপিস্‌, এলো, এপোসাই-ক্যানা, **আর্জেণ্টা, আর্জেণ্টাম-নাইট্রাস, এরাম-ট্রি, এস্কেপি, বিসমাথ, বেল, ক্যাল্‌কে-ফস্‌, কার্ব-অক্সি, কষ্টি, চেলিডো, সিমিসি, কলোসি, কোনা, ডিজি, আইয়ড্‌, কেলি-নাইট্রা, কারল্‌সব্যাড, ল্যাক্‌টুকা, মার্ক-আইয়ড-রুবাব, ম্যারাম্‌-ভি, মার্ক-সল, মস্কাস, ** মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, প্ল্যাণ্টাগো, সেম্ব, সিনিসিও, ** স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা, থুজা, ভিরাট, **ভার্বেস্কা, ভাওলা-ট্রিকলার, জিঙ্কাম, ** হ্রাস, এগ্নাস, ব্যারাইটা, ক্যান্থা, গুয়াইয়েকাম, ইগ্নে, ফস, সেনিগা ও ট্যারাক্সে ইত্যাদি ঔষধগুলি বিশেষ ফলপ্রদ। (বহুমূত্র পীড়ার চিকিৎসা দেখ)।

৯০। মূত্র অল্প পরিমাণে হইলে ঃ—(১) ইস্কিউ-হি, **এপিস, এপোসাই-ক্যানা, আর্ণি, আর্জেণ্টা-নাই, ক্যাম্ফ, ব্রাই, * ক্যান্থা, কার্ডুয়াস্‌, ** কল্‌চি, ডিজিটেলিন্‌, **ডিজি, ড্রসি, গ্র্যাটি, কেলি-কার্ব, কুপ্রা, কেলি-নাইট্রি, মিনিয়াস্থি, মার্ক-সল, ** মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্‌ফিউরিকাম্‌, নাইট্রিক্‌-এসি, **ওপি, পিট্রো, হ্রাস্‌, সেনিগা, **ষ্ট্যাফি, বার্বেরিস্‌ ; (২) **গ্র্যাফা, ** হেলে, ** রুটা, * টেরিবিস্থ, ; (৩) একোন, আস, এরাম্‌, ব্রাই, কষ্টি, চায়না, ডাল্‌কা, হিপা, হাইয়স, কেলি-কার্ব, লাইকো, ল্যাকে, লরোসি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্‌, প্লাম্বা, পাল্‌স, সাল্‌ফা, ভিরাট্‌-এলব।

৯১। মূত্র অল্পপরিমাণে ও তৎসহ বেদনা—এপিস্‌।

৯২। পুনঃ পুনঃ বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ—বেল, বিস্‌মাথ, ওলিয়েণ্ডা, হ্রিয়াম, স্কুইল, ট্যারাক্সে।

৯৩। রজনীতে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ—এলুমি, এমোনি-কার্ব, এমোনি-মিউ, আর্জেণ্টা-না, আস, জিঙ্ক-মেটা।

বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ সম্বন্ধীয়
বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব

ভিরেট্রাম—বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে বহু পরিমাণে শ্লেষ্মা ক্ষরণ। বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগসহ পেট ডাকা।

ষ্ট্যাফি—পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব।

সাল্‌ফার—সর্ব্বদা প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা।

ষ্ট্র্যামো—অসাড়ে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ। বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসঙ্গে পেট গড়গড় করিয়া ডাকিতে থাকে ও পেটের ভিতর কাঁপিয়া উঠা।

মার্ক-সল—প্রতি রাত্রে বহু পরিমাণে তিনবার মাত্র মূত্রত্যাগ, প্রত্যেক ঘণ্টায় বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ আরম্ভ সময়ে মূত্রনালীতে জ্বালা।

মার্ক-প্রিসি—বহুমূত্র ও তৎসহ শরীর শীর্ণতা।

ন্যাইট্রি-এসি—বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

ন্যাট্রা-সাল্‌ফ—বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তন্নিম্নে ইষ্টক-চূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে।

অক্জ্যালি-এসি—বহু পরিমাণে পাতলাবর্ণবিশিষ্ট মূত্র।

হ্রাস্-টক্স—প্রতি মিনিটে মূত্রত্যাগ।

স্পাইজি—প্রতিরাত্রে বহু পরিমাণে বহুবার মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্রস্থলীতে চাপযুক্ত বেদনা বোধ এবং প্রস্রাব অন্তে তদুপশম বোধ।

ফস্-এসি—পুনঃ পুনঃ ঘোলা রঙ্গের প্রস্রাব। বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্রনালীতে কর্ত্তনবৎ জ্বালা এবং পৃষ্ঠদেশে আক্ষেপযুক্ত বেদনা।

প্লাম্বাম্—অনেকক্ষণ নিষ্ফল কোঁথ পাড়ার পর হঠাৎ মূত্রত্যাগ।

টিউক্রিয়াম্—বহুপরিমাণে জলবৎ প্রস্রাব।

বেলেডোনা—প্রাতে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, অস্পষ্ট দৃষ্টি; রাত্রে অত্যন্ত প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। অত্যন্ত প্রস্রাবসহ তীক্ষ্ণ বুভুক্ষা, এবং স্পর্শে গাত্র শীতল বোধ। পুনঃ পুনঃ এবং বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ। বহুপরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসঙ্গে রজঃস্বলা। বহু পরিমাণে মূত্রসহ ঘর্ম্ম ও উদরাময়।

বিসমাথ্ এবং ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা—বহু পরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌—বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসহ অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা।

ক্যান্থারিস—ঘণ্টায় ৬০ বার প্রস্রাব।

একোনাইট্‌—বহুমূত্র পীড়ায় চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং পদদ্বয়ের আক্ষেপ, অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে রক্তময় তলানি। উদরাময় এবং পেট-বেদনা।

ইথুজা—বহু পরিমাণ জলবৎ প্রস্রাব।

এম্ব্রাগ্রেশিয়া—অত্যন্ত প্রস্রাব ও কিড্‌নী বা মূত্রপিণ্ড প্রদেশে বেদনা।

কফিয়া—রাত্রি দুই প্রহরের সময় বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

কোপেবা—মূত্রস্থলীতে অত্যন্ত ইরিটেশন্‌ অর্থাৎ উত্তেজনা।

কুপ্রা-এসিটা—পুনঃ পুনঃ অল্প মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্রনালীতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ।

ডিজিটেলিস—অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলবৎ মূত্র বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগের পর মূত্রবন্ধ ও তৎসঙ্গে বমন ও উদরাময় অত্যন্ত প্রস্রাব ও অবসন্নতা।

হেলেবোরাস—পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

ইগ্নে এবং হাইয়স—পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব।

কেলি-হাইড্রোআইয়ড্‌—অত্যন্ত প্রস্রাব ও তৎসহ তৃষ্ণা।

ক্রিয়েজোট—পুনঃ পুনঃ রাত্রে প্রস্রাব।

কেলি-নাইট্রি—অত্যন্ত প্রস্রাব, তৎসঙ্গে মিউকাস তলানি ও ঈষৎ লাল মেঘবৎ তলানি এবং তৎসহ কখন কখন গুহ্যদ্বারে চাপনবৎ বেদনা।

৯৪। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ—হেলে, ম্যাগ্নে-মিউ, মিনিয়াস্থি, মার্ক-সল, পিট্রো, ক্যান্থা।

অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ সম্বন্ধীয় বিশেষ ঔষধজাতত্ত্ব } :—

সালফ্‌—সর্ব্বদাই যেন প্রস্রাবের বেগ লাগিয়া রহিয়াছে।

এণ্টি-ক্রুড--পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

আর্নি এবং ডিজি—পুনঃ পুনঃ জলবৎ অল্প পরিমাণে প্রস্রাব।

ক্যান্থা—প্রতি মিনিটে, প্রস্রাব।

ম্যাগ্নে-মি—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও তৎসহ মূত্রনালীতে জ্বালা।

ট্যাবেকাম্—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব এবং ইউরিথ্রাতে খোঁচানিবৎ বেদনা।

মূত্রত্যাগ বা মূত্র নিঃসরণ।

৯৫। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ—(১) এগার, ** ইথু, ব্যারাইটা, * কোনা, * ক্যান্থা, ** কষ্টি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ** হ্রাস, স্কুইল, ** সিপা, ** ষ্ট্যাফি; (২) ব্রাই, ককিউ, ** আর্জেণ্টাম্, ক্যাক্টা, ফেরা, ফস্, ইগ্নে, ** ব্যারাইটা-কার্ব, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, ** মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ** নাইট্রাম্, * ফস্-এসি, * প্ল্যাণ্টেগো, সিলিনি, স্পাইজি, থুজা; (৩) ইস্কিউ, সিমিসি, এরিজি, ইউপেটো-পাপু, হাইড্রাষ্ট, পডো, সেপু, এণ্ট-ক্রু, এপিস্, বোরা, কলোসি, কোনা, ডিজি, লিলিয়াম-টি, নাক্স-ভ।

৯৬। প্রস্রাব কচিৎ অর্থাৎ কখন কখন হয়—(১) ** ক্যান্থা; (২) ** একোন, আর্নি, আর্স, অরা, ক্যাম্ফ, হিপা, হাইয়স, লরোসি, নাক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বা, পাল্‌স, রুটা, ষ্ট্র্যামো।

৯৭। মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পড়ে—** ক্যান্থা, সাল্‌ফা।

৯৮। মূত্রাভাব অর্থাৎ মূত্রের উৎপত্তি না হওয়া। ব্লাডার অর্থাৎ মূত্রস্থলীতে মূত্র না থাকিলেই এই প্রকার হইয়াছে জানিবে। ইংরাজীতে ইহাকে "সাপ্রেস্‌ট্ ইউরিন্" বলে। (১) এগারিকাস্ ফেলোইডিস্, কুপ্রা-এসিটাস, * ওপি, প্লাম্বাম্, সিকে; (২) এইল্যান্থাস, এমোনি-কষ্টি, * আর্স, আর্জেণ্টা না, * বেল, বিস্মাথ, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, ক্যাম্ফ, ** ক্যান্থা, কটি, ক্লোরোফরম্, কোনা, কুপ্রা-সাল্‌ফ, ডিজিটেলিন, লরোসি, হাইয়স্, আইয়ড, * কেলি-বাই, কেলি-ক্লো, কার্ব-ভ, * মার্ক-কর, মার্ক-সায়ে, মার্ক-নাইট্রা, সিকেলি, * সাইলি, ট্যাবেকা, টেরিবিন্থ,

ভাইপেরা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিট্রো, * ষ্ট্র্যামো, ** সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, ** টেরিবি, * এরাম্-ট্রি।

৯৯। মূত্রবন্ধ অথবা মূত্রাবরোধ। মূত্রস্থলীতে মূত্রসঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও বহির্গত হইতেছে না। ইংরাজীতে ইহাকে "রিটেন্শন্ অব্ ইউরিন্" বলে। (১) ** ক্যান্থা, * ষ্ট্র্যামো ; (২) একোন, ইস্কিউ-হি, এগার, এল্কোহল, * আর্স, এন্টি-টার্ট, ** আর্ণি, এট্রেপি, বেল্, বাকো, ক্যাজুপুট্, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্লোরোফরম্, সিকুটা-ভি, সিঙ্কোনা, কক্কাস, কফি, কল্চি, কলোসি, কোনা, কোপেবা, কুপ্রা-এসি, ডিজি, হাইয়স্, হাইড্রোসি-এসি, কেলি-ক্লোরি, কেলি-আইয়ড্, লিডাম্, মার্ক-সল্, মার্ক-কর, মার্ক সায়নে, মেজি, মরফিয়াম্, নারকোটিক্, ওপি, অক্জ্যালি-এসি, ফস্, ফস্-এসি, ফাইটো, প্লাম্বা, রিসিনা, স্থাবাইনা, সিকেলি, সিপি, ষ্ট্যানা সাল্ফ-এসি, ট্যারেন্টু ; (৩) হিপা, ** লাইকো, পাল্স, নাক্স-ভ, রুটা, ক্যাপ্সি, গ্র্যাফা, * ভিরেট্রম্, সাল্ফা। (মূত্রাবরোধ হেতু মূত্রস্থলী অত্যন্ত পূর্ণ—** ওপি)।

১০০। মূত্রাবরোধ ও মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—বেঞ্জো-এসি।

১০০। (ক) শয্যায় মূত্রত্যাগ—বেল্, এমোনি-কার্ব, এসিড্, বেঞ্জোয়িক, ক্যাল্ক্-ফস্।

মূত্রের উষ্ণতা।

১০১। মূত্র উষ্ণ এবং তদ্ধেতু জ্বালা হয়।—(১) * এলোজ, * এপিস, * আর্স, * ক্যান্থা, * কোনা, * হিপা, * কেলি কার্ব, * মার্ক, * ক্যামো, * লাইকো, * মেজি, * ন্যাট্রাম-সাল্ফিউরিকাম্, * হ্রাস্-টক্স ; (২) একোন, এগার্, এলিয়াম-সিপা ; এলুমিনা, এলাম, এমোনি-কার্ব, এমোনি-মি, এপোসাই, আর্জেন্টাম, অরা, বেল, বার্ব্বেরিস, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কষ্টি, চেলিডো, কোরাল, ক্রোটন, কুপ্রা-এসি, ডিজি, হেমামে, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিলিয়াম্-টি, মার্ক-সাল্ফ, পিট্রো, ন্যাট্রা-কার্ব, ফস্, পিক্রি-এসি, ন্যাসা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, ভিরাট।

১০২। মূত্র উষ্ণ—সিমিসি, * ক্যামো, মার্ক-ভ।

১০৩। শীতল প্রস্রাব হইলে—নাইট্রি-এসি।

১০৪। অত্যন্ত উত্তেজনাজনক প্রস্রাবে—*হ্রাস-টক্স, *বেঞ্জো-এসি।

মূত্রের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি SPECIFIC GRAVITY বা আপেক্ষিক গুরুত্ব।

১০৫। মূত্রের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বৃদ্ধি হইলে—এপোসাই-ক্যানা, আর্ণি, এস্ক্লেপিয়াম-ইন্‌করনেটা, ব্র্যাচিগ্লটিস্, ক্যাল্‌-কেরিয়া-মিউর, ক্যান্থারিস্, কক্কাস্-ক্যাক্‌টাই, কল্‌চি, কলোসি, ডিজি, ইলাটে, ইকুইসেটাম্, ইরেক্‌থাইটিস্, ইউপেটা-পার্‌পু, ফেরা, হেলোনি, আইয়ড্, জ্যাবোরাণ্ডাই, কেলি-এসিটাস্, কেলি-ব্রোমাইড, মার্ক, মার্ক-নাইট্রাস, মিচেলা, মর্‌ফিয়া, মাইরিকা, মিউর-এসি, ন্যাট্রম-আর্স, ন্যাট্রাম-নাইট্রিকাম, ফস্, ফাইটো, সেণ্টোনিন, স্যাপোনিনাম্, স্যারাসিনিয়া, সেনিশিও, সিপিয়া, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকাম্, টেলুরিয়াম্, ট্রিফোলিয়াম্-প্র্যাটেনস, ইউরেনিয়াম্, জিঙ্ক-মেটা, ইউভা।

(ইউরিনোমিটার নামক যন্ত্রদ্বারা মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়)।

১০৬। মূত্রে স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি ন্যূন হইলে (মূত্রের স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১০ হইতে ১০১৮ ধরা যায়। ১০১০ এর ন্যূন হইলেই স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কম হইল বলিতে হইবে)—এল্‌কোহল, ক্লোরোফরম, সিমিসি, জুনিপার্, মার্ক-কর, ইউরেনিয়াম্, ভিরেট্রাম-ভিরিডি।

মূত্রে সেডিমেণ্টস্, SEDIMENTS বা তলানি।

১০৭। মূত্র কোন পাত্রে রাখিলে তাহার তলভাগে যাহা কিছু জমিয়া পড়ে, তাহাকে তলানি বা সেডিমেণ্ট বলে।

১০৮। মূত্রে লালবর্ণের সেডিমেণ্ট—এণ্টি-ক্রুড, গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ** সিপি।

১০৯। সাধারণতঃ মূত্রে সেডিমেণ্ট থাকিলে—** ক্যাম্থা, ** কলোসি, **লাইকো, ** ফস্-এসি, ** পাল্স, সিপি, **ভ্যালিরি, ** জিঙ্ক।

১১০। মূত্রে ঈষৎ লালবর্ণের সেডিমেণ্ট—(১) ** ক্যান্থা, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, ভ্যালিরি ; (২) একোন, এম্ব্রা, এণ্টি, আর্ণি, চায়না, ডাল্কা, ল্যাকে, * ভ্যালিরি, * সিপি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সাইলি স্কুইল।

১১১। ঈষৎ সাদা সেডিমেণ্ট হইলে—(১) ** বার্বেরিস, বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ক্যান্থা, গ্র্যাফা, ** ফস্, ফাইটো, সিপি ; (২) ** হ্রাস, কলোসি, কলচি, কোনা, ইউপেটো-পারফো এবং পারপিউ, হিপা, ওলিয়েণ্ডা, পিট্রো, প্ল্যাণ্টেগো, স্পাইজি, সালফা, ফস্, এসি-ভ্যালিরি।

১১২। মূত্রে ময়দার চূর্ণের ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে—ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস-এসি, সালফা, টার্টার-এমিটিক্।

১১৩। হরিদ্রাবর্ণের সেডিমেণ্ট হইলে—(১) **বার্বেরিস, ** ক্যামো, ফস্, সাইলি, স্পঞ্জি, সাল্ফ-এসি, ** জিঙ্ক ; (২) ক্যান্থা, কুপ্রা, ল্যাকে, লাইকো।

১১৪। সেডিমেণ্ট রক্তময়—(১) **ক্যান্থা, হেমামে, নাক্স-ভ, ** ফস্-এসি, ** পাল্স, ** সিপি, সাল্ফ-এসি ; (২) একোন, ডাল্কা, হেলে, লাইকো, ফস্, ** টেরিবিস্থ, ইউভা-আর্সাই, জিঙ্ক।

১১৫। খণ্ড খণ্ড পরদার ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে—বার্বেরিস, ** ক্যান্থা, মার্ক, ** মেজি, জিঙ্ক।

১১৬। মিউকাস বা শ্লেষ্মার ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে—(১) চিমাফিলা, ডাল্কা, ন্যাট্রা-মি, ** পাল্স্, ভ্যালিরি; (২) এণ্টি, এস্কেপি, বার্বেরিস, ব্রাই, কষ্টি, কলোসি, কোনা, ইউপেটো-পারপিউ, মার্ক, ন্যাট্রা কার্ব, ফস্-এসি, সার্সা, সেনিগা, সাল্ফ-এসি।

১১৭। সূত্রবৎ মিউকাসযুক্ত সেডিমেণ্ট—ক্যানাবিস্, ক্যান্থা, মার্ক, ** মেজি, নাইট্রি-এসি, সেনিগা, টার্টা-এ, পাল্স্।

১১৮। বালুকা অথবা পাথর চূর্ণের ন্যায় সেডিমেণ্ট—( ) এণ্টি, ক্যাল্কে, লাইকো, ফস, রুটা, * সার্সা, সাইলি, জিঙ্ক; (২) এম্ব্রা, আর্ণি, চায়না, মিনিয়্যান্থিস, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, থুজা, পাল্স; (৩) ক্যানা, পিট্রো, পডো, সিপি।

১১৯। লাল বালুকা চূর্ণ, প্রস্রাবান্তে বিছানার চাদরের উপরে দেখা যায়—** হাইয়স, * লাইকো।

১২০। পুঁজের ন্যায় সেডিমেণ্ট—** ক্লেমাটিস, ক্যান্থা।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্ব, পর ও সমকালীয় এবং অন্যান্য অবস্থা।

১২১। প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু প্রস্রাব হয় না অর্থাৎ নিষ্ফল প্রস্রাব চেষ্টা—(১) একোন, ** ক্যান্থা, ** ডিজি, ** সার্সা; আর্ণি, ক্যাম্ফ, কলোসি, হাইয়স্, কেলি-কার্ব, নাক্স-ভ, ফস্, ফস-এসি, প্লাম্বাম্, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

১২২। সাধারণতঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—ব্রাই, ** কষ্টি, ** ফেরা, ** ফস্, ** নাক্স-ভ, ফস্-এসি, ** পাল্স, ** সার্সা, ** ষ্ট্যাবাই, ** সিলা, **ষ্ট্যাফি, **সাল্ফা।

১২৩। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বভাগে যন্ত্রণা—(১) বোভি, কলোসি, লাইকো, * লিথি-কার্ব্ব, নাক্স-ভ, পাল্স; (২) আর্ণি, ব্রাই, ডিজি, ফস্-এসি, হ্রাস, সাল্ফা, টার্টার-এমিটিক্

১২৪। প্রস্রাবত্যাগ আরম্ভে যন্ত্রণা—ক্যান্থা, ক্লেমা, মার্ক।

১২৫। প্রস্রাব করার সময় যন্ত্রণা—(১) কানা, *ক্যান্থা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ফস-এসি, পাল্‌স, থুজা, ; (২) এসিটিক্‌-এসিড্‌, ক্লেমোটিস, কল্‌চি, কোনা, ইপিকা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, সার্সা, ফস্‌, সিপি, সাল্‌ফা, ভিরাট, টেরিবি, ইউপেটো-পার্প্‌।

১২৬। যন্ত্রণাসহ মূত্রকৃচ্ছ্র, ইহাতে অল্প অল্প বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নানাপ্রকার বেদনা ও যন্ত্রণাসহ হইয়া থাকে—*এপিস, ** ক্যান্থা, * ক্যাপসি, কলোসি, লিলিয়াম-টি; * * মার্ক-ক, মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, সালফা, টাটা-এ, * টেরিবি, জিঙ্ক, *ক্যাল্‌-কা।

১২৭। প্রস্রাবের স্রোত থামিবামাত্র যন্ত্রণা—ব্রাই, সাল্‌ফা, ক্যান্থা, সার্সা।

১২৮। প্রস্রাব হওয়ার পরভাগে জ্বালা ও যন্ত্রণা—(১) ** ক্যান্থা, কলোসি, হিপা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, সার্সা, থুজা ; (২) এনাকা, আইরিস্‌-ভা, আর্ণি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যানাবিস্‌, * লিথি-কার্ব, ক্যাপসি, চায়না, কোনা, ডিজি, ন্যাট্রা-কার্ব, নাক্স-ভ, পাল্‌স, রুটা, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা জিঙ্ক।

১২৯। মূত্রস্থলীতে একপ্রকার বেদনাসহ আক্ষেপ ও মূত্রত্যাগ জন্য বেগ দেওয়া, ইহাকে "মূত্র শূল" বলা যায়—আর্ণি, **মার্ক-কর, মার্ক-ভ।

১৩০। মূত্রত্যাগ করিবার সময় মাঝে মাঝে থামিয়া যায়, —** কোনা।

১৩১। মূলত্যাগের আরম্ভে ফোঁটা ফোঁটা মূত্রত্যাগ—কেলি-ব্রো।

১৩২। মূত্রত্যাগ কষ্টে— *ক্যাল্‌-কা, ক্যাপ্‌সি, * ক্যান্থা, নাক্স-ভ, জিঙ্ক, সার্সা।

১৩৩। " অসাড়ে—এলোজ, বেল, ** কষ্টি, ক্যামো, হাইয়স্‌, ক্রিয়েজো, ** পাল্‌স, মার্ক-ভ, ন্যাটা-মি, প্ল্যাণ্টে, সিপি, সাইলি,- ** হ্রাস-টক্স।

১৩৪। মূত্রত্যাগ অসাড়ে রজনীতে মূত্রস্থলীর মুখের শিথিলতা হেতু—**সাল্‌ফা, প্ল্যাণ্টেগো, * * বেল, কষ্টি, * * ক্লোরাল-** হাইড্রোসি-এসি, ** পাল্‌স, ** হ্রাস-টক্‌স, ** সাইলি।

১৩৫। কেবল মলত্যাগ সময়েই প্রস্রাব হয়—*এলাম।

১৩৬। প্রস্রাবত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করে—*লাইকো।

১৩৭। প্রস্রাবত্যাগ কালীন চীৎকার করে—*বোরা, সার্সা।

১৩৮। প্রস্রাব ত্যাগকালীন চিড়িকমারা বেদনা—* লিলিয়াম্‌-টি।

১৩৯। অত্যন্ত প্রস্রাবের বেগ—লিথিয়াম-কার্ব।

১৪০। প্রস্রাব আঠাযুক্ত—**কলোসি।

১৪১। ,, লোঞ্ছা বা ক্ষতোৎপাদক—সালফার।

——oo——

চতুর্থ অধ্যায়।

মল STOOLS.

মল সম্বন্ধে প্রধান প্রধান পীড়া ও তাহাদের ঔষধ।

(নিম্নলিখিত পীড়াসমূহের বিশেষ চিকিৎসা দেখ)।

কলেরা Cholera বা ওলাউঠা—একোন, *আর্স, *ক্যাম্ফ, *কার্ব-ভ, সিকুটা, * কুপ্রা, ইউফরবি, জ্যাট্রো, ফস, ফস্‌-এসি, পডো, * সিকে, সাল্‌ফ-থুজা, * ট্যাবেকা, * ভিরাট্‌।

কলেরা সিক্কা Cholera Sicca—অর্থাৎ একপ্রকার ওলাউঠা (কদাচিৎ দেখা যায়) যাহাতে বমন কিম্বা ভেদ না হইতেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। কলেরা পয়জন্ অর্থাৎ ওলাউঠা উৎপাদক বিষয়ে আভ্যন্তরিক প্রখরতাই

এই মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক উল্লেখ করেন। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি নির্দ্দেশিত হয়——

* কাম্ফ, কার্ব্ব-ভ, * লরোসি, * ট্যাবেকা।

কলেরা ইন্‌ফ্যাণ্টাম্ Cholera Infantum অর্থাৎ শিশুদের ওলাউঠা—একোন, ইথু, এণ্টি-ক্রুড, * আর্স, * বেল, * বিসমাথ, ক্যাল্-কা, * ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কল্‌চি, কলোসি, কলোষ্ট্রাম্, * ক্রোটন-টি, ইলাটে, গ্র্যাটি, * আইরিস্-ভা, জ্যাট্রো, কেলি-ব্রাই, কেলি-ব্রো, ক্রিয়েজো, * লরোসি, ফস, পডো, র‍্যাফে, সার্সা, সিকে, * সাইলি, সাল্‌ফা ট্যাবেকা, এণ্টি-টার্টা, থুজা, ভিরাট্।

কলেরা মর্বাস অর্থাৎ সাংঘাতিক বা প্রাণনাশক ওলাউঠা—একোন, * এণ্টি-ক্রু, * আর্স, ক্যাম্ফ, কলোসি, * ক্রোটন-টি, * ইলাটে, ইউফরবি, * গ্র্যাটি, ইপিকা, আইরিস্-ভা কেলি-বাই, ফস্, ফস্-এসি, * পডো, র‍্যাফে, * সিকে, ট্যাবেকা, টার্টা-এমি, থুজা, * ভিরাট্, * রিসিনাস্।

ডায়েরিয়া অর্থাৎ উদরাময়—একোন, ইস্কিউ, ইথু, এগার, এলো, এলুমি, এমোনি-মি, * এণ্টি-ক্রুড, এপিস, আর্ণি * আর্স, এসাফি, এসারাম্, এস্ক্লেপি, ব্যাপ্‌টি, ব্যারাইটা-কার্ব বেঞ্জো এসি, কেলি, বোরা, ব্রোমি, * ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাল-কার্ব, ক্যাল্-ফস,-ক্যাম্থা, ক্যাষ্টোর, কষ্টি, ক্যামো, চেলি, * চায়না, সিকুটা, সিনা, সিষ্টাস, ককিউ, কফি, * কলোসি, কোনা, কোপেবা, * কর্ণাস-সার্সি, * ক্রোটন্-টি, কিউবেব, সাইক্লা, ডিজি, ডায়োস্কো, * ডাল্‌কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, জেল্‌স, গ্র্যাফা, গ্র্যাটি, * গামিগা, হিপা, হিপোমে, * হাই-ড্রস্, ইগ্নে, আইয়ড্, ইপিকা, আইরিস্-ভা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-না, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লরোসি, লেপ্টা, লিলি-টি, লিথি-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে কা, * মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, নাইট্রি-এসি, নিউফার, নাক্‌স-ম, নাক্‌স ভ, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, অকজ্যালি-এসি, পিট্রো, ফস, ফস্,-এসি, পিক্রি-এসি, প্ল্যাটি, প্লাম্বা, *পডো, * সোরি, * পাল্‌স, র‍্যাফে, হ্রিয়াম, হ্রাডো, হ্রাস, রুমেক্স, স্যাবাডি, সেম্বু, সেঙ্গু, সিলা, সিকেলি, সিপি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, সাল্-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্‌সে, টার্টার-এমি, টেরিবি, থ্রম্বি, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

প্রাচীন উদরাময়—ইস্কিউ, এলুমি, এমোনি মি, এণ্টি-ক্রু, এপিস, আর্ণি, * আর্স, এসারাম্, বোরা, ব্রোমি, ব্রাই, * ক্যাল্-কা, কষ্টি, * চায়না, সিষ্টাস্, কলোসি, কোনা, কোপেবা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, * গ্র্যাফা, * গামিগা, * হিপা, * আইয়ড্, *কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-নাই, * ল্যাকে, লেপ্টা, লিথি-কার্ব্ব, *লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মেজি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, নাইট্রি-এসি, নিকোলাম্, ওলিয়েণ্ডা, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, * ফস্, * ফস্-এসি, পডো, সোরি, পালস, র্যাফে, হ্রডো, রুমেক্স, সিপি, সাইলি, * সালফা, থুজা, ভিরাট।

শিশুদের উদরাময়—একোন, * ইথু, এলো, এমোনি-মি, * এপিস, * আর্জেণ্টা-না, * বেঞ্জো-এসি, আর্স, * বেল, বিসমাথ, বোরা, * ক্যাল্-কা, * ক্যাল্কে-ফস, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টোর, * ক্যামো, * চায়না, * সিনা কফি, * কলোসি, কলোষ্ট্রাম্, কর্ণাস, * ক্রোটন্-টি, * ডাল্কা, * গ্র্যাফা, ইলাটে, গামিগা, * হেলে, হিপা, ইগ্নে, ইপিকা, আইরিস-ভা, জ্যালাপ, কেলিবাই, ক্রিয়েজো, *লরো, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, *মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নিকোলাম্, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ওলিয়েণ্ডা, * পলিনিয়া, ফস্, ফস্-এসি, * পডো, *সোরি, পাল্স, র‍্যাফে, * হ্রিয়াম্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, * সালফা, সাল্ফ-এসি, ভরাট, জিঙ্ক।

আমাশয় রোগে—একোন, *ইথু, এলো, এলুমি, এপিস্, আর্জেণ্টা-না, আর্ণি, * আর্স, ব্যাপ্টি, *বেল, কেলি, *ক্যাম্ফা, *ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, চায়না, * কল্চি, * কলোসি, কোপেবা, কিউবেব, কুপ্রা, ডালকা, ইলাটে, গামিগা, হিপা, হিপোমে, হাইড্রোফো, ইগ্নে, আইয়ড, ইপিকা, আইরিস-ভা, * কেলি-বাই * ম্যাগ্নে-কা, মার্ক কর, •মার্ক-ভ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস, পিট্রো, অক্জ্যালি-এসি, সোরি, পাল্স, র‍্যাফে, * হ্রাস, স্যাবাডি, * সালফা, টার্টার-এমি, * থুম্বি, ভিরাট, জিঙ্ক।

কোষ্ঠবদ্ধ—ইস্কিউ, হিপা, ** ব্রাই ক্যাল্-কা, কলিন্জো, হাইড্রাষ্টি, আইরিস্, ল্যাকে, ** লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ** নাক্স-ভ, ওপি, ** প্লাম্বা, ** ককিউ, * পডো, ** সাইলি, সিপি, ** ষ্ট্যাফি, ** সালফা, * ভিরাট, এলেট্রি, এলুমি, ব্যাপ্টি, বেল, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, কষ্টি, সিমিসি, কোনা, ইউ-

নিমিন্, জেলস্, গ্র্যাফা, কেলি-আইয়ড্, ক্রিয়েজো, মার্ক, মিচেল, নাইট্রি-এসি, ফস, প্ল্যাটি, পাল্‌স, সাসাফ্রা, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফ-এসি, জিঙ্ক।

মলের কাঠিন্য হেতু কোষ্ঠবদ্ধ—** (ব্রাই, ম্যাগ্নে-মি, ওপি, প্লাম্বা, ভার্বে স্কা।)

অন্ত্রসমূহের কার্য্যকারিতা শক্তির অভাব হেতু কোষ্ঠবদ্ধ—** (এলুমি, হিপা, কেলি-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ)

মল STOOLS.

মলের দৃশ্য, প্রকৃতি ও স্বভাব ইত্যাদি।

মলের অবস্থা পরিবর্ত্তন, রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিশেষ জ্ঞাপক লক্ষণ। ওলাউঠা, উদরাময়, আমাশয় কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ যে প্রকার পীড়াই হউক না কেন, মলের প্রকৃতি ও তৎসঙ্গীয় লক্ষণচয় অনুসন্ধান না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে হোমিওপ্যাথিক মতে কোন ফল পাইবে না। সকল ওলাউঠাতেই আর্সেনিক, এবং সকল রক্তামাশয়েই একোনাইট এবং মার্ক-কর যে ঔষধ এমন নহে। মলের অবস্থা এবং স্বভাব ইত্যাদি সুনিপুণ ভাবে দৃষ্টি করিলে সহজেই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে।

মলের প্রকৃতি ও বর্ণ।

১। বিলিয়াস্ অর্থাৎ পিত্তময় মল—একোন, * ব্রাইও, ইথু, এগার, এলো, *আর্স, ক্যাক্‌টা, *কল্‌চি, **ক্যামো, চায়না, সিনা, কলোসি, * কর্ণাস-সার্‌সি, কিউবেব, ডায়োস্কো, ডাল্‌কা, ইপিকা, লেপটা, * ইউপেটো, পার্‌ফো, লিলিয়াম্-টি, মার্ক-ভ, ফস, সোরি, ** পালস; সাল্‌ফ, ভিরাট, জিঙ্ক।

২। মল রক্তময়—(১) * একোন, ব্যাপ্‌টি, * কেলি-বাই, **মার্ক-কর, মার্ক-ভ, *ফস, * ক্যাম্থা, *আর্ণি, *ক্যাপ্‌সি, *কলচি, *কলোসি; (২) ইস্কিউ, ইথু, এগার, এলো, *এলাম্, **এপিস, আর্জেণ্টা-না, * আর্স,

*বেল, বেঞ্জো-এসি, ব্রাই, ক্যাক্টা, * কার্ব-এনি, ক্যাষ্টোর, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, সিনা, কোপেবা, কিউবেব্, কুপ্রা, * ক্রোটেলাস, ডাল্কা, ইলাটে, হিপা, হিপোমেনি, গ্র্যাফা, হাইড্রোফোবিন্, ইগ্নে, **ইপিকা, আইরিস্, কেলি-নাইট্রা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, * লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, ** নাক্স-ভ, পিট্রো, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বা, পডো, সোরি, ফাইটো, ** পাল্স, হ্রাস, স্যাবাডি; ** সিপি, সাইলি, সিকো, ষ্ট্যাফি, ** সাল্ফা, টার্টার-এমি, থুম্বিডি, থুজা, ভিরাট, জিঙ্ক।

৩। নীল রক্তময় এবং কাল—*ক্যাপ্সি, এলাম।

৪। রক্তমিশ্রিত তরল মলের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মল দগ্ধ খড়ের ন্যায় দেখায় (টাইফয়েড্ এবং টাইফাস্ জ্বরে) * ল্যাকে।

৫। মল রক্ত ডোরা ডোরার ন্যায়—*সালফা, কল্চি, থুম্বিডি।

৬। মল পূঁজময় (১) * এপিস, * আর্ণি; (২) আর্স, ক্যাল্কে-ফস্, আইয়ড্, ** মার্কুরিয়াস, ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, সিকে, সাল্ফা, ** সাইলি।

৭। মল অণ্ডলালপূর্ণ—ডায়োস্কো, ন্যাট্রা-মি।

(৭ ক) „ পরিবর্ত্তনশীল—(১৬ প্যারা দেখ) ক্যামো, কল্চি, ডাল্কা, পডো, পাল্স, সাল্ফা। (১২৪ প্যারা দেখ)।

মলের বর্ণ।

৮। মল কাল—*ব্রোমি, * সিনা, * সোরি, * ষ্ট্যামো, একোন, এপিস, এলাম্, আর্স, এস্কেপি, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, * ক্যাপ্সি, চায়না, সিকুটা, কিউবেব্, কুপ্রা, হিপোমেনি, ফস, পাল্স, * সাল্ফা, * লেপ্টা * মার্ক-কর, ষ্ট্রামো, সাল্ফ-এসি, ট্যাবেকা, টার্টা-এমি, ভিরেট্রা।

৯। „ ব্রাউন বা কটা বর্ণ—(১) * আর্ণি, গ্র্যাফা, * সোরি, * র‍্যাফে, * সিল্লা; (২) * ইস্কিউ, এলো আর্জেন্টা-নাইট্রা, * এপিস্ আর্স, * এসাফি, ব্যাপ্টি, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, কার্ব-ভ, কার্ড-মেরিন,

চেলি, চায়না, কলোসি, ফ্লুওর-এসি, * ক্রোটন, গামিগা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ক্রিয়েজো, লিলিয়াম-টি, লাইকো, * মার্ক-সল্, * মেজি, ম্যাগ্নে-কা, হ্রিয়াম্, হ্লাডো, * হ্লাসটক্স, স্যাবাডি, * সিকেলি, সাল্ফা, * সিপি, টার্টার, এমি, ভিরাট, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

১০। মল চা-খড়ির ন্যায় বর্ণ--বেল্, * ক্যাল্-কার্ব, পডো।

১১। মাখনের ন্যায় বর্ণ—আর্জেণ্টা-নাইট্রা,ক্যাল্-কার্ব, *জেল্স।

১২। ,, গ্রে (Gray) অর্থাৎ প্রায় সাদা বা ভস্মের ন্যায় বর্ণ--*কেলি-কার্ব, এলো, ক্যাল্-কার্ব, চেলি, মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-মি, পিক্রি-এসি, ** (ক্যাল্-কার্ব, ডিজি, ল্যাকে, সিপি, স্পঞ্জি)।

১৩। মল সবুজ বর্ণ—(১) * ক্যাল্কে-ফস, * ডাল্কা, * ইলাটে, * হিপা, * ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ * পলিনিয়া ; (২) * একোন, ইস্কিউ, ইথু, এগার, এলো, এলাম্, এমোনি-মি, এপিস্ ** আর্স, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, এসাফি, এস্কেপি, বেল, * বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাম্থা, ** ক্যামো, চায়না, সিনা, ব্যাপটি, কলোসি, ক্রোটন্-টি, * কুপ্রা-এসি, * কুপ্রা, জেলস্, গ্র্যাটি, ইপিকা, আইরিস-ভা, ক্রিয়েজো, লরোসি, লেপ্টা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ** পাল্স, ** ফস, ফস্-এসি, পডো, হ্রাস্, সিকেলি, ** সোরি, * ষ্ট্যানা, সাল্ফা ** সাল্ফ-এসি, টার্টার-এমি, টেরেবিন্থ্, ভিরাট্।

১৪। ,, লোহিতবর্ণ—(১) * সিনা, * হ্রাস ; (২) আর্জেণ্টা, নাইট্রা, ক্যাম্থা, কলচি, গ্র্যাফা, মার্ক-ভ, সাল্ফা।

১৫। ,, শ্বেতবর্ণ—(১) ইস্কিউ, * এগারি-ফেলো, এণ্টি-ক্রুড্, বেল, * বেঞ্জো-এসি, * সিনা, ক্যাষ্টোর, * ডিজি, ডাল্কা, * হেলে, * হিপা, ** ফস, ফস,এসি ; (২) * এপিস, * ক্যাল্, কার্ব, ক্যাল্-ফস্, ক্যাম্থা, কষ্টি, * ক্যামো, চেলিডো, চায়না, * গ্র্যাফা, ককিউ, ইগ্নে, * আইয়ড্, ইপিকা, * নাক্স-ভ. ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, পডো, * পাল্স, হ্রিয়াম্, * হ্রাস, সাল্ফা, * সিপি।

১৬। মলের বর্ণ নির্গম সময়ে সাদা দধির ন্যায় থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ বাতাসে থাকিলে সবুজবর্ণ হইয়া যায়—হ্রিয়াম্

১৭। সাদা খণ্ড খণ্ড শস্যের ন্যায় বর্ণ—** ফস, কিউবেব্।

১৮। সাদা চর্ব্বির বাতির ন্যায় বর্ণ—*ম্যাগ্নে, কার্ব।

১৯। হরিদ্রাবর্ণ।—(১) *এপিস, * চায়না, * কলোসি, * ক্রোটন্-টি * গামিগ্যা, * হিপা, * হাইয়স্, * পডো; (২) ইথু, * এসারাম, * এগার, * এলো, এমোনি-মি, আর্জেণ্টা-নাই, এসাফি, এস্ক্লেপি, ব্যাপ্টি, বেল, বোরাক্স, বোভি, ব্রোমি, ক্যাল-কার্ব, * কলোসি, ক্যাম্ফা, ক্যামো, চেলিডো, কঁকিউ, * কলচি, কলোষ্ট্রাম, * কিউবেব্, * কুপ্রা-সালফ, ডিজি, ড্যায়স্কো, ডাল্কা, ইউফর্, জেলস, ফ্লোর-এসি, গ্র্যাটি, ইগ্নে, ইপিকা, * আই-রিস-ভা, সাইক্ল্যা, জ্যাবোর্য়্যাণ্ডা, কেলিব্রাই, * কেলি-আইয়ড্, কেলি কার্ব, ল্যাকে, লরোসি, লেপ্টা, * মার্ক-সালফি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-ভ, ন্যাট্র-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্ফ, নাক্স-ম, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, * ফস্-এসি, পিক্রি-এসি, প্লম্বা, পালস্, * র‍্যাফে, * ষ্ট্রিয়াম্, হ্রাস, সেম্ব, সিপি, ষ্ট্যাফি, সালফা, সাল্ফ-এসি, ট্যাবেকা, টার্টার-এমি, থুজা।

তরল মল।

২০। তরল মল—একোন, এরোনিয়া-ডা, আর্জেণ্টা-না, আস, এরাম্-ট্রি, ক্যাল্-কার্ব, কল্চি, কলোসি, ক্রোটন-টি, কঁকিউ, হাইয়স, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, হ্রাস, ভেনি, রিসিনাস, র‍্যাফে, সিনা, সাইলি, * এলোজ কষ্টি, সিকুটা, কোনা, কফি, ন্যাট্রা-কার্ব, স্যাবাডি, *** (ইথু, এপিস, এণ্টি-ক্রুড্, ক্যামো, চায়না, মার্ক, ফস, ফস-এসি, পাল্স, হ্রাস-টক্স, সাল্ফা, ভিরাট্।

২১। তরল মল কালবর্ণ—(১) * আর্স, * সিনা, *ষ্ট্র্যামো, (২) একোন, কার্ব-ভ।

২১। „ „ ব্রাউন্ বা কটাবর্ণ—(১) গ্রাফা, সোরি, * র‍্যাফে, * সিলা; (২) আর্জেণ্টা-নাই, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ভ, ফস্।

২৩। তরল মল ঈষৎ সবুজবর্ণ—ইথু, ক্রোটন-টি, র‍্যাফে।

২৪। তরল মল ঈষৎ হরিদ্রাভ ভস্মবর্ণ—ইথুজা।

২৫। ,, ,, উদ্ নামক মৎস্যজীবী জন্তুর গায়ের বর্ণ-বৎ—হ্রাস।

২৬। ,, ,, কৃষ্ণলোহিতাভ বর্ণ—হ্রাস।

২৭। ,, ,, লোহিতাভ পীতবর্ণ—লাইকো।

২৮। ,, ,, পীতাভ ধবল—নাইট্রি-এসি।

২৯। ,, ,, তরল মল পীতবর্ণ—(১) * ন্যাট্রাম্—সাল্ফ, নাক্স-ম; (২) ইথু, কলোসি, আইরিস্-ভা, লাইকো, র‍্যাফে, হ্রাস।

মিউকাস MUCUS অর্থাৎ শ্লেষ্মাবৎ মল।

৩০। মিউকাস অর্থাৎ আম নির্গত হইলে—এসাফি, কাক্টা, চেলিডো, চায়না, সিনা, কলোসি, সাইক্লা, ডিজি, গ্র্যাফা, হাইয়স, আইরিস্-ভা, লেপ্টা, ন্যাট্রা-কার্ব, নাইট্রি-এসি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, র‍্যাফে, হিয়াম্, সাইলি, ষ্ট্যাফি, টার্টার-এমি, ভিরাট্; ** (এসারাম, ব্রাই, বোরাক্স, ক্যাম্ফি, ক্যামো, কলচি। প্রত্যেকবারেই নানাবর্ণের মিউকাস দৃষ্ট হয়—নাক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সাল্ফার)।

৩১। আম (মিউকাস) রক্তমল—(১) একোন, * ইথু, * আর্স, * এলো, * ক্যাম্ফি, ক্যান্থোরি, * কলোসি, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * আর্স, * এলো, * ক্যাম্ফি, ক্যান্থোরি, * কলোসি, * মার্ক-কর, মার্ক-ভ, * নাক্স-ভ; (২) কার্ব-ভ, ক্যামো, ক্যাম্ফা, কিউবেব্, ইলাটে, গামি-গা, হিপা, হাইড্রোফো, ইগ্নে, আইয়ড্, আইরিস, নাইট্রি-এসি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, প্লাম্বা, পডো, সোরি, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফা, থুজো।

৩২। আম ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণ—(১) * আর্স, কার্ব-ভ, (২) ব্যাপ্টি, * নাক্স-ভ, গ্র্যাটিওলা, হিয়াম্, জিঞ্জিবার।

৩৩। ” কালবর্ণ—আর্জেন্টা-নাইট্রি, ব্যাপ্টি, বোলিটা।

৩৪। ” ফেনাযুক্ত মাতগুড়ের ন্যায়—ইপিকা।

৩৫। ” ফেনাযুক্ত—* আইয়ড্, সাইলি, সাল্ফ-এসি।

৩৬। আম জেলির ন্যায়—*এলোজ, *কল্‌চি, *হেলে, *কেলি-বাই, * হ্রাস, এস্কে্লপি, পডো, সিপি।

৩৭। ,, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণার ন্যায়—বেল, ফস্।

৩৮। ,, সবুজ বর্ণ—** (ইথু, এপিস্, আর্জেণ্টা-নাইট্র, আর্স, বেল. বোরাক্স, ব্রাই, ক্যালকে-ফস্, ক্যামো কলোসি, ডাল্‌কা, ইপিকা), লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, পলিনিয়া, ফস, পাল্‌স, সাল্‌ফা, একোন, ইস্কিউ, এগার, এমোনি-মি, *ক্যাম্থা, ইলাটে, গামিগা, হিপা, ক্রিয়েজো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস্-এসি, পডো, সোরি, হ্রিয়াম, হ্রাস, সিপি।

৩৯। আম তরল—* লরোসি, টেরিবিন্থ।

৪০। ,, তরল সবুজ—লরোসি।

৪১। ,, ,, ও ফেঁকাশে—কার্ব-ভ।

৪২। ,, লালবর্ণ—(১) *সিনা, *হ্রাস; (২) আর্জেণ্টা-নাইট্র, ক্যান্থা, কল্‌চি, গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক-ভ, সাইলি, সাল্‌ফা।

৪৩। ,, উলের (Wool) স্তূপের ন্যায়—আর্জেণ্টা-নাইট্র, এসারাম্, ক্যাপ্সি, লাইকো।

৪৪। ,, শ্লেষ্মার ন্যায় ও পিচ্ছিল—(১) * আর্নি, * এপিস, * বেল, * বোরাক্স, ব্রোমি, * ক্যাল্কে-ফস, * কলোসি, ** কুর্ণাস্-সার্সি, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, হ্রাস; (২) একোন, এগার, এলোজ, এমোনি-মি, ক্যাল-কার্ব, কার্ব-ভ, ক্যাপ্সি, আর্স, ক্যামো, সিকুটা, সিনা, ককিউ, কলচি, ডাল্‌কা, ফেরা, গামি-গা, হিপা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ম, পিট্রো, পডো, হ্রিয়াম, স্থাবাডি, সিলা, সিকে, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা, টার্টা।

৪৫। আম দড়ার ন্যায়—* এসারাম্, * সাল্‌ফ-এসি।

৪৬। ,, অত্যন্ত আঠাযুক্ত—* এসারাম্, * ক্যাপ্সি, ক্রোটন-টি, * হেলে।

৪৭। ,, পুরু বা ঘন—আইয়ড্।

৪৮। ,, স্বচ্ছ—(১) হ্রাস; (২) এলোজ, কল্‌চি, কিউবেব্।

৪৯। আম জলবৎ—(১) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, আইয়ড্, (২) লেপ্টা।

৫০। ,, সাদা—(১) * ক্যামো, * ককিউ, ডাল্কা, * হেলে, * আইয়ড্; (২) আর্স, বেল, ক্যান্থা, কষ্টি, সিনা, ইলাটে, গ্রাফা, ইগ্নে, ইপিকা, ফস্-এসি, পডো, পাল্স, হ্রিয়াম, সাল্ফা।

৫১। আম হরিদ্রাবর্ণ—এগার, * এপিস, * ক্যামো, * এসারাম্, * বোরাক্স, * কিউবেব, ব্রোমি, চায়না, ম্যাগ্নে-কা, হ্রাস, পডো, পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি :

—00—

জলবৎ মল।

৫২। মল জলবৎ—(১) * একোন, * এসাফি, * বিস্মাথ, * ক্যাল্কে-ফস্, * কল্চি, কার্ব-ভ, * কোনা, গ্র্যাটি, * আইরিস্, * জ্যালাপা, * জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি-নাইট্রি, * পডো, * সিকে, * পাল্স, * সাল্ফা, ভিরাট ; (২) এগারি, এলোজ্, এণ্টি-ক্রুড্, এপিস, এস্ক্লেপি, ব্যাপ্টি, ব্যারিয়াম্-কার্ব, কলোসি, কুপ্রা, কোপেবা, ডিজি, ডায়েস্কো, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, গামিগা, হেলে, হিপা, হাইয়স্, ইপিকা, ল্যাকে, লেপ্টা, মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কার্ব, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ম, ওলিয়েণ্ডার, ফস, হ্রাস্, সেম্ব, সার্সা, সাল্ফ-এসি, টার্টার-এমি :

৫৩। মল জলবৎ ও কাল—(১) * আর্স, * সোরি ; (২) এপিস, এস্ক্লেপি, ক্যাম্ফ, চায়না, কুপ্রা, কেলি-বাই, ন্যাট্রা-মি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্।

৫৪। মল জলবৎ কাল ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ দাগ—এস্ক্লেপি।

৫৫। মল রক্তময়—এলোজ্, ল্যাকে, পিট্রো, স্যাবাডি।

৫৬। ,, মাংস ধৌত জলের মত—(১) ফস্ ; (২) ক্যান্থা, ** হ্রাস।

৫৭। মল ব্রাউন (Brown) অর্থাৎ কটাবর্ণ—(১) * আর্স,

* কেলিবাই ; (২) ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, কার্ব-ভ, চেলিডো, চায়না, গামি-গা, ক্রিয়েজো, পিট্রো, রুমেক্স, সাল্ফা, ভিরাট্।

৫৮। মল জলবৎ কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণ—ক্যাল্-কার্ব, কেলি-বাই।

৫৯। ,, পরিষ্কার (বর্ণশূন্য)—এপিস্, সিকেলি।

৬০। মল ও তৎসঙ্গে খণ্ড খণ্ড পর্দ্দার ন্যায় থাকে—(১) * ভিরাট্; (২) কুপ্রা।

৬১। ,, ফেনাযুক্ত—* ইলাটে, * গ্র্যাটি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কার্ব।

৬২। ,, সবুজবর্ণ—(১) গ্র্যাটি, * ম্যাগ্নে-কা, * পডো, পাল্স; (২) ব্রাই, ক্যামো, কলোষ্ট্রাম্, ডাল্কা, গামি-গা, হিপা, ইপিকা, আইরিস, ক্রিয়েজো, লরোসি, লেপ্টা, সাল্ফ, সাল্ফা-এসি, টেরিবিন্থ, ভিরাট্।

৬৩। ,, ,, ও তৎসঙ্গে সেওলার ন্যায়—** ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভ।

৬৪। ,, জলবৎ সাদা বর্ণ—(১) বেঞ্জো-এসি, * ক্যাষ্টোরি, চেলিডো, * ফস্, ফস্-এসি; (২) * ডাল্কা, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভা।

৬৫। ,, হরিদ্রাবর্ণ—(১) * এপিস, * ক্যাল্-কার্ব, * চায়না, * ক্রোটন-টি, সাইক্ল্যা, * গ্র্যাটি, * হাইয়স, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * ফস্-এসি, * হ্রাস, * থুজা; (২) আর্স, বোরাক্স, ক্যাম্বা, ক্যামো, ডাল্কা, ইউফরবি, ইপিকাক্, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, কেলি-বাই, ফস, প্লাম্বাম্।

৬৬। মল জলবৎ ঘোলের ন্যায়—* আইয়ড্।

ফিকাল বা বিষ্ঠাময় মল।

N. B.—ভুক্ত দ্রব্য বিষ্ঠায় পরিণত হইলে তাহাকে (Fecal) "ফিকাল" বা বিষ্ঠাময় মল বলে।

৬৭। মল বিষ্ঠাময়—একোন, এলুমিনা, ক্যাক্টাস্, কষ্টি, চেলিডো, চায়না, কফি, ডিজি, আইয়ড্, লরোসি, মিউর-এসি, অক্জ্যালি-এসি, ষ্ট্রাম্।

৬৮। মল কালবর্ণ—(১) * ব্রোমি, লেপ্টা ; (২) ক্যাম্ফ, কিউবেব্, সাল্ফা, ট্যাবেকাম্,-টার্টার-এমি।

৬৯। মল ব্রাউন বা কটাবর্ণ—(১) * এসাফি ; (২) ইস্কিউ, ব্রাই, কলোসি, ফ্লুওর-এসি, লিলিয়াম্-টি, লাইকো, মেজি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, ষ্ট্রিয়াম্, রুমেক্স, টার্টার-এমি, থ্রম্বোডি।

৭০। „ মাখনের ন্যায় বর্ণ—(১) * জেল্স ; (২) ক্যাল্-কার্ব, আর্জেণ্টা-নাইট্রা।

৭১। „ মেটেবর্ণ—* ব্যাপ্টি, কার্ব-ভ, নাক্স-ভ।

৭২। প্রথম ভাগ মেটে বর্ণ ও শেষ ভাগ সাদা—* ইস্কিউ।

৭৩। মল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যের দানার ন্যায়—থ্রম্বি।

৭৪। „ ভস্মের ন্যায় বর্ণ—(১) * ডিজি, * কেলি-কার্ব ; (২) ক্যালকে, পিক্রি-এসি।

৭৫। „ দেখিতে তৈলের ন্যায়—* আইয়ড্, পিক্রি-এসি, থুজা।

৭৬। মল থসথসে—ইস্কিউ, এলোজ, আর্ণি, এসাফি, ব্যাপ্টি, বেল্, ক্যালকে-ফস্, চেলিডো, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইরিস্-ভা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লেপ্টা, পিট্রো, পডো, সিকে, জিঙ্ক।

৭৭। „ পাতলা—(১) * ব্যাপ্টি, * গামিগা, * হিপা, * লেপটা, * পিক্রি-এসি, * ন্যাট্রা-সাল্ফ ; (২) এগার, এলুমি, আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, চেলিডো, ইগ্নে, আইরিস-ভা, নাক্স ভ, ষ্ট্রিয়াম্, রুমেক্স, সেম্বু, থ্রম্বি, জিঙ্ক।

৭৮। „ সাদা বর্ণ—(১) * ইস্কিউ, * বেল, * পডো ; (২) ক্যাল্কে-ফস্, ডিজি, লাইকো।

৭৯। „ হরিদ্রা বর্ণ—(১) * এগার, * এলোজ, এপিস, গামি-গা, * হিপা, * ফস্-এসি, * পডো ; (২) এমোনি-মি, এসাফি, ব্যাপ্টি,

বোরাক্স্, বোভি, ক্যাল্-কার্ব, চেলিডো, কফিউ, কলোসি, ডিজি, ফ্লুওর-এসি, জেল্স, আইরিস্-ভা, ল্যাকে, পিক্রি-এসি, হ্রাস, টার্টার্-এমি।

অজীর্ণ মল।

৮০। মল অজীর্ণ—(১) *এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, *ক্যাল্কে-ফস্ ** চায়না, *** ফেরা, *গ্র্যাফা; * হিপা, ** ওলিয়েণ্ডা, *ফস্, *ফস্-এসি, *পডো, সাল্ফা; (২) আর্ণি, ইথু, এলো, আর্স, ক্যামো, কলোসি, কোনা, ক্রোটন্-টি, গামিগা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, ক্রিয়েজো, লেপ্টা, নাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, র‍্যাফেনাস্।

৮১। মলে পূর্ব্বদিনের খাদ্য বস্তু—** ওলিয়েণ্ডার।

মলের দৃশ্য।

৮২। ঘোলের ন্যায়—*আইয়ড্।

৮৩। মলের মধ্যে তণ্ডুলাভ্যন্তরস্থ শাঁসের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ও চক্চকে কণা সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়—* কিউবেব্।

৮৪। চর্ব্বির বাতির ন্যায়—ম্যাগ্নে-কার্ব।

৮৫। গরম জলে সাবান গুলিলে যেরূপ ছাকড়া ছাকড়া হয় সেই প্রকার মল—বেঞ্জোয়িক্-এসিড্।

৮৬। তরল মলের নিম্নে ময়দার ন্যায় গুড়া গুড়া তলানি বা সেডিমেণ্ট পড়ে—*পডো, ফস্-এসি।

৮৭। ইন্টেষ্টাইন্ অর্থাৎ অন্ত্রের অভ্যন্তরভাগ ছুরিকা-দ্বারা চাঁচিয়া লইলে যে যে পদার্থ (মিউকাস, কিঞ্চিৎ রক্ত, রক্ত-মিশ্রিত জল ও কখন কখন বর্ণশূন্য ক্লেদ ইত্যাদি) নির্গত হয়, মল তৎ-

সদৃশ দেখা যায়— ১) ** ক্যাম্ফা ; (২) * কলোসি ; (৩) এস্কে্প, ব্রোমি, পিট্রো।

৮৮। মল তৈলের ন্যায় দেখায়—*আইয়ড্, বোলিটাস্, পিক্রি-এসি, থুজা।

৮৯। মল ঢেলার ন্যায় বা দলা দলা—(১) * এণ্টিক্রুড্; (২) এপিস্, কোনা, ডায়স্কো. গ্র্যাফা, ইপিকা, কেলি-বাই, লাইকো, থুম্বো।

৯০। মেষের মলের ন্যায় গুটি গুটি—** (ল্যাকে, মার্ক, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, ওপি, প্লাম্বা, সাল্ফা, ভাবের্স্কা)।

৯১। পর্দ্দার ন্যায়—*কল্চি।

৯২। " ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্দ্দাখণ্ড সকলের ন্যায়—নাইট্রি-এসি, * ভিরাট, কুপ্রা, কল্চি, আর্জেণ্টা-নাইট্রা।

৯৩। " পর্দ্দার খণ্ড সকলের ন্যায় হইয়া মিউকাস্ ভাবে নির্গত হয়—** মার্ক-কর।

৯৪। " ফেনাযুক্ত--(১) * আর্ণি, * বোরাক্স, * কলোসি, * ইলাটে, * গ্র্যাটি, * কেলিবাই, * ম্যাগ্নে-কা, * সাল্ফা ; (২) বেঞ্জো-এসি, বোলিটা, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাম্ফা, চায়না, আইয়ড্, ইপিকা, মার্ক-ভা, ওপি, পডো, র‍্যাফে, ছিয়াম্, হুস, সাইলি, সাল্ফ-এসি।

৯৫। মলে চাপ চাপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্ Wool সূতার খণ্ডের মত ভাসিয়া বেড়ায়—ডাল্কা, সিকেলি, ভিরাট।

৯৬। ফামেন্‌টেড্ (Fermented) অর্থাৎ গাঁজলান্ বা উৎসেচন যুক্ত মল—(১) * আর্ণি, * ইপিকা ; (২) মেজি, ছিয়াম্, হুডো, স্যাবাডি।

মলের গন্ধ।

৯৭। দুর্গন্ধ মৃত শরীরের ন্যায়—এস্কে্পি, *কার্ব-ভ, *বিস্মাথ্, * ল্যাকে, ক্রিয়েজো, ষ্ট্র্যামো।

৯৮। গন্ধ অম্ল—(১) ** হিয়াম্, সালফ; (২) *ক্যাল্-কার্ব, * কলোসি, কলোষ্ট্রা, * হিপা, * জ্যালাপা, * ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক-ভা; (৩) বেল্, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ফস্।

৯৯। গন্ধশূন্য—**পলিনিয়া, * হাইয়স্, হ্রাস্, ইথু, এসারাম্।

১০০। গন্ধ পচা ছানার ন্যায়—*ব্রাই, * হিপা।

১০১। ,, পচা ডিমের ন্যায়—এস্কেপি, *ক্যাল্কা, **ক্যামো, * সোরি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি।

১০২। ,, পচা—* আর্স, ** এসাফি, ** ব্যাপ্টি, বোরা, ব্রাই, ** কার্ব-ভ, * চায়না, * কলোসি, ইপিকা, নাইট্রি-পসি, নাক্স্-ম, * পডো, সিপি, সাইলি, * ষ্ট্র্যামো।

১০৩। ,, নিতান্ত বিরক্তিজনক ও দুর্গন্ধময়—এগার, আর্জেণ্টা-না, * আর্ণি, এলো, এপিস, * আর্স, ** এসাফি, এস্কেপি, **ব্যাপ্টি, বেল, * বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ককিউ, সিকুটা, ককি, কল্চি, * কর্ণাস্-সার্সি, **গ্র্যাফা, খ্যাটি, গামি-গা, হিপোমেনি, আইয়ড্, ক্রিয়েজো, * ল্যাকে, লেপ্টা, লাইকো, লিলিয়াম্-টি, লিথি-কা, মেজি, নাক্স্-ভ, * ওপি, * ফস্-এসি, প্লাম্বা, * সোরি, ফস, নাইট্রি-এসি, * হ্রাস, রুমেক্স্, *সিলা, *সিকেলি, সিপি, *সাল্ফা, টেরিবি, সাল্ফ-এসি, জিঙ্ক।

মল নির্গমের অবস্থা ও বেগ।

১০৪। তীর বেগে বিরেচন হইতে থাকে—(১) **ক্রোটন্-টি, * গ্র্যাটি; (২) সিষ্টাস্, জ্যাবরাণ্ডাই, হুডো। (হঠাৎ সজোরে বিরেচন দেখ)।

১০৫। বোতল হইতে জল ঢালিবার সময় যে প্রকার ভাবে জল নির্গত হয় সেই প্রকার ভাবে বিরেচন হয়—(১) * জ্যাট্রোফা, * পডো, থুজা; (২) এলো; লেপ্টাণ্ড্রা।

১০৬। সর্ব্বদা চুয়াইয়া চুয়াইয়া বিরেচন হইয়া থাকে—(১) **ফস্, ** থ্রম্বিডি, (২) *এপিস; (৩) অক্জ্যালি-এসি, সিপি।

১০৭। অসাড়ে বিরেচন—(১) *চায়না, *ওপি, আর্ণি, *হাইয়স্‌ ওলিয়েণ্ডা; (২) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, আর্স, বেল, ব্রাই, ** এলো, ক্যাল্‌-কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, সিনা, কল্‌চি, কোপেবা, কিউবেব্‌, ডিজি, ফেরা, জেল্‌স, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, লরোসি, ন্যাট্রা-মি, ** ফস্‌-এসি, অক্‌জ্যালি-এসি, ** ফস্‌, প্লাম্বা, * সিকে, সোরি, হ্রাস, **ভিরাট্‌।

১০৮। অসাড়ে মল নির্গমন (কাশিবার সময় কিংবা হাঁচিবার সময়)—*সিনা।

১০৯। অসাড়ে মলনিঃসরণ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার অর্দ্ধ উন্মীলিত—** এপিস্‌।

১১০। অসাড়ে মলনিঃসরণ বাতকর্ম্মের সঙ্গে—** এলো, ** ওলিয়েণ্ডা, ** ফস্‌-এসি, একোন, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, পডো, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্‌।

১১১। অসাড়ে মলনিঃসরণ প্রস্রাব করিবার সময়—এলো, মিউর্‌-এসি, সিনা, সাল্‌ফার।

১১২। অসাড়ে মলনিঃসরণ প্রত্যেকবার সঞ্চালনে—* এপিস্‌।

১১৩। অসাড়ে মলনিঃসরণ নিদ্রাবস্থায়—(১) ** আর্ণি; (২) ব্রাই, কোনা, হাইয়স্‌, পাল্‌স।

১১৪। কষ্টে মল নির্গমন—(১) * এলুমিনা; (২) ক্যাল্‌কে-ফস্‌, জেল্‌স, হিপা, সোরি, সাইলি, ষ্ট্যানা।

১১৫। কেবল দাঁড়াইলে অতি কষ্টে মল নির্গত হয়, অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে—কষ্টি।

১১৬। প্রস্রাব করার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মল নির্গত হওয়া অসম্ভব—এলুমিনা।

১১৭। হঠাৎ সজোরে বিরেচন—(১) * এলো, * ক্যাল্‌কে-ফস, * ক্রোটন-টি, * গ্র্যাটি, * গামি-গা, * জ্যাট্রো, *ফস্‌, *পডো, *সাল্‌ফা;

(২) আর্জেন্টা-নাই, ক্যাপ্‌সি, সিকুটা, সিষ্টা, সাইক্ল্যা, জ্যাবোরাণ্ডা, কেলি-বাই, লেপ্টা, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা, সাল্‌ফ, র‍্যাফে-হুডো, সিকে, সিপি, থুজা, (তীরবেগে বিরেচন দেখ)।

মলের বার ও পরিমাণ।

১১৮। পুনঃ পুনঃ বাহ্যি হয়—(১) *আর্স, *ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, ক্যামো, কুপ্রা, *ইলাটে, *মার্ক-কর, *মার্ক-ভ, *নাক্স-ভ, *পডো ; (২) একোন, এপিস্‌, আর্জেন্টা-নাইট্রা, আর্নি, ব্যাপ্‌টি, বেল্‌, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল্‌-কার্ব, ক্যাম্ফা, ক্যান্থো, চায়না, সিকুটা, সিনা, ককিউ, কল্‌চি, কলোসি, কিউবেব, ডাল্‌কা, গ্র্যাটি, গামি-গা, হেলে, হাইয়স্‌, ইপিকা, আইরিস্‌-ভা, কেলি-বাই, সোরি, পাল্‌স, হ্রাস, সেম্ব, সিকে, সিপি, টার্টার্‌-এমি, টেরিবিন্থ, থুম্বি, ভিরাট্‌।

১১৯। হঠাৎ বাহ্যির বেগ হয়—ক্যাম্ফ, কুপ্রা, * সিকেলি।

১২০। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও বিরেচন—(১) *এণ্টি-ক্রুড্‌, আর্জেণ্টা-নাই, *নাক্স-ভ ; (২) আর্স, ব্রাই, সিনা, কেলি-কার্ব, র‍্যাকে, ফস, হ্রাস, সাল্‌ফা, জিঙ্ক।

১২১। বহু পরিমাণ তরল মল—(১) * এসাফি, * বেঞ্জো-এসি, * ক্রোটন-টি, * ইলাটে, * জ্যাট্রো, * পলিনি, * পডো, * থুজা, * ভিরাট ; (২) ইথু, আর্নি, আর্স, ব্রাই, ক্যাক্টা, কেলি-কার্ব, ক্যাম্ফ, চায়না, কল্‌চি, কলোষ্ট্রা, কোপেবা, কিউবেব্‌, ডায়েস্কো, গামি-গা, আইওড্‌, আইরিস্‌-ভা, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, লেপটা, লিলিয়াম্‌-টি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ম, ফস, প্লাম্বা, র‍্যাফে, হ্রাস, রুমেক্স, সিকে, ট্যারাক্স, টার্টার-এমি, টেরিবিন্থ।

১২২। অল্প পরিমাণ মল—(১) * আর্স, * বেল, * ক্যাপ্‌সি, * মার্ক-কর, মার্ক-ভ, * নাক্স-ভ ; (২) একোন, এলো, আর্জেণ্টা-নাই, আর্নি, এসারা, ব্যাপ্‌টি, ক্যান্থা, ক্যামো, কল্‌চি, কলোসি, ক্রোটন্‌-টি, ডাল্‌কা, মেজি, ওলিয়েণ্ডা, পাল্‌স, হ্রাস, সিকে, ষ্ট্যানা।

মলের অন্যান্য লক্ষণ।

১২৩। মল করোসিভ্ (Corrosive) অর্থাৎ এ প্রকার তীব্র যে, যে স্থানে লাগে সে স্থানে লোমৃছা উঠিয়া যায় বা ক্ষতের ন্যায় অবস্থা হয়—(১) * আস, * গ্র্যাফা, মার্ক-ভা, *সাল্ফা; (২) একোন্, এলুমি, এণ্টিক্রুড্, আর্জেণ্টা-নাই, ব্যাপ্টি, ক্যান্থা, চায়না, কল্চি, কলোসি, গামি-গা, আইরিস্-ভা, ক্রিয়েজো, লেপ্টা, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ওপান্সিয়া, ফস্, পাল্স, ছিয়াম্, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্।

১২৪। মল পরিবর্ত্তনশীল—** সাল্ফা, *পাল্স, ক্যামো, কল্চি, ডাল্কা, পডো। (এই সংখ্যাদিগের ৭ ক দেখ)।

১২৫। উষ্ণ মল—(১) * একোন্, * ক্যাল্কে-ফস, * ক্যামো, * সাল্ফা; (২) এলো, সিষ্টাস্, ডায়েস্কো, ফস্, ষ্ট্যাফি।

১২৬। মলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি থাকিলে—** (ক্যাল্-কার্ব, চায়না, সিনা, ইগ্নে, সাল্ফা, ম্যাবাম্-ভি)।

১২৭। ,, ,, বড় বড় কৃমি থাকিলে—** সিনা, **স্যাবাডি, চায়না, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফা)।

১২৮। ,, ,, ফিতার ন্যায় কৃমি থাকিলে—** (ক্যাল্কা, গ্র্যাফা, প্ল্যাটী, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা)।

১২৯। মল নির্গমনের সঙ্গে পেট বেদনা না থাকিলে—(১) * ব্যাপ্টি, * বিসমাথ্, বোলিটা, * বোরাক্স, * ফেরা, * হিপা, * হাইয়স্, * ফস-এসি, ** পডো, * সিনা; (২) এপিস্, আর্জেণ্টা-নাই, * আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যামো, চায়না, ক্রোটন্-টি, ককিউ, কলোসিন্থ, কল্চি, জ্যাবোরাণ্ডা, কেলি-ব্রোমি, কেলি-কার্ব, * লাইকো, *ফস্, ন্যাট্রা-সাল্ফ, হ্রাস্, ষ্ট্র্যামো, রুমেক্স, ভিরাট্, রিসিনাস্।

১৩০। উদরাময় সহ পেট বেদনা থাকিলে—** (একোন্, মার্ক, ছিয়াম্, হ্রাস্-টক্স)।

ষ্টমাক্ STOMACH অর্থাৎ পাকস্থলী।

১। পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ—(১) * আর্স, * কল্‌চি, ক্রোটন্‌-টি, * সিকেলি; (২) বিস্‌মাথ্‌, ক্যাম্ফ, ক্যামো, সিকুটা, জ্যাট্রা, স্যাবাডি, ট্যাবেকা।

২। „ শূন্য ২ বোধ—পিট্রো, ফস্‌, * সিপি, ষ্ট্যানা, * সাল্‌ফা।

৩। „ পূর্ণ বোধ—* লাইকো, আর্ণি, ব্যারাইটা-কার্ব, সাইক্ল্যা, নাক্স-ম।

৪। „ কামড়ান বেদনা—* লিথিয়াম্‌-কার্ব, ন্যাট্রা-কার্ব, সাইলি।

৫। „ অত্যন্ত বেদনা—(১) * লাইকো, (২) ব্রোমি, আর্স, ককিউ, কলোসি, কুপ্রা, ইলাটে, আইয়ড্‌, জ্যাট্রো, ষ্ট্যাফি, জিঙ্কি।

৬। „ চাপ বোধ—বিস্‌মাথ্‌, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্রোটন্‌-টি, ইলাটে, হিপা, ন্যাট্রা-কার্ব, পিক্রি-এসি, ভিরাট্।

৭। পাকস্থলী হইতে মুখ পর্য্যন্ত ক্ষত বোধ—*ট্যারেক্সে, নাক্স-ম।

৮। পাকস্থলীতে স্পর্শে বেদনাবোধ—(১) * লাইকো, (২) ইলাটে, অক্‌জ্যালি-এসি।

৯। „ আক্ষেপ—* কুপ্রা, * ককিউ, জ্যাট্রো, ব্রোমি।

৯, ক। পাকস্থলী স্ফীত—* লাইকো, ন্যাট্রা-কার্ব।

——(০:০)——

উদর। ABDOMEN.

১০। উদরে জ্বালা—* আর্স, এপিস্‌, আর্জেন্টা-নাই, ক্যান্থা, কার্ব-ভ, কল্‌চি, স্কিকে, * আইরিস্‌-ভা।

১১। „ বেদনা—এলো, * চায়না, * কলোসি, * কুপ্রা, * ডায়স্কো, * ইপিকা; * থুম্বি, ভিরাট, জ্যালাপা, ক্রিয়েজো, সিকেলি, ইস্কিউ, এলাম্‌, আর্জেন্টা-না, এসাফি, ব্রাই, ক্যাল্‌-ফস, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, সিকুটা, ককিউ, কফি, কল্‌চি, ক্রোটন্‌-টি, ইউফরবি, কিউরেব, গ্যাম্বি-গা, আইরিস্‌-ভা, কেলি-বাই,

কেলি-ব্রো, কেলি-না, ল্যাকে, লরো, মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-সাল্ফ. অক্-জ্যালি-এসি, পডো, পাল্স, হ্রাস, ষ্ট্যানা, টেরিবি।

১২। উদরে মোচড়ান বেদনা—** ডায়েস্কো।

১৩। ,, আক্ষেপযুক্ত বেদনা—কুপ্রা, ল্যাকে, ওপান্সিয়া।

১৪। ,, কর্ত্তনবৎ বেদনা—একোন, আর্নি, * বেল, ক্যামো, * চায়না, সিনা, * কলোসি, কোনা, কিউবেব, ডাল্কা, ইলাটে, আইয়ড, * জ্যালাপা, লেপ্টা, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পাম্বা, ষ্ট্রিয়াম্, * হ্রাস, ষ্ট্যাবাডি, সিলা, সাল্ফা।

১৫। পেট কামড়ান—এলো, এমোনি-মি, বেল, ফেরা, কলোসি, কোনা, কর্ণাস-সার্সি, চায়না, সিনা, ক্যামো, সিকুটা, ডাল্কা, * ইপিকা, * জ্যালাপা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কা, মেজি, নাক্স-ভ, প্ল্যাণ্টে, পিট্রো, ষ্ট্যাম্ব, হ্রাস, সাল্ফা, থুম্বি।

১৬। উদর স্ফীত—(১) *আর্স, *ক্যাল্-কার্ব, *কার্ব-ভ, *চায়না, *গ্র্যাফা, *ন্যাট্রা-সা, *লাইকো, *নাক্স্-ম, *সাইলি, *নিকোলান্, ** টেরি-বিন্থ, শেষোক্তটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ; (২) একোন, এলো-এপিস, আর্নি, এসাফি ইত্যাদি। (উদরস্ফীতির বিস্তৃত চিকিৎসা দেখ)।

১৭। উদরে কল্কল্ শব্দ—(১) *এলো, *জ্যাট্রো ; (২) *এসা-রাম, গামি-গা, জিঙ্ক।

১৮। উদরের মধ্যে গব্ গব্ বা গড়মড় শব্দে ডাকিতে থাকে—(১) *লাইকো, (২) ইস্কিউ, এলো, আর্নি, এসারাম্, বোভি, ক্যাল-ফস, ককিউ, কলোসি, কর্ণাস্-সার্সি, সাইক্ল্যা, গামি-গা, আইরিস্-ভা, জ্যাট্রো, ম্যাগ্নে-কা, ওলিয়েণ্ডা, নাটটি-এসি, ফস্-এসি, প্ল্যাণ্টে, পাল্স, ষ্ট্যাবাডি, সিকে, সাইলি, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

১৯। উদরস্পর্শে বেদনা বোধ—(১) **এপিস্ ; (২) *কলোসি, * কলোসি, * ল্যাকে ; (৩) একোন, এলো, বেল, ক্যাম্ফা, ক্রোটন্-টি, কুপ্রা, নাক্স্-ভ, ভিরাট্, গামি-গা, মার্ক-কর, ক্রিয়েজো, টেরিবি, থুম্বি।

২০। হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে চাপ দিলে বেদনা বোধ—আর্জেণ্টা-নাই, কষ্টি, ট্যাবেকা।

২১। দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা—ব্যাপ্টি, বোলিটা, মার্ক-ভা, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ্।

২২। হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে কাশিতে, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতে, হাসিতে, ইহার উপর চাপ দিয়া শয়নে বা কেবল চাপ দিলে এবং চলিয়া বেড়াইবার সময় বেদনা—সোরিনাম্।

২৩। শীতল জল পান হেতু বাম হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা—ন্যাট্রা কার্ব।

২৪। নিষ্ফল বাহ্যির বেগ—কর্ণাস-সার্সি, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

২৫। বাতকর্ম্ম হইতে থাকিলে—এমোনি-মি, বোভি, * কার্ব-ভ, * চায়না, কিউবেব্, গ্র্যাটি, কেলি-কার্ব্, ল্যাকে, *ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, * নিকোলাম্, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ওলিয়েণ্ডা, ফস্-এসি, স্থাবাডি, সিপি, সাইলি, জিঙ্কি।

২৬। বাতকর্ম্ম শীতল—কোনা।

২৭। " উষ্ণ—ককিউ, ষ্ট্যাফি।

২৮। " নির্গত হয় না—** র‍্যাফে।

২৯। " দুর্গন্ধময় ও ত্যক্তজনক—এলো, আর্ণি, চায়না, ককিউ, কোনা, লিথি-কার্ব্, ন্যাট্রা-কার্ব, * ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, * নিকোলাম্, ওলিয়েণ্ডা, ফস, পিট্রো, প্ল্যাণ্টে, সোরি, হ্রুডো, সেঙ্গু, সার্সা, সিপি, সাইলি, সিলা, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

৩০। বাতকর্ম্ম পচাগন্ধযুক্ত—* কার্ব-ভ, ওলিয়েণ্ডার।

৩১। বাতকর্ম্মে অজীর্ণ ভুক্তবস্তুর গন্ধ—* লাইকো, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, সাইলি।

৩২। " রসুনের গন্ধ—* এগারিকাস্।

৩৩। যকৃৎ স্ফীত—* চায়না, নাক্স-ম, লরোসি।

৩৪। যকৃৎ বেদনাযুক্ত—ডিজি, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৩৫। প্লীহা স্ফীত—* চায়না, আইয়ড্।

গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্র। Anus & Rectum.

৩৬। মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা—**আইরিস্-ভা।

৩৭। গুহ্যদ্বার মধ্যে ক্ষত ও পূর্ণ বোধ—ইস্কিউ।

৩৮। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তর এবং চতুর্দ্দিক লালবর্ণ—

৩৯। গুহ্যদ্বারের মুখ উদ্ঘাটিত অর্থাৎ হাঁ (Open) করিয়া থাকে—**ফসফরাস্।

৪০। গুহ্যদ্বারের ভিতর চুলকান—ইস্কিউ।

৪১। গুহ্যদ্বার হইতে মল চোয়াইতে থাকে—(১) **ফস্, (২) *এপিস, * সিপি, * থুজি; (৩) অক্জ্যালি-এসি।

৪২। গুহ্যদ্বারে আক্ষেপযুক্ত বেদনা—ফেরা।

৪৩। গুহ্যদ্বার হইতে মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত তরল মল চোয়াইতে থাকে—*ক্যাল্-কার্ব।

৪৪। সরলান্ত্রে যেন কিছু হাঁটিয়া বেড়ায় এরূপ বোধ—ক্যাল্-কার্ব।

৪৫। „ কর্ত্তন এবং চিমুটি কাটার ন্যায় বেদনা—এলো।

৪৬। „ অত্যন্ত শুষ্কাবস্থা—ইস্কিউ।

৪৭। „ পূর্ণ থাকা বোধ—ইস্কিউ।

৪৮। „ উত্তাপ এবং চুলকানি বোধ—*ইস্কিউ, এলো।

৪৯। সরলান্ত্রে খোঁচানি বেদনা—নিউফার্।

৫০। গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্র বহির্গত হওয়া অর্থাৎ হালিস্ বা হাড়িস্ বাহির হওয়া—ক্রোটিন্-টি, ব্রাই, কল্‌চি, * ইগ্নে, ** মিউর্-এসি, *পডো, সিপি. সাল্ফ, এন্টি-ক্রু, ক্যাস্থা, ডাল্-কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, মেজি, প্ল্যান্টা, সিকুটা, আইরিস্-ভা; * মার্ক-ভ। হাড়িসের নামান্তর (গোগুল)।

৫১। হালিস্ বহির্গত হইয়া আর ভিতরে যায় না।—মেজি।

৫২। সরলান্ত্রস্থ মিউকাস্ ঝিল্লী স্ফীত বোধ হয়।—ইস্কিউ।

(পশ্চাৎ লিখিত উদর ও গুহ্যদ্বারের বিস্তারিত লক্ষণ দেখ)। } :—

১। উদর।

(ক) মলত্যাগের পূর্ব্বে।

৫৩। পেট ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা- আর্স।

৫৪। পেটে কুলিক্ অর্থাৎ শূলের ন্যায় বেদনা—(১) **কলোসি, **ডায়েস্কো ; (২) *বেল্, *ক্যামো, * ষ্ট্রিয়াম্, * ভিরাট্ ; (৩) এলো, এলুমি, এমোনি-মি, আর্জেণ্টা-নাই, এস্কেপি, ব্যাপ্টি, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্সি, চায়না, কল্চি, জেল্স্, গ্র্যাফা, গামি-গা, ইপিকা, কেলি-নাই, লাইকো, মিউর্-এসি, নাইট্রি-এসি, অক্জ্যালি-এসি, ফস্, পডো, পাল্স, টেরিবিন্থ, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

৫৫। ,, কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—আর্স।

৫৬। ,, কর্ত্তনবৎ বেদনা—(১) ** কলোসি ; (২) আইরিস্-ভা, * জ্যালাপা, * ম্যাগ্নে-কা, * টার্টার-এমি ; (৩) একোন্, ইস্কিউ, এগার, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, মার্ক-কর, সিকে।

৫৭। পেট ফাঁপাবোধ ও পুট্পাট্ শব্দ করা—* আর্নি, * লাইকো।

৫৮। ,, কামড়ান—বেল্, সোরি।

৫৯। ,, গরম বোধ—বেল্।

৬০। পেটের বাম দিকে বেদনা—*থুজা।

৬১। পেটে খোঁচান বেদনা—(১) * গামি-গা, *কেলি-কার্ব, ম্যাগ্নে কা, * ভিরাট্; (২) ইথু, এগার্, বেল্, ক্যাল্কে-ফস্, ক্যাম্ফা, সিনা, মার্ক-ভা, পিট্রে, স্ট্যাবাডি, জিঙ্গিবার।

৬২। পেটের ভিতর গড়্গড়্ করিয়া ডাকা—(১) ইস্কিউ, *স্ট্যাট্রা-সাল্ফ, * পালস; (২) এপিস্, এগার্, এস্ক্লেপি, চেলিডো, আইরিস্-ভা, ল্যাকে, লেপ্টা, মিউর-এসি, স্ট্যাট্রা-মি, ফস্, স্টাবাডি, সিকে, সাল্ফা, টার্টার-এমি, থুজা।

৬৩। পেটে মোচড়ান বেদনা—কষ্টি, অক্জ্যালি-এসি, ষ্ট্র্যামো।

(খ) মলত্যাগের সময় উদর।

৬৪। পেটে শূলের ন্যায় বেদনা—(১) *কলোসি; (২) এগার, এলুমি, এসাফি, ব্যাপ্টি, ক্যাম্ফা, এস্ক্লেপি, ক্যামো, ক্রোটন্-টি, ইপিকা, লাইকো, মেজি, মিউর-এসি, ম্যাগ্নে-কা, অক্জ্যালি-এসি, পডো, পেট্রো, ছিয়াম্, হ্রাস, ট্যাবেকা, টার্টার-এমি।

৬৫। " কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—সাল্ফা।

৬৬। " আক্ষেপযুক্ত বেদনা—আইরিস্-ভা।

৬৭। " কর্ত্তনবৎ বেদনা—(১) * এলোজ, * কলোসি; (২) একোন, এগার, ক্যাপ্সি, চেলিডো, গামি-গা, আইয়ড্, আইরিস-ভা, জ্যালাপা, মার্ক-ক, মার্ক-ভ, সিকে, হ্রাস।

৬৮। " টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—প্লাম্বা, পডো।

৬৯। " পেটের ভিতর দিয়া অগ্নিস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয়—এস্ক্লেপি।

৭০। পেটে কামড়ান—(১) *থুজা; (২) এপি, প্ল্যাণ্টেস, বোভি।

৭১। পেটে খোঁচানবৎ বেদনা—এগার, *ভিরাট্, মার্ক-ভা, ক্যাম্ফ।

৭২। ” গড়্ গড়্ করিয়া ডাঁকা—চেলিডো, কর্ণাস্।

৭৩। পেটের বামপার্শ্বে বেদনা—থুম্বি।

মলত্যাগের পর উদর।

৭৪। পেটে জ্বালা—বোলিটা, কেলি-বাই, স্যাবাডি।

৭৫। ” শূলের ন্যায় বেদনা—এমোনি-মি, এস্কে্পি, ডায়েস্কো, পাল্স, হ্রিয়াম।

৭৬। ” কর্ত্তনবৎ বেদনা—(১) **কলোসি; (২) * লেপ্টা; (৩) আর্স, কেলি-নাই, মার্ক-কর, মার্ক-ভা, পডো, হ্রিয়াম, ষ্ট্যাফি।

৭৭। ” শূন্য বোধ—* ভিরাট্, সাল্ফ-এসি, ফস্।

৭৮। ” খোঁচান বেদনা—কেলি-কার্ব, মার্ক-ভা।

৭৯। ” পেটের ভিতর দুর্ব্বল বোধ—(১) *ফস্; (১) ডায়েস্কো সেপ্টা, পডো, সাল্ফা।

২। গুহ্যদ্বার।

(ক) মলত্যাগের পূর্ব্বে।

৮০। গুহ্যদ্বারে জ্বালা—ওলিয়েণ্ডা।

৮১। গুহ্যদ্বার সঙ্কোচিত বোধ—প্লাম্বা।

৮২। হারিস্ বা হালিস্ বাহির হওয়া—পডো। (৮৮, ৯৫ দেখ)।

৮৩। গুহ্যদ্বারে ভারবোধ—ক্যাক্টাস্।

(খ) মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার।

৮৪। গুহ্যদ্বারে কামড়ান—লাইকো।

৮৫। গুহ্যদ্বারে জ্বালা অথবা গরম বোধ—(১) একোন, * এলো, **আর্স; (২) ক্যান্থা, *ক্যাপ্সৌ; (৩) কার্ব-ভ, ব্রাই, কষ্টি, ক্যাষ্টাস্, গামি-গা, **আইরিস্-ভা, ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ওপি, পিক্রি-এসি, জিঙ্ক্।

৮৬। " চুলকান—সাল্ফা।

৮৭। " বেদনা—অক্জ্যালি-এসি, * প্ল্যাম্বা, ক্যান্থা, মিউর-এসি।

৮৮। গুহ্যদ্বার বাহির অর্থাৎ হালিস্ বাহির হওয়া—ব্রাই, কল্চি, *ইগ্নে. মিউর-এসি, * পডো, সিপি, সাল্ফা। ইহার মধ্যে পডো ও ইগ্নে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৮২, ৯৫, ২৯ দেখ)।

৮৯। গুহ্যদ্বারে চিড়িক মারিয়া উঠা—*মিউর-এসি, এগার, চায়না, কেলি-কার্ব, পিক্রি-এসি।

(গ) মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার।

৯০। গুহ্যদ্বার কামড়ান বোধ—* ক্যান্থা।

৯১। " জ্বালা—(১) ** আর্স, **আইরিস্-ভা, (২) *এলো, *ক্যান্থা, *ক্যাপ্সৌ, *গামি-গা, *কেলি-কার্ব, *মার্ক-ভা, *থুম্বি, (৩) বোভি, ক্যাম্পি, কার্ব-ভ, সিকুটা, কলোসি, হেলে, কেলি-কার্ব, নরোসি, লিলিয়াম্-টি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-সাল্ফ, পিক্রি-এসি, সাইলি, সাল্ফা, টার্টার, এমি, টেরিবিন্থ।

৯২। গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত—*ইগ্নে, ল্যাকে।

৯৩। " চুলকান—(১) *মার্ক-ভা; (২) কার্ব-ভ, ষ্ট্যাফি, এলো।

৯৪। গুহ্যদ্বারে খোচাবৎ বেদনা—আইরিস্ ভার্স।

৯৫। গুহ্যদ্বার নির্গত বা হালিস্ বাহির হওয়া—(১) * পডো, * থুম্বি ; (২) আস, এসারাম্, সিপি, সাল্ফা। (৮২, ৮৮ দেখ)।

৯৬। গুহ্যদ্বারে চিড়িক-মারা বেদনা—(১) * ক্যাম্বা, * গামি-গা ; (২) এগার্, হেলে, নাক্স-ম, পাল্স্, সাল্ফা।

৯৭। পেটে টিপি দিলে বেদনা বোধ—(১) ** মিউর-এসি ; (২) * গামিশা, * মার্ক-ভা ; (৩) এলুমি, এন্টি-ক্রুড্, এপিস্, ক্যামো, নাক্স-ভ, নাইট্রি-এসি, পডো, সাল্ফা।

৯৮। গুহ্যদ্বারে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা—(১) * ক্যাম্বা ; (২) কেলি-নাইট্রা।

৯৯। ,, ভারবোধ—* এলোজ।

(নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখ)।

মলত্যাগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

(ক) মলত্যাগের পূর্ব্বাবস্থায়।

(পূর্ব্বোক্ত উদর ও গুহ্যদ্বার দেখ)

১। পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ব্যাপ্‌টি, সিকুটা, * নাক্স-ভ, পাল্স্।

২। তলপেটের দুই পার্শ্বে বেদনা—ন্যাট্রা-সাল্ফ।

৩। উপরোক্ত স্থানে টিপিলে বেদনা—ন্যাট্রা-সাল্ফ।

৪। শিরঃপীড়া—অক্‌জ্যালি-এসি।

৫। অন্ত্রসমূহে জ্বালা—এলোজ্।

৬। অন্ত্রসমূহের ভিতর তরল পদার্থ যেন গল্‌গল্ শব্দে চলিয়া বেড়াইতেছে—*পডো।

৭। অন্ত্রসমূহের ভিতর খোঁচান বেদনা—* এলোজ।

৮। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—(১) * এলো, এমোনি-মি; (২) ক্যাপ্‌সি, ফ্লুওর-এসি, নাক্স-ভ, অক্‌জ্যালি-এসি।

৯। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে যেন একটী সিপি আটকান রহিয়াছে এরূপ বোধ—** এলোজ।

১০। রেক্টাম্‌ অর্থাৎ সরলান্ত্র বোধ হয় যেন তরল পদার্থে পূর্ণ রহিয়াছে—** এলো।

১১। হঠাৎ পেটে তীরবিদ্ধের ন্যায় বেদনা—এপিস্‌।

১২। টিনেস্‌মাস অর্থাৎ কোঁথপাড়া থাকিলে—*মার্ক-কর, মার্ক-ভ, বোলিটাস।

১৩। বাহ্যির বেগ—(১) * এলো, ** সিপ্টাস্‌, * কলোসি, * গামিগা, * কেলিঃবাই, * মার্ক-কর, *মার্ক-ভ, * নাক্স-ভ, *হ্রিয়াম্‌, *সাল্‌ফা; (২) আর্ণি, ক্যাম্ফা, কল্‌চি, ল্যাকে, ফস, হ্রাস্‌, স্যাবাডি।

১৪। নিষ্ফল বাহ্যির বেগ—*নাক্স-ভ।

১৫। হঠাৎ বাহ্যির বেগ—(১) ** সাস্‌ফা; (২) * সিপ্টাস, * লিলিয়াম্‌-টি; (৩) সিকুটা, পিট্রো, ফ্স, পডো।

১৬। বাঁহ্যির বেগ হইলে আর সম্বরণ করিতে পারে না—* এলো, সাল্‌ফা, সিকুটা, সিপ্টা।

১৭। প্রস্রাব করিতে বাহ্যির বেগ—হ্রিয়াম্‌।

১৮। বাহ্যির পূর্ব্বে অত্যন্ত বাতকর্ম্ম হওয়া—(১) * এলো, আর্জেণ্টা-নাইট্রা; (২) এসাফি, জেল্‌স্‌।

১৯। শীত বোধ—* মার্ক-ভ, আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, ডিজি, মেজি, ফস্‌।

২০। উষ্ণতামিশ্রিত শীতবোধ—* মার্ক-ভ।

২১। ঘর্ম্ম—(১) * থুস্বি; (২) একোন্‌, বেল্‌, ডাল্‌কা, মার্ক-ভ।

২২। প্রস্রাবের উদ্বেগ—ষ্ট্রিয়াম্।

২৩। বমন—আর্স, ইপিকা।

——oo——

(খ) মলত্যাগকালীন আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

২৪। পৃষ্ঠে বেদনা—***ইস্কিউ, এমোনি-মি, *নাক্স-ভ, পাল্স।

২৫। মূত্রস্থলীতে প্রস্রাবের বেগ—(১) ** মার্ক-কর্; (২) * ক্যান্থা, * লিলিয়াম্-টি, ষ্ট্যাফি।

২৬। অন্ত্রসমূহে থেতলে যাওয়ার ন্যায় বেদনা—* এপিস।

২৭। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—ফ্লুওর-এসি, কেলি-ব্রাই।

২৮। সরলান্ত্রে জ্বালা—(১) * আর্স; (২) এলো, এলাম্, এমোনি-মি, বোরাক্স, ক্যাপ্সি, ডায়েস্কো, কোনা, গ্র্যাফা, সাল্ফ-এসি।

২৯। রেক্টাম্ অর্থাৎ সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে (হালিস বাহির হওয়া)—* (১) *ইগ্নে; (২) এণ্টি-ক্রুড্, ক্যান্থা, ক্রোটন্-টি, ডাল্কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, মেজি। (৯৩ ও ৮৮ দেখ)।

৩০। সেক্রামে জ্বালা—ক্যাপ্সি।

৩১। ,, বেদনা—*ইস্কিউ; (২) পডো।

৩২। কোঁথপাড়া থাকিলে—(১) ** মার্ক-কর্, ** মার্ক ভ; (২) এলো, * আর্স, * বেল্, *কলচি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, *নাক্স-ভ, *হ্রাস, *ট্যাবেকা, * থুজি; (৩) একোন, ইস্কিউ, এলুমি, এমোনি-মি, আর্জেণ্টা-নাই, ব্যাপ্টি, এস্ক্লেপি, ক্যাপ্সি, কলোগি, কোনা, ডায়েস্কো, গ্র্যাফা, হাইড্রোফো, কেলি-নাই, ল্যাকে, লরোসি, লিলি-টি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্ফ, ওপি, পিট্রো, পডো, প্লাম্বা, সাল্ফা, টাটার্-এমি, জিঙ্ক্।

৩৩। মূত্রস্থলীতে অতি মূত্রবেগ থাকিলে—লিলিয়াম্-টি, *ষ্টাফি।

৩৪। বেদনা উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে—**হ্রাস।

৩৫। ইউারথ্রা অর্থাৎ প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা থাকিলে—কলোসি।

৩৬। বাহ্যির বেগ—(১) * ক্যান্থা, * গামি-গা, * কেলি-বাই, *মার্ক-কর, *মার্ক-ভ; (২) এলো, এপিস্, আর্জেন্টা-নাই, আর্ণি, বেঞ্জো-এসি, সাইক্ল্যা, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ম, অক্জ্যালি-এসি, হ্রাস, থুজি।

৩৭। প্রস্রাবের বেগ—* এলুমি, এলো, সিকুটা।

৩৮। অসাড়ে মূত্রত্যাগ—*এলুমি, কেলি-ব্রোমি।

৩৯। বমন—(১) ইপিকা; (২) *ভিরাট্; (৩) আর্স, ব্রাই, ডাল্কা, মার্ক-ভ।

৪০। শীতে কম্প—পাল্স, ভিরাট্।

৪১। শীতবোধ—(১) আর্স, * মার্ক-ভ; (২) কল্চি, কোপেবা, ইপিকা, লাইকো, হ্রিয়ান্, সিকে, সাল্ফা, থুজি।

৪২। শীত উত্তাপসহ—মার্ক-ভ।

৪৩। নিদ্রাবেশ—ব্রাই।

৪৪। উদ্গার—ক্যামো, ডাল্কা, মার্ক-ভা, ষ্টানা।

৪৫। অবসন্নতা—সিকে, *ভিরাট্।

৪৬। বাতকর্ম্ম—**আর্জেন্টা-নাইট্রা, *এগার্, এলো, *গামি-গা, *ন্যাট্রা-সাল্ফ, একোন, এসাফি, লরোসি, পডো, সার্সাপ্যারি, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্।

৪৭। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম—(১) * ক্যাল্কে-ফস, * ফস-এসি; (২) ইস্কিউ, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টারি, ডায়েস্কো, আইরিস্-ভা।

৪৮। অত্যন্ত শব্দশালী বাতকর্ম্ম—*আর্জেন্টা-নাই, থুজা।

৪৯। সমস্ত উষ্ণ—অক্জ্যালি-এসিড্।

৫০। মস্তকের সম্মুখভাগে শীতল ঘর্ম্ম—*ভিরাট্।

৫১। ঐ স্থানে উষ্ণ ঘর্ম্ম—*মার্ক-ভা।

৫২। ন্যকার বা বমনেচ্ছা—(১) *ইপিকা, *ভিরাট্; (২) এগার্, আর্জেন্টা-নাই, আর্স, বেল্, ক্যামো, চেলিডো, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাটি, হেলে, মার্ক-ভা, নাইট্রি-এসি, ওপোপিয়া, সাইলি, সাল্ফা, টার্টার্-এমি।

৫৩। ঘর্ম্ম—একোন, বেল, ক্যামো, ক্রোটন্-টি, ডাল্‌কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্র্যামো, থ্রম্বি।

৫৪। ঘর্ম্মশীতল—*ভিরাট, মার্ক-ভা, সাল্‌ফা।

৫৫। শাখা সমস্তে শীতল ঘর্ম্ম—*গামি-গা।

৫৬। উষ্ণ ঘর্ম্ম—সাল্‌ফা।

৫৭। চীৎকার করা—*মার্ক-ভা, কলচি, ট্রিয়াম্।

৫৮। কামেচ্ছা উদ্দীপ্ত—ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৫৯। পাকস্থলীতে জ্বালা—হিপোমেনি।

৬০। স্বাদ ন্যক্কারজনক—ক্রোটন্-টি।

৬১। দুর্ব্বলতা—ইস্কউ, প্ল্যাণ্টে।

(গ) মলত্যাগের পর আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

৬২। আনন্দ পূর্ণ—বোরাক্স, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৬৩। শীত বোধ—ক্যাম্বা, গ্র্যাটি, মেজি।

৬৪। নিদ্রালুতা—(১) ইথু, ব্রাই, কলচি, *নাক্স-ম্ন; (২) কল্‌চি, সিকে, সিপি, টেরিবি, ভিরাট; (৩) ইথু, এলো আর্স, চায়না, বিস্মাথ, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলিয়াম্-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিক্রি-এসি, পডো।

৬৫। মূর্চ্ছা—(১) *এলো, *কোনা, *সার্স; (২) ফস্, ভিরাট; (৩) ক্রোটন্-টি, লেপ্টা, মার্ক-ভা, টেরিবিন্থ।

৬৬। অবসন্ন অবস্থা—*কল্‌চি, ইথু, এলো, আর্স, বিস্মাথ, চায়না, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলি-টি, নাইট্রি-এসি, ফস, পিক্রি-এসি, পডো, সিকেলি, *সিপি, *টেরিবি, *ভিরাট্।

৬৭। অর্শ হইতে রক্তস্রাব—*এলো, *ব্রোমিন্।

৬৮। অর্শ হইতে কাল রক্তস্রাব—ল্যাকে, *মিউর্-এসি।

৬৯। অত্যন্ত ক্ষুধা—*পিট্রো, লেপ্টা।

৭০। খিট্‌খিটে স্বভাব—নাইট্রি-এসি।

৭১। জানুতে দুর্ব্বল বোধ—থুম্বি।

৭২। ন্যক্কার—(১) *কষ্টি; (২) একোন, ক্রোটন-টি, কেলি-বাই; অক্‌জ্যালি-এসি, জিঙ্কি।

৭৩। ন্যক্কার ও তৎসঙ্গে শুষ্ক উকি—কেলি-বাই।

৭৪। হৃৎকম্পন—আর্স, কোনা।

৭৫। ঘর্ম্ম—একোন্, আর্স।

৭৬। ,, কপালে—ক্রোটন-টি।

৭৭। ,, শীতল—এলো।

৭৮। ,, ,, মুখমণ্ডলে—সাল্‌ফা।

৭৯। ,, ,, পদে—সাল্‌ফা।

৮০। ,, ,, কপালে—**ভিরাট্, মার্ক-ভা।

৮১। ,, উষ্ণ—*মার্ক-ভা।

৮২। পেটের বেদনা, কোঁথপাড়া এবং বাহ্যির বেগ উপশম বোধ হয়—(১) *কলোসি, নাক্স-ভ, **গামি-গা, * হ্রাস; (২) একোন, ইস্কিউ, এলো, এলুমি, আর্স, এসাফি, ক্যাল্‌কে-ফস্, ক্যাম্ফা, ক্যামো, কল্‌চি, হেলে, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, টার্টার-এমি। এই অধিকারে গামি-গাটি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ

৮৩। শীতার্ত্তের ন্যায় শরীর কম্পন—*ক্যাম্ফা।

৮৪। ,, ,, ,, জলপানের পর—ক্যাপ্‌সি।

৮৫। কোঁথপাড়া ক্ষান্ত হওয়া মাত্র নিদ্রা—**সাল্‌ফা, কল্‌চি।

৮৬। মলত্যাগের পরই বোধ হয় যে আরও অধিক মল নির্গত হইবে—নাক্স-ভ।

৮৭। যকৃৎ স্থানে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ—বোলিটাস।

৮৮। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—*লেপ্টা, এলো।

৮৯। যকৃৎ স্থানে চাপ দিলে বেদনা—ক্রোটন-টি।

৯০। সরলান্ত্রে জ্বালা বোধ—*আর্স, *টেরিবিন্থ, এমোনি-মি, স্ট্যাবাড়ি।

৯১। „ গরম বোধ—এপিস্।

৯২। „ অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ বহুক্ষণস্থায়ী বেদনা—*নাইট্রি-এসি।

৯৩। সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়া—*মার্ক-ভা; (২) এণ্টি-ক্রুড, সিকুটা, ক্রোটন্-টি, ইগ্নে, আইরিস্-ভা। (৩৯ দেখ)।

৯৪। পাকস্থলীতে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ—বোলিটাস।

৯৫। „ চাপবোধ—ক্রোটন্-টি।

৯৬। কোঁথ পাড়া—(১) **মার্ক-কর, **মার্ক-ভা; (২) *বেল, *ক্যাপ্সি, *ক্যাম্ফা, *কলচি, *ইগ্নে, * কেলি-বাই, *ম্যাগ্নে-কা, *ষ্ট্রিয়াম্, *সালফা, *থুজা; (৩) এমোনি-মি, ব্যাপ্‌টি, বোলিটা, বোভি, ইপিকা, ল্যাকে, ফস, প্লাম্বা, ষ্ট্রাস্, টার্টার্-এমি।

৯৭। তৃষ্ণা—* ক্যাপ্‌সি, ডাল্‌কা।

৯৮। বাহ্যির অতৃপ্তিকর বেগ—(১) *ইথু, *মার্ক-কর, মার্ক-ভা, নাক্স-ভ; (২) ব্যারা-কার্ব, সিকুটা, ক্রোটন্-টি, ডিজি, ল্যাকে, লাইকো, পিট্রো, ষ্ট্রিয়াম্।

৯৯। মুখ দিয়া জল উঠা—*কষ্টি।

১০০। দুর্ব্বলতা ও অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা—(১) *ভিরাট্, *থুজা; (২) আর্স, বোভি, ক্যাল্-কার্ব, *কোনা, কার্ব-ভ, ইপিকা, মেজি, ষ্ট্যাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, থুজা।

যে যে অব্যাবস্থায় পেটের অসুখ ও তৎসঙ্গীয় উপসর্গের বৃদ্ধি ও উপশম হয়।

(ক) বৃদ্ধি।

১। অম্ল বস্তু আহারে—(১) * এণ্টি-ক্রুড্, * ফস-এসি, * সাল্ফ; (২) এলো, এপিস, আর্স, ব্রোমি, কল্চি, ল্যাকে।

২। তরুণ রোগাক্রমণের পর—* কার্ব-ভ, *চায়না, *সোরি।

৩। বেলা দ্বিপ্রহরের পর—(১) চায়না; (২) এলো, বেল্, বোরাক্স, ক্যাল-কার্ব, ডাল্কা, লরোসি, লেপ্টা; টেরিবিন্থ; জিঙ্ক।

৪। ,, ৪টা হইতে ৬টা—কার্ব-ভ।

৫। ,, ,, ,, ৮টা—হেলে, *লাইকো।

৬। ,, ৫টা ,, ৬টা—ডিজি।

৭। বৃদ্ধ বয়সে—(১) ওপি; (২) এণ্টি-ক্রুড্।

৮। বায়ু প্রবাহের মধ্যে থাকিলে—(১) ** ক্যাপ্সি; (২) একোন্; (৩) নাক্স-ভ।

৯। একদিন পর একদিন বৃদ্ধি—এলুমি, চায়না, ফ্লুওর্-এসি, নাইট্রি-এসি।

১০। ক্রোধের পর—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভ, কলোসি।

১১। শরৎকালে—(১) * কল্চি; (২) ব্যাপ্টি, ইপিকা।

১২। স্নানের পর—ক্যাল্-কার্ব, সার্সা।

১৩। শীতল জলে স্নানের পর—এণ্টি-ক্রুড্।

১৪। প্রাতঃকালে আহারের পর—* থুজা, আর্জেণ্টা-নাই, বোরাক্স।

১৫। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর—আর্স।

১৬। বাঁধা কপি আহারের পর—ব্রাই, পিট্রো।

১৭। সর্দ্দি লাগার পর—* সেঙ্গু।

১৮। মনস্তাপের পর—এলো, ব্রাই, ক্যামো, ষ্ট্যাফি।

১৯। সূতিকা গৃহে—(১) ফস, * সোরি, সিকে, * ষ্ট্র্যামো; (২) ক্যামো, হ্বিয়াম্, থুজি।

২০। শৈশবাবস্থায়—*ক্যাল্কে-ফস্, * ক্যামো, ইপিকা, নাক্স-ম, হ্বিয়াম্, সিপি, সাইলি, সাল্ফ-এসি।

২১। স্থূলকায় শিশু—**ক্যাল্-কার্ব।

২২। শিশুদের ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়া না লাগিলে—(১) * ক্যাল্-কার্ব, * ক্যাল্কে-ফস, সাইলি, সাল্ফা; (২) * এপিস্, মার্ক-ভ; (৩) ইপিকা।

২৩। মহামারী ও ওলাউঠার সময়—কুপ্রা, ক্যাম্ফ।

২৪। ওলাউঠার আক্রমণের পর—সিকে।

২৫। কাফি আহারের পর—ক্যাম্থা, * সাইক্ল্যা, * সিষ্টা, ফ্লুওর-এসি, ইগ্নে, অকজ্যালি-এসি, থুজা।

২৬। শীতল পানীয় সেবনে—* আর্স, পাল্স, এণ্টিক্রুড, ব্রাই, নাক্স-ম, হ্বাস, সাল্ফ-এসি।

২৭। শীত বা ঠাণ্ডালাগা হেতু—* একোন্, এলো, আর্স, ব্যারাইটা-কা, * বেল, * ব্রাই, ক্যাম্ফ, * কষ্টি, ক্যামো, চায়না, কফি, * ডাল্কা, ইলাটে, গ্র্যাফা, ইপিকা; ন্যাট্রা-কার্ব, নাক্স-ম, নাক্স ভ, সাল্ফা, জিঙ্ক।

২৮। খাদ্য দ্রব্য আহারের পর—এণ্টিক্রুড, লরোসি, লাইকো।

২৯। কোষ্ঠবদ্ধের পর—এলুমি।

৩০। আর্দ্রগৃহে বাস জন্য—ন্যাট্রাম সাল্ফ, টেরিবিন্থ।

৩১। দিবাভাগে বৃদ্ধি—(১) * পিট্রো; (২) এমোনি-মি, ব্যাপ্টি, ক্যাম্থা, সিনা, ককিউ, গামি-গা, হিপা, কেলি-নাই, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সাল্ফ, সিলা।

৩২। শিশুদের দন্তোদ্গম সময়ে—(১) * ক্যাল-কার্ব, * ক্যাল্-ফস্, হ্বিয়াম, পডো, ক্যামো, * কলোসি, সাল্ফ-এসি, * ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে,-কার্ব, মার্ক-ভ, জিঙ্ক, নাক্স-ম, * সোরি, * সিপি, * সাইলি, ম্যাগ্নে-

কা, সাল্‌ফা, ইথু, এপিস্; আর্জেণ্টা-না, সার্স, বেঞ্জো-এসি, বোরা, চায়না, হেলে, জেল্‌স, ইগ্নে, ইপিকা।

৩৩। মধ্যাহ্ন আহারের পর—এলুমি, এমোনি-মি, নাক্স-ভ, নাইট্রি-এসি।

৩৪। পানীয় সেবনের পর—(১)** আর্জেণ্টা-নাই; (২) আর্স, *ক্রোটন টি, *থুম্বি; (৩) ক্যাপ্‌সি, কলোসি, সিকে।

৩৫। ভোজনের পর—(১) **ক্রোটন্-টি; (২) আর্স।

৩৬। ইরাপশান্ অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া যাওয়ার পর—(১) **সাল্‌ফা; (২) * লাইকো, হিপা, মেজি।

৩৭। সন্ধ্যায় সময় বৃদ্ধি—(১) * বোভি; (২) এলো, ক্যাম্ব, কষ্টি, কল্‌চি, ল্যাকে, জেল্‌স, মিউর্-এসি, পিক্রি-এসি, টেরিবিন্থ।

৩৮। বসন্তাদি রোগ বসিয়া যাওয়ার পর—* ব্রাই, পাল্‌স, চায়না।

৩৯। বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার সময় বৃদ্ধি—আর্স চায়না, সিনা, টার্টার-এমি।

৪০। টাইফয়েড জ্বরের সময় বৃদ্ধি—(১) * আর্স, *ব্যাপ্‌টি * হাইয়স, ল্যাকে, মিউর্-এসি, * নিউফার, * ওপি, * হ্লাস, ষ্ট্র্যামো। (২) এলুমি, বেল্, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, টেরিবিন্থ, ভিরাট্।

৪১। হেকৃটিক্ বা পূয়জ্বরে—এসারাম্।

৪১। ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর—(১) ** জেল্‌স; (২) * ওপি, (৩) ইগ্নে।

৪৩। ফলাদি আহারের পর—(১) *চায়না, *সিষ্টা, *কলোসি, পাল্‌স; (২) আর্স, ক্যাল্-ফস, একোন, ক্রোটন্-টি, ল্যাকে, বোরা, ম্যাগ্নে-কা, থুম্বি, মিউর্-এসি, হ্রুডো।

৪৪। ফল ও দুগ্ধ একত্র পানের পর—পডো।

৪৫। আহারীয় দ্রব্য পরিবর্ত্তনের পর—নাক্স-ভ।

৪৬। পচা দ্রব্য আহারের পর—আর্স, কার্ব-ভ।

২২। প্রস্রাবের উদ্বেগ—হ্রিয়াম্।

২৩। বমন—আর্স, ইপিকা।

——০০——

(খ) মলত্যাগকালীন আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

২৪। পৃষ্ঠে বেদনা—**ইস্কিউ, এমোনি-মি, *নাক্স-ভ, পাল্স।

২৫। মূত্রস্থলীতে প্রস্রাবের বেগ—(১) ** মার্ক-কর্; (২) * ক্যান্থা, * লিলিয়াম্-টি, ষ্ট্যাফি।

২৬। অন্ত্রসমূহে থেত্‌লে যাওয়ার ন্যায় বেদনা—* এপিস।

২৭। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—ফ্লুওর-এসি, কেলি-ব্রাই।

২৮। সরলান্ত্রে জ্বালা—(১) * আর্স; (২) এলো, এলাম্, এমোনি-মি, বোরাক্স, ক্যাপ্সি, ডায়েস্কো, কোনা, গ্র্যাফা, সাল্ফ-এসি।

২৯। রেক্টাম্ অর্থাৎ সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে (হালিস বাহির হওয়া)—* (১) *ইগ্নে; (২) এণ্টি-ক্রুড্, ক্যান্থা, ক্রোটন্-টি, ডাল্কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, মেজি। (৯৩ ও ৮৮ দেখ)।

৩০। সেক্রামে জ্বালা—ক্যাপ্সি।

৩১। ,, বেদনা—*ইস্কিউ; (২) প্‌ডো।

৩২। কোঁথপাড়া থাকিলে—(১) ** মার্ক-কর্, ** মার্ক ভ; (২) এলো, * আর্স, * বেল্, *কলচি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, *নাক্স-ভ, *হাস, *ট্যাবেকা, * থুজি; (৩) একোন, ইস্কিউ, এলুমি, এমোন-মি, আর্জেণ্টা-নাই, ব্যাপ্টি, এস্কুলি, ক্যাপ্সি, কলোসি, কোনা, ডায়েস্কো, গ্র্যাফা, হাইড্রোফো, কেলি-নাই, ল্যাকে, লরোসি, লিলি-টি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্ফ, ওপি, পিট্রো, পডো, প্লাম্বা, সাল্ফা, টার্টার্-এমি, জিঙ্ক্।

৩৩। মূত্রস্থলীতে অতি মূত্রবেগ থাকিলে—লিলিয়াম্-টি, *ষ্ট্যাফি।

৩৪। বেদনা উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে—**হ্রাস।

৩৫। ইউরিথা অর্থাৎ প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা থাকিলে-

৩৬। বাহ্যির বেগ—(১) *ক্যান্থা, *গামি-গা, *কেলি-বাই, *মার্ক-কর, *মার্ক-ভ; (২) এলো, এপিস্, আর্জেন্টা-নাই, আর্ণি, বেঞ্জো-এসি, সাইক্ল্যা, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ম, অক্জ্যালি-এসি, হ্রাস, থুজি।

৩৭। প্রস্রাবের বেগ—*এলুমি, এলো, সিকুটা।

৩৮। অসাড়ে মূত্রত্যাগ—*এলুমি, কেলি-ব্রোমি।

৩৯। বমন—(১) ইপিকা; (২) *ভিরাট্; (৩) আর্স, ব্রাই, ডাল্কা, মার্ক-ভ।

৪০। শীতে কম্প—পাল্স, ভিরাট্।

৪১। শীতবোধ—(১) আর্স, *মার্ক-ভ; (২) কল্চি, কোপেবা, ইপিকা, লাইকো, ষ্ট্রিয়াম্, সিকে, সাল্ফা, থুজি।

৪২। শীত উত্তাপসহ—মার্ক-ভ।

৪৩। নিদ্রাবেশ- ব্রাই।

৪৪। উদ্গার—ক্যামো, ডাল্কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্যানা।

৪৫। অবসন্নতা—সিকে, *ভিরাট্।

৪৬। বাতকর্ম্ম—**আর্জেন্টা-নাইট্রা, *এগার্, এলো, *গামি-গা, *ন্যাট্রা-সাল্ফ, একোন, এসাফি, লরোসি, পডো, সার্সাপ্যারি, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্।

৪৭। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম—(১) *ক্যাল্কে-ফস, *ফস-এসি; (২) ইস্কিউ, ব্রাই, কার্ব ভ, ক্যাষ্টারি. ডায়েস্কো, আইরিস্-ভা।

৪৮। অত্যন্ত শব্দশালী বাতকর্ম্ম—*আর্জেন্টা-নাই, থুজা।

৪৯। সমস্ত উষ্ণ—অক্জ্যালি-এসিড্।

৫০। মস্তকের সম্মুখভাগে শীতল ঘর্ম্ম—*ভিরাট্।

৫১। ঐ স্থানে উষ্ণ ঘর্ম্ম—*মার্ক-ভা।

৫২। ন্যকার বা বমনেচ্ছা—(১) *ইপিকা, *ভিরাট্; (২) এগার্, আর্জেন্টা-নাই, আর্স, বেল্, ক্যামো, চেলিডো, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাটি, হেলে, মার্ক-ভা, নাইট্রি-এসি, ওপা, সিয়া, সাইলি, সাল্ফা, টার্টার্-এমি।

৫৩। ঘর্ম্ম—একোন, বেল, ক্যামো, ক্রোটন্-টি, ডাল্‌কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্র্যামো, থুজি।

৫৪। ঘর্ম্মশীতল—*ভিরাট, মার্ক-ভা, সালফা।

৫৫। শাখা সমস্তে শীতল ঘর্ম্ম—*গামি-গা।

৫৬। উষ্ণ ঘর্ম্ম—সাল্‌ফা।

৫৭। চীৎকার করা—*মার্ক-ভা, কল্‌চি, ষ্ট্রিয়াম্।

৫৮। কামেচ্ছা, উদ্দাপ্ত—ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৫৯। পাকস্থলীতে জ্বালা—হিপোমেনি।

৬০। স্বাদ নকারজনক—ক্রোটন্-টি।

৬১। দুর্ব্বলতা—ইস্কিউ, প্ল্যান্টে।

(গ) মলত্যাগের পর আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

৬২। আনন্দ পূর্ণ—বোরাক্স, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৬৩। শীত বোধ—ক্যাম্ফা, গ্র্যাটি, মেজি।

৬৪। নিদ্রালুতা—(১) ইথু, ব্রাই, কলচি, *নাক্স-ম ; (২) কল্‌চি, সিকে, সিপি, টেরিবি, ভিরাট ; (৩) ইথু, এলো আর্স, চায়না, বিস্‌মাথ, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলিয়াম্-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিক্রি-এসি, পডো।

৬৫। মূর্চ্ছা—(১) *এলো, * কোনা, *সার্স ; (২) ফস্, ভিরাট ; (৩) ক্রোটন্-টি, লেপ্টা, মার্ক ভা, টেবিবিন্থ।

৬৬। অবসন্ন অবস্থা—*কল্‌চি, ইথু, এলো, আর্স, বিস্‌মাথ, চায়না, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলি-টি, নাইট্রি-এসি, ফস, পিক্রি-এসি, পডো, সিকেলি, *সিপি, *টেরিবি, *ভিরাট্।

৬৭। অর্শ হইতে রক্তস্রাব—*এলো, *ব্রোমিন্।

৬৮। অর্শ হইতে কাল রক্তস্রাব—ল্যাকে, *মিউর্-এসি।

৬৯। অত্যন্ত ক্ষুধা—*পিট্রো, লেপ্টা।

৭০। খিট্‌খিটে স্বভাব—নাইট্রি-এসি।

৭১। জানুতে দুর্ব্বল বোধ—থুশি।

৭২। ন্যক্কার—(১) *কষ্টি; (২) একোন, ক্রোটন-টি, কেলি-বাই, অক্‌জ্যালি-এসি, জিঙ্কি।

৭৩। ন্যক্কার ও তৎসঙ্গে শুষ্ক উকি—কেলি-বাই।

৭৪। হৃৎকম্পন—আর্স, কোনা।

৭৫। ঘর্ম্ম—একোন্, আর্স।

৭৬। ,, কপালে—ক্রোটন-টি।

৭৭। ,, শীতল—এলো।

৭৮। ,, ,, মুখমণ্ডলে—সাল্‌ফা।

৭৯। ,, ,, পদে—সাল্‌ফা।

৮০। ,, ,, কপালে—**ভিরাট্, মার্ক-ভা।

৮১। ,, উষ্ণ—*মার্ক-ভা।

৮২। পেটের বেদনা, কোঁথপাড়া এবং বাহ্যির বেগ উপশম বোধ হয়—(১) *কলোসি, নাক্স-ভ, **গামি-গা, *হ্রাস; (২) একোন, ইস্কিউ, এলো, এলুমি, আর্স, এসাফি, ক্যাল্‌কে-ফস্, ক্যাম্ফা, ক্যামো, কল্‌চি, হেলে, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, টার্ট্যার-এমি। এই অধিকারে গামি-গাটি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

৮৩। শীতার্ত্তের ন্যায় শরীর কম্পন—*ক্যাম্ফা।

৮৪। ,, ,, ,, জলপানের পর—ক্যাপ্‌সি।

৮৫। কোঁথপাড়া ক্ষান্ত হওয়া মাত্র নিদ্রা—**সাল্‌ফা, কল্‌চি।

৮৬। মলত্যাগের পরই বোধ হয় যে আরও অধিক মল নির্গত হইবে—নাক্স-ভ।

৮৭। যকৃৎ স্থানে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ—বোলিটাস।

৮৮। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—*লেপ্টা, এলো।

৮৯। যকৃৎ স্থানে চাপ দিলে বেদনা—ক্রোটন-টি।

৯০। সরলান্ত্রে জ্বালা বোধ—*আর্স, *টেরিবিন্থ, এমোনি-মি, স্থাবাডি।

৯১। „ গরম বোধ—এপিস্।

৯২। „ অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ বহুক্ষণস্থায়ী বেদনা—*নাইট্রি-এসি।

৯৩। সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়া—*মার্ক-ভা; (২) এন্টি-ক্রুড্, সিকুটা, ক্রোটন্-টি, ইগ্নে, আইরিস্-ভা। (৩৯ দেখ)।

৯৪। পাকস্থলীতে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ—বোলিটাস।

৯৫। „ চাপবোধ—ক্রোটন্-টি।

৯৬। কোঁথ্ পাড়া—(১) **মার্ক-কর, **মার্ক-ভা; (২) *বেল, *ক্যাপ্সি, *ক্যাম্থা, *কলচি, *ইগ্নে, *কেলি-বাই, *ম্যাগ্নে-কা, *ছিয়াম্, *সালফা, *থুম্বি; (৩) এমোনি-মি, ব্যাপ্টি, বোলিটা, বোভি, ইপিকা, ল্যাকে, ফস, প্লাম্বা, হ্রাস্, টার্টার্-এমি।

৯৭। তৃষ্ণা—*ক্যাপ্সি, ড্যাল্কা।

৯৮। বাহ্যির অতৃপ্তিকর বেগ—(১) *ইথু, *মার্ক-কর, মার্ক-ভা, নাক্স-ভ; (২) ব্যারা-কার্ব, সিকুটা, ক্রোটন্-টি, ডিজি, ল্যাকে, লাইকো, পিট্রো, ছিয়াম্।

৯৯। মুখ দিয়া জল উঠা—*কষ্টি।

১০০। দুর্ব্বলতা ও অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা—(১) *ভিরাট্, *থুম্বি; (২) আর্স, বোভি, ক্যাল্ কার্ব, *কোনা, কার্ব-ভ, ইপিকা, মেজি, ষ্ট্যাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, থুজা।

যে যে অব্যাবস্থায় পেটের অসুখ ও তৎসঙ্গীয় উপসর্গের
বৃদ্ধি ও উপশম হয়।

(ক) বৃদ্ধি।

১। অম্ল বস্তু আহারে—(১) * এণ্টি-ক্রুড্, * ফস-এসি, * সাল্ফ; (২) এলো, এপিস, আর্স, ব্রোমি, কল্চি, ল্যাকে।

২। তরুণ রোগাক্রমণের পর—* কার্ব-ভ, *চায়না, *সোরি।

৩। বেলা দ্বিপ্রহরের পর—(১) চায়না; (২) এলো, বেল্, বোরাক্স, ক্যাল-কার্ব, ডাল্কা, লরোসি, লেপ্টা; টেরিবিন্থ; জিঙ্ক।

৪। ,, ৪টা হইতে ৬টা—কার্ব-ভ।

৫। ,, ,, ,, ৮টা—হেলে, *লাইকো।

৬। ,, ৫টা ,, ৬টা—ডিজি।

৭। বৃদ্ধ বয়সে—(১) ওপি; (২) এণ্টি-ক্রুড্।

৮। বায়ু প্রবাহের মধ্যে থাকিলে—(১) ** ক্যাপ্সি; (২) একোন্; (৩) নাক্স-ভ।

৯। একদিন পর একদিন বৃদ্ধি—এলুমি, চায়না, ফ্লুওর্-এসি, নাইট্রি-এসি।

১০। ক্রোধের পর—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভ, কলোসি।

১১। শরৎকালে—(১) * কল্চি; (২) ব্যাপ্টি, ইপিকা।

১২। স্নানের পর—ক্যাল্-কার্ব, সার্সা।

১৩। শীতল জলে স্নানের পর—এণ্টি-ক্রুড্।

১৪। প্রাতঃকালে আহারের পর—* থুজা, আর্জেণ্টা-নাই, বোরাক্স।

১৫। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর—আর্স।

১৬। বাঁধা কপি আহারের পর—ব্রাই, পিট্রো।

১৭। সর্দ্দি লাগার পর—* সেঙ্গু।

১৮। মনস্তাপের পর—এলো, ব্রাই, ক্যামো, ষ্ট্যাফি।

১৯। সূতিকাগৃহে—(১) ফস, * সোরি, সিকে, * ষ্ট্র্যামো ; (২) ক্যামো, হ্রিয়াম্, থুম্বি।

২০। শৈশবাবস্থায়—*ক্যাল্‌কে-ফস্, * ক্যামো, ইপিকা, নাক্স-ম, হ্রিয়াম্, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফ-এসি।

২১। স্থূলকায় শিশু—**ক্যাল্-কার্ব।

২২। শিশুদের ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়া না লাগিলে—(১) * ক্যাল্-কার্ব, * ক্যাল্‌কে-ফস, সাইলি, সালফা ; (২) * এপিস্, মার্ক-ভ ; (৩) ইপিকা।

২৩। মহামারী ও ওলাউঠার সময়—কুপ্রা, ক্যাম্ফ।

২৪। ওলাউঠার আক্রমণের পর—সিকে।

২৫। কাফি আহারের পর—ক্যান্থা, * সাইক্ল্যা, * সিষ্টা, ফ্লুওর-এসি, ইগ্নে, অকজ্যালি-এসি, থুজা।

২৬। শীতল পানীয় সেবনে—* আর্স, পাল্‌স, এণ্টিক্রুড, ব্রাই, নাক্স-ম, হ্রাস, সাল্‌ফ-এসি।

২৭। শীত বা ঠাণ্ডালাগা হেতু—* একোন্, এলো, আর্স, ব্যারাইটা-কা, * বেল, * ব্রাই, ক্যাম্ফ, * কষ্টি, ক্যামো, চায়না, কফি, * ডাল্‌কা, ইলাটে, গ্র্যাফা, ইপিকা; ন্যাট্রা-কার্ব, নাক্স-ম, নাক্স ভ, সাল্‌ফা, জিঙ্ক।

২৮। খাদ্য-দ্রব্য আহারের পর—এণ্টিক্রুড, লরোসি, লাইকো।

২৯। কোষ্ঠবদ্ধের পর—এলুমি।

৩০। আর্দ্রগৃহে বাস জন্য—ন্যাট্রাম সালফ, টেরিবিন্থ।

৩১। দিবাভাগে বৃদ্ধি—(১) * পিট্রো ; (২) এমোনি-মি, ব্যাপ্‌টি, ক্যান্থা, সিনা, ককিউ, গামি-গা, হিপা, কেলি-নাই, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, সিপা।

৩২। শিশুদের দন্তোদ্গম সময়ে—(১) * ক্যাল-কার্ব, * ক্যাল্-ফস্, * হ্রিয়াম, পডো, ক্যামো, * কলোসি, সাল্‌ফ-এসি, * ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-ভ, জিঙ্ক, নাক্স-ম, * সোরি, * সিপি, * সাইলি, ম্যাগ্নে-

কা, সাল্ফা, ইথু, এপিস্; আর্জেণ্টা-না, সার্স, বেঞ্জো-এসি, বোরা, চায়না, হেলে, জেল্স, ইগ্নে, ইপিকা।

৩৩। মধ্যাহ্ন আহারের পর—এলুমি, এমোনি-মি, নাক্স-ভ, নাইট্রি-এসি।

৩৪। পানীয় সেবনের পর—(১) ** আর্জেণ্টা-নাই ; (২) আর্স, *ক্রোটন টি, *থুজ্বি ; (৩) ক্যাপ্সি, কলোসি, সিকে।

৩৫। ভোজনের পর—(১) **ক্রোটন্-টি ; (২) আর্স।

৩৬। ইরাপশান্ অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া যাওয়ার পর—(১) **সাল্ফা ; (২) * লাইকো, হিপা, মেজি।

৩৭। সন্ধ্যায় সময় বৃদ্ধি—(১) * বোভি ; (২) এলো, ক্যাম্ফা, কষ্টি, কল্চি, ল্যাকে, জেল্স, মিউর্-এসি, পিক্রি-এসি, টেরিবিন্থ।

৩৮। বসন্তাদি রোগ বসিয়া যাওয়ার পর—* ব্রাই, পাল্স, চায়না।

৩৯। বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার সময় বৃদ্ধি—আর্স চায়না, সিনা, টার্টার-এমি।

৪০। টাইফয়েড জ্বরের সময় বৃদ্ধি—(১) * আর্স, *ব্যাপ্টি * হাইয়স, ল্যাকে, মিউর্-এসি, * নিউফার, * ওপি, * হ্লাস, ষ্ট্র্যামো। (২) এলুমি, বেল্, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, টেরিবিন্থ, ভিরাট্।

৪১। হেক্টিক্ বা পূয়জ্বরে—এসারাম্।

৪১। ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর—(১) ** জেল্স ; (২) * ওপি, (৩) ইগ্নে।

৪৩। ফলাদি আহারের পর—(১) *চায়না, *সিষ্টা, *কলোসি, পাল্স ; (২) আর্স, ক্যাল্-ফস, একোন, ক্রোটন্-টি, ল্যাকে, বোরা, ম্যাগ্নে-কা, থুজ্বি, মিউর্-এসি, হ্রুডো।

৪৪। ফল ও দুগ্ধ একত্র পানের পর—পডো।

৪৫। আহারীয় দ্রব্য পরিবর্ত্তনের পর—নাক্স-ভ।

৪৬। পচা দ্রব্য আহারের পর—আর্স, কার্ব-ভ।

৪৭। শোকার্ত্ত হওয়ার পর—* কলোসি, জেল্স, * ইগ্নে, ফস্-এসি।

৪৮। সূর্য্য বা অগ্নুত্তাপে—* কার্ব-ভ।

৪৯। বরফের কুল্পি খাওয়ার পর—(১) * আর্স, *কার্ব-ভ, * পাল্স, ডাল্কা।

৫০। হঠাৎ আনন্দের পর—* কফি, ওপি।

৫১। মাংস আহারের পর—* পাল্স, কষ্টি, ফেরা, সিপি, লেপ্টা, ক্যাল্-কা।

৫২। রজস্বলা হওয়ার পর—গ্র্যাফা।

৫৩। „ „ পূর্ব্বে—* বোভি, সাইলি, ভিরাট্।

৫৪। „ উপস্থিত সময়ে—(১) * বোভি; (২) এমোনি-মি, ভিরাট্।

৫৫। পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের পর—(১) * হিপা; (২) নাইট্রি-এসি, সার্সা, ষ্ট্যাফি।

৫৬। দুগ্ধপানের পর—(১) * ক্যাল্-কার্ব, * ন্যাট্রা-কার্ব, * নিকো, * সাল্ফ; (২) ইথু, আর্স, ব্রাই, কোনা, কেলি, লাইকো, নাক্স-ম * সিপি।

৫৭। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি—(১) * বোভি, * ব্রাই, *কেলি-বাই, লাইকো, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * ফস্ * পডো, *রুমেক্স, * সাল্ফা; (২) এলুমি, ইথু, এগার, কেলি-কা, সোরি, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্টা-না, এপিস্, আইয়ড্ ক্যাক্টা, আইরিস্-ভা, লিলিয়াম্-টি, মিউর-এসি, কোপেবা, সিষ্টাস্, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, কেলি-না, ডায়স্কো, নাক্স-ভ, থুব্বি, থুজা, অক্জ্যালি-এসি, ফস্-এসি, জিঙ্ক্।

৫৮। গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে বৃদ্ধি—এলো, বোরা, চায়না, সিকু, নিউফার্, সোরি, * রুমেক্স, ** সাল্ফা।

৫৯। গাত্রোত্থানের পর বৃদ্ধি—ইথু, এগার, ন্যাট্রা-সাল্ফ, সোরি।

৬০। গাত্রোত্থানের পর কিছুকাল চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি—** ব্রাই, লেপ্টা, ** ন্যাট্রা-সাল্ফ।

৬১। চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি—এলো, এপিস্, * বোরা, আর্ণি, বেল, ** ব্রাই, কল্‌চি, কলোসি, ক্রোটন্-টি, ইপিকা, মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি-অক্জ্যালি-এসি, হ্রিয়াম্, ট্যাবেকা, ভিরাট্।

৬২। অশুভ সংবাদ শ্রবণে বৃদ্ধি—জেলস্।

৬৩। রাত্রিতে বৃদ্ধি—(১) * আর্স, চায়না, * নাক্স-ম, পডো, সোরি, * পাল্স, * সাল্ফা; (২) একোন্, কল্‌চি, এলো, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্টা-না, বোভি, ব্রাই, ক্যান্থা, চেলিডো, কল্‌চি, হাইয়স, ইগ্নে, ক্যাম্ফি, গ্র্যাফা, আইরিস্-ভা, জ্যালাপা, কেলি-কা, ডার্ল্কা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক-ভা, ট্যাবেকা, হ্রাস, ভিরাট্।

৬৪। দুই প্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি—আর্জেণ্টা-না, আর্স, সিকুটা, আইরিস্-ভা, কেলি-কা, লাইকো, * সাল্ফা।

৬৫। রাত্রিজাগরণ হেতু বৃদ্ধি—নাক্স-ভ।

৬৬। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বৃদ্ধি (ঠিক নির্দ্দিষ্ট একই ঘণ্টায়) স্যাবাডি, থুজা।

৬৭। প্রত্যেক বার নির্দ্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা করিয়া গৌণে বৃদ্ধি—ফ্লুওর-এসি।

৬৮। বৎসরের ঠিক একই সময়ে—কেলি-বাই।

৬৯। প্রতি চতুর্থ দিবসে—স্যাবাডি।

৭০। ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে—একোন।

৭১। নিউমোনিয়া পীড়ার সময়—টার্টার-এ।

৭২। গোল আলু আহারের পর—এলুমি, সিপি।

৭৩। গর্ভাবস্থায়—এণ্টি-ক্রুড্, লাইকো, পিট্রো, ফস, সিপি, সাল্ফা।

৭৪। কুইনাইনের অপব্যবহারের পর বৃদ্ধি—ফেরা; হিপা।

৭৫। বাতের পীড়ার সময়—হ্রিয়াম্।

৭৬। স্ক্রফিউলা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির—(১) * ক্যাল্-কার্ব, ক্যাল্-ফস্; (২) এসাফি, ব্যারা-কার্ব, কষ্টি, মার্ক-ভ, সেম্বু, সাইলি, সালফা।

৭৭। নিদ্রার পর—(১) ** ল্যাকে; (২) বেল্, ব্রাই, পিক্রি-এসি, জিঙ্ক।

৭৮। নিদ্রার সময়—*সাল্ফার্।

৭৯। ডিম্ব, মৎস্য এবং মাংসাদির গন্ধে—*কল্চি।

৮০। অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু—(১) *নাক্স-ভ; (২) আর্স, টার্টার্-এমি, * জিঙ্ক্।

৮১। বসন্ত কালে—* ল্যাকে, সার্সা।

৮২। গ্রীষ্মকালে—(১) * ব্রাই, পডো, ; (২) একোন, এলো, এণ্টি-ক্রুড্, আইরিস্-ভা, ম্যাগ্নে-কা, ভিরাট্; (৩) ইথু, কেলি-বাই।

৮৩। প্রখর সূর্য্যোত্তাপে—ক্যাম্ফ্, এগার্।

৮৪। মিষ্ট দ্রব্য খাইলে—(১) * আর্জেণ্টা-নাই; (২) মার্ক-ভা; (৩) ক্যাল্-কার্ব, ক্রোটন্-টি, থুস্বি।

৮৫। তাম্রকূট বা তামাক পানে—ক্যামো, ইগ্নে, পাল্স্।

৮৬। গোল আলু খাইলে—* এলাম্।

৮৭। ভ্যাক্সিনেশন বা গো-বীজে টীকা দেওয়ার পর—সাইলি, * থুজা।

৮৮। গরম খাদ্য আহারের পর—*ফস্।

৮৯। গরম গৃহে বাস হেতু—(১) ** পাল্স; (২) আইয়ড্; (৩) এপিস্।

৯০। স্তন্যপান পরিত্যাগের পর—আর্জেণ্টা-নাই।

(খ) উপশম।

১। খোলা বাতাসে উপশম বোধ—* পাল্স্, আইয়ড্ ডায়স্কো।

২। শরীর গুটাইয়া থাকিলে—(১) * কলোসি; (২) এলো, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, চায়না, আইরিস্-ভা, পিট্রো, পডো, ষ্ট্রিয়াম্, ষ্ট্রাস্, সাল্ফা।

৩। কাফি খাইলে—* কলোসি, ফস্।

৪। ঠাণ্ডা প্রয়োগে—পাল্‌স, সাইক্লা, লাইকো।

৫। শীতল স্থানে থাকিলে—** পাল্‌স্।

৬। শীতল পানীয় সেবনে—** ফস্।

৭। উষ্ণ ” সেবনে—চেলিডো।

৮। খাওয়ার পর—(১) * ব্রোমি, * চেলিডো, * হিপা, * লিথি-কার্ব, * লাইকো, * পিট্রো, * থুজা; (২) আর্জেণ্ট-নাই, গ্র্যাটি, জ্যাবোরেণ্ডা, আইয়ড্, প্ল্যাণ্টেগো, সেঙ্গু।

৯। উদ্গারের পর—(১) * আর্জেণ্টা-নাই, ; (২) গ্র্যাটি, হিপা, লাইকো।

১০। বাতকর্ম্ম হইলে—এলো, আর্নি, ক্যাল্‌কে-ফস্ গ্র্যাটি, হিপা, কেলি-নাই।

১১। ঠাণ্ডা দ্রব্য আহারে উপশম—** ফস্।

১২। শয়ন করিয়া থাকিলে—মার্ক-ড, স্ট্যাবাড়ি।

১৩। পেটের উপর চাপ দিয়া শুইয়া থাকিলে—(১) * কলোসি; (২) হ্রাস।

১৪। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে—ফস্।

১৫। গরম দুগ্ধ পানে—ক্রোটন্-টি।

১৬। চাপ দিলে—এসাফি, ক্যাষ্টো, * কলোসি, গামি-গা।

১৭। বিশ্রামের সময়ে—* ব্রাই, ইপিকা।

১৮। নিদ্রার পর—এলুমি, ক্রোটন্-টি, * ফস।

১৯। বমনের পর—এসারাম্।

২০। উষ্ণ প্রয়োগের পর—(১) * নাক্স-ম; (২) এলুমি, ক্যাষ্টো, পডো, হ্রাস্।

২১। শীতল জল পানে—(১) * ৬ ফস্; (২) কুপ্রা।

২২। মদ্য পানে—চেলিডো, ডায়স্কো।

২৩। গরম বস্ত্রাবৃত্ত থাকিলে—*সাইলি।

সাধারণ (GENERAL) আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

অর্থাৎ মলজনিত ও অন্যান্য পীড়ার আনুষঙ্গিক শারীরিক কয়টী উপসর্গ ও লক্ষণ।

১। গাত্রে কাপড় রাখিতে চায় না—**ক্যাম্ফ, **সিকে।

২। সমস্ত শরীর দলিত হওয়ার ন্যায় বেদনা—এমোনি-মি, * আর্ণি, * ব্যাপ্‌টি, গামি গ্লা, হিপা, মার্ক, ষ্ট্যাফি।

৩। কোল্যাপ্স বা অবসন্নাবস্থা—* আর্স, *ক্যাম্ফ, *ভিরেট্রা, * ক্যাম্বা, *কার্ব-ভ, *সিকে, *লরোসি, * ট্যাবেকা।

৪। টাঁস ধরা—(১) **কুপ্রা ; (২) *জ্যাট্রো, *পডো, *সিকে, *সাল্‌ফা, *ভিরেট্রা ; (৩) ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, ককিউ, ইউফর্, আইরিস-ভা, ফস্‌-এসি।

৫। অত্যন্ত বেদনাদায়ক দন্তোদ্গম—ক্রিয়েজো।

৬। অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থা—(এমন কি রোগী একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে)—*আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, বিসমাথ্, বোলি, * ক্যাম্ফ, *কার্ব-ভ, চায়না, কল্‌চি, কোনা, কর্ণাস্‌-সার্সি, কুপ্রা, সাইক্ল্যা, ডাল্‌কা, ইলাটে, আইরিস-ভা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, মেজি, মিউর্-এসি, নিউফার, পিক্রি-এসি, * সিকে, * সিপি, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্সে, টার্টা-এমি, টেরিবি, *থুজা, *ভিরাট্।

৭। মূর্চ্ছা ও দুর্ব্বলতা—*আর্স, ক্যাম্ফ, ককিউ, লরো, ইউফর্বি, *নাক্স-ম, মার্ক-কর্, লেপ্টা, ওপি, * ট্যাবেকা, *ভিরাট্, জিঙ্ক্।

৮। দাঁড়াইলে মূর্চ্ছা যায়—**একোন, **ব্রাই, ওপি, থ্রম্বি।

৯। বহু বিরেচন সত্ত্বেও দুর্ব্বলতা বোধ হয় না—**ফস্‌-এসি।

১০। শরীর অবসন্ন অথচ উষ্ণ—**বিস্‌মাথ্।

১১। গ্ল্যাণ্ডস্‌ অর্থাৎ গ্রন্থি সমস্তের বিবৃদ্ধি—(১) * কাল্‌-কার্ব, ব্যারাইটা-কার্ব, *ক্যাল্‌-ফস্, *সিষ্টা, *মার্ক-ভা, *ষ্ট্যাফি, *সাল্‌ফা ; (২) এসাফি, গ্র্যাফা, হিপা, মিউর্-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি।

১২। হাইড্রোকেফালইড্ অর্থাৎ মস্তকে জল সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা হইলে—(১) *ক্যাল্কে-ফস্, *চায়না, *সাল্ফা, *জিঙ্কে; (২) ইথূজা, এপিস্, ক্যাল্-কার্ব, ইপিকা, কেলি-ব্রোমি, ফস্।

১৩। জণ্ডিস্ বা কামলা—(১) *চেলিডো, *ডিজি; (২) বোলিটা, কোনা, মার্ক-ভা, নাক্স-ভ, পডো।

১৪। অস্থির অবস্থা—(১) *একোন, *আর্স, *ক্যাম্থা, * কার্ব-ভ, * কুপ্রা, * আইয়ড্, কেলি-ব্রোমি, * হ্রাস্, (২) ব্যাপ্টি, আর্জেণ্টা-না, বেল, হ্রিয়াম্, ডাল্কা, জ্যালাপা, ক্রিয়েজো।

১৫। মলত্যাগের পর গাত্রে যেন বিষ্ঠা লাগিয়া আছে এরূপ গন্ধ—সাল্ফা।

১৬। গাত্র ধৌত করিলেও দুর্গন্ধ—**সালফা, **সোরি।

১৭। শরীরে টক্ গন্ধ—* হিপা, * ম্যাগ্নে-কা, * হ্রিয়াম্, * সাল্ফ-এসি।

১৮। ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ—ক্যাম্ফার্।

১৯। ক্ষীণ গ্রীবাদেশ—**ন্যাট্রা-মি, সার্সা।

২০। ক্ষীণ শরীর—এপিস, * আর্জেণ্টা না, * আর্স, বোরা, * ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস্, চায়না, * ফেরা; গামি-গা, ** আইয়ড্, ক্রিয়েজো, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস্, ** সার্সাপে, সিপি, * সাইলি, সাল্ফা, * থুজা।

২১। গ্ল্যাণ্ডস্ (Glands) অর্থাৎ গ্রন্থি সমূহ স্ফীত—*এসাফি, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস্, সিষ্টা, গ্র্যাফা, হিপা, মার্ক-ভ, মিউর-এসি।

২২। সমস্ত শরীরে শোথ্—*এপিস্, আর্স্, চায়না।

২৩। জলোদরী (এসাইটিস্)—*এপিস, * আর্স্, চায়না।

২৪। শরীরের একদিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনি নৃত্য করিতে থাকে—*হেলে।

২৫। শরীরের স্থানে স্থানে আপনি রক্ত জমা হইলে—আর্ণি, সার্সা, *সাল্ফ এসি।

২৬। আক্ষেপ (কন্‌ভালশন্‌)——*ইথু, *বেল্, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, * ক্যামো, সিকুটা, *সিনা, কুপ্রা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, লরোসি, ওপি, ট্যাবেকা, * জিঙ্ক।

২৭। ,, দন্তোগম সময়ে—ক্যাল্-কার্ব, ইগ্নে, জিঙ্ক্।

২৮। ,, একটী মাত্র অঙ্গের—ইগ্নে

২৯। শরীর কম্পন (বাতব্যাধি রোগ গ্রস্তের ন্যায়)—কেলি-ব্রোমি।

৩০। সমস্ত শরীর রোগীর নিকট বোধ হয় যেন কাঁপিতেছে অথচ কোন প্রকার কম্পন দেখা যায় না—* সাল্ফ-এসি।

৩১। বিছানা হইতে গড়িয়া পড়া অভ্যাস—**মিউর্-এসি।

৩২। অলস অশ্বর্বের ন্যায়—*বেল্, * নাক্স-ম, *ওপি।

৩৩। অন্ত্র সমূহের গতি (পেরিষ্টল্‌টিক্ গতি) অধোদিকে না হইয়া ঊর্দ্ধদিকে হইতে থাকে—**এসাফি।

৩৪। তোতলা—মার্ক-ভ।

৩৫। হাইতোলা—ক্যাম্ফো, ইলাট্, প্ল্যাণ্টা, পডো, * টার্টার-এমি, * ষ্ট্যাফি।

৩৬। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা—*এপিস্, * হেলে।

৩৭। ধীরে বা গৌণে কথা কহিতে শিখে—ন্যাট্রা-মি।

৩৮। মাংসপেশীগুলিও নিতান্ত কোমল—পডো।

মলকৃচ্ছ্র বা কোষ্ঠবদ্ধ।

ইহা একটী লক্ষণ বা উপসর্গমাত্র। হোমিওপ্যাথি মতে ইহার আরোগ্যার্থে এ প্রকার ঔষধই কার্যাকারী যাহার সহিত শারীরিক কিম্বা উপস্থিত পীড়ার ও অন্যান্য উপসর্গের লক্ষণ সমূহ মোটামুটী ভাবে ঐক্য থাকে।

১। এই অধিকারে—(১) ইস্কিউলাস, ব্রাইও, *ক্যাল্‌কে, চেলোন্‌, কলিঞ্জো, হাইড্রাষ্ট্‌, আইরিস, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, *নাক্স-ভ, ওপি, * প্ল্যাম্বা, * পডো, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি সাল্‌ফা) * ভিরেট্রা, (২) এলেট্রি, * এলাম, ব্যাপ্‌টি, বেল্‌, ক্যানা, কাস্থা, কার্ব-ভ, কষ্টি, চিমাফি, সিমিসিফি, কোনা, ইউনিমিন্‌, জেলস্‌, * গ্র্যাফা, কেলি, ক্রিয়েজো, মার্ক, মিচেল, নাইট্রি-এসি, ফস্‌, প্ল্যাটি, পাল্‌স, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফ-এসি, ও জিঙ্ক্‌ প্রধান ঔষধ।

২। অতি সত্বর বাহ্যি করাইবার দরকার হইলে—(১) ইস্কিউ, ব্রাই, নাক্স-ভ, পডো, ওপি ; (২) ক্যানা, কলিঞ্জো, হাইড্রাষ্ট্‌, ল্যাকে, মার্ক, প্ল্যাটী, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

৩। কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাবসিদ্ধ হইলে—(১) ব্রাই, * ক্যাল্‌কে-কা, কষ্টি, কলিঞ্জো, কোনা, * গ্র্যাফা, ল্যাকা, লাইকো, *সিপিয়া, * সাল্‌ফা।

৩। ,, অতিরিক্ত বিরেচক ঔষধ ব্যবহারের পর অথবা উদরাময়ের পর—নাক্স-ভ, ওপি, এণ্টি, ল্যাকে, রুটা।

৪। ,, যে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা উপবেশন অবস্থায় থাকে তাহাদের—(১) এলোজ, ব্রাই, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা ; (২) লাইকো, ওপি, প্ল্যাটী।

৫। ,, মাতালের—ক্যাল্‌কে, ল্যাকে, * নাক্স ভ, ওপি, সাল্‌ফা।

৬। ,, বৃদ্ধদের ; অথবা পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ—(১) এলোজ, এণ্টি, ওপি, ফস্‌ ; (২) ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ল্যাকে, হ্রাস, রুটা।

৭। ,, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের—নাক্স-ভ, ওপি, সিপি, এলাম্‌, ফস, ব্রাই, লাইকো।

৮। ,, নবপ্রসূতির—এণ্টি, ব্রাই, নাক্স-ভ, প্ল্যাটী।

৯। ,, স্তন্যপায়ী বালকের—(১) ব্রাই, নাক্স-ভ, ওপি ; (২) এলাম্‌, লাইকো, সাল্‌ফা, ভিরাট্‌।

১০। ,, গাড়িতে ভ্রমণ করা হেতু—প্ল্যাটী, এলাম্‌, ওপি।

১১। কোষ্ঠবদ্ধ সীসক সেবন দ্বারা বিষাক্ত হওয়া হেতু— এলাম্, ওপি, প্ল্যাটী।

১২। বাহ্যির অত্যন্ত বেগ অথচ বাহ্যি হয় না—(১) ক্যাপ্সি. কোনা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, সিপি, সাল্ফা; (২) আর্ণি, বেল, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, পাল্স্, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্, জিঙ্ক্; (৩) কলিন্সো, জেল্স, হাইড্রাষ্ট্, পডো।

১৩। কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যির বেগ মাত্র নাই এবং অন্ত্র সমস্ত অসাড়—(১) এলাম্, চায়না, **ওপি, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ষ্ট্যাফি, থুজা, ভিরাট্; (২) এনাকা, আর্ণি, ব্রাই, কার্ব-ভ, ককিউ, গ্র্যাকা, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা, ম্যাগ্নে-মিউ, নাক্স-ম, ওপি, পিট্রো, হ্রুড, রুটা, সিপি, সাইলি, সাল্কা; (৩) ইস্কিউ, হাইড্রষ্ট, ফাইটো, পডো।

১৪। মল অত্যন্ত কঠিন—(১) এমোনি, *এণ্টি, ব্রাই, *ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কোনা, গুয়াই, ল্যাকে, ওপি, ম্যাগ্নে-মিউ, *প্লাম্বা, *সিপি, সাইলি, *সাল্ফা; (২) এলাম্, কার্ব-এনি, কষ্টি, কেলি, *লাইকো, ম্যাগ্নে-কা; *মার্ক, *নাক্স্-ভ, পিট্রো, হ্রাস্, রুটা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফিউ-এসি, থুজা; (৩) ইস্কিউ।

১৫। ভেড়ার নাদির ন্যায় গুটি গুটি মল—(১) এলাম্, *ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, *ওপি, সিপি, *সাইলি, সাল্ফা; (২) এমোনি, ব্যারাই, কার্ব-এ, কষ্টি, গ্র্যাফা, কেলি, *ল্যাকে, নাক্স-ভ, পিট্রো, প্লাম্বা, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভার্বিনা।

১৬। মল অত্যন্ত মোটা (বড় ন্যাড়)—*ব্রাই, *ক্যাল্কে, কেলি, নাক্স-ভ, গ্র্যাফা, অরা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, ষ্ট্যানা, সাল্ফিউ-এসি, থুজা, ভেরাট্; জিঙ্ক্।

১৭। মল অত্যন্ত সরু—কষ্টি, *গ্র্যাফা, হাইয়স, মার্ক, *মিউর্-এসি, ন্যাট্রা, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যাফি।

১৮। মল অত্যন্ত অল্প পরিমাণ—(১) এলাম্, আর্ণি, *ক্যাল্কে,

গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা, ম্যাগ্নে-মিউ, নাক্স-ভ, সিপি, *সাইলি, সাল্ফা; (২) আর্নি, ব্যারইটা, ক্যাম্নো, চায়না, ল্যাকে, রুটা, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্।

কোষ্ঠবদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। } :—

ইস্কিউলাস্-হিপ্—সর্ব্বদা বাহ্যির বেগ কিন্তু বাহ্যি হয় না। মল বৃহদায়তন; শুষ্ক, কঠিন, কাল, এবং নির্গমনে কষ্টকর, কিন্তু শেষ ভাগের মল স্বাভাবিক মলের ন্যায়। মল পরিত্যাগের পর গুহ্যপ্রদেশ শুষ্কভাবে বুঁজিয়া যায় এবং তথায় জ্বালা করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এই ভাব হইতে দেখা যায়। মলত্যাগের পর হারিস বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে পৃষ্ঠদেশে বেদনা। গুহ্যদ্বার শুষ্ক, গরম, ও আঁটিয়া যাওয়ার ন্যায় অবস্থাযুক্ত এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে ছোট ছোট কাঠি (কাষ্ঠশলাকা) সমূহ পূর্ণ রহিয়াছে। তল ও উপর পেটে দপ্দপানির ন্যায় বেদনা বোধ। দুর্গন্ধ বাতকর্ম্ম। প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ, ঘোলা এবং নির্গমনে কষ্টকর। কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা।

এলোজ—বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধ। যে ব্যক্তি হাইপোকণ্ড্রিয়াযুক্ত এবং বসিয়া থাকিয়া জীবন কর্ত্তন করিতেছে। গুহ্যপ্রদেশ গরম, ক্ষতযুক্তের ন্যায় এবং ভারী বোধ। উদরাময়ের ন্যায় মলের বেগ। গুহ্যদ্বারের ভিতর বোধ হয় যেন সিপি প্রবেশ করাইয়া রাখিয়াছে এবং তৎসঙ্গে গরম বাতকর্ম্ম নির্গত হয়। অসাড়ে কঠিন মলত্যাগ।

এলুমিনা বা এলাম্—সরল অন্ত্রের অর্থাৎ রেক্টামের অসাড় অবস্থা; অত্যন্ত অধিক পরিমাণ মল সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত বাহ্যির বেগ কিম্বা ইচ্ছা হয় না। রেক্টাম্ এত অসাড় যে অত্যন্ত কোমল মল পরিত্যাগেও অতিশয় বেগ দিতে হয়। মল এত কঠিন যে, নির্গমন সময়ে, গুহ্যদ্বার হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার বাহ্যির বেগের সঙ্গেই প্রস্রাব হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার মল পরিত্যাগের পরই গুহ্যদ্বারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা থাকে। মুখ শুষ্ক, জিহ্বা লালবর্ণ। অন্ত্রসমস্তের প্রক্ষেপণী গতির (Peristaltic action) অভাব হেতু বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বলদিগের মলত্যাগে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। মল কঠিন, গুটিকাবৎ, অল্প পরিমাণ (গ্র্যাফা দেখ)।

এম্ব্রা-গ্রিসিয়া—পুনঃ পুনঃ বাহ্যির বেগ কিন্তু বাহ্যি হয় না এবং তাহাতে সে (স্ত্রীলোক) অস্থির হইয়া যায়। এই সময় নিকটে যদি কেহ উপস্থিত থাকে তবে তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। পেটের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ।

এমোনি-মিউ—মল কঠিন এবং পরিত্যাগের সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে (* ম্যাগ্নে-মি) এবং তজ্জন্য অত্যন্ত বেগ দিতে হয় ও শেষে কোমল মল নির্গত হয়।—মল চকচকে শ্লেষ্মা (মিউকাস) দ্বারা আবৃত থাকে এবং তৎসঙ্গে পৃথক্ মিউকাস্ পড়িতে থাকে। অগ্রে মল কঠিন ও বৃহৎ নির্গত হইয়া পরক্ষণে কোমল মল পড়ে (বিপরীত—এনাকা)।

এনাকার্ডিয়াম্—অনেক দিন পর্য্যন্ত বাহ্যির উদ্বেগ হয় বটে, কিন্তু কিছুই পড়ে না। বাহ্যির বেগ হয়, কিন্তু বসিলে বাহ্যির বেগ চলিয়া যায়, এবং বাহ্যি হয় না। *সরল অন্ত্র অসাড়ের ন্যায় বোধ হয়, এবং তাহার ভিতর যেন সিপির ন্যায় প্রবেশ করিয়া আছে (নাক্স)। মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার হইতে বহুপরিমাণে রক্তস্রাব।

এণ্টিক্রুড—বৃদ্ধের পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, *ফস্)। মল কষ্টকর, কঠিন এবং বৃহদাকার অজীর্ণ গন্ধবিশিষ্ট বাতকর্ম্ম। গ্রীষ্মের উত্তাপে কোষ্ঠবদ্ধ। নবপ্রসূতির কোষ্ঠবদ্ধ। এ প্রকার বোধ হয় যেন বহুপরিমাণ মল নির্গত হইবে কিন্তু কার্য্যের বেলায় কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়, অবশেষে সামান্য কঠিন মল পড়ে।

এপিস-মেলিফিকা—পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ। ২ সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কঠিন, কষ্টকর এবং বৃহদাকার মল। পেট খোঁচানি এবং বোধ হয় যেন কিছু কসিয়া ধরিয়াছে। *অত্যন্ত বেগ দিলে বোধ হয় যেন কিছু ছিড়য়া যাইবে। পেটে চাপ দিলে বেদনা (ব্রাই, নাক্স)।

আর্ণিকা—পেটে কোন চোট লাগিয়া *অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হইলে।

এসাফিটিডা—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে অর্শ এবং পেটে আক্ষেপযুক্ত বেদনা সর্ব্বদা বাহ্যির উদ্বেগ ও তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন গুহ্যদ্বার দিয়া কিছু ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে মল দেখা যায় না।

অরাম্‌—কঠিন, বড় বড় গুঁটি গুঁটি মল। ঋতুর সময় কোষ্ঠবদ্ধ অর্শ এবং তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় ক্ষরণ।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—যকৃতের কঞ্জেচ্‌শন্‌ অবস্থার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ। মধ্যাহ্নের পর অর্শে যন্ত্রণা।

বেলেডোনা—কোষ্ঠবদ্ধ সহ মাথায় রক্তাধিক্য হওয়া স্বভাব।

ব্রাইওনিয়া—গ্রীষ্মকালের কোষ্ঠবদ্ধ। মল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা মাত্র নাই। সামান্য ক্ষুধা। আহারান্তে পাকস্থলীর উদ্বেগ। পেট ফাঁপা। অন্ত্র-সমূহে অল্প কিম্বা অধিক বেদনা। পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং দুর্ব্বলতা। কায়িক শ্রমে এই অবস্থায় বৃদ্ধি। মল বৃহদায়তন, কঠিন, নির্গমন সময়ে কষ্টকর এবং তৎসহ হারিশ্‌ বাহির হইয়া পড়ে ও জ্বালা অনুভব হয়। শিরঃপীড়া হওয়ার স্বভাববিশিষ্ট, খিট্‌খিটে এবং ক্রুদ্ধ। বাতগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট। অন্ত্র সমস্তের প্রক্ষেপণী-গতি (Peristaltic action) মৃদুমন্দ এবং তাহা হইতে সিক্রিশন্‌ বা ক্ষরণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব—দন্তোদ্গম সময়ে বালকের মল চা খড়ির ঢেলার ন্যায় দেখায়। প্রথম অবস্থায় কঠিন মল তৎপরে কোমল ও সর্ব্বশেষে তরল মল। মলে ডিম্ব পচার ন্যায় গন্ধ। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ। এবং টকগন্ধবিশিষ্ট ফেনাযুক্ত পাতলা মল অসাড়ে নির্গমন। মলত্যাগের পর মূর্চ্ছা। গুহ্যদ্বার হইতে মৎস্যের গাত্রের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার রস নির্গত হয়। সরল অন্ত্রের নিম্নভাগে ভারবোধ। প্রাতঃসময়ে অস্থির নিদ্রা। মল কঠিন বৃহৎ এবং কখনও আংশিকজীর্ণ (হিপার)।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস—কিছু পানীয় সেবনের পর বাহির উদ্বেগ হয়, কিন্তু কেবল শ্লেষ্মার ন্যায় কিঞ্চিৎ মাত্র মল নির্গত হয়। পেটের ভিতর গরম বোধ

কার্ব-এনি—সন্ধ্যার সময় গুহ্যদ্বারের ভিতর অত্যন্ত জ্বালা। নিষ্ফল বাহির চেষ্টা। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম। পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং পেটের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন বেগ দিয়া বাহ্যি বাহির করিবার ক্ষমতা নাই।

কার্ব-ভ—কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে এরূপভাব যেন বাহ্যি হইবে কিন্তু

কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়। বাহ্যির উদ্বেগ হইয়া কোমল মল নির্গত হয় এবং তাহাতে বেদনার লাঘব হইয়া যায়। কঠিন মল, তাহার শেষ দিকের উপরিভাগে মিউকাস্ এবং রক্ত দেখা যায়। মলত্যাগের পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উদর যেন শূন্য শূন্য বোধ হয়।

কষ্টিকাম্—শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসহ বিছানায় প্রস্রাব। মলদ্বারের শুষ্ক অবস্থা। মলত্যাগের সময় অত্যন্ত বেদনা হেতু শিশু বাহ্যি চাপিয়া রাখে। মল নাতিকঠিন, কোমল যেন চর্ব্বি-মাখান, এই সঙ্গে মুখেও চর্ব্বির আস্বাদ অনুভূত হয়। দাঁড়াইয়া বাহ্যি করিলে সহজে বাহ্যি হয়। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বাহ্যির বেগ ও তৎসহ বেদনা, অস্থিরতা এবং মুখ রক্তবর্ণ। (কঠিন সরু মল—*ফস্)।

চেলিডোনিয়াম্—ভেড়ার নাদীর ন্যায় মল (* প্লাম্বা, রুটা) যকৃতে এবং সিকাম্প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা। পেটফাঁপা এবং তাহাতে গল্গল্ শব্দ। পুনঃ পুনঃ বাতকর্ম্ম। গুহ্যদ্বারের ভিতর যেন কিছু হাটিয়া বেড়ায় এবং চুলকায়। প্রস্রাব লালবর্ণ।

ককিউলাস্—বাহ্যি করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু অন্ত্রের প্রক্ষেপণী-গতির অভাব। অতি কষ্টে একদিন অন্তর একদিন কঠিন মল। গুহ্যদ্বারে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। বসিতে পারে না; দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি।

কলিঞ্জোনিয়া—মলবদ্ধ ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত পেটফাঁপা; গুহ্যদ্বারে গরম বোধ ও চুলকান; পোর্টাল কন্জেচ্শন্সহ মলবদ্ধ; স্বভাবসিদ্ধ মলবদ্ধ।

কলোসিন্থ—পণীর খাওয়ার দরুণ সময় সময় মলবদ্ধ।

ক্রোকাস্—বয়স্থদিগের অথবা বালকের অত্যন্ত দুর্দ্দম্য মলবদ্ধ; এই-রূপ অবস্থা পোর্টাল্ কন্জেচশন্ হইতে উদ্ভূত হয়। গুহ্যদ্বারের বাম ভাগে চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা। মলের সঙ্গে কাল আঁস আঁস রক্ত। গুহ্যদ্বারে অসহ্য মোচড়ান বেদনা।

ইউফর্বিয়া—অন্ত্রসমূহের রক্তাধিক্য হেতু মলবদ্ধ। মল কঠিন, কষ্টে নির্গত হয়। গুহ্যদ্বারে চুলকাইলে পর এক প্রকার গঁদের আঠার ন্যায় নির্গত হয়।

ফেরাম্‌-এসিটিকাম্‌—পুরাতন মলবদ্ধ। নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা ও তৎসঙ্গে রক্তক্ষীণতা। মুখমণ্ডল এবং মস্তক হইতে যেন উত্তাপ নির্গত হয়; কিন্তু তৎসঙ্গে হস্তপদ শীতল। সমস্ত দিনেই যেন বাহির বেগ লাগিয়া রহিয়াছে। বমনেচ্ছা। মুখ বিস্বাদ। শীতল জল পান করিতে ভাল লাগে না।

গ্র্যাফাইটিস্‌—মলবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বারের ঝিল্লী শুষ্ক। ফিস্থুরা-এনাই অর্থাৎ গুহ্যদ্বার ফাটা। কঠিন গুটিকার ন্যায় মল অতি কষ্টে অনেক বেগের পর নির্গত হয়। ঐ গুটিকাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ এবং শ্লেষ্মাময় সূত্রদ্বারা সংযুক্ত (এলাম্‌)। প্রত্যেকবার বাহির পর সাদা মিউকাস্‌ কিছু পরিমাণ নির্গত হয়। হারিশ্‌ বাহির হওয়া। গুহ্যদ্বার চিরিয়া যাওয়া। ক্ষতের ন্যায় এবং চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা। হার্পিস্‌ উঠার স্বভাব বিশিষ্ট।

হাইড্রাষ্টিস্‌-ক্যানা—শিরঃপীড়া এবং অর্শসহ মলবদ্ধ। মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বারে বেদনা। পেটে বেদনা ও গরম বোধ ও তৎ-সহ মূর্চ্ছা। মলবদ্ধই সকল পীড়ার মূল।

আইরিস ভার্সিকালার্‌—মলবদ্ধের পরেই অত্যন্ত জলের ন্যায় উদরাময়, পেটে বেদনা ও পেট ফাঁপা। অর্দ্ধ কপালে শিরঃপীড়া। স্নায়বীয় ধাতুবিশিষ্ট।

আইওডিয়াম্‌—কাল, কঠিন, গুটিগুটি মল (গ্র্যাফা)। পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং সাদা বর্ণের উদরাময়।

কেলি-বাইক্রোমিকাম্‌—কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে জিহ্বা ময়লাপূর্ণ ও হাত পা ঠাণ্ডা। অল্প পরিমাণ শুষ্ক গুটিগুটি মল এবং তাহা নির্গমনে গুহ্য-দ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার যেন সরল অন্ত্রের ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে। অত্যন্ত কষ্টে কঠিন মল নির্গত হয়। প্রত্যেক তৃতীয় মাসে নির্দ্দিষ্ট সাময়িক মলবদ্ধ।

কেলি-কার্ব—মলবদ্ধ। বৃহদায়তন মল, নির্গমনে অত্যন্ত কষ্টকর সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মল উপরে সরিয়া যায় (এলুমি, ইগ্নে)। মল বহির্গত হইবার এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অত্যন্ত উদ্বেগ হয়।

মলত্যাগের সময় রক্তপূর্ণ শিরাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে খোঁচান ও জ্বালা হয়। বৃদ্ধদিগের শরীর স্থূল হইতে থাকিলে। (যুবকদিগের স্থূল শরীর—ক্যালক্-কা)।

ক্রিয়েজোট্—মল কঠিন এবং অত্যন্ত বেগ দিলে বহির্গত হয়। সরল অন্ত্রে জিলিক্ দেওয়া বেদনার ন্যায় হইয়া বামদিগের গ্রয়েনে (কুচ্‌কিতে) প্রসারিত হয়। জরায়ুর ক্যান্সার আদি দূষিত ক্ষতরোগে সঙ্কুচিত রেক্‌টাম্।

ল্যাক্-ক্যানিনাম্—পুরাতন মলবদ্ধ ; পুনঃ পুনঃ মলত্যাগে ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সরল অন্ত্রে চিড়িক্‌মারা বেদনা। মল অতি বৃহৎ, কঠিন কর্কশ, ও সাদাপানা রং বিশিষ্ট, তাহা বেগ দিয়া নির্গত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রস্রাব অতি অল্প পরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ হয় না।

ল্যাকেসিস্—নিষ্ফল বাহির চেষ্টা সহ কোষ্ঠবদ্ধ। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়। অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মল। সরল অন্ত্র সঙ্কুচিত অথবা বোধ হয় যেন তাহাতে কোন সিপি ঢুকিয়া রহিয়াছে। বাহির অত্যন্ত বেগ ও যন্ত্রণা হয় বটে কিন্তু বাহ্যি হয় না। গুহ্যদ্বারে দপদপানি বেদনা, বোধ হয় যেন কেহ হাতুড়ির আঘাত করিতেছে। হারিশ্ বাহির হওয়া এবং তাহা ফুলিয়া থাকা। চেষ্টা করিলেও ঢেকুর উঠে না।

লাইকোপোডিয়াম্—উদর বাষ্পপূর্ণ। বাহ্যি যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা কিন্তু ক্ষমতা নাই ও তৎসঙ্গে এমন বোধ হয় যেন সরল অন্ত্র এবং গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মল অল্প, বোধ হয় তাহার অধিকাংশ যেন অনেক দূরে রহিয়াছে এবং তৎসহ উদরাভ্যন্তরে যন্ত্রণাদায়ক বায়ু। অল্প কঠিন মল পরিত্যাগ করিবার পর পেরিনিয়াম্ প্রদেশে সঙ্কোচনভাবাপন্ন বেদনা। মলদ্বারে সন্ধ্যার সময় চুলকান এবং বেদনা। গুহ্যদ্বারে কণ্ডু, তাহা স্পর্শে বেদনা। উদর মোটা এবং রক্তাধিক্যযুক্ত, তৎসঙ্গে অধিক বয়স্ক ধনী এবং ভদ্রলোকদিগের মলবদ্ধ এবং মলত্যাগের ইচ্ছা মাত্র নাই। পেট ডাকা। আহারান্তে নিদ্রালুতা (ফস্)।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব—মলবদ্ধ। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বাহির চেষ্টা ও তৎসহ অল্প মাত্রায় মল নির্গত হয়, কিম্বা কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া

যায়। গুহ্যদ্বারে এবং সরল অন্ত্রে চিড়িক্মারাবৎ বেদনা এবং তৎসঙ্গে বৃথা বাহ্যির চেষ্টা।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউ—কঠিন গুটির ন্যায় কষ্টকর মল বহির্গত হইবার সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে (* এমনি-মি)। ভেড়ার নাদীর ন্যায় মল ; তাহার উপরে রক্ত এবং মিউকাস দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত বেগে অল্প বাহ্যি কিম্বা বাতকর্ম্ম মাত্র হইয়া যায়।

মার্কিউরিয়াস্—মলবদ্ধ। মল আঠাযুক্ত অথবা অত্যন্ত বেগ দিলে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা। রাত্রে অবস্থা মন্দ। বাহ্যির পর হারিশ্ বাহির হয়। মল ক্ষুদ্রায়তন। মুখ বিস্বাদ কিন্তু তাহাতে রুচির অভাব হয় না।

মেজিরিয়াম্—অত্যন্ত বেগের সহিত কঠিন মল কাল গুটিকাকারে বাহির হয়, কিন্তু তাহাতে বেদনা বোধ হয় না। মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত বাতকর্ম্ম হয়। মলত্যাগের সময় হারিশ্ বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার এত সঙ্কুচিত হয় যে পুনরায় হারিশ্‌কে স্বস্থানে স্থাপিত করা কষ্টকর হইয়া উঠে।

ন্যাট্রা-মি—অত্যন্ত মলবদ্ধ। শরীর সামান্য সঞ্চালনে নিতান্ত উদ্বেগ-জনক ঘর্ম্ম হয়। মলত্যাগ কষ্টকর। ফিস্থরা-এনাই অর্থাৎ মলদ্বার কাটিয়া যাওয়া, তৎসহ রক্তস্রাব এবং নিতান্ত ক্ষতের ন্যায় বেদনা। মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার বোঁধ হয় যেন পাকিয়া উঠিয়াছে। তলপেটে এবং মূত্রস্থলীর উপর ভার বোধ, এবং হাঁটিলে তাহার বৃদ্ধি হয়। সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মলবদ্ধ। চর্ম্ম সহজে উত্তেজিত (irritated) হয়। মন ক্ষুব্ধ। মল কঠিন কষ্টকর, এবং খণ্ড খণ্ড। গুহ্যদ্বারের আক্ষেপ। সর্দ্দিলাগা স্বভাব। সর্দ্দিলাগার পরে বিখাজ (Eczema কাউর) এবং অন্যান্য চর্ম্মোৎপাত দেখা যায়। ঝিল্লী সমস্ত শুষ্ক এবং উত্তেজনাযুক্ত। শরীর ক্ষীণ।

ন্যাট্রাম্-সাল্ফ্—কঠিন গুটির ন্যায় মল, তাহাতে রক্তের দাগ দেখা যায় এবং এই মল নির্গমনের পূর্ব্বে গুহ্যদ্বারে চিড়িক্মারা বেদনা হইয়া থাকে। কোমল মলও অতিকষ্টে নির্গত হয়। অতি দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে।

নাইট্রিক্-এসিড—মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু সামান্য মল নির্গত হয়,

বোধ হয় যেন সরল অন্ত্রে মল বাঁধিয়া রহিয়াছে, নির্গত হইতে পারিতেছে না। নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা। মলত্যাগের সময় সরল অন্ত্র বোধ হয় যেন ফাটিয়া গেল। মল, শুষ্ক, কঠিন, কষ্টকর এবং অসম। মলত্যাগের পর জ্বালা। গুহ্যদ্বারে সঙ্কোচনভাবাপন্ন বেদনা এবং যন্ত্রণাযুক্ত হারিশ্ বাহির হওয়া। উদ্বেগশূন্য মলবদ্ধ।

নাক্স-ভমিকা—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা। অন্ত্র সমস্তের প্রক্ষেপণী অসম এবং আক্ষেপযুক্ত হওয়ায় মলবদ্ধ। (এই প্রকার মলবদ্ধ অন্ত্রের অসাড়তা হেতু নহে)। মল বৃহৎ, কঠিন এবং কষ্টে নির্গত। গুহ্যদ্বার সঙ্কীর্ণ বোধ হয় (সিপিবদ্ধবৎ-এনাকা)। মল, কাল, কঠিন, এবং রক্তের দাগযুক্ত। পোর্টাল সারকুলেশনের (যকৃৎ ইত্যাদির রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত)। অর্শ। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও মলবদ্ধ। মলত্যাগের পর আরাম বোধ। পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা (ব্রাই, লাইকো)। কর্ম্মানুরোধে সর্ব্বদা উপবেশন অবস্থায় দিন কর্ত্তন (ব্রাই, লাইকো, সিপি)। অধিক ঔষধ সেবন।

ওপিয়ম্—সমস্ত পরিপাক-যন্ত্র-পথের ঝিল্লী সকল হইতে রস ক্ষরণ না হওয়ার দরুণ মুখ হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান যেন শুষ্ক। সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মলবদ্ধ কিন্তু তৎসঙ্গে উদরের মধ্যে কোন বোধাবোধ নাই। মল সমস্ত একত্রীভূত হওয়া হেতু কোন অসুবিধা বোধ করে না। সংস্বভাবান্বিত স্থূলকায় স্ত্রীলোক এবং শিশুর মলবদ্ধ। সীসক-বিষাক্ত হেতু মলবদ্ধ। মল কঠিন, কাল, গোল গোল (প্লাম্বা)। ভয়প্রাপ্তি হেতু মলবদ্ধ। ক্ষুদ্রান্ত্রের আক্ষেপযুক্ত গতিতে আবদ্ধ হইয়া মল ঐ প্রকার আকৃতি প্রাপ্ত হয়। পেট ভার এবং তাহাতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা; মস্তকে রক্ত ধাবিত। শিরঃ-পীড়া এবং অনিদ্রা। অন্ত্র সমস্ত অসাড়।

ফস্ফরাস্—মলবদ্ধ। মল সরু, লম্বা, পাতলা ও শুষ্ক, নাতিকোমল কঠিন অথবা কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় শক্ত, কষ্টে নির্গত হয় (কষ্টে নির্গত—কষ্টি)।

ফাইটোলেক্কা—নিতান্ত দুর্ব্বল-শরীরী লোকের হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং নাড়ী পর্য্যায়যুক্ত অর্থাৎ ইণ্টারমিটেণ্ট্। মাংসপেশী শিথিল এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অথবা বৃদ্ধের মলবদ্ধ।

প্ল্যাটিনা—দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা হেতু অথবা সীসক-বিষাক্ততা হইতে কোষ্ঠবদ্ধ। পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত বেগের সহিত অতি অল্প বাহ্যি হয়। মলত্যাগের পর পেটের ভিতর শীত এবং দুর্ব্বল বোধ হয়। মল বোধ হয় যেন গুহ্যদ্বারে আটকিয়া রহিয়াছে।

প্ল্যাম্বাম্—অন্ত্র সমস্তের গ্ল্যাণ্ড সকল হইতে অল্প পরিমাণে রস ক্ষরণ এবং মাংসপেশীর অসাড় অবস্থা হেতু মলবদ্ধ। মল শক্ত হওয়া হেতু আটকিয়া থাকে। মল শক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলার ন্যায়। দেখিতে ভেড়ার নাদীর ন্যায় (চোল, রুটা)। গুহ্যদ্বার বেদনাযুক্ত ও সঙ্কুচিত। পুনঃ পুনঃ পেট বেদনা।

পডোফাইলাম্—শিরঃপীড়া এবং পেটফাঁপা সহ কোষ্ঠবদ্ধ। মল কঠিন, শুষ্ক ও কষ্টে নির্গত হয়। সামান্য বেগ দিলেই হারিশ বাহির হয়, তৎপশ্চাৎ মল ও স্বচ্ছ মিউকাস্ দৃষ্ট হয়; সময় সময় তাহাতে রক্তও মিশ্রিত থাকে। প্রাতে সমস্ত কষ্টের বৃদ্ধি। পৃষ্ঠদেশে দুর্ব্বল ও বেদনাযুক্ত।

পাল্সেটিলা—অত্যন্ত মলবদ্ধ। বমনেচ্ছা। মুখ প্রাতে বিস্বাদ এমন কি না ধুইয়া থাকিতে পারে না; পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু এই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। মল বৃহদায়তন, কঠিন এবং পৃষ্ঠদেশে অতি বেদনা ও মলত্যাগের অত্যন্ত বেগ; কুইনাইন সেবন হেতু পর্য্যায় জ্বর গুপ্ত হইয়া থাকিলে যদি এই সকল অবস্থা হয় তবে পাল্সেটিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ উদরাময় (এণ্টিক্রুড্, ব্রাই, ফস্)।

রুটা—ভেড়ার নাদীর ন্যায় কঠিন অল্প অল্প মল। পুনঃ পুনঃ বাহ্যির বেগ ও তৎসঙ্গে হারিশ্ বাহির হওয়া (ইগ্নে, নাক্স-ভ)। মলদ্বার বহির্গত হওয়া হেতু মলত্যাগ নিতান্তই দুরূহ।

র্যাটানিয়া—গুহ্যদেশ শুষ্ক এবং গরম এবং তাহাতে ছুরিকাবিদ্ধের ন্যায় বেদনা। নিষ্ফল বাহ্যি করিবার বেগের সঙ্গে গুহ্যদ্বারে রক্তপূর্ণ শিরা গুলি দেখা যায়।

রোবিনিয়া—মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু তাহাতে বাতকর্ম্ম মাত্র হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্র বায়ুপূর্ণ। অম্লভাবাপন্ন (য়্যাসিডিটি (Acidity যুক্ত।)

সিলিনিয়াম্—মল এত কঠিন এবং এ প্রকার আবদ্ধ যে, কোন কৌশল না করিলে নির্গত হয় না। মল চুণের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ।

সিপিয়া—নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র মিউকাস্ নির্গত হয়। অত্যন্ত বেগের সহিত সামান্য পরিমাণ ভেড়ার নাদীর ন্যায় পতিত হয়। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ। কোমল বাহ্যি হইতেও কষ্ট বোধ হয়। বাহ্যির সময় হারিশ্ বাহির হওয়া। গুহ্যদ্বারে চাপ বা ভার বোধ, মলত্যাগের পরও তাহা দূর হয় না।

সাইলিসিয়া—মল শক্ত ঢেলার ন্যায় অনেক দিন পর্য্যন্ত সরল অন্ত্রে আবদ্ধ থাকে, এবং সরল অন্ত্রের প্রক্ষেপণী শক্তির অভাব ও তাহাতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ। গুহ্যদ্বারে চিড়িক্মারা বেদনা। ঋতুর সময় এবং পূর্ব্বে মলবদ্ধ। অত্যন্ত বেগের সহিত মল নির্গত হইতে হইতে হঠাৎ পুনরায় উঠিয়া সরিয়া পড়ে। নরম মলও অতিকষ্টে নির্গত হয়। পেট অত্যন্ত ডাকে ও ফাঁপে।

সাল্ফার্—অত্যন্ত মলবদ্ধ (বিশেষ হাইপোকণ্ড্রিয়া বা অর্শযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে)। পুনঃ পুনঃ বাহ্যির বেগ এবং তৎসঙ্গে পেট ফাঁপা ও অজীর্ণ দ্রব্যের গন্ধযুক্ত বাতকর্ম্ম। মল কঠিন এবং গুটিকাকার। মন এবং শরীরের অপ্রসন্নাবস্থা। বাহ্যির প্রথম ভাগে বেগ দেওয়া এত কষ্টকর যে রোগী ঐ বেগ সংবরণ করিতে বিশেষ বাধ্য হয়।

ভিরেট্রাম-এলবাম্—সরল অন্ত্রের অসাড় অবস্থা হেতু অতি উত্তমরূপে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়াও ভাল বাহ্যি হয় না। জীবনী শক্তির সাধারণ অবসন্নতা। হিমাঙ্গ। মলত্যাগের পর সামান্য পরিশ্রমে ও মানসিক উত্তেজনায় সমস্ত শরীরে অথবা কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, অস্থিরতা এবং তাহাতে পিংশে বর্ণ হইয়া উঠে।

কোষ্ঠবদ্ধ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক উপদেশ—চিনিসহ ইসপগুল্ এক সিকি পরিমাণ এবং শাক, দুগ্ধ, বিল্বফল, পেঁপে আদি নানাবিধ ফল ও বুট, তিল ইত্যাদি প্রাত্যাহিক জল খাবার সময় খাইলে কোষ্ঠ প্রত্যহ পরিষ্কার থাকিবে। প্রতি রাত্রিতে সুজি জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া তৎসহ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে; অর্শাদি রোগে এই পথ্য নিতান্ত উপকারক।

বাল্যকালে আমার নিজেরই কোষ্ঠবদ্ধ পীড়া ছিল, বাহ্যির বেগ হইত না. পাঁচ সাত দিনেও পায়খানায় যাইতাম না। পিতৃদেব ৬ প্রাণধন দেবশর্ম্মা ইহা জানিতে পারিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, "তোমার কোষ্ঠের বেগ হউক বা না হউক তুমি প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্র পায়খানায় যাইবে"। আমি তাঁহার সেই উপদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলাম। ৬।৭ দিন মধ্যে কোন ফল পাইলাম না; তৎপর হইতে আপনি কোষ্ঠের বেগ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল। এখনও আমার সেই ভাবে প্রতিদিন প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; অভ্যাস এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে; প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্রই পায়খানায় যাইতে হয়।

আহারের পর পায়খানায় যাওয়ার অভ্যাস ভাল নহে, তাহাতে গ্রহণী দোষ জন্মে। পূর্ণ উদরে কোঁথিলে মস্তিষ্কের কোন ধমনী ফাটিয়া এপোপ্লেকসি (Appolexy) হইতে পারে। প্রাতে পায়খানায় যাওয়ার নিয়মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গ্লিসিরিণের পিচ্‌কারী—যাহর নিতান্তই কোষ্ঠ খোলসা হয় না, তাহার গুহ্যদ্বারে গ্লিসিরিণের পিচ্‌কারী দিলে অতি সহজেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার লিলিয়্যাহ্যালও এজন্য পিচ্‌কারী যোগে গ্লিসিরিণ ব্যবহার করিতে বলেন। আমি কাঁচের ছোট পিচ্‌কারী দ্বারা দুই মাসের শিশুর গুহ্যদ্বারে এক ড্রাম পরিমাণ গ্লিসিরিণ দিয়া অতি অল্প সময়ে ও সহজে বাহ্যি করাইয়াছি। গাটাপার্চার ঠোঁট লাগান Glycerine Syringe নামক এক প্রকার পিচ্‌কারী আছে তদ্দ্বারা এই কার্য্য অতি সহজেই হয়। বাজারেও অল্পদামে কুঁচের পিচ্‌কারী পাওয়া যায়; অর্দ্ধ ঔন্স পরিমাণ পিচ্‌কারী হইলে তদ্দ্বারা কি ছোট কি বড় সকলকেই পিচ্‌কারী দেওয়া যায়। বয়স্কদিগকে বাহ্যি করাইতে হইলে অর্দ্ধ ঔন্সের অধিক গ্লিসিরিণ দরকার হয় না। দক্ষিণ হস্তে পিচ্‌কারী দ্বারা, গুহ্য দ্বারে গ্লিসিরিণ প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাম হস্তের দুইটী অঙ্গুলি দ্বারা গুহ্য দ্বারের মুখটী ১০।১২ মিনিট চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে বাহ্যির বেগ প্রবল হইয়া সহজে খোলসা বাহ্যি হয়। এতাদৃশভাবে ধরিয়া রাখিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে গ্লিসিরিণ সহজে বাহির হইবে না এবং গুহ্যদ্বারের মধ্যে থাকিয়া উত্তেজনা জন্মাইবে। বাবু অমরনাথ দত্তের পুত্র বয়স দুই মাস তাহার অতীব

কোষ্ঠবদ্ধ ছিল, আমি তাহাকে মধ্যে মধ্যে দুই বা দেড়ড্রাম মাত্রা গ্লিসিরিণের পিচ্‌কারী দিতাম এবং সপ্তাহে একদিন মাত্র ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের ৩ শক্তির দুইটি করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা খাইতে দিতাম। এক মাসের মধ্যে আপনা হইতেই পরে তাহার স্বাভাবিক কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল।

——০০——

কৃমি।

শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই কৃমির উৎপাত লক্ষ্য করা যায়, কেবল মাত্র শিশুদিগেরই যে কৃমিঘটিত অসুখ হইবে তাহা নহে; তবে অল্প বয়সে কৃমির অত্যাচার অন্যান্য বয়স অপেক্ষা অধিকতররূপে দেখা যায়। কৃমি-গ্রস্তদিগের যে কোন পীড়াই হউক, কৃমির উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে অন্য কোন ঔষধে ফল পাওয়া যায় না, অতএব কেবল কৃমি রোগের জন্যই যে কৃমির ঔষধ প্রয়োজনীয় তাহা নহে, এ কথা চিকিৎসকমাত্রেরই স্মরণ থাকা উচিত। আবার এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, অনেক উৎকট রোগের সময় যদি কৃমি নির্গত হইয়া পড়ে, তখন অনেক চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয় মনে করেন এবার রোগী নির্ব্ব্যাধি হইল, তাহার কোন ভয় নাই; এই বিবেচনায় প্রকৃত চিকিৎসায় শৈথিল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞতার কর্ম্ম। অনেক স্থলে এতাদৃশ শৈথিল্যের দরুণ অনেক রোগী নষ্ট হয়। এতাদৃশ সঙ্কটস্থলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। প্রকৃত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে তাঁহাদের কখনই অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

১। থ্রেড্‌-ওয়ারম্‌ বা সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি থাকিলে—

(১) একোন, এলি-স্যাটা, **সিনা, কুপ্রা, ফেরা, মার্ক, **স্যাবাডি; (২) ক্যালক্‌-কা, হিপা, *সাল্‌ফা।

২। য়্যাসক্যারাইডিস্‌ অর্থাৎ কেঁচোর মতন কৃমির জন্য—

(১) একোন, বেল, *চায়না, **সিনা, ডিজি, *ফেরা; (২) এসারা, *ক্যাল্‌-কা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, মার্ক, নাক্স-ভ, স্যাবাডি, স্প্যাইজি, *স্যাণ্টোনিন, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্যানা, সাইলি, ভ্যালিরিয়ানা, ম্যারম্‌-ভি, ভিরাট্‌-এল্‌বাম, *সাল্‌ফা।

৩। টেপ্ ওয়ারম্ অর্থাৎ ফিতার ন্যায় কৃমি হইলে—
(১) *ক্যাল্কা, *গ্র্যাফা, *প্ল্যাটি, *পালস্, *স্ট্যাবাডি, সাইলি, **সাল্ফা; (২) কার্ব-ভ, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস্; (৩) এম্ব্রা, আর্সে, চায়না, *ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, স্ট্যাবাডি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্, প্রধান ঔষধ।

ডাঃ হেরিং এক কৃষ্ণপক্ষে দুই মাত্রা সাল্ফার ও অন্য কৃষ্ণপক্ষে এক মাত্রা মার্ক প্রয়োগ করিয়া কৃমি চিকিৎসায় বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

এই সমস্ত কৃমি নির্গতকরণ উদ্দেশ্যে কুসো (Kousso), ফিলিক্স-মাস, ডালিমের শিকড়ের ছালের কাথ ও লাউয়ের বীচির কাথ অনেকে ব্যবস্থা করেন।

কৃমি সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। } :—

একোনাইট—অন্ত্রে বেদনা। সমস্ত পেট স্ফীত এবং নাভিপ্রদেশ শক্ত। নিষ্ফল বাহ্যির বেগ, অথবা সামান্য শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। নক্কার; মুখে জল উঠা; গুহ্যদ্বারের চুলকানি এবং খোঁচানির দরুণ রাত্রে অস্থিরতা (মার্ক) এবং তৎসঙ্গে জ্বরবোধ। শিশুর অত্যন্ত ভয় এবং ব্যাকুলতা, এমন কি ভয়ে শয্যায় শয়ন করিতে চায় না।

এপোসাইনাম্—ভয়ানক হাঁচি, তৎসঙ্গে নাক চুল্‌কান। অত্যন্ত বমন ইচ্ছা ও বমন। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ চুল্‌কান। কেঁচোকৃমি।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রা—নাভিপ্রদেশে এবং যকৃৎদেশে সাময়িক বেদনা ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও মিউকাস বমন। অনিয়মিত ঋতু এবং প্রায়ই ঘন, কাল, জমাট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের বর্ণ ফেঁকাশে।

এস্ক্লিপিয়াস্-সিরি—জিহ্বা সাদা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা, অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ও বাহ্যির বেগ এবং অধিক ক্ষুধা। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে চিরিক্‌মারিয়া উঠা। কেঁচোকৃমি।

বেলাডোনা—নিদ্রালুতা। নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা; দন্ত কট্‌কট্ করা। অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ অথবা মূত্রকৃচ্ছ্র। তির্য্যকদৃষ্টি। মূত্রস্থলীতে কৃমি নড়া চড়া বোধ।

ক্যাল্‌-কার্ব—শিরঃপীড়া ; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ ; ফেঁকাশে এবং ফুলো ফুলো মুখমণ্ডল ; তৃষ্ণা। উদর মোটা এবং স্ফীত। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা (সিনা)। উদরাময়। সঞ্চালনে সহজেই ঘর্ম্ম হয়। স্ক্রফিউলা ধাতুবিশিষ্ট।

চায়না—পেট বেদনা, রাত্রে এবং আহারের পর বৃদ্ধি। মুখ দিয়া জল উঠা। পাকস্থলীতে চাপবোধ এবং বমনেচ্ছা। সমস্ত শরীর দুর্ব্বলতায় কাঁপিতে থাকে। কৃমি নির্গত হয়, নাকখোঁটা অভ্যাস, উদরস্ফীতি (সিনা)।

সিকিউটা—পুনঃ পুনঃ হিক্কা এবং ক্রন্দন। গ্রীবাদেশে বেদনা। আক্ষেপসহ মস্তক পশ্চাৎদিকে টানিতে থাকে এবং হস্ত কম্পন।

সিনা—অস্থির নিদ্রা ; দুই চক্ষু ঘূর্ণায়মান। চক্ষুর চতুর্দ্দিক নীলবর্ণ। তির্য্যক্‌ দৃষ্টি। কণিনিকা বা পিউপিল প্রসারিত। সর্ব্বদা নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ ও নাক চট্‌কান বা নাকখোঁটা। সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা (স্পাইজি)। নাসিকা হইতে রক্তপাত। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে এবং শীতল, অথবা লাল এবং উষ্ণ। আহারে অনিচ্ছা অথবা অত্যন্ত ক্ষুধা। বমনেচ্ছা ও বমন। নাভি-প্রদেশে বেদনা। উদর শক্ত এবং স্ফীত। কোষ্ঠবদ্ধ। রাত্রিতে শুষ্ক কাশি। জ্বরবোধ। হস্তপদ এবং মস্তকের কন্‌ভাল্‌শন্‌। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিহেতু গুহ্যদ্বার চুলকান। প্রস্রাব কিছুকাল থাকিলে চূণের জলের মত সাদা হয়।

ডলিকস্‌—কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে উদরস্ফীতি। শয়নকালে অত্যন্ত ত্যক্তজনক কাশি এবং শয়নের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাশির ত্যক্ততা থাকে। সমস্ত শরীর অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে।

ইউফর্বিয়া—অক্ষুধা অথবা কোন সময় অত্যন্ত ক্ষুধা। জ্বরবোধ। অপরিষ্কৃত জিহ্বা। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। মলবদ্ধ অথবা উদরাময়। উদর স্ফীত, ক্ষীণ শরীর, খিট্‌খিটে স্বভাব ও অনিদ্রা।

ফেরাম—মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। গুহ্যদ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি হেতু চুল-কাইতে থাকে (বিশেষতঃ রাত্রে)। অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

ফিলিক্স-মাস্‌—পেট কামড়ান, এবং অন্ত্রের ভিতর শলাকাবিদ্ধের ন্যায় বেদনা, মিষ্টদ্রব্য খাইলে বৃদ্ধি। অক্ষুধা। অপরিষ্কৃত জিহ্বা। মুখমণ্ডল ফেকাশে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ। নাকচুলকান। খিট্‌খিটে এবং অবাধ্য স্বভাব।

ইগ্নেসিয়া—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি হেতু গুহ্যদ্বার চুল্‌কান। কন্‌ভাল্‌শন্, তৎসঙ্গে জ্ঞানশূন্য এবং কিছুকালের জন্য কথা বলিতে অক্ষম।

কুসো (Kousso)—অজীর্ণ। আলস্য। অনিদ্রা। দুর্ব্বলতা ও তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা। অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম। ক্ষীণ শরীর। পেটফাঁপা। কোষ্ঠবদ্ধ।

লাইকোপোডিয়াম্—গ্রন্থিসমূহে বেদনা, এবং আড়ষ্টভাব। পুরাতন ইরাপশন্ বা চর্ম্মোৎপাত। মুখমণ্ডল মলিন, ফেঁকাসে ও মেটেবর্ণ। পেটফাঁপা। যেন পেটের ভিতর কিছু বেড়াইয়া দৌড়াইতেছে। কোষ্ঠবদ্ধ। *প্রস্রাবের নিম্নে লাল বালুকাবৎ পড়ে।

মার্কিউরিয়স্—সর্ব্বদা আহার করিবার জন্য পেটুকের ন্যায় ইচ্ছা, কিন্তু অত্যন্ত আহার করিয়াও ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়। দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। গুহ্যদ্বার চুলকান। যোনির মুখভাগে প্রদাহ। বড় বড় ক্রিমি। গুহ্যদ্বারের বহির্ভাগে ক্রিমি। হারিশ্ নির্গত হইতে দেখা যায়। (ষ্ট্যানা)।

পডোফাইলাম্—শিশুদিগের শিরোলুণ্ঠন, (অন্ত্রের গোলযোগ মস্তিষ্কে সিম্প্যাথিটিক্ স্নায়ু দ্বারা প্রতিভাত হয়)। রাত্রিতে দাঁত কট্ কট্ করা, অত্যন্ত লালাক্ষরণ। মুখে দুর্গন্ধ। জিহ্বা বৃহৎ এবং প্রশস্ত, মধ্যভাগে লেইয়ের ন্যায় অপরিষ্কার ময়লা। উদ্গারে ভুক্তদ্রব্য টক্‌সংযুক্ত হইয়া উঠে। উদর স্ফীত। বেদনাযুক্ত উদরাময়, তৎসঙ্গে চীৎকার এবং দাঁত কড়্ কড়্ করা। প্রল্যাপ্‌সাস্ এনাই অর্থাৎ হারিশ্ বাহির হওয়া।

পিউনিকা-গ্র্যানেটাম্—মাথা ঘোরা। কণিনিকা প্রসারিত। হলুদবর্ণ শরীর। দাঁত কট্ কট্ করা, মুখে জল উঠা ; ক্ষুধা পরিবর্ত্তনশীল। উদ্গারে মুখ ভরিয়া জল উঠা। বমন। পাকস্থলীতে যেন কিছু বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। পেট স্ফীত, বেদনাযুক্ত হৃৎকম্পন, আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, রাত্রে পেটবেদনা।

সেণ্টোনিন্—অনেকে সিনার পরিবর্ত্তে সেণ্টোনিন্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা ইহার ১ম ও ৩য় বিচূর্ণ ব্যবহার দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছি।

স্যাবাডিলা—বড় বড় ক্রিমিবমন। গলার ভিতর ক্রিমি রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়। ন্যক্কার এবং শুষ্ক বমন বা ফিতার ন্যায় বৃহৎ ক্রিমি থাকিলে নাভিতে জ্বালা, ছিদ্রকরার ন্যায় যন্ত্রণা এবং মোচড়ান। মুখে জল উঠা।

ঠাণ্ডা লাগিলে শীত বোধ। পেট খাল্ দিয়া পড়া বোধ। ক্রিমি হইতে অন্যান্য স্নায়বীয় লক্ষণ।

স্পাইজিলিয়া—প্রতিদিন প্রাতে জল খাওয়ার পূর্ব্বে ন্যক্কার ভাব, কিছু খাইলে বা বমনের পর সুস্থ বোধ। কণিনিকা প্রসারিত। তির্য্যক্‌দৃষ্টি, মুখ ফেঁকাশে, নাকের ভিতর শুর্ শুর্ করিয়া উঠা। বোধ হয় গলা বাহিয়া যেন ক্রিমি উঠিতেছে। আহারের পর অথবা যাহা কিছু আহার করিয়াছে তাহা বমন করিলে সুস্থ বোধ, তৎসঙ্গে পাকস্থলী হইতে টক্ উদ্গার, পেটে বেদনা, রাত্রে শুষ্ক কঠিন কাশি। অত্যন্ত হৃৎকম্পন। মুখ পিংশে ও চক্ষুর চতুর্দ্দিক হলুদবর্ণ (লাইকো, ক্যাল্-কা)।

সাইলিসিয়া—ক্রিমিজনিত পেটবেদনা, তৎসঙ্গে মলবদ্ধ অথবা কঠিন মল। হস্তদ্বয় হলুদবর্ণ, নখ নীলবর্ণ অথবা লালাভ। রক্তসংযুক্ত মল। পেট ফাঁপা ও গড়মড় করিয়া পেট ডাকা।

সাল্‌ফার—নাকের ভিতর শুর্ শুর্ করে। গুহ্যদ্বারে শুর্ শুর্ করে ও খোঁচায়। কেঁচোর ন্যায় বড় ক্রিমি এবং ফিতার ন্যায় ক্রিমি। আহারের পূর্ব্বে ন্যক্কার, আহারের পর অজ্ঞানভাব। রাত্রে অস্থিরতা। বেলা ১১টায় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। সমস্ত শরীর দুর্ব্বলবোধ। পুনঃ পুনঃ অস্থির ও দুর্ব্বল অবস্থা। গুহ্যদ্বারে লোন্‌ছা বা ঘস্‌ড়িয়া যাওয়ার ন্যায় অবস্থা বোধ হয়। গাত্রে এক প্রকার চর্ম্মোৎপাত (পাস্‌টিউলার ইরাপশন্)।

ষ্ট্যানাম্—মানসিক জড়তা। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। চক্ষু বসিয়া যাওয়া সঞ্চালন করিলে মুখমণ্ডল দিয়া যেন অগ্নিশিখার ন্যায় নির্গত হয়। পেট-বেদনা, চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ। নিশ্বাস দুর্গন্ধময়। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু সন্ধ্যাকাল ব্যতীত অন্য সময় উপযুক্ত পরিমাণ আহার করিতে পারে না। আহারের পর বমনেচ্ছা। বহুপরিমাণ জলবৎ বর্ণহীন প্রস্রাব। অস্থিরতা। নিদ্রাবস্থায় শিশু কোঁকায় অথবা ভীতি প্রকাশ করে। মিউকাস্‌সহ বড় বড় ক্রিমি নির্গত হয় (*লাইকো, মার্ক)।

টেরিবিস্থিনা—গুহ্যদ্বারে খোঁচান এবং জ্বালা, বোধ হয় যেন ক্রিমি হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ফিতার ন্যায় ক্রিমির খণ্ড সকল নির্গত হয়। শীতল

জল দিলে গুহ্যদ্বারের জ্বালা নিবারণ হয়। অন্ত্রসমূহের উত্তেজিত অবস্থা। অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। যাহা কিছু খায় একেবারে গলাধঃকরণ করে। উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইলেও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। দুর্গন্ধময় শ্বাসপ্রশ্বাস। দম্‌বদ্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ। থক্ থক্ করিয়া শুষ্ক কাশি। আক্ষেপ এবং কন্‌ভাল্‌শন, রাত্রিতে অনিদ্রাবস্থা। ভীত হইয়া যেন চীৎকার করিয়া উঠে। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে; শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সকল মোচড়াইতে থাকে।

টিউক্রিয়াম্।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির দরুণ গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত চুলকান।

কৃমি সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :-

ইউরোপীয় ধাত্রীরা কৃমিগ্রস্ত বালকদিগের গুহ্যদ্বারে রাত্রিতে শয়নকালে চর্ব্বি দিয়া রাখেন; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কৃমি হাঁটিয়া আপনা হইতেই বহির্গত হইতে থাকে।

কেহ কেহ কোয়াসিয়ার জল অর্থাৎ ইন্‌ফিউসন্ সহ কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কারী করিতে উপদেশ দেন। কোয়াসিয়ার জল বয়স্কের জন্য ১ ঔন্স ও শিশুদের জন্য অর্দ্ধ ঔন্স দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশীয় কবিরাজেরা জয়ন্তী পুষ্পের পত্রদ্বারায় রুটী প্রস্তুত করিয়া সেই রুটী দ্বারায় পেটের উপর সেক্ দিতে ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ এই রুটী দ্বারা পেট আবৃত করিয়া তদুপরি একখানি বস্ত্র ভাঁজ করিয়া স্থাপন করেন, এবং তাহা ব্যাণ্ডেজ দ্বারা পেটে বাঁধিয়া রাখিয়া থাকেন। অল্প জ্বালের উপর তাওয়া রাখিয়া তাহাতে জয়ন্তীর পত্র ছড়াইয়া দিয়া হস্তদ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দিলেই সুন্দর রুটীর ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। তাহাকেই জয়ন্তীর রুটী বলে। এই প্রকার রুটী বাঁধিলে পেটে এক প্রকার ফোমেণ্ট্ করা কার্য্যের ফল হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা উদরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের সুক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হয়। উদরে কৃমি না থাকিলেও ইহাতে কৃমি উৎপাদনের কারণ ও তজ্জনিত লক্ষণসমূহের অনেক উপকার হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্ বলেন "ইন্‌ট্যাষ্টাইন সমূহের টিস্যু-মেটামর্‌ফসিস্" অর্থাৎ

"অন্ত্রের নির্ম্মামক পদার্থের ধ্বংস" ও পরিবর্ত্তন হইয়া ক্রমির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার জয়ন্তীর রুটি পেটের উপর বাঁধিলে উক্তরূপ টিসুধ্বংস সম্বন্ধে অনেক উপকার হয়।

আমাদের দেশীয় চিকিৎসকেরা অপরিষ্কৃত গুড়, চিনি, কলা, ইত্যাদি পদার্থ, ক্রমিধাতুগ্রস্ত বালককে খাইতে নিষেধ করেন। অপরিষ্কৃত এবং সর্ব্বদা উদ্ঘাটিত অবস্থায় রক্ষিত চিনি, গুড় ইত্যাদিতে মক্ষিকা সকল ডিম্বপাত করিয়া রাখে, তদ্দ্বারা এক প্রকার ক্রমির উৎপত্তি হয়; এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা এই প্রকার মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া অবিহিত বিবেচনা করেন।

ক্রমিসম্বন্ধে কয়েকটী উপসর্গের চিকিৎসা। } :—

গুহ্যদ্বার চুলকাইলে—ইগ্নে, ম্যারাম্-ভি, সালফা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—মার্ক।

লালপড়া ও বমনেচ্ছা—ফেরা।

রাত্রিকালে স্পেজম্ বা আক্ষেপ—ভেলিরি।

আভ্যন্তরিক উত্তাপবোধ ও উদরের উপরিভাগে বেদনা —নাক্স-ভ।

রাত্রিতে পেট বেদনা, লালা নিঃসরণ, আক্ষেপ, উত্তেজনা কম্প—চায়না, ভেলিরি।

কন্‌ভাল্‌সন্ বা আক্ষেপ—বেল, ক্যামো, হাইয়স্, ইগ্নে ষ্ট্র্যামো।

বিভীষিকা দর্শন—বেল্।

ক্রমিগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট হইলে—ক্যাল্‌ক্-কা, সাইলি, সাল্‌ফা মার্ক।

ফ্লেটুলেন্স্ বা পেট ফাঁপা।

("উদর" দেখ)।

১। এই অধিকারে—(১) এসাফি, * চায়না, নাক্স-ভ. পাল্স, *আর্স, **টেরিবিন্থ, সাল্ফা ; (২) ইস্কিউ, অরাম্, বেল্, ক্যাক্টা, *কার্ব-ভেজি, সীপ্টা, ককিউ, কৃষ্টি ; (৩) এস্কোপি, এগ্নাস্, ব্যাপ্টি, ক্যাল্কে, ফস্, ক্যাপ্সি, কলোফাই, কলিন্সো, কলোসি, ফেরা, জেল্স, * গ্র্যাফা, আইরিস্, ল্যাকে; * লাইকো, ম্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, *নাক্স-ম, ফাইটো, রুমেক্স, সেঙ্গু, জিঙ্ক ও ভিরাট্।

২। যদি অন্যায় আহারের হেতু পেট ফাঁপে তবে—(১) চায়না ; (২) ব্রাই, সিপা, লাইকো, পিট্রো ; (৩) এলো, ক্যাল্মিয়া, মিলিফোলি, পাল্স, সিপি ও ভিরাট্ দেওয়া যায়।

৩। মদ্যাদি সেবনের পর পেট ফাঁপিলে—(১) নাক্স-ভ ; (২) চায়না, ককিউ, ফেরা ও ভিরাট্ দিলে উপকার হয়।

৪। শূকরের মাংস, চর্ব্বি, ঘৃত বা তৈলাক্ত পদার্থ আহারের দরুণ পেট ফাঁপিলে—(১) চায়না, কল্চি, * পাল্স ; (২) কার্ব ভেজি, ম্যাট্রা-মিউ।

৫। পেট ফাঁপা অত্যন্ত গুরুতর হইলে—ইস্কিউ-হি, এগার, * * কার্ব্ব-ভ, * চায়না, সীপ্টা, কলিন্সো, * কর্ণাস্, জেল্স্, নেফাল্, * গ্র্যাফা, ক্যাল্মিয়া-ল্যা, ল্যাকে, * লাইকো, নাইট্রি-এসি * নাক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, প্লাম্বা, সেঙ্গু, ষ্ট্যাফি, পাল্ফা, * *টেরিবি।

৬। পেট ফাঁপার দরুণ নিতান্ত কষ্ট ও উদ্বেগ হইলে—ক্যাপ্সি, *কার্ব্ব-ভ, * চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, * ফস্, পাল্স, সাল্ফা দেওয়া উচিত।

৭। অজীর্ণবশতঃ পেট ফাঁপিলে—(১) কার্ব্ব-ভ; কষ্টি, * সিপা, * চায়না, * সীপ্টাস্, কোনা, গ্র্যাফা, হিপার আইওড্, ক্যাল্মিয়া, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, স্মাইলি, ও সাল্ফার প্রয়োগে উপকার দর্শে।

৮। প্রাতঃকালে পেট বেদনা বোধ হইলে—এলাম্, এসাফি, ব্যারাইটা, ক্যাক্‌টা, কার্ব-এ, কষ্টি, ক্যামো, নেফাল্, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ ও ফস।

৯।. পেট গড়মড় করিয়া ডাকিতে থাকিলে—এগা, এন্টি, আর্ণি, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, কার্ব্ব-ভ, কলোফাই, কষ্টি, চায়না, কমোক্ল্যাডি, জেল্‌স, হেলে, ইগ্নে, আইরিস্, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্‌স ভ, ফস্, ফাইটো, ফস্-এসি, পাল্‌স, সার্‌সা, সিপি, সাল্‌ফ ও ভিরাট্ প্রয়োগ করিবে।

১০। অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকিলে—ইস্কিউ-হি, এগা, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, সিষ্টা, কলিন্সো, কর্ণাস, জেল্‌স, নেফাল, গ্র্যাফা, হেলে, ক্যাল্‌মিয়া, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েন্, ফস্, প্লাম্বা, সেঙ্গু ও ভিরাট্।

১১। বায়ুনিঃসরণে গন্ধ না থাকিলে—এম্ব্রা, বেল্, কমো-ক্ল্যাডি, কার্ব-ভ এবং লাইকো ব্যবহারে উপকার হইবে।

১২। ,, অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে—আর্ণি, আর্স, এসাফি, কালক্, কার্ব-ভ, চায়না, কর্ণাস্, গ্র্যাফা, আইরিস্, জ্যুগ্লা, ফাইটো, প্লাম্বা, সোলি, পাল্‌স, সেঙ্গু, সাইলি ও সাল্‌ফা।

১৩। ,, সামান্য দুর্গন্ধ থাকিলে—আর্ণি, আর্স, কার্ব-ভ, ইগ্নে, আইরিস, ওলিয়েণ্ডা, পাল্‌স এবং সাল্‌ফা।

১৪। ,, পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধ হইলে—আর্ণি, ক্যামো, কফি, সাল্‌ফা, এন্টি-টার্ট, টিউক্রিয়ম্।

১৫। বায়ুঃনিঃসরণ গরম—একোন্, এলোজ, ক্যামো, ফস্, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক, কার্ব্ব-ভ, চায়না; এবং শীতল বায়ুনিঃসরণে কোনা প্রয়োগ করিবে।

১৬। ,, রসুনের গন্ধবিশিষ্ট—এগা, এসাফি, মস্কা, ফস্।

১৭। ,, অম্ল গন্ধবিশিষ্ট—আর্ণি, ক্যাল্‌ক্, ক্যামো, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি, সাল্‌ফা।

১৮। ,, অত্যন্ত শব্দকর হইলে—কষ্টিকাম্, ল্যাকে, মার্ক, স্কুইল, টিউক্রি এবং জিঙ্ক্ দেওয়া যায়।

পেটফাঁপা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব } :-

কার্ব-ভেজি—অম্ল এবং পচা উদ্গার। পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহের বায়ুপূর্ণাবস্থা। বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত স্পন্দন অর্থাৎ বুক ধড়্‌ফড়ানি। সজল অথচ উষ্ণ দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম। পেট গড়গড় করিয়া ডাকা; দুর্গন্ধময় অথবা একেবারে গন্ধশূন্য বায়ুনিঃসরণ হওয়া। নানাবিধ উপকরণযুক্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ত আহারের দরুণ এই পীড়ার উৎপত্তি।

ক্যামোমিলা—অম্ল অথবা সাধারণ বাতাসের ন্যায় উদ্গার। ঢাকের ন্যায় পেট ফাঁপিয়া উঠা। সর্ব্বদা অল্প পরিমাণে অর্থাৎ (অযথেষ্টরূপে (Insufficiently—প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প পরিমাণে) বায়ুনিঃসরণ হওয়া। সময় সময় পেটে শূল বেদনার ন্যায় বোধ হইতে থাকে। হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশ অর্থাৎ পঞ্জরের নিম্নভাগে বায়ু স্তম্ভিত হইয়া বক্ষের মধ্যে তীর ছুটার ন্যায় বেদনা উৎপাদন করে।

চায়না—উদর স্ফীত, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা; উদ্গার ভুক্তদ্রব্যের গন্ধ বিশিষ্ট অথবা তিক্ত; বিশেষতঃ ভোজনের পর পাকস্থলী হইতে অম্লময় শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ (গ্যাসট্রিক জুস্ Gastric Juice) উঠিতে থাকে। অন্ত্রসমূহের মধ্যে অত্যন্ত * গাঁজলান বা উৎসেচন অবস্থা (Fermentation) হয়। পেট এমনি আঁটিয়া পূর্ণ হয় যে উদ্গার হইলেও কিছুমাত্র আরাম পাওয়া যায় না। অপরিপাক বশতঃ বিশেষতঃ ফল খাওয়া কিম্বা মদ্যপানহেতু পেটের ভিতর টাঁশিয়া টাঁশিয়া বেদনা উপস্থিত হয়।

ককিউলাস্—পেট ডাকিতে থাকে। অপরিপাক বশতঃ পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে; রাত্রিতে ফাঁপা ও বেদনা বৃদ্ধি পায়। কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। তলপেটের দিকে ভারবোধ ও পেটের উর্দ্ধদিকে বমনের ন্যায় ভাব হইতে থাকে। তলপেটের দুই পার্শ্বে এমন বোধ হয় যেন সমস্ত ঠেলিয়া বাহির হইবে। ঘন ঘন অল্প পরিমাণে মলত্যাগ ও তৎসঙ্গে বায়ুনিঃসরণ।

ল্যাকেসিস্—উদ্গারে আরাম বোধ হয়। পাকস্থলীর উপরে টিপি-দিলে বেদনা লাগে। পেট ফাঁপা ও তাহাতে এমন বেদনা যে কোন প্রকার ভার সহ্য হয় না। অন্ত্রবদ্ধ বায়ুর জন্য পেট ফাঁপা।

লাইকোপোডিয়ম্—পেট গল্ গল্ করিয়া ডাকা। বিশেষতঃ বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশে। অন্ত্রের বিশেষ কোন স্থানে বায়ু আবদ্ধ হইয়া

ফুলিয়া উঠে। নিম্নদিকে মূত্রস্থলী ও রেক্‌টামের (Rectum) উপর ও ঊর্দ্ধে, উপর পেট ভার এবং পূর্ণতা বোধ। পেট ফাঁপা এবং পা শীতল অবস্থাপন্ন।

নাক্স-ভমিকা—বুক এবং মস্তকের দিকে ভারবোধ। কোষ্ঠবদ্ধ ও পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা। অন্ত্র-বদ্ধ বায়ু কর্তৃক পেট ফাঁপা এবং প্রাতে ও আহারের পরে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়।

পাল্‌সেটিলা—পেট ফাঁপা ও বেদনা; সন্ধ্যা রাত্রিতে আহারের পর ও রাত্রিতে বৃদ্ধি। উপর পেটে ভারবোধ। বায়ু এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়।

সিপিয়া—ভালরূপ পিত্তক্ষরণের অভাবে পেট ফাঁপা। সামান্য আহারেই পেট ফাঁপিয়া উঠা। শয়ন করিলে পেট ডাকিতে থাকে। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম হয়।

সাল্‌ফেট অব্‌ এনিলিন্‌—অত্যন্ত পেট ফাঁপা; আহারে অনিচ্ছা। মুখ বিস্বাদ; কোষ্ঠবদ্ধ; ফল, দাইল ও কপি ইত্যাদি খাইয়া পেট ফাঁপিলে এই ঔষধে অতি উপকার দর্শে।

সাল্‌ফার (Sulphur)—পেট ফাঁপা; উদর প্রসারিত, পুনঃ পুনঃ পেট ডাকা; উদ্গার এবং বাতকর্ম্মে আরামবোধ। কোন চর্ম্মরোগ গুপ্তভাবে বসিয়া গেলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল হয়।

উদ্গার ইত্যাদি।

(উদ্গার, বুকজ্বালা, পাকস্থলীতে জ্বালা, গলা বাহিয়া ভুক্তদ্রব্য উঠা ইত্যাদি)।

১। এই সমস্ত অধিকারে—(১) আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-ভ, কোনা, ইগে, মার্ক, লাইকো, ষ্ট্যাটা-মি, নাক্স-ভ, ফস, হ্রাস, সিপি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা; (২) এমোনি, আর্ণি, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, ষ্ট্যাট্রা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, টার্টা, ভ্যালি; (৩) এলাম্‌, এম্ব্রা, এণ্টি, বেল, ক্যানা, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, সিনা, সিকিউটা, ক্রোকা, সাইক্ল্যা,

ড্রসি, গ্র্যাফা, কেলি, মেজি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, হ্লডো, স্থাবাডি, সার্সা-প্যারি, ষ্ট্যানা, সালফ-এসি, থুজা; (৪) ইস্কিউ, হিপো, ডায়স্কো, হাইড্রাষ্ট্, পাল্‌স প্রধান ঔষধ।

২। পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত উদ্গার উঠা—(১) * আর্ণি, * বেল, * ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককিউ, * কোনা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, * মার্ক, * ন্যাট্রা-মি, * নাক্স-ভ, * ফস্, পাল্‌স, * হ্লাস সিপি, ষ্ট্যাফি, * সাল্‌ফা, * ভিরেট্রা; (২) এলাম্, এম্বা, এমোনি-মি, এণ্টি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-এনি, চায়না, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, মিউর-এসি, পিট্রো, স্থাবাডি, সার্সা-প্যারি, সাইলি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভ্যালি; (৩) ইস্কিউ, ব্যাপ্‌টি, কলোসি, ইউপেটো-পারফো, আইরিস, পডো।

৩। উদ্গার উঠিতে বেদনাবোধ—ককিউ, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস, স্থাবাডি, সিপি।

৪। উদ্গার উঠিবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা—এম্বা, আর্জেণ্টা-নাই, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ম, ফস্, প্লাম্বা, পাল্‌স, হ্লাস, সাল্‌ফা, জিঙ্ক।

৫। উদ্গারাধিকারে—*ইথু, * এণ্টি-ক্রু, * আর্ণি, * ককিউ, * কোনা, * ব্রাই, * বেল্, * কার্ব-ভ, চায়না, সাইক্ল্যামে, ডায়স্কো, ইপিকা, আইরিস্‌ভ, পাল্‌স, ন্যাট্রা-মি, মার্ক, * নাক্স ভ, * ফস, সাল্‌ফ-এস, ল্যাকে, লাইকো, প্লাণ্টা, রুমে, হ্লাস-ট, ভিরাট্, সাল্‌ফার, সার্সা, জিঙ্ক্।

৬। উদ্গার তিক্ত—এমোনি-মি, ইগ্নে।

৭। ” কোন যানে উঠিয়া চলিবার সময়—ক্রিয়েজো।

৮। ” অত্যন্ত কষ্টকর এমন কি তাহাতে দম্ বন্ধ হওয়ার ন্যায় হইয়া উঠে—*আর্জেণ্টা-না।

৯। ” দুর্গন্ধময়—আর্ণি, এসাফি, কার্ব ভ, গ্র্যাফা, সোরি, সিপি, এণ্টি-টার্ট।

১০। উদ্গার উচ্চৈঃ শব্দে—* আর্জেণ্টা-না, কার্ব-ভ।

১১। উদ্গার পচা তৈলের ন্যায়—*এসাফি, *কার্ব-ভ, *গ্র্যাফা, *স্যাবাডি।

১২। উদ্গার ডিম পচার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট—*আর্ণি, *সোরি, *এণ্টি-টার্ট্।

১৩। ,, টক্—আর্ণি, হিপা, কেলি-কা, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-সা, পিক্রি-এসি, পডো, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, সালফা, জিঙ্ক্।

১৪। ,, টক জলের ন্যায়—*নিকোলাম্।

১৫। হিক্কা—ইথু, কার্ব-ভ, সিকুটা, *এমোনি-মি, *সাইক্ল্যা, *ম্যারাম্-ভি, *হাইয়স্, *ইগ্নে, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, *নাকস্-ভ, ট্যাবেকা। (অন্যত্র যথাস্থানে হিক্কার বিস্তারিত বর্ণনা দেখ)।

১৬। উদ্গারসহ জল উঠিয়া মুখ পূর্ণ হয়—* (আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাল্-কা, কার্ব-ভ, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, প্যারিস্, পিট্রো, ফস্, প্লাস্, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা)।

১৭। কিছু যেন গলা বাহিয়া উঠে—* (এসাফি, মার্ক-ক, প্ল্যাটী)।

১৮। উদ্গারে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ-বোধ হয়—এম্ব্রা, এমোনি, এণ্টি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ফস, পালস, সাইলি।

১৯। গলা বাহিয়া ভুক্তদ্রব্য উঠা—(১) আর্ণি, ব্রাই, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সার্সা, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, টার্টা; (২) এণ্টি, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যানা, কোনা, ড্রসি, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বা, ষ্ট্যাফি, ভিরাট, জিঙ্ক্।

২০। গলা বাহিয়া অপরিপক্ক ভুক্তদ্রব্য উঠা—(১) ব্রাই, ক্যামো, কোনা, ইগ্নে, ল্যাকে, ফস; (২) এমোনি-মি, ক্যাম্ফ, ম্যাগ্ন-মি, মেজি, সাল্ফা।

২১। টক্ উদ্গার উঠিলে—(১) ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস্, সাল্ফা; (২) এমোনি, আর্স, বেল্, কষ্টি, ফেরা, গ্র্যাফা,

ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, ফস-এসি, পাল্‌স, ষ্ট্যানা, সার্সা, থুজা, ভিরাট; (৩) হাইড্রাষ্ট, আইরিস, ফাইটো, রোবিন্‌, পডো।

২২। বুকজ্বালা এবং মুখ দিয়া জল উঠা—(১) এমোনি, ক্যাল্‌কে, চায়না, ক্যানা, ক্রোকা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা; (২) ক্যাপ্‌সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইওড্‌ মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস, পাল্‌স, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ-এসি; (৩) আইরিস্‌, পডো।

বমন এবং বমনেচ্ছা।

১। বমন অধিকারে—এলষ্টোন্‌, একোন, *ব্রাই, *ইথু, *এণ্টি-ক্রুড্‌, আর্নি, **আর্স, ব্যাপ্‌টি, *ক্যামো. বেল্‌, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, সিকুটা, ক্যাক্‌টা, *ককিউ, কলোসি, কোপে, **কুপ্রা, ডায়েস্কো, ইলাট, ** ফেরা, গামি-গা, হিপোমে, আইওড, **ইপিকা, *আইরিস্‌-ভা, জ্যালাপা, কেলি-বা, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, লাইকো, মিউর-এসি, **ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, নাক্স-ভ, প্লাম্বা, লেপ্টা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, স্যাবাডি, *সিনা, সার্সা, সিলা, *সিকে, সিপি, *সাইলি, সাল্‌ফা, *টার্টার-এমি, *ভিরাট্‌, *পাল্‌স, ষ্ট্র্যামো, থুজা, **ইউ-পেটো-পার্‌ফো, *ড্রসি।

২। বমনের পরই নিদ্রা হয়—**ইথু, *কুপ্রা।

৩। বমনভাব ও ন্যক্কার উপশম হইয়াও অনবরত বমন হয়—এণ্টি-ক্রুড্‌।

৪। বমনের পর হস্ত কম্পন ও মূর্চ্ছা—*এণ্টি-টার্ট।

৫। রক্তবমন—ইংরাজীতে ইহাকে হিমাটিমেসিস বলে। ইহাতে (১) *একোন, এলো, **আর্নি, *আর্স, **ফেরা, হাইয়স্‌, **ইপিকা, নাক্স-ভ; (২) এমোনি, *বেল্‌, ব্রাই, ক্যাম্থা, *কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মেজি, প্লাম্বা, পাল্‌স, সিকেলি, *ফস, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা-এল্‌বা; (৩) ক্যাক্‌টা, ইরিজি, ইরিজিয়াম্‌, *হেমেমে, ক্রমেক্স, সেন্সু, ভিরাট্‌-ভি দেওয়া যায়।

৬। বিষ্ঠাবমন—এপো-মর্ফিয়া, বেল, নাক্স-ভ, **ওপি, সাল্ফা, একোন, ব্রাই, প্লাম্বা, থুজা।

৭। কালবর্ণের বিকৃত রক্ত বমন—(১) এলাম্, * আর্স, ক্যাল্কে, চায়না, ভিরাট্, * হেলে ; (২) ইপিকা, নাক্স-ভ, সাল্ফা ইত্যাদি।

৮। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন—(১) ** ইউপেটো-পার্ফো, * ইপিকা, ** ফেরা, *পাল্স, ক্যামো, * এণ্টি-ক্রুড্, সাল্ফা, * ভিরাট্; (২) ** আর্স, ক্রোটন-টি, কলোসি, ডিজি, হিপা, হাইয়স, * নাক্স-ভ, আইরিস্-ভা, কেলি-বা, রেফে, হিপোম্যে, সাইলি ; (৩) বেল্, *ব্রাই, এণ্টি-টা, ক্যাল্কে, সিনা, ককিউ, ইগ্নে, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা, কেলি, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, স্যাট্রা-মি, * ফস্. হ্রাস, সিপি, ষ্ট্যানা।

৯। আহারের পরই তৎক্ষণাৎ বমন হয়—**আর্স, ইপিকা, * সিকে।

১০। আহারের পর ভুক্তদ্রব্য অম্বল হইয়া বমন হয়—ক্যাল্কা, হিপা, কেলি-বা, ওলিয়েণ্ড্রা, পডো, * পাল্স, সাল্ফা।

১১। ভুক্তদ্রব্য কয়েক ঘণ্টা অন্তর বমন হইয়া যায়—* ক্রিয়েজো।

১২। চকচকে তরল পদার্থ বমন—কেলি-বা।

১৩। পানীয় বস্তু পেটে যাইয়া গরম হইবামাত্র উঠিয়া যায়—** ফস্।

১৪। পানীয় পান করিবামাত্র উঠিয়া যায়—**আর্স, বিসমাথ্, ক্রোটন-টি, জিঙ্ক্, *** ইউপেটো-পার্ফো।

১৫। ভুক্ত পানীয় পদার্থ বমন—একোন, এণ্টি-ক্রুড্, *আর্স, হাইয়স্, ইপিকা, *ফস, *সাইলি, ভিরাট্, আর্ণি, বিস্মাথ্, সিনা, সেঙ্গু, স্পঞ্জি।

১৬। আপেক্ষিক গতি অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ী নৌকা ইত্যাদি আরোহণ করিয়া চলিলে যে গতি হয় তদ্দরুণ বমন হইলে—আর্স, ককিউ, কল্চি, ফেরা, হাইয়স, পিট্রো, এপো-মর্ফিয়া, বেল, ক্রোকা, নাক্স-ম, সিকেলি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, ট্যাবেকাম্।

১৭। উদর পূর্ণ করিয়া আহার অথবা গুরুপাক দ্রব্য আহার হেতু বমন—(১) ইপিকা, পাল্‌স; (২) এণ্টি, ব্রাই, নাক্স-ভ, সাল্‌ফার; (৩) আর্স, ব্রাই, ফেরা, হ্রাস।

১৮। মাতালদিগের বমন—(১) আর্স, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ওপি; (২) ক্যাল্‌কে, সাল্‌ফা।

১৯। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বমনে—(১) কার্বলিক-এসি, ইপিকা, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা; (২) কোনা, ফেরা, পাল্‌স, সিপি; (৩) একোন, আর্স, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, ল্যাক্‌টিক্‌-এসি, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ম, ফস, পিট্রো, ভিরাট্‌।

২০। যদি কৃমিহেতু বমন—(১) একোন, সিনা, ইপিকা, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা; (২) বেল্‌, কার্ব-ভ, চায়না, ল্যাকে।

২১। সূর্য্যোত্তাপ হেতু বমনে—গ্লোনইন্‌।

২২। পিত্ত বমনে—(তাহা দেখিতে সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট এবং স্বাদ তিক্ত)—(১) এণ্টি-ক্রুড্‌, **ক্যামো, নাক্স-ভ; (২) একোন, এপিস, **আর্স, বেল্‌, **ব্রাই, ইপিকা, কেলি-কা, মার্ক, ফস্‌, *সিনা, * সিপি, ভিরেট্রা; (৩) আর্ণি, ক্যানা, চায়না, **ইউপেটো-পার্‌ফো, কলোসি, কুপ্রা, কোনা, ডিজি, ড্রসি, ইগ্নে, জ্যাট্রোফা, **ন্যাট্রা-মি, কেলি-বাই, ল্যাকে, লাইকো, পডো, পিট্রো, * পাল্‌স, র‍্যাফেনা, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা-ভি, থুজা।

২৩। তিক্তস্বাদযুক্ত বমনে—এণ্টি-ক্রুড্‌, এপিস, ব্রাই, কল্‌চি, গ্র্যাটি, কেলি-বাই, পাল্‌স, সেঙ্গু, ইউপেটো-পার্‌ফো।

২৪। বমনের গন্ধ ও স্বাদ অম্ল—(১) * এণ্টিক্রুড্‌, এপিস্‌, কেলি-কা, *ক্যাল্‌-কার্ব, * পাল্‌স, সাল্‌ফা, ক্যামো, *চায়না, আইরিস্‌-ভা, নাক্স-ভ, **লাইকো, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, পডো, **ফস্‌, *রোভি, ফস্‌-এসি; (২) আর্স, বেল্‌, ফেরা, ইপিকা, সাল্‌ফ-এসি, এণ্টি-টার্ট, সাল্‌ফা।

২৫। বমনে মিউকাস্‌ অর্থাৎ শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ—(১) আর্স, *পার্লস, ইউফরবি, ইপিকা; (২) বেল্‌, ড্রসি, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা;

(৩) একোন, এণ্টি-ক্রুড্, ক্যাল্কে, সাইক্লা, ডিজি, ডাল্কা, কেলি-বাই, ওলিয়েণ্ড্রা, সিকেলি; (৪) ক্যামো, চায়না, সিনা, কোনাই, গুয়াই, হিপার, হাইয়স্, ইগ্নে, মার্ক, ভিরাট; (৫) ইউপেটো-পার্ফো, আইরিস্-ভা, সেঙ্গু।

২৬। জলবৎ বমন—(১) * আর্স, বেল, এল্যাষ্টেন, * * ব্রাই, ইপিকা; (২) বিস্মাথ, চায়না, ক্রোটন-টি, কুপ্রা, * * কষ্টি, ইউফর্বি, গ্র্যাটি, হিপা, ওলিয়েণ্ড্রা, সেঙ্গু, সিকেলি, সাল্ফা, ট্যাবেকা, টার্টার-এমিটিক্; (৩) আর্ণি, নাক্স-ভ, পাল্স।

২৭। জলবৎ বমন, তাহাতে চর্ব্বির ন্যায় খণ্ড খণ্ড পদার্থ দেখা যায়—হিপোমে।

২৮। শরীর সঞ্চালন করিলেই বমন—* আর্স, ব্রাই, নাক্স-ভ, পিট্রো, * ভিরাট্।

২৯। বমন ও তৎসঙ্গে উদরাময়—(১) * আর্স, বেল্, কলোসি, * কুপ্রা, ডাল্কা, ইপিকা, ফস্, * পাল্স, *ভিরেট্রা; (২) এপোসাই, আরিস-ভা।

৩০। বমন ফেনাযুক্ত—ইথুজা, ক্রোটন-টি, টার্টার-এমিটিক্, ভিরাট।

৩১। „ ফেনাযুক্ত দুগ্ধের ন্যায় সাদা—ইথুজা।

৩২। „ পীতবর্ণ—গ্রেটিওলা।

৩৩। „ ঈষৎ হরিৎবর্ণ—ইথুজা, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, কলোসি, ডিজি, হিপা, হিপোমে, জ্যাট্রোফা, ওলিয়েণ্ড্রা, * সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, টার্টার-এমিটিক্।

৩৪। „ উষ্ণ বোধ হয়—পডো।

৩৫। দুগ্ধ বমন—ইথুজা, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ক্যাল্কে-ফস, আর্ণি।

৩৬। দুগ্ধ দধির ন্যায় জমাট হইয়া বমন—ইথুজা, ** এণ্টি-ক্রুড্, *ক্যাল্-কার্ব।

৩৭। দুগ্ধ জমাট বড় বড় চাপ চাপ হইয়া বমন—** ইথুজা।

৩৮। দুগ্ধ ও মাতার স্তন্য বমন—* সাইলি।

৩৯। দুগ্ধ অম্ল হইয়া বমন—* ক্যাল্-কার্ব।

৪০। শ্লেষ্মা (মিউকাস) অণ্ডলালের ন্যায় বমন—* জ্যাট্রোফা।

৪১। „ দুর্গন্ধময় বমন—ইপিকা, * সিকেলি।

৪২। শ্লেষ্মা, ফেনাযুক্ত, বমন—পডো, এণ্টি-টার্ট।

৪৩। „ সবুজ বর্ণবিশিষ্ট বমন—ইথুজা, আর্স, ব্রাই, ইপিকা, পডো, ভিরাট্র।

৪৪। শ্লেষ্মা অর্থাৎ মিউকাস জেলির ন্যায় বমন—* ইপিকা।

৪৫। „ আঠার ন্যায় হইয়া বমন—আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ডাল্কা, কেলি-বাই।

৪৬। হরিদ্রাভ বমন—আর্ণি, ব্রাই, কল্চি, ইপিকা, ভিরাট্র।

৪৭। তৈলের ন্যায় পদার্থ বমন—ইথুজা, নাক্স-ভ।

৪৮। জলীয়ভাগ না উঠিয়া কেবল মাত্র খাদ্যের অতরল পদার্থ সমস্ত বমন হইয়া যায়—* ব্যাপ্টিসিয়া।

৪৯। কেবল মাত্র জলীয় ভাগ বমন হইয়া খাদ্যের অতরল ভাগ পেটে থাকে—* বিস্মাথ্।

৫০। আহারের পর বমন বৃদ্ধি—(১) আর্স, * ফেরা, ইপিকা, ক্রিয়েজো, নাক্স-ভ, পাল্স, * সাল্ফা, ভিরাট্; (২) একোন, আর্ণি, হাইয়স্, ষ্ট্যাট্রা-মি।

৫১। বমন প্রত্যহ প্রাতঃকালে—(১) ড্রসি, আর্স, * নাক্স-ভ, * ভিরাট্; (২) হিপার, লাইকো, ষ্ট্যাট্রা-মি, সাইলি।

৫২। „ রাত্রে—আর্স, চায়না, ফেরা, নাক্স-ভ, সাইলি, সাল্ফা।

৫৩। „ মদ্যাদি সেবনের পর—(১) আর্স, চায়না, ফেরা, ভিরাট্; (২) একোন্, আর্ণি, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভ, পাল্স্, সাইলি।

৫৪। „ প্রথমে মিউকাস্ ও পরে পিত্ত—ভিরাট্।

৫৫। বমন প্রথমে মিউকাস ও পরে ভুক্তপদার্থ—আর্স, গুলিয়েও্‌।

৫৬। ,, ,, খাদ্য, পরে পিত্ত—য়্যাট্রা-মি, ফস, জিঙ্ক্।

৫৭। বমন প্রথমে খাদ্য ও পরে মিউকাস্—ড্রসি, নাক্স-ভ, সিলিসি।

৫৮। ,, ,, খাদ্য ও পরে জলীয়ভাগ—ফেরা, পাল্‌স।

৫৯। ,, ,, জলীয় ও পরে খাদ্য—ইপিকা, ম্যাগ্নে, নাক্স-ভ, সাল্‌ফা,

৬০। ,, ,, বমন, তিক্ত ও লবণাক্ত—সাইলি।

৬১। ,, তিক্ত ও অম্ল—টার্টা, ইপিকা, পাল্‌স।

৬২। ,, চাপ চাপ রক্ত—আর্ণি, কষ্টি।

৬৩। ,, কটা রং বিশিষ্ট—আর্স, বিস্‌মাথ, ফস, মেজি।

৬৪। বমন দুর্গন্ধি—ব্রাই, ককিউ, নাক্স-ভ, কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো।

৬৫। ,, কেবল মাত্র অতরল পদার্থ—আর্স, ব্রাই, কুপ্রা, কস্, পাল্‌স, সাল্‌ফা, ভিরাট্।

৬৬। ,, কেবল মাত্র তরল পদার্থ—আর্স, ডাল্‌কা, মার্ক-কর, লাইলি।

৬৭। ,, লবণাক্ত পদার্থ—আইয়ড্, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা।

৬৮। বমন মিষ্ট পদার্থ—ক্যাল্‌কে, ক্রিয়েজো, প্লাম্ব।

৬৯। ,, কেবল মাত্র জল—বিস্‌মাথ।

৭০। অনবরত ওয়াক্ পাড়া—ব্যারাইটা-মি।

৬১। ,, পচা ডিম্বের ন্যায় ও তদ্‌গন্ধবৎ উদ্‌গার উঠে—আর্ণি, ব্রোমি, কফি, ম্যাগ্নে-মি, ম্যাগ্নে-সাল্‌ফ, পিট্রো, সিপি, ষ্ট্যানা, ভ্যালি।

৭২। ,, ন্যক্কারভাব অথচ তৎসহ বমন নাই—বেল্।

৭৩। গর্ব্ভাবস্থায় রুটী খাইতে বমনভাব—সিপি।

৭৪। হঠাৎ বমন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—একোন, আর্ণি, *ইথু, আর্স, ক্যামো, ব্রাই, চায়না, ডাল্কা, ফেরা, নাক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, ভিরেট্রা।

৭৫। অত্যন্ত বেগের সহিত বমন—বিস্মাথ্।

৭৬। মাথা উঠাইলেই বমন—সিকুটা।

৭৭। আহারের চিন্তা করা মাত্র বমন—সিপি, ড্রসি।

৭৮। খাদ্য বস্তুর ঘ্রাণ লওয়া মাত্র বমন—কল্চি।

৭৯। ফেনাযুক্ত বমন ও তৎসঙ্গে নাড়ীর সবিরাম গতি—ভিরেট্রাম্-এলব।

বমনেচ্ছা বা ন্যক্কার NAUSEA.

১। বমনেচ্ছা—(১) *আর্জেণ্টা-নাইট্রা, *আর্স, *কল্চি, *কলোসি, চায়না, *ক্রোটন্-টি, **ইপিকা, *হ্লাস্, জ্যাবাডি, সিকেলি, *সাল্ফা, *ট্যাবেকাম্, *এণ্টি-টার্টা, ইউপেটো-পার্ফো, *ভিরাট্, জিঙ্ক্; (২) এপিস, আর্ণি, ইগ্নে, ব্যাপ্টি, বেল্, বিস্মাথ্, *ইলাট, কার্ব-ভ, বোভি, ব্রোমি, ক্যাম্ফ, ককিউ, কোনা, সাইক্লা, ডিজি, ডাল্কা, গ্র্যাটি, গামি-গাটি, হিপা, আইরিস্ ভা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, জ্যালাপা, লেপটাণ্ড্রা, *লাইকো, মার্ক-ভাই, মিউর এসি, *ন্যাট্রা মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ওলিয়েণ্ড্রা, ওপি, প্ল্যাণ্টেগো, *পাল্স, প্লাম্বা, ফস্, পডো, রুমে, সার্সা, *সাইলি, সিনা, সিপি।

২। জলপানের পর ন্যক্কার—*আর্স, আর্ণি, *ইউপেটো-পারফো।

৩। জল খাইলে বমনেচ্ছা নিবারণ হয়—লোবি।

৪। বমনেচ্ছা অথচ গলা চাপিয়া ধরে (ওয়াক্ পাড়া)—**বিস্মাথ, **কলোসি, এসারাম্, আর্স, ক্রোটন্, বেল্, ইগ্নে, জ্যাবো-র‍্যাণ্ডাই, ক্রিয়েজো, ইপিকা, *পডো, *সিকেলি, *এণ্টি-টার্ট।

৫। সদ্য মাংস আহারের পর বমনেচ্ছা—*কষ্টি।

৬। বমনেচ্ছা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে যায়—ওপানসিয়া।

৭। উঠিয়া. দাঁড়াইলে বমন ইচ্ছা হয়—*পিক্রি-এসি, **ব্রাই।

৮।. খাদ্য বস্তু দৃষ্টিমাত্র বমন ইচ্ছা—*আর্স, **কল্‌চি।

৯। খাদ্যদ্রব্য, ব্রথ; ডিম্ব, চর্ব্বি, মৎস্য ইহাদের গন্ধে বমন ইচ্ছা—** কল্‌চি।

১০। আপন মুখের থুথু গলাধঃকরণ করিলে বমন ইচ্ছা—**কল্‌চি।

১১। বমনের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—মস্তিষ্কের কন্‌জেচ্‌শন্‌ বা উত্তেজনা অবস্থা হেতু বমনে মস্তকে শীতল জলের পটী কিম্বা বরফ ব্যবহার করিলে অনেক সময় ফল পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা বমন নিবারণার্থ পাকস্থলীর উপর মাষ্টার্ড-প্লাষ্টার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনেক সময় কোল্ডকম্প্রেস্‌ পাকস্থলীর উপর রাখিলে উপকার হয়। একখান নেকড়া ভাঁজ করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া পাকস্থলীর উপর রাখিয়া তদুপরি একখান কচি কলাপাত দিয়া পরে ব্যাণ্ডেজ দ্বারা তাহা বান্ধিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট কোল্ডকম্প্রেস হয়। অনেক সময় বরফ খাইতে দিলে বমনের উপকার হয়। অন্যান্য পথ্য বমন হইয়া উঠিয়া গেলে মুড়ি ভিজান জল কিম্বা চিড়ার কাথ ইত্যাদি খাইলে পেটে থাকে।

ক্ষুধা ও আহারের ইচ্ছা।

(Appetite.)

১। অত্যন্ত ক্ষুধা—* ব্যারা-কার্ব, * ক্যাল্‌-কার্ব, . ক্যাল্‌-ফস্‌, কলোসি, আইয়ড্‌, লাইকো, * মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-মি, ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্‌-এসি, * সোরি, স্যাবাডি, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, **সাল্‌ফা, ভিরাট্‌, *সিনা।

২। অত্যন্ত ক্ষুধা বমনের পর—ওলিয়েণ্ড্রা।

৩। ,, ,, ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত—**সালফা, জিঙ্ক্।

৪। ,, ,, তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা (তৃপ্তিমত আহার না করিলে)—ফস্।

৫। ,, ,, কুইনাইন সেবনের পর—*নাক্স-ভ, ফস্, ষ্ট্যাফি।

৬। ,, ,, খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—এণ্টি-ক্রুড্।

৭। ,, ,, খামখেয়ালীযুক্ত (কখন আছে কখন নাই)—* সিনা।

৮। ,, ,, একবার বমন করার সময় হইতে অন্যবারের বমন পর্য্যন্ত—*ভিরাট্।

৯। ,, ,, সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা—কার্ব-এনি, ** মিনিয়াস্থি, পিট্রো, ভিরাট্, ** (ক্যাল্কা-কা, চায়না, সিনা, আইয়ড্, লাইকো, নাক্স-ভ, সাইলি, ভিরাট্)।

১০। অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও তৃষ্ণা—স্পাইজি।

১১। ,, ,, কিন্তু আহারের অনিচ্ছা—* সোরি, ** হ্রাস, **স্ট্রামো-মি, **ওপি।

১২। ,, ,, কিন্তু খাইতে পারে না—ব্যারাইটা।

১৩। ,, ,, কিন্তু মস্তকে বেদনা (যদি সে আহার না করে)—*লাইকো।

১৪। খাইতে ইচ্ছা, অম্ল দ্রব্য—(১) এলাম্, ** (একোন, এণ্টি-ক্রুড্, এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, আর্স, বোরা, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, হিপা, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, ফস, পাল্স, স্থাবাইনা, সিনা, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সিকেলি, সালফা, ভিরাট্); (২) সিনা, সিষ্টাস, কিউবেব্ ডিজি, ম্যাগ্নে, পডো, সোরি।

১৫। ,, ,, আতা—এলোজ্, **এণ্টি-টার্ট।

১৬। খাইতে ইচ্ছা বিয়ার অথবা অন্য কোন প্রকার মদ্য—এলো, কেলি-বাই, মার্ক-কর, পালস, সাল্‌ফা, হ্রাস, কেলি-বা।

১৭। ,, ,, তিক্ত দ্রব্য—ডিজি, **ন্যাট্রা-মি।

১৮। ,, ,, কাফি কিন্তু ইহাতে বমনোদ্রেক হইতে থাকে—ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, কোনা।

১৯। ,, ,, শীতল পানীয়—ডাল্‌কা, **ফস্‌, সাইলি, ভিরাট্‌।

২০। ,, ,, শীতল খাদ্য অথবা পানীয়—আর্স, বেল্‌, ব্রাই, **ফস, হ্রাস, সাইলি, টার্টার-এমি, * ভিরাট্‌।

২১। ,, ,, শীতল খাদ্য—*ফস্‌, **ভিরাট্‌।

২২। ,, ,, শীতল দুগ্ধ—**হ্রাস্‌, চেলি।

২৩। ,, ,, শীতল জল—হ্রাস্‌, ভিরাট্‌, * আর্স।

২৪। ,, ,, শীতল ফল—**ভিরাট্‌, চায়না, কিউবেব্‌, ম্যাগ্নে-কা, এণ্টি-টার্ট।

২৫। ,, ,, যূষ—**ভিরাট্‌।

২৬। ,, ,, সরস ফল—এণ্টি-টার্ট, *ফস্‌-এসি, পাল্‌স, **ভিরাট্‌, এলোজ্‌।

২৭। খাইতে ইচ্ছা প্রত্যেক বস্তুই শীতল অবস্থায়—ফস্‌, **ভিরাট্‌, *সাইলি।

২৮। ,, ,, খাইতে ইচ্ছা সরস ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্য—*ফস্‌-এসি, পাল্‌স, ভিরাট্‌।

২৯। ,, ,, লেমনেড্‌—ইউপেটো-পারপি, সিকেলি, সাইক্লা, পালস।

৩০। ,, ,, বরফে জমাট করা দুগ্ধের সর (কুল্পি)—ইউপেটো-পার্‌ফো, হ্রাস।

৩১। ,, ,, বরফ দেওয়া জল—*ফস, হ্রাস, **ভিরাট্‌।

৩২। ,, ,, কিন্তু খাইতে দিলে খায় না—ব্রাই।

৩৩। ,, ,, ব্রাণ্ডি নামক মদ্য—আর্স, নাক্স-ভ, কিউবেব্‌, সাল্‌ফা।

৩৪। খাইতে ইচ্ছা রুটি—কিউবেব্, গ্র্যাটি

৩৫। ,, ,, মাখন—মার্ক-ভ।

৩৬। ,, ,, চাখড়ি—নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ।

৩৭। ,, ,, অঙ্গার—এলুমি, সিকুটা।

৩৮। ,, ,, লবঙ্গ—এলুমি।

৩৯। ,, ,, মসলা—*হিপা।

৪০। ,, ,, মৃত্তিকা—*এলুমি, নাইট্রি-এসি।

৪১। ,, ,, ডিম্ব—ক্যাল্কা।

৪২। ,, ,, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য—নাইট্রি-এসি, *নাক্স-ভ।

৪৩। ,, ,, ইলিশ ইত্যাদি মৎস্য—নাইট্রি-এসি।

৪৪। ,, ,, গরম পানীয়—চেলি, কুপ্রা, ব্রাই।

৪৫। ,, ,, বদ্হজমি পদার্থ—এলুমি।

৪৬। ,, ,, বাদাম—কিউবেব্।

৪৭। ,, ,, পেঁয়াজ—কিউবেব্।

৪৮। ,, ,, কমলা লেবু—কিউবেব্।

৪৯। ,, ,, ঝিনুক—ল্যাকে, *ন্যাট্রা-মি, ব্রাস।

৫০। ,, ,, পরিষ্কার নেকড়া—এলুমি।

৫১। ,, ,, শুষ্ক চাউল—এলুমি।

৫২। ,, ,, খাইতে ইচ্ছা, মেজাজ, ঠাণ্ডাকারক কোন বস্তু—ফস্-এসি।

৫৩। ,, ,, লবণ—ন্যাট্রা-মি।

৫৪। ,, ,, খাইতে ইচ্ছা লবণযুক্ত আহারীয় সামগ্রী—ক্যাল্-কা, ক্যাল্কা-ফস, কোনা, নাট্রা-মি।

৫৫। ,, ,, মসলাযুক্ত সকল পদার্থ—ফ্লুওর-এসি, হিপা।

৫৬। ,, ,, স্পিরিট্—আর্ণি, আর্স, কুপ্রা, পাল্স।

৫৭। ,, ,, ষ্টার্চ নামক পদার্থ (এরারুট ইত্যাদি)—এলুমি, নাইট্রি-এসি।

৫৮। থাইতে ইচ্ছা চিনি—**আর্জেণ্টা-না, কেলি-কা।

৫৯। ,, ,, অন্যান্য মিষ্টি পদার্থ—ক্যাল্কা, ইপিকা, লাইকো, স্যাবাডি, সাল্ফা, আর্জেণ্টা-না।

৬০। ,, ,, চা—হিপা।

৬১। ,, ,, উষ্ণ খাদ্য——কুপ্রা।

৬২। ,, ,, মদ্য—ব্রাই, ক্যাল্ কা, চেলি, চায়না, কিউবেব্, হপা, ল্যাকে।

৬৩। ,, ,, অনিবার্য্য স্পৃহা অম্ল পদার্থে—এলাম্, এণ্টি-টা, কেলি-বা, ম্যাগ্নে-কা, কোনা, ডিজি।

৬৪। ,, ,, অম্ল পানীয়ে—**ইউপেটা-পার্ফো, *ম্যাগ্নে-কা।

৬৫। ,, ,, এল্কোহলে—*আর্ণি, আর্স, *পাল্স।

৬৬। ,, ,, বিয়ার নামক মদ্যে—নাক্স-ভ, সাল্ফা।

৬৭। ,, ,, তিক্ত পদার্থে—ন্যাট্রা-মি।

৬৮। ,, ,, ব্র্যাণ্ডি মদ্যে—নাক্স-ভ, সাল্ফা।

৬৯। ,, ,, চাখড়ি, কয়লা, কাফি চূর্ণ, পরিস্কৃত নেকড়া ইত্যাদি জন্য—এলুমি।

৭০। ,, সুখাদ্য পদার্থ জন্য—ইপিকা।

৭১। ,, ,, চর্ব্বিতে—নাইট্রি-এসি।

৭২। ,, ,, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে—নাক্স-ভ।

৭৩। ,, ,, মাংস আহারে—**ক্যাল্ম্বা, ম্যাগ্নে-কা, **মিনিয়েন্থ।

৭৪। ,, ,, অনিবার্য্য স্পৃহা দুগ্ধে (যাহা খাইলে অপকার দেয় না)—এপিস্, চেলিডো।

৭৫। ,, , দুগ্ধে (কিন্তু সহ্য হয় না)—কার্ব-ভ।

৭৬। ,, ,, অনিবার্য্য স্পৃহা ঝিনুক খাইতে (সহ্য হয় না)—**লাইকো।

৭৭। ,, ,, লবণে—**ন্যাট্রা-মি।

৭৮। ,, ,, স্পিরিটযুক্ত মদ্যে—ওপি, পাল্স।

৭৯। খাইতে ইচ্ছা উত্তেজক পদার্থে—পাল্‌স।

৮০। ,, ,, মিষ্ট দ্রব্যে—ইপিকা, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, সাল্‌ফা।

অরুচি AVERSION।

১। অরুচি—যদিচ ইহা সামান্য লক্ষণ বটে, তথাপি কখন কখন এরূপ অবস্থা ঘটে যে চিকিৎসা না করিলেই হইতে পারে না :—(১) এণ্টি, আর্ণি, ক্যাক্‌টা, চেলোন্‌, চায়না, হিপা, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস্‌, সাল্‌ফা; (২) ব্যারাই, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, সিমিসিফিউ, সাইক্লামে, জেল্‌স, হেলোনি, হাইড্রাষ্টি, আইরিস্‌, লোবে, ন্যাটা-মিউ, সিপি, সাইলি; (৩) আর্স, বেল্‌, ক্যাম্ফা, সিকিউ, ককিউ, কমোক্ল্যাডি, কোনা, ইগ্নে, লাইকো, ওপি, প্ল্যাটী, সেঙ্গু এই সমস্ত ঔষধ এ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

২। ,, পাকস্থলীর কোন অসুখ হেতু—(১) এণ্টি, ক্যাক্‌টা, চেলোন্‌, সাইক্লা, জিম্নক্লেডাস্‌, সাল্‌ফ; (২) চায়না, আইরিস, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি।

৩। ,, ,, তৎসঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা—(১) ক্যাক্‌টা, চায়না, সিমি-সিফিউ, ইউপেটো, হেলে, ন্যাট্রা-মিউ, হ্রাস্‌; (২) ব্রাই, ক্যাল্‌কে; ইগ্নে, নাক্স-ভ, ওপি, সাইলি; (৩) আর্স, ডাল্‌কা, ব্যারাই, ম্যাগ্নে-মিউ, সাল ফ-এসি।

৪। ,, এবং তৎসঙ্গে আহারে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা—ইপিকা, পাল্‌স, হ্রাস, ককিউ, আর্ণি, চায়না, ইগ্নে, নাক্স-ভ, একোন্‌, আর্স, *কল্‌চি, ক্যাম্ফা, বেল্‌, কমোক্ল্যাডি, ল্যাকে, লোবে, মিউর-এসি, ওপি, ক্যামো, সিপি, সাইলি, ব্রাই, সিকেলী।

৫। অরুচি রন্ধন করা খাদ্য দ্রব্যে—গ্র্যাফা, পিট্রো, ইগ্নে।

৬। ,, গরম সিদ্ধ করা খাদ্যে—লাইকো, পিট্রো, সাইলি।

৭। ,, গরম খাদ্য ও পানীয় বস্তুতে—ব্রাই, কল্‌চি।

৮। ,, গরম খাদ্য বস্তুতে—পিট্রো, **ভিরাট্রু।

৯। অরুচি খাদ্য বস্তু দর্শনে এবং ঘ্রাণ গ্রহণে অধিকতর—কল্‌চি।

১০। ,, ফলাদিতে—ব্যারাই-কা।

১১। ,, বিয়ার নামক মদ্য বিশেষে—(১) বেল্, চায়না, ককিউ, নাক্স-ভ; (২) ক্যামো, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, ফেরা।

১২। ,, ব্র্যাণ্ডিতে ও অন্যান্য তীক্ষ্ণ মদ্যে—ইগ্নে, হ্রাস, হিপোমে।

১৩। ,, অন্যান্য প্রকার সাধারণ মদ্যে—ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, স্ট্যাবাডি।

১৪। ,, জলে—বেল, চায়না, * নাক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো, হাইড্রো ফোবিন্, পাল্‌স।

১৫। ,, দুগ্ধে—বেল্, ব্রাই, এন্টি-টা, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, সিনা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-কা, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা, ম্যাগ্নে-কা।

১৬। ,, দুগ্ধে (তাহা খাইলে পেট ফাঁপে)—কার্ব-ভ, পাল্‌স।

১৭। ,, মাতৃদুগ্ধে—*সাইলি।

১৮। ,, কাফি খাইতে—বেল্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, লিলি-টি, **নাক্স-ভ, হ্রাস্, স্ট্যাবাডি, ফ্লুওর-এসি।

১৯। ,, সাধারণ তরল পদার্থে বা পানীয় দ্রব্য সমূহে—(১) বেল, কাম্ফা, হাইয়স, নাক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো, ককিউ, স্ট্যাম্বু; (২) ল্যাকে, ন্যাট্রা-মিউ।

২০। ,, সকল প্রকার রুটিতেই—কোনা, * নাইট্রি-এসি, লাইকো, * ন্যাট্রা-মিউ, *নাক্স-ভ, ফস্-এসি, * কেলি-কার্ব, পাল্‌স, সাইক্ল্যামে, হিপোমে, লিলি-টি, লাইকো।

২১। ,, অরুচি মাখনে—কার্ব-ভ, চায়না, মার্ক।

২২। ,, চর্ব্বি এবং চর্ব্বিযুক্ত বস্তুতে—ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, সিকেলী, সাইক্ল্যামে, হেলে, হিপা, নাট্রা-মিউ, * * পাল্‌স, পিট্রো।

২৩। অরুচি মাংস এবং মাংসের ঝোলে—(১) মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, * এলোজ্, ইগ্নে, ফেরা, *, * পিট্রো, সিকেলী, সাইলি, * সাল্‌ফা ; (২) বেল্, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, * চেলিডো, কেলি-বা, * গ্র্যাফা, হ্লাস, লাইকো, স্যাবাডি, সিপি, * * আর্ণি, এলাম্।

২৪। „ অরুচি মৎস্যে—* গ্র্যাফা।

২৫। „ শাক সব্‌জি ও তরকারিতে—হেলে, ম্যাগ্নে-কার্ব।

২৬। „ রন্ধন করা দ্রব্য গরম.গরম খাইতে—ক্যালকে, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, সাইলি।

২৭। অতরল পদার্থ খাইতে—(১) ব্রাই, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, (২) ফেরা, মার্ক।

২৮। „ অম্ল বস্তুতে—বেল্, * ককিউ, ফেরা, স্যাবাডি, সাল্‌ফা।

২৯। „ মিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ চিনি ও সন্দেশাদিতে—আর্স, কষ্টি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস্, সাল্‌ফা, জিঙ্ক, গ্র্যাফা, ব্যারাইটা-কা।

৩০। „ মিষ্ট দ্রব্যে এবং খাইলে সহ্য হয় না—** কষ্টি।

৩১। „ লবণাক্ত পদার্থ খাইতে—গ্র্যাফা, সিলিনি।

৩২। „ অরুচি পণীর নামক খাদ্যে—* চেলিডো, ওলিয়েণ্ডা।

৩৩। „ কাফির গন্ধে—সাল্‌ফ-এসি।

৩৪। ; ডিম্ব ভোজনে—ফেরা।

৩৫। „ তামাকে—* ইগ্নে, লাইকো, ** নাক্স-ভ, গ্র্যাটি।

N. B.—পাকস্থলীর অসুখ ও বমনেচ্ছা ইত্যাদি রোগের সঙ্গে অরুচির বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, সুতরাং ঐ সমস্ত পীড়ায় যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে তাহাও অরুচির জন্য ফলোপধায়ক।

—*—

পিপাসা।

THIRST.

১। ক্ষুধা যেমন স্বাভাবিকী, তৃষ্ণাও সেইরূপ। যদি আহার না কর তবে অবশ্যই তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইবে ; আহার করিবামাত্র ক্ষুধা তৃপ্তিলাভ

করিবে। জলপিপাসাও সেইরূপ। যে পরিমাণ জল তোমার প্রয়োজন, সে পরিমাণ জল পান না করিলে 'স্বভাব' ক্লান্তি বোধ করিয়া তোমার নিকট পিপাসারূপে জল প্রার্থনা করে; তুমি জলপান করিবা মাত্র 'স্বভাব' পরিতৃপ্ত হয়। স্বভাবের এই প্রকার ক্লান্তি অথবা কিঞ্চিৎ অভাব হেতুই এতাদৃশ পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার পিপাসা স্বাভাবিকী, কিন্তু কোন রোগজনিত নহে। পীড়াজনিত যে পিপাসা তাহা দমনার্থ তুমি বরফ দাও আর বহুল পরিমাণ শীতল জলই দাও, তাহাতে রোগীর তৃপ্তি নাই। বোধ হয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকিবে, দূষিত জ্বরে ও দারুণ ওলাউঠার অবস্থায় যখন রোগী জলতৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখন তুমি বরফের নাম করিলে রোগী সানন্দে তোমার নিকট বরফ যাচ্ঞা করিয়া লইবে; দুই চারিবার বরফ সেবন করিলে রোগী আর বরফে তৃপ্তিলাভ করে না। যদি তুমি জেদ করিয়া তাহার মুখে বরফ দাও তবে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং বরফ তোমার মুখপানে ছুড়িয়া মারিবে। এতাদৃশ অবস্থায় শীতল জলের কথাও সেইরূপ। রোগী ঘড়ায় ঘড়ায় জল পান করুক, তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই। জলপান করিতে করিতে পেট ঢাকের মত হইয়া উঠিল অথবা যে জল পান করিল সে জল তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া গেল, তবু রোগীর জলপানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না; আবার সে, জলের জন্য কাতরোক্তিতে যাচ্ঞা করে। তুমি যতবারই কেন তাহাকে জল দাও না, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইবে না। বরং এই প্রকার বহুপরিমাণে জলপানে বমন হইতে হইতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িবে; নাড়ী ক্ষীণ হইয়া যাইবে, অথবা অসাড় অবস্থায় রোগীর পেট ফাঁপিয়া উঠিবে। সুতরাং এই তৃষ্ণা নিবারণ করা "কণ্ট্রেরিয়া কণ্ট্রেরিবাস্" সূত্র অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্মানুযায়ী চিকিৎসা-প্রণালীর সাধ্যায়ত্ত নহে। এ তোমার সামান্য জল-তৃষ্ণা নহে, এ "ব্যাধি-তৃষ্ণা," ইহাকে প্রশমিত করিতে মহাত্মা হানিমানের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রকৃত বাণ খুঁজিয়া লইবে। যদি প্রকৃত রোগে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে পার, তবে দেখিবে এই মহাতৃষ্ণা এক মাত্রা ঔষধ সেবন মাত্র অগ্নিতে জল পতনের ন্যায় শান্ত হইয়া যাইবে। ঔষধের এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া কেবল মাত্র যে ২টী কি ৪টী রোগীতে

দৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, এ বিষয় সম্বন্ধে একজন সাধারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককেও জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে এ সম্বন্ধে শত রোগীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে।

এমন অবস্থাও দেখা যায় যে, রোগী জলতৃষ্ণায় অস্থির, কিন্তু এক বিন্দু জল পান করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহা বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কি ঔষধের জলটুকু মাত্রও পেটে থাকে না। তখন সুগার অব্ মিল্ক অথবা গ্লবিউল সংযোগে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগজনিত তৃষ্ণার পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অমৃততুল্য উপকারী।

২। পিপাসা অধিকারে—(১) * (একোন্, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, আস, ক্যাম্ফ, আর্সেনিকাম-হাইড্রোজিনিসেটাম্, আর্সেনিকাম্-সালফিউরিকাম্-ফ্লেবাম্, ক্যান্থা, ফ্লুওর-এসি, হাইয়স্, মার্ক-কর, পডো, ষ্ট্যাজা, থেরিডিয়ান্, থুজা, জিঙ্ক্,); (২) ক্যাল্‌কার্ব, কোনা, চায়না, ড্রসি, গ্র্যাফা, হিপা, কেলি-নাইট্রা, ওলিয়েণ্ড্রা, মিউর-এসি, সিকে, সিপ, ভিরেট্রাম্।

৩। অত্যন্ত তৃষ্ণায়—বোভি, কফি, কুপ্রা-মে, কুপ্রা-আর্স, এসিড্-হাইড্রো, হাইয়স, গ্র্যাটিওলা, কেলি-হাইড্রয়া, কেলি-কার্ব, প্লাম্বাম্-এসিটা, ফস্-এসি, নাইট্রি-এসি, জিঙ্ক্-অক্সাইড্, একোন, এলষ্টোন্, * আর্ণি, * আর্স, বেল্, *ব্রাই, ক্যামো, চায়নি-সা, চায়না, ইলাট, *হিপা, **ষ্ট্যাট্রা-মি।

৪। অনিবার্য্য পিপাসায়—এগার, * আর্স, ** একোন্, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যামো, কুপ্রা-এসি, কেলি-ব্রো, ক্যান্থা, কল্‌চি, সাইক্ল্যা, * ডাল্‌কা, হাইয়স, আয়ড্, ক্রিয়োজো, কিউবেব্, কুপ্রা, ল্যাকে, মার্ক-আইড্-রুবার, *ষ্ট্যাট্রো, সিকেলী, ফেরা, গ্র্যাটি, ষ্ট্যাট্রা-মি, *ওপি, পিট্রোল্, রুস, ট্যাবেকা, থুজা, *ষ্ট্র্যামো, সোলেনাম্ নাইগ্রাম, * ভিরাট।

৫। পিপাসায় যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া যায়—এম্ব্রা, *আর্স, অরা, বেল্, ক্যান্থা, কল্‌চি, *ক্রোটেলাস্, কুপ্রা, কেলি-বাই, ল্যাইকো, *মার্ক-কর, জ্যাবোর্‍্যাণ্ডা, নাইট্রি-এসি, ফস্, সাল্‌ফ-এসি, ট্যারেণ্টুলা, জিঙ্কাম্, ভাইপেরা, এমোনি-কষ্টি, চায়নি-সাল্‌ফ।

৬। তৃষ্ণায় যেন দমবন্ধ হইয়া আইসে—আর্স।

৭। পিপাসায় শীতল জল সেবনেচ্ছা—এণ্টি-টার্ট, * বেল্,

বোভি, *ব্রাই, ক্যানা-ইণ্ডি, চেলিডো, *চায়না, কুপ্রাম্-এসিটা. ইউপেটো-পারফো, আর্স, গ্লোনইন্, লোবি, মেজি, পিক্রি-এসি, পডো, ডিজি, পাল্‌স্, পলিগো, জিঙ্ক্।

৮। বরফের জল খাইতে ইচ্ছা—এগার. বেঞ্জো-এসি, সিনা, স্ট্যাণ্টো, ট্রিলিয়াম্।

৯। রাত্রিতে জল খাইতে ইচ্ছা—সিড্রন।

১০। **আর্স, **সিকেলী, **ভিরেট্রাম্ ইত্যাদি ঔষধ প্রায়ই তৃষ্ণা অধিকারে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১১। তৃষ্ণা অথচ জলপানে অক্ষম—**সাইমেক্স্।

১২। ,, ও অধিক পরিমাণে জলপান—*বিস্মাথ্, ষ্ট্র্যামো, * ভিরাট্।

১৩। ,, ও অনেক বিলম্বে অধিক পরিমাণে জলপান—**ব্রাই।

১৪। ,, ও পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান—এপিস, **আর্স, বেল্, চায়না, এণ্টি-টার্ট।

১৫। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় ভয়ানক পিপাসা—একোন্, এল্-ষ্টোন্, *আর্ণি, *আর্স, বেল্, * ব্রাই, ক্যামো, চিনি-সা, চায়না, ইলাট, * হিপা, *হাইয়স, *ন্যাট্রা মি।

১৬। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা হইলে—* একোন্, এই-ল্যান্থাস, এণ্টি-ক্রুড্, *আর্ণি, **আর্স, ক্যালকে, *সিনা, কল্চি, *বেল, কোনা, ইউপেটো-পার্ফো, হাইয়স্, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি. ওপি, ফস্, *পাল্‌স্, *হ্রাস্‌টক্স, সিপি, স্পঞ্জি, সালফা, *থুজা, এলষ্টোন্, এমোনি-কা, এমোনি-মি, এঙ্গাস্টু. এপিস্, ব্যারাই, বোভি, *ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্ল্যাডি, ক্যাল্ক. ক্যাম্ফা, ক্যাপ্‌সি, *সিড্রন, *ক্যামো, *চায়নি-সাল্ফ, চায়না, *কফি, ক্রোকা, কুকারি, ইলাট, *ইউপে-পার্পিউ, *হিপা, ইপিকা, ল্যাকো, *ম্যাগ্নে-কা, **ন্যাট্রম-মি, *নাক্স-ভ, *পডো, *সোরি, *সিকেলী, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালিরি-ভিরাট্। (১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ও ২৫ প্যারা দেখ)।

১৭। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা ও তাহাতে অধিক পরিমাণ জলপানেচ্ছা—* একোন্, * এলষ্টোন্, ব্যারাই, বেল্, ব্রাই, **ন্যাট্রা-মি, (জলপানে এরূপ তৃষ্ণা উপশমিত হইলে—**ন্যাট্রা-মি)।

১৮। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা হইলে—*আর্স, ** চায়না, * কফি, জেল্স, বোল-নাইট্রা, ম্যাগ্নে-মি, ওপি, পাল্স, থুজা, ভিরাট্, একোন্, এনাকা, ক্যাক্‌টা,. * সিড্রন, * চায়নি-সা, কোনা, হিপা, আইয়ড্, মার্ক, **ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, হ্রাস, সিকেলী, **ষ্ট্র্যামো, ট্যারাক্‌সে।

১৯। ঘর্ম্মের পর পিপাসায়—বেল, বোভি, লাইকো, পাইলো, কার্পিন্ দেওয়া হইয়া থাকে।

২০। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থার সঙ্গে তৃষ্ণা—কফি, থুজা। (১৮ প্যারা দেখ।)

২১। জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা—একোন, *এলাম্, এমোনি-মি, ** এপিস, এরানি, ** আর্ণি, * আর্স, বেল, * ব্রাই, * ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, **ক্যাপ্সি, *কার্ব-ভ, * চিনি-সা, চায়না, ক্রোকা, কুরারি, ডালকা, ইলাট্, ইল্যাপ্স, **ইউপে-পারফো, *ইউপে-পারপি, ফেরা, গ্যাম্বো. গ্র্যাফা, **ইগ্নে, কেলি-কা, কেলি-আইয়ড্, ল্যাকে, লরোসি, *লিডা, লোবি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মেজি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কা, *ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, প্ল্যান্টা, সোরি, পাল্স, *হ্রাস্, *সিকেলী, *সিপি, থুজা, **ভিরাট্।

২২। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা—এলাম্, * এপিস, *আর্ণি, ** ব্রাই, ** ক্যাপ্সি, ** ইউপে-পারফো, গ্র্যাফা, ** ইগ্নে, লিডা, মেজি, **ন্যাট্রা-মি, পাল্স, হ্রাস।

২৩। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু, অধিক পরিমাণ জলপান করিলে উপশম বোধ—**ব্রাই, **ন্যাট্রা-মি।

২৪। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জলপান—*আর্স, চায়না, *ইউপেটো-পারফো।

২৫। বমনের পর তৃষ্ণা—ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্, *আর্স।

২৬। পর্য্যায়ক্রমে পিপাসা ও লালানিঃসরণ—কার্ব-ভ।

২৭। অত্যন্ত জল খায়—ন্যাট্রা-মি, প্ল্যাটী।

২৮। সর্ব্বদা তৃষ্ণা—ইথুজা, এমোনি-কার্ব, আইয়ড্, মার্ক-সল, ফস, * আর্স, বেল্, ক্যাল্-কা, ক্যামো, সাল্ফা, ট্যাবেকা।

২৯। সমস্ত দিন তৃষ্ণা—ম্যাগ্নি, ন্যাট্রা-কার্ব।

৩০। তৃষ্ণায় অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া যায় ও জিহ্বা শুষ্ক—মর্ফিয়া-এসিটা।

৩১। অত্যন্ত অনিবার্য্য, অগ্নির ন্যায়-যন্ত্রণাদায়ক এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রতিরোধক তৃষ্ণা—তাহাতে পুনঃ পুনঃ জল-পান করে, কিন্তু প্রত্যেকবারে অতি অল্প পরিমাণ জল খায়—আর্সেনিক।

৩২। অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত অনিবার্য্য পিপাসা তাহাতে দম্‌বন্ধের ন্যায় বোধ হয় অথচ জলপান করিতে অনিচ্ছা। একবিন্দু জলও পান করিতে পারে না—বেল্।

৩৩। অত্যন্ত তৃষ্ণা অথবা একেবারে তৃষ্ণারহিত—ফেরা-মিউ।

৩৪। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা, মুখস্বাদ জলবৎ। জল খাইতে ইচ্ছা বটে, কিন্তু জলপান জন্য গ্রাহ্য নাই—বেল্।

৩৫। তৃষ্ণা এবং তৎসঙ্গে মুখ শুষ্ক—বার্বেরিস্-ভাল্‌গেরিস, ব্যারাইটা-কার্ব।

৩৬। অত্যন্ত তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে গলা শুষ্ক—কলোসিন্থ।

৩৭। অত্যন্ত তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে ফেনার ন্যায় লালা—লাইকো।

৩৮। স্প্যাজম্ বা আক্ষেপের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা—সিকুটা।

৩৯। গলার অভ্যন্তরে তৃষ্ণা বোধ হয়—কলোসিন্থ।

৫০। রজস্বলা অবস্থায় তৃষ্ণা—ম্যাগ্নে-সাল্ফ।

৪১। পাতলা বাহ্যি হওয়ার পর তৃষ্ণা—ম্যাগ্নে-কার্ব।

৪২। অনবরত তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় ও মুখ শুষ্ক। কিছু গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা পারে না ও ঠেলিয়া উঠিয়া যায় এবং তখন ক্লান্ত ও মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়ে—লাইকো।

৪৩। তৃষ্ণা আছে বটে কিন্তু জল অথবা বিয়ার নামক মদ্য ভাল লাগে না—নাক্স ভ।

৪৪। তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে মুখগহ্বর শুষ্ক—সেনিগা।

৪৫। জলপিপাসা ও তৎসঙ্গে হস্তের তালুতে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ—জিঙ্ক্-মেটা।

৪৬। তৃষ্ণা আছে বটে কিন্তু ক্ষুধা নাই, জল পান করিতে ইচ্ছা নাই—সাইলি।

৪৭। সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণা—*ন্যাট্রা-মি, *ন্যাট্রা-সা।

৪৮। সন্ধ্যার পর অত্যন্ত তৃষ্ণা—স্পাইজি।

৪৯। একদিন পর একদিন তৃষ্ণা—টর্টার-এমিটিক্।

৫০। তৃষ্ণা জলপানেও নিবৃত্ত হয় না; অন্য কোন পানীয়ও পাকস্থলীতে অসুখদ্যায়ক হয়—সাল্ফার।

৫১। মধ্যাহ্নের পর অত্যন্ত তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা ও কঠিন মল—ন্যাট্রাম্-সাল্ফ।

৫২। গলা হইতে জিহ্বার অগ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক ও তৎসহ তৃষ্ণা; জল সেবনে বমনোদ্রেক হয়—পাল্স্।

৫৩। প্রাতে জল পিপাসা—নাইট্রি-এসি, সিপি।

৫৪। প্রতিদিন প্রাতে জ্বরবোধ ও তৎসঙ্গে শুষ্ক মুখ—ন্যাট্রাম্-কার্ব।

৫৫। ক্ষুধা অপেক্ষা তৃষ্ণাই প্রবল; তৎসঙ্গে অনবরত শীতভাব—মার্ক-সল্।

৫৬। তৃষ্ণা এবং তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন গলার ভিতর মিউকাস্ অর্থাৎ শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দিবারাত্রি অত্যন্ত তৃষ্ণা—ব্রাই।

৫৭। ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা—আর্স।

৫৮। জ্বরের পূর্ব্বে হাইতোলার সময় তৃষ্ণা। তৎপরে উত্তাপ অবস্থায় অল্প তৃষ্ণা। তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে গাত্র উষ্ণ নহে কণীনিকা প্রায়ই প্রসারিত হয় না—আর্ণি।

৫৯। যদি জ্বরের সময় জলপান করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রস্রাব হইয়া বাহির হইয়া যায়, ঐ প্রস্রাব উষ্ণ এবং ঘোলা—সাইমেক্স।

৬০। জ্বরত্যাগ পাইলে তৃষ্ণা—সাইমেক্স।

৬১। অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং শুষ্ক জিহ্বা—ক্যামো।

৬২। ওষ্ঠদ্বয় রজনীতে শুষ্ক এবং তৃষ্ণা ব্যতীত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে—ক্যামো।

৬৩। দিনের বেলায় তৃষ্ণা এবং সংন্ধ্যার সময় শীত—লিডাম্।

৬৪। জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণা কিন্তু উষ্ণাবস্থায় নহে—ইগ্নে।

৬৫। জ্বরের শীত এবং উষ্ণাবস্থার সময় তৃষ্ণা ও প্রত্যেকবার জলপানের পর বমন করে। দ্ব্যাহিক জ্বরে জ্বর আসিবার পূর্ব্বরাত্রে শীত হইবার পূর্ব্বে তৃষ্ণা। জ্বরের শীত এবং উষ্ণাবস্থার পূর্ব্বে এবং সমকালে তৃষ্ণা—ইউপেটোরিয়ম্।

৬৬। রাত্রিতে তৃষ্ণা—এণ্টি-ক্রু, ক্যাল্কা, হ্রাস্।

৬৭। রাত্রিকে মুখ শুষ্ক এবং অত্যন্ত জলপান করিয়া থাকে—এক্লোন্।

৬৮। রাত্রিতে তৃষ্ণা হয় বটে কিন্তু জল খাইতে ইচ্ছা

হয় না। রাত্রে তৃষ্ণার পর ঘর্ম্ম। জল ও বিয়ার নামক মদ্য খাইতে ইচ্ছা—হ্রাস-টক্স।

৬৯। অনেকদিন পর্য্যন্ত পিপাসা নাই—সিপি।

৭০। অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়া পরক্ষণেই ঘর্ম্ম হয়—ষ্ট্রামো।

৭১। সর্ব্বদাই জল খাইতে চায়। বরফের জল খাইতে ইচ্ছা। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা—মার্ক-সল।

৭২। স্পিরিট্ সেবনে ইচ্ছা—পাল্স।

৭৩। শীতল পানীয় সেবনে ইচ্ছা—এগ্না, ডাল্কা, ইউফরবি, লিডাম্।

৭৪। শীতল পানীয়, বিশেষ শীতল জলপানে ইচ্ছা—মার্ক-সল্।

৭৫। শীতল জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা, তৎসঙ্গে গাত্র উষ্ণ ও গলদেশ শুষ্ক—কার্ব-এনি।

৭৬। সন্ধ্যার সময় শীতল জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু গাত্র উষ্ণ নহে—বিস্মাথ্।

৭৭। অত্যন্ত তৃষ্ণা বিশেষ শীতল জল পান করিতে—ভিরাট্।

৭৮। শীতল পানীয় সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা বটে কিন্তু গাত্র উষ্ণ নহে—বেল্।

৭৮ ক। তৃষ্ণা কিন্তু জলসেবনে বমনোদ্রেক হয়—পাল্স।

৬৯। জলপিপাসা ও জল খাইলে তাহা গড় গড় শব্দে নাবিতে থাকে—কুপ্রা, * লরোসি, থুজা।

৮০। বমনের পর তৃষ্ণা—ওলিয়েণ্ড।

জলপানে অনিচ্ছা

বা

পিপাসার অভাব।

ইংরাজীতে ইহাকে "য়্যাডিপ্‌শিয়া" বলে।

১। এই অধিকারে—এগার্, এগ্নাস্, এমোনি-কার্ব, আর্স, এমোনি-মি, এণ্টি-টার্ট, বেল্, বোভি, ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, কোকা, * সাইক্লে, ফেরা, * জেল্‌স, হেমামি, হিপা, হাইড্রোফোবিন্, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক-কর, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ম, নাক্‌স-ভ, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, পডো, প্লাম্বা, পিট্রো, ফস্-এসি, ফস্, প্ল্যাটী, ** পাল্‌স, সার্সা, সিপি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা।

২। ** এপিস, আর্জেন্টা-না, আর্স, বেল, এণ্টি-ক্রুড্, ফেরা-এসিটাস্, এসিড্ হাইড্রোসি, লিডা, লাইকো, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, ** পাল্‌স, *সাইক্ল্যামে, সিপি, সার্সা, ট্যাবেকাম্, অনেকে এই কয়টী ঔষধ এই অধিকারে প্রধান বলিয়া গণ্য করেন।

৩। জ্বরের শীতলাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে—(এঙ্গাসটু, এণ্টি-ক্রুড, এণ্টি-টা, এরানি, আর্স, বেল্, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কার্ব-এনি, সিড্রন, ক্যামো, সিমিসি, সিনা, চায়না, ককিউ, ড্রসি, জেল্‌স, ইপিকা, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি, থুাস্)।

৪। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে—ইথু, এলাম্, * এণ্টি-টা, * এপিস, এসাফি, ব্যারাইটা, বোভি, * ক্যাল্‌কে, * ক্যাম্ফ, * ক্যাপ্‌সি, কার্ব-এনি, * কার্ব-ভ, * কষ্টি, * সিমিসি, * চায়না, ককিউ, সাইক্ল্যামে, ডিজি, *ড্রসি, *ফেরা, জেল্‌স, *হেলে, *ইগ্নে, ইপিকা, কেলি-কা, * লিডাম্, মিনিয়াস্থ, মিউর-এসি, নাক্‌স-ম, ওপি, ফস্-এসি, পাল্‌স, থুাস, স্যাবাডি, *সেম্বু, **সিপি, স্পাইজি।

৫। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে—এপিস্, ব্যারাইটা, * ক্যাল্কে, * ক্যাপ্সি, কষ্টি, *সিমিসি, *সিনা, ইউপেটো-পারফো, হেলে, *ইগ্নে, ম্যাট্রা-সাল্ফ, *নাক্স-ভ, *সেম্বু, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, *ভিরাট্।

জলপানে অনিচ্ছা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব } :—

এপিস্—মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা আবরকের প্রদাহ অর্থাৎ সেরিব্রো-স্পাইনেল্ মেনিঞ্জাইটিসে, ওভেরির শোথে, জলোদরী এবং গর্ভাবস্থায় পিপাসার অভাব। জ্বরের উষ্ণতাসহ তৃষ্ণাশূন্যতা। মুখ শুষ্ক।

আর্সেনিক—তৃষ্ণার অভাব অথবা তৃষ্ণা বিশেষ প্রবল নহে। জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব।

বেল্—তৃষ্ণার অভাব। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত সত্ত্বেও সামান্য তৃষ্ণা। কোন পানীয় দ্রব্য সেবনে ইচ্ছা নাই। কোন প্রকার পানীয় সেবন করা দূরে থাকুক, তাহাদের দৃশ্যও তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয় (ইহাকে ইংরাজীতে হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক বলিয়া থাকে)।

ফেরাম্-এসিটা—সম্পূর্ণ তৃষ্ণার অভাব। টক্ বস্তুতে অনিচ্ছা।

লিডাম্—সর্ব্বদাই তৃষ্ণার অভাব।

লাইকোপোডিয়াম্—ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। পানীয় আহারের পর শিরোঘূর্ণন ও হুক্কার। গলনলী এমন আকুঞ্চিত বোধ হয় যে কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

পাল্সেটিলা—কচিৎ তৃষ্ণা। যখন তৃষ্ণা পায় তখন সামান্য মাত্র জলপান করে। জলপানে বমনেচ্ছা। পিপাসার অভাব, তৎসঙ্গে জিহ্বা আর্দ্র অথবা শুষ্ক।

সার্সাপেরিলা—ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। আহারের বিষয় মনে করিলেও বিরক্তি জন্মে।

হাইড্রোসিয়েনিক্-এসিড্—পিপাসা নাই, তৎসঙ্গে শরীর অসুস্থ ও উত্তপ্ত।

ক্যাম্ফোরা—পিপাসার অভাব অথবা অত্যন্ত পিপাসা।

পঞ্চম অধ্যায়।

হাইতোলা বা জৃম্ভণ।

১। এই অধিকারে—(১) * (ষ্ট্যাফি, টার্টার-এ, একোন, ইস্কিউ, এগার, আর্জেন্টা-নাই, ব্রোমি, ক্যামো, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টর, চায়না, লাইকো, মিনিয়াস্থি, নাক্স-ভ, ফস্, ফাইজো, পাল্স, ভিরাট্); (২) ক্যাকৃটা, ইলাট, প্ল্যাণ্টে, পডো, বেল্, ডিজি, হাইয়স, হিপা, ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্ট্, মার্ক সল, সিনা, এমোনি-কার্ব, চায়নি-সাল্ফ, ক্যাম্ফ, আর্স প্রধান ঔষধ।

২। জৃম্ভণ, তৎসঙ্গে তন্দ্রা--ক্যাম্ফর।

৩। ,, ,, হস্তপদ প্রসারিত করা—আর্স, কষ্টি, চায়না, গুয়াই।

৪। ,, ,, শীতবোধ—ক্রিয়েজো।

৫। ,, অত্যন্ত কষ্টদায়ক এমন কি তদ্ধেতু অশ্রুবারি পড়িতে থাকে—ষ্ট্যাফি, ফস্-এসি।

৬। ,, কর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ—ভিরাট্।

৭। ,, পরে দুর্ব্বলতা—নাক্স-ভ, ভিরাট্।

৮। ,, হইতে কাশির উদ্ভব—নাক্স্-ভ।

৯। জৃম্ভণ অত্যন্ত গুরুতর তাহাতে বামকর্ণে কট্ কট্ করিয়া বেদনা—ককিউ।

১০। ,, সামান্যরূপ (দীর্ঘ জৃম্ভণ লইতে অক্ষম)—ককিউ।

১১। ,, ও তৎসঙ্গে একটু ন্যক্কার ভাবের ন্যায় হয়—বেল্।

১২। জৃম্ভণ ও তৎসঙ্গে চক্ষে জল ও হস্তপদ প্রসারিত হয়—বেল্।

১৩। ,, ও তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে বেদনাবোধ—হিপা।

১৪। জৃম্ভণ ও তৎসঙ্গে কম্প—হাইড্রোসি-এসি।

১৫। „ আহার ও নিদ্রার পরে, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে—ইগ্নে।

১৬। „ ও মস্তকে চাপবোধ এবং দুর্ব্বলতা ও চক্ষু জলপূর্ণ—ক্রিয়েজো।

১৭। „ ও তৎসঙ্গে শরীর ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া রোমাঞ্চ হয়—লরোসি, ওলিয়েণ্ড্রা।

১৮। „ সহ মাড়ীর সংযোগস্থলে বেদনা—ওপি, হ্রাস।

১৯। আহারের পূর্ব্বে—মার্ক-সল্।

২০। „ ও তৎসহ হস্তদ্বয় প্রসারিত—রুটা।

২১। „ জ্বর আসিবার পূর্ব্বভাগে—ইস্কিউ, এন্টি-টা, আর্ণি, আর্স, ইলাট, *ইউপেটো-পার্ফো, চায়না, ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, হ্রাস্।

২২। „ জ্বরের শীতাবস্থায়—আর্স, ব্রাই, কলোসি, ক্যাপ্সি, কষ্টি, সিমিসি, *সিনা, **ইলাট্, **ইউপেটো-পার্ফো, * গ্র্যাম্বো, কোবাল্ট, লরোসি, লাইকো, ম্যারাম্, *মিনিয়ান্থি, মার্ক, মেজি, মিউর-এসি, মিউরেক্স, **ন্যাট্রামি, *ন্যাট্রা-সা, *ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্, *পলিপো, সাইলি, থুজা।

২৩। „ জ্বরের উষ্ণাবস্থায়—ইস্কিউ, ক্যাল্কে, **চায়নি-সা, সিনা, কেলি-কা, **হ্রাস, স্যাবাডি।

২৪। „ জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়—কষ্টি।

হিক্কা।

(HICCUP)

(গ্রন্থকারকৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতায় সবিস্তার দেখ)।

১। ইংরাজীতে হিক্কাকে হিক্‌কাপ্ বলে—ডায়েফ্রাম্ নামক মাংসপেশীর হঠাৎ সঙ্কোচন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গ্লটিসের আকুঞ্চন হইয়া হিক্কার উৎপত্তি হয়। প্রায়ই ইহা কোন গুরুতর পীড়ার বিপদজনক অবস্থার পূর্ব্ব-লক্ষণ বিশেষ। আয়ুর্ব্বেদীয় নিদান শাস্ত্রে উক্ত আছে, "যমস্য ভগিনী হিক্কা ন নীত্বা ন নিবর্ত্ততে।" উৎকট আমাশয়, ওলাউঠা কিম্বা উদরাময়ের সঙ্গে অনেক সময় হিক্কা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন এই হিক্কাকে একটী গুরুতর উপসর্গ জানিবে। সুচিকিৎসক মাত্রেই বিশেষ মনোযোগসহ এই হিক্কা নিবারণ জন্য যত্নশীল হইবেন।

পরিপাকযন্ত্রসমূহের প্রদাহ অথবা উত্তেজনা হেতু, কখনও হিষ্টিরিয়া রোগ জন্য, কখনও বা আপনি বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত এই লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিতান্ত শিশুদের প্রায়ই ঘন ঘন হিক্কা হইয়া থাকে, সে হিক্কায় কোন ভয়ের কারণ নাই। গৃহিণীরা এই হিক্কাকে শিশুর "পেটবাড়া" অর্থাৎ উদর বর্দ্ধিত হওয়ার লক্ষণবিশেষ বলিয়া থাকেন। উৎকট রোগে পুনঃ পুনঃ হিক্কার দরুণ রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং নাড়ী বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, এই সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড প্রদেশেও বেদনা অনুভূত। সুতরাং হিক্কা যে একটী গুরুতর বিষয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য মতের চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় ইহার উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ রহিয়াছে।

২। হিক্কা অধিকারে—*(একোন্, * আস, * এগার, এমোনি-কার্ব, এমিল্-নাইট্রাইট্, বেল্, ব্রাই, বিসমাথ্, * কফি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, * ককিউ, ক্রোটন্, * ক্রিয়েজো, কুপ্রা, * জেল্‌স্, গ্র্যাফা, * হাইয়স, * ডায়স্কো, * ড্রসি, ট্যারাক্‌সে, * ইগ্নে, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, ইথু, মস্কাস, * ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নিকোলাম্, * নাক্স-ভ, নাক্স-ম, পাল্‌স, রুটা, সিকুটা, সাল্‌ফ-এসি, সিপি, সাইলি, * স্পাঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা, * ভিরাট্-এল্‌ব, * ভিরাট্-ভি);

(২) ওলিয়াম্-ক্যাজুপুটি, পাইলোকার্পাস, ব্যবহৃত হয়। এই ২য় নম্বরস্থ ঔষধনিচয় ডাঃ হেল ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন।

৩। ডাং জার ও হেম্পেল নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় হিক্কা অধিকারের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন—(১) এসিড্-সাল্ফ, এগাব, এমোনি-মি, এনাকা, এঙ্গুস-টুরা, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্টাম্, এসারাম্, ব্যারাইটা-কার্ব, বার্বেরিস্-ভা, বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাষ্টোরিয়াম, চেলিডো, সিনা, কল্চি, কলোসি, কোনা, কুপ্রা-মেটা, ড্রসি, ইউফ্রেশিয়া, হেলে, হাইয়স্, ইগ্নে, কেলি-বাই, লরোসি, লিডা, লাইকো, মিনিয়াস্থিস্, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, প্যারিস্-কোয়াড্রি, পিট্রো, ফস, প্লাম্বা-মেটা, পাল্স, র‍্যানান্-বাল্বো, স্যাবাডি, স্পঞ্জি, ভার্বেস্কাম্, জিঙ্ক-মেটা; (২) আর্স, বেস, ব্রাই, ক্যামো, ককিউ, কেলি-হাইড্রো, ম্যাগ্নে-কা, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্রন্শি-কার্ব, ট্যারাকৃসে, এণ্টি-টার্ট।

৪। হিক্কা প্রাতে এবং শীত হইবার পর—এমোনি-কার্ব।

৫। ,, পুনঃ পুনঃ তৎসঙ্গে তিক্ত উদ্গার এবং হিক্কার দরুণ বাম স্তনে অত্যন্ত চিড়িক্ মারিয়া বেদনা হয়—এমোনি-মি-।

৬। ,, কন্‌ভাল্‌শন্‌যুক্ত—বেল্।

৭। ,, হেতু যেন কন্‌ভাল্‌শনের ন্যায় বোধ হয়—আর্স।

৮। জ্বর আসিবার কালীন বহুক্ষণ স্থায়ী—আর্স।

৯। হিক্কা অত্যন্ত হওয়ার দরুণ রোগিণী ছট্‌ফট্ করিয়া বিছানার বাহিরে পড়ে। এক হিক্কার পর অন্য হিক্কার সময় পর্য্যন্ত রোগিণী কর্ণে শুনিতে পায় না। আক্ষেপযুক্ত হিক্কা, এই প্রকার আক্ষেপের কতকভাগ উদ্গার ও কতকভাগ হিক্কার ন্যায় বোধ হয়—বেল্।

১০। ,, উদ্গারের পর—ব্রাই, সাইক্ল্যামে, টিলিয়া।

১১। ,, পুনঃ পুনঃ কিন্তু একটী মাত্র বেগযুক্ত—ক্যামো।

১২। হিক্কা ধাতুপাত্রের বাদ্যের ন্যায় শব্দ হইয়া—সিকুটা।

১৩। ,, (অসম্পূর্ণ উদ্গার হিক্কায় পরিণত) হয়—ককিউ।

১৪। ,, সহ আক্ষেপ ও অসাড়ে মূত্রত্যাগ, উদরাময়—হাইয়স।

১৫। ,, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস সহ ফাঁকা উদ্গার—কেলি-হাইড্রো।

১৬। হিক্কা অসম্পূর্ণ এবং তজ্জন্য পাকস্থলীতে বেদনা হইয়া অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয়—ম্যাগ্নে-কার্ব।

১৭। হিক্কা পুনঃ পুনঃ এবং তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও অজ্ঞানের ভাব—ষ্ট্যাফি।

১৮। ,, গুরুতর এবং অনেক কাল স্থায়ী এবং তাহাতে বক্ষঃস্থলে বেদনা—ষ্ট্রনশি-কার্ব।

১৯। ,, ও তিক্ত উদ্গার—ট্যারাক্সেকাম।

২০। ,, সহ আক্ষেপযুক্ত উদ্গার—টার্টার-এমিটিক্।

২১। পুনঃ পুনঃ হিক্কা এবং তজ্জন্য বদ্ মেজাজ—এগ্নাস্-ক্যাষ্টা।

২২। পর্য্যায়ক্রমে হিক্কা এবং উদ্গার—এগার, ডাল্কা, সিপি।

পথ্য, আহার অথবা পানীয় সেবনের পূর্ব্বে, সময়ে বা পরে হিক্কা।

২৩। হিক্কা আহারের পর—একোন্, এমোনি-মি, এলাম্, আর্ণি, আর্স, ব্যারিয়াম্-কার্ব, বোভি, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, ইউজিনিয়া, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, লাইকো, মার্ক-সল, ম্যাগ্নে-মি, নাক্স-জুগুল্যান্স, প্যারিস্-

কোয়াড্রি, রাট্যানিয়া, সাসাফ্রা, সিপি, ষ্ট্যানা ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

২৪। হিক্কা উদ্গার সহ, আহারের পর—আর্স।

২৫। ,, বমনের পরই হয় এবং তৎসঙ্গে মুখের স্বাদ ও বুভুক্ষা উত্তমরূপ হইতে দেখা যায়—কোনা।

২৬। ,, আহারের পর, হইয়া মুখ জলপূর্ণ হয়, এবং তাহাতে দগ্ধস্বাদ পাওয়া যায়—সাইক্ল্যা, গ্র্যাফা।

২৭। ,, আহারের পর, তৎসঙ্গে শরীর ও মনের স্থবির ভাব—গ্র্যাফা।

২৮। ,, আহারের সময়, তৎসঙ্গে উদ্গার এবং মস্তক উত্তপ্ত—গ্র্যাটিওলা, হাইয়স্।

২৯। ,, সন্ধ্যার সময় পানীয় সেবনের পর—ইগ্নে।

৩০। ,, আহারের সময়—কেলি-কার্ব।

৩১। ,, আহারের পর এত গুরুতর যে তাহাতে পাকস্থলী প্রদেশে বেদনার উৎপত্তি হয়—ফস্।

৩২। হিক্কা আহারের পর, তৎসঙ্গে আক্ষেপযুক্ত নিশ্বাস ও বায়ু নিঃসরণ—প্ল্যাটী।

৩৩। ,, পানীয় সেবনের পর—কার্বল্স বেড্, সাল্ফ-এসি, পাল্স।

৩৪। ,, আহারের পর ও পাকস্থলীতে চাপনবৎ বেদনা; পরে পেটফাঁপা ও উদ্গার যেন পাকস্থলী দূষিত হইয়াছে—থুজা।

৩৫। ,, এক বিন্দু জলপান করিলেও হইয়া থাকে—মার্ক-কর।

৩৬। হিক্কা আহারের পূর্ব্বে এবং পরে—এসিড্-মিউর্।

৩৭। ,, আহারের সময়, আক্ষেপযুক্ত উদ্গার সহ—কার্ব-এনি, মার্ক-সল্।

৩৭। ,, আহার করার সময়—ইউজিনিয়া।

৩৯। ,, আহারের সময় অত্যন্ত গুরুতর, তদ্ধেতু পাকস্থলীতে বেদনা—ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-কার্ব।

৪০। ,, আহারের পূর্ব্বে (অর্থাৎ আহারের পর হিক্কা থাকে না (এই প্রকার ভাব কতক পরিমাণে ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়)—নাক্স ভ, ফস, সাইলি। (৪৬, ৫৬ প্যারা দেখ)।

৪১। ,, আহারের সময় ও পরে—সেম্ব।

৪২। ,, আহারের সময় হইয়া পাকস্থলীতে চোট লাগে—টিউক্রি।

৪৩। ,, ধূমপান সময়ে হিক্কা—এসিড্-সাল্ফা, এম্বা, এণ্টিক্রুড্, আর্জেণ্টা-না, ইগ্নে, *পাল্স, রুটা, সেঙ্গু, সিপি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি।

৪৪। ,, হিক্কা ও পর্য্যায়ক্রমে শূন্য উদ্গার—এগার।

৪৫। ,, ও তৎসহ বমনেচ্ছা—রুটা।

৪৬। ,, ও উদ্গার আহারের পূর্ব্বে—সিলিনি। (৪০, ৫৩, প্যারা দেখ)।

৪৭। ,, ও গলনলী সঙ্কুচিত যেন তাহাতে কোন সিপি আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তদ্দরুণ বমনেচ্ছা এবং মুখের ভিতর জলসঞ্চয়—সিপি।

৪৮। ,, আহারের পর—ষ্ট্যানা, কেলি-কার্ব।

৪৯। ,, আহারের পর ও তাহাতে গলা বেদনা—কার্ব-ভ।

দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে হিক্কা।

৫০। হিক্কা রাত্রিতে—এসিড্-সালফ, এপোসাইনাম্, আর্স, বেল, হাইয়স্, মার্ক-কর।

৫১। „ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে—বেল্, হাইয়স্।

৫২। „ সন্ধ্যার সময়—ইথুজা, গ্র্যাফা, কোলি-আইয়ড্, ন্যাট্রা-কার্ব, নিকোলাম্, পিট্রো, হ্রাস, জিঙ্ক্, কফি, কেলি-কার্ব।

৫৩। „ পাকস্থলী শূন্য থাকিলে (এই পংক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, পেটে কিছু থাকিলে অর্থাৎ জল কিম্বা ভুক্ত দ্রব্য পড়িলে হিক্কা সাম্য থাকে।)—সাল্ফার। (৪০, ৪৬ প্যারা দেখ):

৫৫। „ প্রাতঃকালে—এপোলাই-ক্যানা, ক্যানা-স্যাটা, সাল্ফা।

৫৫। „ দুই প্রহরের পর—এগার, এমোনি-কার্ব, ক্যান্থা।

৫৬। „ রাত্রিতে গাত্রোত্থানের পর, তৎসঙ্গে মুখ বিস্বাদ এবং মুখ চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় ভাব—আর্স।

৫৭। „ বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে—ব্যারিয়াম্-কার্ব, মার্ক-সল।

৫৮। „ অত্যন্ত ঘর্ম্মসহ, নিশাকালে—বেল্।

৫৯। „ অতি প্রত্যূষে—কেলি-নাইট্রা, সাল্ফা।

৬০। „ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, এবং তৎপর উদ্গার হইতে থাকে—ম্যাগ্নে-কার্ব।

৬১। „ সন্ধ্যার সময়, এবং তৎপর অত্যন্ত হাঁচি—পিট্রো।

৬২। „ সন্ধ্যার পর, অত্যন্ত উদ্গার হইয়া—হ্রাস-টক্স।

৬৩। „ সন্ধ্যার সময় বহুক্ষণ স্থায়ী—সাসাফ্রা, সাল্ফা।

৬৪। „ অতি প্রত্যূষে (ধূমপান সময়ে)—ভিরেট্রা।

৬৫। „ হিক্কা অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে—জিঙ্ক্-মেটা।

৬৫। „ রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায়—পাল্স।

৬৭। „ চিন্তার সময়—অক্জ্যালি-এসি।

৬৮। হিক্কা অজ্ঞাতসারে—কুপ্রা-এসি।

৬৯। ,, বমনের সময়—মার্ক-কর।

হিক্কার বৃদ্ধি।

৭০। হিক্কা প্রাতে আহারের পর—কারল্‌সবেড্‌।

৭১। ,, মধ্যাহ্নে আহারের পর—গ্র্যাটিওলা, হাইয়স্‌।

৭২। ,, শরীর সঞ্চালনের পর—কার্ব-ভ।

৭৩। ,, পানীয় সেবনের পর—কারলস্‌বেড্‌, সলফ-এসি।

৭৪। ,, আহারের পর—মার্ক-কর।

৭৫। ,, বিন্দুমাত্র জল সেবনে বৃদ্ধি—মার্ক-কর।

হিক্কার উপশম।

(৪০, ৪৬, ৫৩ প্যারা দেখ।)

৭৬। পিত্ত উদ্গার হইয়া উঠিয়া গেলে হিক্কার উপশম—জিঙ্ক।

৭৭। শয়ন অবস্থায় থাকিলে উপশম—কোকা।

হিক্কা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন।

বেলাডোনা—পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত উৎকট হিক্কার আক্রমণ। হিক্কাতে রোগী বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে। একবারের হিক্কার ফিট হইতে অন্যবারের ফিট পর্য্যন্ত কর্ণে কিছু শুনিতে পায় না। রাত্রিতে ঘর্ম্মসহ হিক্কা। হিক্কার পরে মস্তক ও শাখা সমূহের কন্‌ভাল্‌শন্‌; এবং ইহার কিছুকাল পরে বমন ও অবসন্ন অবস্থা।

সিকুটা—ধাতুময় পাত্রের শব্দের ন্যায় হিক্কা।

হাইয়সায়েমাস্—হিক্কাসহ আক্ষেপ, পেট ডাকা এবং তৎসঙ্গে অসাড়ে মূত্রত্যাগ ও মুখে গাঁজ্‌লা উঠা।

কার্ব-ভেজি—প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনের পর হিক্কা। হিক্কা হেতু দম্‌বন্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ হয়। নিদ্রাবস্থায়, শয়নে, পানীয় সেবনের পর অথবা ধূমপান সময়ে হিক্কা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া পুনঃপুনঃ হিক্কা এবং তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও অজ্ঞান ভাব। অত্যন্ত ক্ষুধা, এমন কি, ভুক্ত দ্রব্যে উদরপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ভয়ানক ক্ষুধা।

ফস্‌ফরাস্—আহারান্তে হিক্কা। পাকস্থলীতে বেদনা ইত্যাদি।

ইগ্নেসিয়া—পানীয় সেবন কিংবা আহারের পর হিক্কা।

সাল্‌ফার—হিক্কা এবং তৎসঙ্গে তালুর পশ্চাদ্ভাগে বেদনা।

একোনাইট্, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, কুপ্রাম্, ল্যাকেসিস্, নাক্স-ভমিকা, ভিরেট্রাম্ ও জিঙ্কাম এই কয়েকটী ঔষধকেও ডাক্তার সরকার হিক্কা জন্য উপযুক্ত মনে করেন।

"হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক" ইহার ২য় খণ্ড ৭ম সংখ্যা মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত হিক্কার্থ ব্যবস্থা করেন—

বেলাডোনা—পুনঃ পুনঃ প্রবল হিক্কা, হিক্কা বশতঃ রোগী শয্যা হইতে চমকিয়া উঠে, রাত্রিকালে ঘর্ম্মের সহিত হিক্কা, হিক্কাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি বক্রভাব ধারণ করে, হিক্কা বশতঃ পুনর্ব্বার অবসন্নভাব ও বমনোদ্যম প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সিকুটা—অত্যন্ত শব্দযুক্ত হিক্কা।

পাল্‌সেটিলা—ধূমপান অথবা জলপান করিবার পর নিদ্রাবস্থায় ও শ্বাসরোধের সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা হইলে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—মূর্চ্ছা ও বমনোদ্যমযুক্ত হিক্কা হইলে।

ইগ্নেসিয়া—পান আহার করিবার পর হিক্কা হইলে ইহা উপকারী। এতদ্ব্যতীত হাইয়সায়েমাস্, কার্ব-ভেজিটেবিলিস, ফস্‌ফরাস্, সাল্‌ফার প্রভৃতিও হিক্কার উত্তম ঔষধ।

ডাং ম্যাসি নিম্নলিখিত ঔষধাদি হিক্কা সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কলোফাইলিন্—অত্যন্ত উৎকৃষ্ট আক্ষেপ নিবারক ঔষধ। ইহা নিতান্ত শিশুকেও দেওয়া যাইতে পারে।

জেলসিমিনিয়াম্—শ্বাসপ্রশ্বাস পথের আক্ষেপ নিবারণ হেতু ইহা অতি উপকারী ঔষধ।

শীতল জল—শিশুদের হিক্কা হেতু ১ ড্রাম করিয়া শীতল জল পুনঃ পুনঃ খাইতে দিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শীতল জল দ্বারা মুখ ধৌত করিলে কিম্বা এক গ্লাস শীতল জল লইয়া তাহাতে জিহ্বা পুনঃ পুনঃ ভিজাইলে অনেক উপকার আছে।

ডাং গারেন্সি নিম্নলিখিত ঔষধগুলিকে হিক্কাধিকারে প্রধান বলিয়া মনে করেন—** (এমোনি-মি, সাইক্লামে, হাইয়স, ইগ্নে, ম্যারাম্-ভি, নাকস্-ভ)।

৭৮। জ্বরের সময় হিক্কা—ক্রোটেলাস-হ।

৭৯। যে সময় জ্বর হইবে সেই সময় জ্বর না হইয়া হিক্কা—আর্স।

৮০। সামান্য শরীর সঞ্চালনে হিক্কা—মার্ক-কর।

৮১। উদ্গার সদৃশ হিক্কা—এণ্টি-টার্ট।

৮২। হিক্কা উঠিবার সময় টের পায় না—কুপ্রা-এসি।

ডাক্তার বাক, হিক্কা অধিকারে—* একোন্, এমোনি, * বেল, ব্রাই, * কুপ্রা, * হাইয়স, ইগ্নে, * নাক্স-ভ, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, এই কয়েকটী ঔষধ প্রধান বলিয়া গণ্য করেন। (২, ৩ প্যারা দেখ)।

হিক্কা সম্বন্ধে জাইলিউসন্ ব্যবস্থা। }

এই উপসর্গে প্রথমতঃ ৩০শ শক্তি কিম্বা ২০০শ শক্তি আদি উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে ফল না পাওয়া যায় তবে নিম্ন

শক্তি দিবে, যদি তাহাতেও কোন ফল না দর্শে তবে মাদার টিংচার এক ফোঁটা, প্রয়োজন হইলে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার কোন একটী বন্ধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহার একটী হিক্কার রোগীতে বেলাডোনার মাদার টীংচার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু মফঃস্বল স্থান বিধায় তাহা না পাওয়ায় একষ্ট্রাক্ট বেলাডোনা অল্প মাত্রায় খাইতে দিয়া রোগীটীকে আরোগ্য করা হয়।

হিক্কা সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

অনেক সময় মস্তকে জলপটী বা বরফ দিলে, বরফ কিম্বা শীতল জল পান করিলে, হিক্কা সহজে বারণ হইয়া যায়। কখন কখন পথ্য সেবন করাতেও হিক্কার দমন হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা হিক্কা নিবারণ জন্য ডায়েফ্রাম্ প্রদেশে মাষ্টার্ডপ্লাষ্টার ব্যবস্থা করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা নানাপ্রকার মুষ্টিযোগ ব্যবহার করেন, গোলমরীচ বা লবঙ্গ পোড়াইয়া নাসিকার নিকট ধরিয়া তাহার ধূম গ্রহণে সামান্য ফল দৃষ্ট হয়। হিক্কা সম্বন্ধে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। তালশাঁসের মধ্যে যে জল থাকে সেই জল খাইতে দিয়া অনেক স্থলে হিক্কা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ফল আমরা পাইয়াছি। হিক্কার রোগীকে লঘুপথ্য বিধেয়।

গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতায় হিক্কা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ব দেখ। তাহাতে অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইবে।

মন্তব্য—একটী বৃদ্ধ রোগীতে মূল কারণের উপর নির্ভর করিয়া এমন ঔষধ প্রয়োগ করা হয় যাহাতে হিক্কার কথা মাত্র নাই; অথচ তাহাতেই তাহার উৎকট হিক্কা আরোগ্য হইল। বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ দে মহাশয়ের দারুণ হিক্কা হয়। নামজাদা এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়গণ তাঁহার চিকিৎসা করেন, তাহাতে ফললাভ হয় না; বরং প্রতিদিন হিক্কাকে কিঞ্চিৎকালের জন্য দমন রাখিবার জন্য ১০।১২ বোতল সোডাওয়াটার ব্যবস্থা ছিল; আমি তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। তাঁহার

অম্বলের পীড়া (বমন সহ অম্বল উঠা) এই লক্ষণ দৃষ্টে রোবিনিয়া Robinia ৩য় শক্তি প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলাম ; তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, প্রথমে তাঁহাকে নাক্স-ভ ৩য় শক্তি দেওয়া হয় এবং তাহাতে ফলও পাওয়া যায় ; কিন্তু সে ফল স্থায়ী না হওয়াতে রোবিনিয়া প্রদত্ত হয়।

হিক্কা সম্বন্ধে বিশেষ সুবিস্তার বিবরণ গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা মধ্যেও পাইবে।

দুর্ব্বলতা (Debility) অবসন্নাবস্থা (Prostration).
অলস বা ক্লান্ত অবস্থা (Languor).
শরীর শীর্ণতা (Emaciation)।

১। অনেক সময় সাধারণ পীড়ার সঙ্গে যে দুর্ব্বলতা জন্মে তাহা মূল পীড়া আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই আরোগ্য হইয়া যায়! কিন্তু অনেক সময় অত্যন্ত উৎকট ব্যাধি হেতু কিম্বা জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনা এবং রক্তস্রাব ইত্যাদি জন্য যে দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহা আরোগ্য করিতে বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক।—(১) আর্স, কার্ব-ভ, * চায়না, ইপিকা, * নাক্স-ভ, ফস, * ফস্ এসি, ষ্ট্যাফি, *সাল্ফা, ভিরেট্রা ; (২) একোন, এরালি, এমোনি, আর্ণি, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ, কষ্টি, চেলোন, ককিউ, কর্ণাস্, ফেরা, গ্র্যাফা, হেলোন্, হাইড্রো, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ডা, হ্রাস, রুমেক্স, সেঙ্গু, সিকে, সিপি, সাইলি ; (৩) এনাকা, আর্জেন্টা-নাই, ব্যারাই-মিউ, ব্যাপ টি, ক্যানা, ক্যান্থা, ক্যামো, সিমিসিফিউ, কোনা, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ইউপেটো-পার্ফো, ফ্লুওর-এসি, জেল্স, হাইয়স, ক্রিয়েজো, ল্যাক্টু, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, মস্কা, মিউর-এসি, পিট্রো, প্ল্যাটি, ষ্ট্যানা, ও জিঙ্ক্ দুর্ব্বলতা অধিকারে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২। শরীর হইতে রক্তাদি (জীবন-সংরক্ষণী) কোন

প্রকার স্রাব অত্যন্ত হইলে যদি দুর্ব্বলতা জন্মে তবে—(১) য়্যাল্‌ষ্টোনিয়া, * চায়না। তাহাতে কোন ফল না পাইলে; (২) ক্যাল্‌-কা, কার্ব-এ, সিনা, ল্যাকে, নাক্‌স-ভ, *ফস-এসি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা; (৩) নাইট্রি-এসি, সাল্‌ফ-এসি, সিলিনি।

৩। অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম (হস্তমৈথুন নহে) হেতু দুর্ব্বলতা—* চায়না।

৪। প্রাচীন দুর্ব্বলতা—(১) * ক্যাল্‌কা, ক্রিয়েজো, হেলোন্‌, নাক্‌স-ভ, ফস্‌-এসি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা; (২) এনাকা, আর্ণি, কার্ব-ভ, কোনা, ডায়েস্কো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্‌-সিপি।

৫। অত্যন্ত দুগ্ধক্ষরণহেতু দুর্ব্বলতা—ক্যাল্‌-কা, চায়না, ফেরা, ফস্‌, ফস-এসি, এলিট্রিস-কে, য়্যাল্‌ষ্টোনিয়া।

৬। হস্তমৈথুন হেতু দুর্ব্বলতা—ইহাতে নাক্‌স-ভ দিয়া পরে সালফার এবং ক্যাল্‌কেরিয়া দিবে। ফস্ফরিক-এসিড এবং ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে কোন ফল না পাইলে নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ দ্বারা বিশেষ-ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। * কার্ব-ভ, *সিনা, ককিউ, *কোনা, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্‌স-ম, ফস; এইটী ঔষধ দ্বারাও আমরা অনেক ফল পাইয়াছি। চায়না হস্তমৈথুনে বিশেষ উপকারী নহে, কারণ কোন প্রকার বিশেষ স্রাব এই দুর্ব্বলতায় হয় না। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই হস্তমৈথুনের প্রধান শাস্তি। হস্তমৈথুন (এই পাপ অভ্যাস) মস্তিষ্ক, মেধা, আয়ু এবং সদ্‌বুদ্ধি নষ্ট করে। সুতরাং এ বিষয়ে চিকিৎসক জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন। এই অভ্যাস দূর করার জন্য—(১) ক্যাল্‌কে, সাল্‌ফা; (২) চায়না, ককিউ, মার্ক, ফস্‌; (৩) এণ্ট, কার্ব-ভ, প্ল্যাটী ও পাল্‌স দেওয়া হইয়া থাকে। যদি এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে এই পাপ অভ্যাস দূর না হয়, তবে ল্যাঙ্গট্‌ পরিয়া থাকিলে কিংবা কোন ফোস্কাকারক ঔষধ (যথা লাইকার লিটী) সাবধানে পুরুষাঙ্গের চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষত উৎপাদন করিলে এই পাপ অভ্যাস সহজে দূর হইতে পারে।

৭। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা হইলে—

একোন্, আর্ণি, * আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, ককিউ, কফি, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, ভিরাট্।

৮। রাত্রি জাগরণে দুর্ব্বলতা—কার্ব-ভ, ককিউ, নাক্স-ভ, পাল্স।

৯। অত্যন্ত অধ্যয়ন এবং মানসিক পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা—বেল্, ক্যাল্কে, * ল্যাকে, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, নাক্স-ভ।

১০। অত্যন্ত বসিয়া থাকার অভ্যাসে—নাক্স-ভ সাল্ফা।

১১। নূতন উৎকট পীড়া হইতে দুর্ব্বলতা জন্মিলে—(১) চায়না, হিপা, সাইলি, ভিরাট্; (২) ক্যাল্কে, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্-এসি, সাল্ফা; (৩) য়্যাল্ষ্টো, ব্যাপ্টি, এলিট্রিস, কর্ণাস্, ফ্রেজিরা, জেল্স, হাইড্রাস্।

১২। রক্তস্রাব হইতে দুর্ব্বলতা জন্মিলে—চায়না, ফস্-এসি, সাল্ক-এসি।

১৩। শীঘ্র শীঘ্র শরীর বৃদ্ধি ও দীর্ঘ হওয়ার দরুণ দুর্ব্বলতা—ফস্-এসি।

১৪। বৃদ্ধের দুর্ব্বলতা—*ব্যারাইটা, চায়না, অরা, কোনা, ওপি।

১৫। স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু দুর্ব্বলতা—(১ একোন্, ক্যামো, চায়না, সিমিসিফি, কফি, কর্ণাস্, হেলোন্, লেপ্টে, লাইকো, ফস্, নাক্স-ভ, পাল্স, সেপ্ন ; (২) এসারাম্, ব্যাপ্টি, হিপা, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, পিক্রি-এসি, টিউক্রি, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

১৬। অত্যন্ত অধ্যয়ন, রাত্রি জাগরণ সর্ব্বদা বসিয়া কাজ করার দরুণ দুর্ব্বলতা—(১) নাক্স-ভ সাল্ফা (২) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চেলোন্, ককিউ, আইরিস, ল্যাকে, পাল্স।

১৭। অত্যন্ত কাফি পান করা হেতু দুর্ব্বলতা—ক্যামো, * ইগ্নে, মার্ক, নাক্স-ভ, সাল্ফা।

১৮। পারাঘটিত ঔষধের অপব্যবহার করার দরুণ দুর্ব্বলতা—কার্ব-ভ, ক্যামো, * হিপা, * নাইট্রি-এসি, পাল্স।

১৯। মাদক দ্রব্য সেবনে দুর্ব্বলতা—ক্যামো, কফি, * মার্ক, নাক্‌স-ভ।

২০। মদ এবং স্পিরিট সেবনে দুর্ব্বলতা—একোন্, বেল্, কফি, নাক্‌স্-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। } :—

একোনাইট্—যুবা পুরুষদের (বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোকদের) শরীরে রক্তাধিক্য হইলে এই ঔষধ দেয়। সামান্য বেদনায় অত্যন্ত বেদনা অনুভব, অনিদ্রা, ছট্ ফট্ করা ও শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করা শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা। গাল লালবর্ণ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হওয়া; হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফন।

এলিট্রিস্-ফেরিনোসা—(স্ত্রীলোকদের দুর্ব্বলতা আহার অভাবে কিম্বা বহুকালস্থায়ী কোন রোগের দরুণ)। শারীরিক যন্ত্র সমুদায়ের কোন পীড়া নাই। ডিপ্‌থিরিয়া বা গলক্ষত রোগের পর দুর্ব্বলতা।

ক্যাল্‌কে-কা—প্রত্যেকবার স্ত্রীসঙ্গমের পর হস্ত পদ কম্পন, দুর্ব্বল, অবশ শরীর; মাথাবেদনা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—কোন ব্যক্তির রোগোন্মত্ততা থাকিলে এবং স্ত্রী-সঙ্গমের পর হাঁপানি পীড়ার ন্যায় উপস্থিত হয়।

সিলিনিয়াম্—সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোন প্রকার শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম। জননেন্দ্রিয়ের শ্লথতা এবং নিতান্ত সঙ্গমেচ্ছা। প্রষ্ট্যাটিক্ রসক্ষরণ অত্যন্ত। টাইফাস্ জ্বরের পর স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা।

N. B.—প্রষ্ট্যাটিক গ্রন্থি হইতে যে রস ক্ষরণ হয় তাহাকে 'প্রষ্ট্যাটিক্-যুষ' বলে; এই রস যখন অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হয়, তখন কোঁথ দিলে বীর্য্যের ন্যায় 'প্রষ্ট্যাটিক রস' দেখিতে পাওয়া যায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শুক্রকীট ইহাতে দেখিতে পাইবে না।

ক্যামোমিলা—বেদনায় নিতান্ত কাতর। সামান্য বেদনায় মূর্চ্ছা হওয়া স্বভাব। অস্থিরতা। কোঁকান। অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও কলহকারী স্বভাব।

একবার পিংশেবর্ণ পুনরায় লাল। এক গাল লালবর্ণ উষ্ণ, অন্য গাল শীতল ও পিংশে।

চায়না—মানসিক কিম্বা শারীরিক কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। একটু সামান্য বাতাস জোরে গাত্রে লাগিলেই অসুখবোধ। নানা প্রকার চিন্তার দরুণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা। রাত্রে ঘুমাইলে নানা প্রকার ভাবনা উপস্থিত হয়। অনেক সময় ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও কম্প।

কফি :—অনিদ্রা। মানসিক উত্তেজনা। স্বভাব অত্যন্ত খারাপ অথবা সর্ব্বদা হাসি খেলায় রত। সামান্য বেদনা হইলেই অস্থির হওয়া।

নাক্স-ভমিকা।—সমস্ত স্নায়ুবিধান উত্তেজিত ও তদ্ধেতু স্বভাব খিট্‌খিটে। শারীরিক পরিশ্রম ও খোলা বাতাসে ভ্রমণ করিতে অনিচ্ছা। চমকিয়া উঠা স্বভাব। চিন্তান্বিত। ক্রুদ্ধ।

পাল্‌সেটিলা—ইহা নাক্সের ন্যায় কার্য্যকারী এবং স্ত্রীলোকদের বিশেষতঃ সরল স্বভাব পুরুষদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পিক্রিক্-এসিড্—শরীরে কোন ভুক্তদ্রব্যের সার প্রবেশ না করা হেতু দুর্ব্বলতা। স্ফোটক হওয়া, শারীরিক ধর্ম্ম। মাংশপেশী নিতান্ত দুর্ব্বল। পা অবশ ও সমস্ত শরীরে দুর্ব্বলতা। বিশ্রাম করিলে ও বাতাসে বেড়াইলে ভাল বোধ হয়।

অবসন্ন হইয়া পড়া বা শয্যাগতাবস্থা।

Prostration.

১। শয্যাগত অবস্থা—*আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, বিস্‌মাথ, বোলিটাস্, * ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, চায়না, কলচি, কোনা কর্ণাস্-সা, কুপ্রা, সাই-ক্লামে, ডাল্‌কা, ইলাট, ইউফর্‌বি, আইরিস্-ভ, ল্যাকে, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, মেজিরিউর-এসি, নিউফার, ওপানসিয়া, পিক্রি-এসি, প্ল্যাণ্টেগো, * সিকে, * সিপি, পাল্‌কা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্‌সে, এণ্টি-টা টেরিবি, * থুজা, * ভিরাট।

২। অবসন্নাবস্থার অভাব—**ফস্-এসি।

৩। অবসন্নাবস্থা, তৎসঙ্গে উষ্ণ শরীর—**বিস্‌মাথ।

(কোল্যাপস্ বা অবসন্নাবস্থা দেখ)।

অলস বা ক্লান্ত অবস্থা।

(Languor.)

১। এই অবস্থায়—এলাম্, এপিস্, আর্জে ন্টা-না, আর্স, এস্ক্লেপি, বেঞ্জো-এসি, বোরা, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, **চায়না, ককিউ, কোনা কর্ণাস্-সা, ডিজি, * ইউপেটো, পার্ফো, ডাল্কা, * ফেরা, গ্র্যাফা, গামি-গা, আইয়ড্, আইরিন্-ভা, কেলি-বা, * কেবি, কেলি-ব্রো, কেলি-কা, কেলি-না, ল্যাকে, লেপ্টা, * লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, **ন্যাট্রা-মি * নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ফস্, পডো, * সোরি, রেফে, স্ট্যাবাডি, সেঙ্গু, সিপি, সাল্ফা, **সিড্রন, সাল্ফ-এসি, টার্টা-এ, থুজা, ভিরাট্।

শীর্ণ শরীর।

শরীর-শীর্ণ—(যথাস্থানে ক্ষীণ শরীর দেখ; এবং শিশুর শরীর শীর্ণতা দেখ)।

মূর্চ্ছা বা হঠাৎ অচৈতন্য হওয়ার ভাব।

(যথাস্থানে দেখ, এবং কোমা বা অচৈতন্য অবস্থা দেখ)।

টাঁস বা ক্র্যাম্পস্।

Cramps

অর্থাৎ

অঙ্গুলি, হস্ত, পদ, জঙ্ঘা ও গুল্ফ ইত্যাদিতে

আক্ষেপ বা খিলধরা।

(ওলাউঠার চিকিৎসায় এবং গ্রন্থকার কৃত বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা দেখ)।

১। টাঁস অধিকারে—এলাম, এম্বা, এনাকা, * ক্যামো, চায়না, কোনা, * কুপ্রা-এসিটি, * কুপ্রা-মেটা, কলোষ্ট্রাম্, ফেরা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ন্যাট্রা,

নাইট্রি-এসি, ফস্, নাক্স-ভ, পাল্স, * সিকে, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, এগারিকাস্, এমোনি-কষ্টি, এণ্টি-টার্ট, আর্স, এট্রোপি, বেল, সিকুটা-ভি, কোনা, ডিজি, হেলে, হাইয়স, কেলি-বা কেলি-ক্লো, মার্ক-কর, প্ল্যাটীনা, পডো, * প্লাম্বা, ষ্ট্র্যামো, রিসিনাস, ষ্ট্রিকনিয়া, ট্যাবেকা, * মর্ফিয়া, কেলি-সায়েনেটাস্, ব্রাই, ফাইটো, ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের সঙ্গে এই প্রকার খিল্ধরা দেখা যায়।

টাঁস সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। } :—

ভিরাট্ এল্ব্—কেবল জঙ্ঘাপিণ্ডে টাঁস।

সিকেলি-কর্ণিউটাম্—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মাত্র খিল্ ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি নীচমুখে বক্র হয়; অথবা গুলফ-গ্রন্থিস্থানে চর্ব্বণবৎ বেদনা ও হস্তপদের অঙ্গুলিতে টাঁস ধরিয়া অঙ্গুলি পার্শ্বদিকে বক্র করিয়া থাকে। ইহার ১ম শক্তি ও ৩০শ শক্তি বিশেষ উপকারী।

আর্সেনিকাম্-এলবাম্—উরু, জঙ্ঘা, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বাহুমূল বা বাহু প্রভৃতিতে টাঁস।

কুপ্রাম্-এসিটিকাম্—হস্ত, পদ ও অঙ্গুলিতে টাঁস।

(গ্রন্থকারকৃত বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা দেখ)।

ঘর্ম্ম।

(Sweat)

(জ্বরের ঘর্ম্ম দেখ)।

১। **নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ঘর্ম্ম**—নিশাঘর্ম্ম, অতিরিক্তঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণ অনেক সময় নানাবিধ গুরুতর পীড়ায় ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। কয়েকটী ওলাউঠার রোগীতে এবং হঠাৎ জ্বর পরিত্যাগ অবস্থায় ২।৩টী জ্বর-রোগীতে নাড়ী বিলুপ্তপ্রায় এবং তৎসঙ্গে শরীরে শীতল ঘর্ম্ম দৃষ্টে ক্যাম্ফার ৩য় শক্তি প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি।

এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, "শীতল ঘর্ম্ম" এই প্রধান লক্ষণ দৃষ্টেই ক্যাম্ফার নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ঘর্ম্ম একটী বিশেষ গুরুতর লক্ষণ।

২। ঘর্ম্মাধিকারে—(১) বেল্, অক্জ্যালি এসি, *এণ্টি-টার্টা, ব্রাই, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, গ্র্যাফা, হিপা, *মিউর-এসি, মার্ক, কেলি, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্স, হ্রাস, সেম্বু, সিলিনি, সিপি, সাল্ফা, * ভিরাট্; (২) একোন, * আর্স, বোরাক্স, ককিউ, কফিয়া, গুয়াই, *ইপিকা, ইগ্নে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্, ফস্-এসি, [illegible]'ডি সাইলি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, থুজা; (৩) এম্ব্রা, এমোনি-মি, ব্যারাই, ক্যাপ্সি, কলোসি, কোনা, 'হাইড্রোসি-এসি, ড্রসি, ডাল্কা, ফেরা, হেলে, হাইয়স, ভিরাট্-ভি, ভ্যালিরি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, হ্রুডো, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফ-এসি, টার্টা-এমি।

৩। অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম—(১) এমোনি-মি, আর্স, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, ইপিকা, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস, পাল্স, হ্রাস, সিপি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা; (২) এলাম, এম্ব্রা, এনাকা, আর্ণি, বেল্, ক্যাম্থা, কার্ব-ভ, ডিজি, ড্রসি, ডাল্কা, ফেরা, হিপা, আইয়ড, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, স্যাবাইনা, সেম্বু, সিপি, ভিরেট্রা।

৪। শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়—আর্স, ক্যাল্কে-কা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, কোনা, হিপা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, সাইলি, ওপি, ফস্, হ্রাস্, ভিরাট্।

৫। প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম—(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ফস, পাল্স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা; (২) এমোনি-মি, আর্স, ক্যাম্থা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, গুয়াই, হেলে, হিপা, আইয়ড, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, ওপি, ফস্-এসি, ভিরাট্।

৬। সামান্য পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করিলে দিবাভাগে ঘর্ম্ম—(১) ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, হিপা, কেলি, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, সিলিনি, সিপি, সাল্ফা, ভিরাট্; (২) এমোনি-মি, এসারাম্, বেল্, ব্রাই, ফেরা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পট্রো, ফস, ফস্-এসি, স্পাইজি, হ্রাস, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি, জিঙ্ক্।

৭। সামান্য বিশ্রাম অবস্থায় ও দিবসে ঘর্ম্ম—(১) এনাকা, হ্বাস্, সিপি, সাল্ফা ; (২) এসারাম্, ক্যালকে, কোনা, ফেরা, ফস্-এসি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সালফ-এসি।

৮। মানসিক পরিশ্রম এবং কথাবার্ত্তা কালীন ঘর্ম্ম—বোরাক্স, গ্র্যাফা, সিপা, হিপা, ইগ্নে, সাল্ফা।

আংশিক ঘর্ম্ম।

৯। একপার্শ্বে ঘর্ম্ম—এম্ব্রা, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যামো, ইগ্নে, পাল্স, হ্বাস্, স্পাইজি, সাল্ফা।

১০। কেবল মাত্র মস্তকে ঘর্ম্ম—(১) বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে-কা, ক্যামো, চায়না, মার্ক, পাল্স, সাইলি, ভিরাট্ ; (২) গ্র্যাফা, কেলি, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্, হ্বাস, সার্সা, ষ্ট্যাফি, ভ্যালি ; (৩) ক্যাম্ফ্, ডালকা, গুয়াই, হিপা, ম্যাগ্নে-মি, স্থাবাডি, সিপি, স্পাইজি।

১১। কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম—(১) কার্ব-ভ, ইগ্নে, পাল্স, হ্বাস, সেম্বু, স্পঞ্জি, ভিরেট্রা ; (২) এলাম্, বেল্, বোরাক্স, কার্ব-এনি, ককিউ, রুফি, ডসি, ডাল্কা, মার্ক, ফস্, রুটা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

১২। নাসিকার নিম্নভাগে কিম্বা চতুর্দ্দিকে ঘর্ম্ম—বেল্, নাক্স-ভ।

১৩। গলদেশ এবং গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে ঘর্ম্ম—(১) বেল্, নাইট্রি-এসি, সাল্ফা ; (২) কেলি, আর্স, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, হ্বাস্, ষ্ট্যানা।

১৪। পৃষ্ঠদেশে ঘর্ম্ম—(১) চায়না, পিট্রো, ফস্-এসি ; (২) আর্স, ক্যাল্কে, ডাল্কা, গুয়াই, হিপা, ল্যাকে, ন্যাট্রা, সিপি, সাইলি, ভিরেট্রা।

১৫। বক্ষঃস্থলে ঘর্ম্ম—এগার, আর্ণি, ক্যাম্থা, চায়না, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ফস, নাইট্রি-এসি, ফস্-এসি, সিলিনি, সিপি, সাইলি।

১৬। উদরে ঘর্ম্ম—এম্ব্রা, এনাকা, আর্জেন্টা-না, ক্যাম্ফা, ড্রসি, ফস্, প্লাম্বা, ষ্ট্যাফি।

১৭। জননেন্দ্রিয় সমস্তে ঘর্ম্ম—(১) অরা, হিপা, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, থুজা; (২) এমোনি, ব্যারাই, বেল, ক্যাম্ফা, কোনা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, নাক্স-ভ, ফস্ এসি, হ্রুডো, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

১৮। বগলপ্রদেশে ঘর্ম্ম—(১) হিপা, কেলি, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, সিপি, সাল্ফা; (২) ব্রাই, ক্যাপসি, কার্ব-এনি, ডাল্কা, হ্রুডো, সিলিনি, স্কুইল, থুজা, জিঙ্ক্।

১৯। হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম—(১) ক্যাল্কে, কোনা, হিপা, সাইলি, সাল্ফা; (২) ব্যারাই, কার্ব-ভ, ডাল্কা, ইগ্নে, আইয়ড্, লিডা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, থুজা, জিঙ্ক্।

২০। পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম—ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, এমোনি, ব্যারাই, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, স্যাট্রা, পিট্রো, ফস-এসি, পাল্স, স্যাবাডি, থুজা, স্যাবাই, জিঙ্ক্।

২১। পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম দুর্গন্ধময়—ব্যারাই, গ্র্যাফা, কেলি, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাইলি, টেলুরি, জিঙ্ক্ দেওয়া উচিত। (২৮ প্যারা দেখ)।

২২। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় বটে কিন্তু কিছুতেই বেদনা ও অন্যান্য পীড়ার উপশম বোধ হয় না; বিশেষতঃ শাখা সমস্তের বেদনা, সর্দ্দি এবং বাতজনিত জ্বর—চায়না, ডাল্কা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সিপি।

২৩। ঘর্ম্ম তৈল বা চর্ব্বিযুক্ত—ব্রাই, চায়না, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ষ্ট্র্যামো।

২৪। উষ্ণ বা গরম ঘর্ম্ম—বেল্, ক্যাম্ফ, ব্রাই, ল্যাকে, ক্যামো, **ওপি, ফস, স্যাবাডি, ষ্ট্যানা।

২৫। আঠাযুক্ত ঘর্ম্ম—(১) একোন্, এনাকা, আর্স, ব্রাই,

ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফ, কার্ব-এনি, ক্যামো, চায়না, ফেরা, হিপা ; (২) লাইকো, *মার্ক, নাক্স-ভ, ফস, ফস-এসি, প্লাম্বা, সিপি, স্পাইজি, ভিরেট্রা।

২৬। রক্তময় ঘর্ম্ম—(১) আর্ণি, ক্যাল্‌কে, নাক্স-ভ ; (২) ক্যামো, ক্লেমা, ককিউলা, ক্রোটেলা-ল্যাকে, নাক্স ম।

২৭। ঘর্ম্ম হেতু জামার কাপড়ে দাগ উৎপাদন করে—আর্স, বেল্‌, কার্ব-এনি, গ্র্যাফা, লাইকো, ল্যাকে, মার্ক, সিলিসি।

২৮। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম—(১) এমোনি-মি, ব্যারাই, *ব্যাপ্‌টি, *ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, হিপা, লিডা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্‌; থুাস, সিলিসি, সিপি, *সাইলি, সাল্‌ফা, ষ্ট্যাফি ; (২) বেল, ক্যাম্ফা, কার্ব-এনি, ফেরা, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, *মার্ক, পাল্‌স, থুজো, স্পাইজি, আর্ণি, গ্র্যাফা।

২৯। টক্‌গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—আর্স, এসাবাম্‌, ব্রাই, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা, আর্ণি, বেল, কার্ব-ভ, ক্যামো, ফেরা, হিপা, ইপিকা, কেলি, লিডা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নাক্স-ভ, থুাস।

৩০। তিক্তগন্ধযুক্তঘর্ম্ম—ভিরেট্রা।

৩১। শোণিতগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—লাইকো।

৩২। তীক্ষ্ণগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—থুাস-টক্‌স।

৩৩। দগ্ধ পদার্থের ন্যায় গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—বেল্‌, সাল্‌ফা।

৩৪। চরণে ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে—এপিস, ক্যামো, কুপ্রা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, থুাস, জিঙ্ক্‌।

৩৫। অত্যন্ত অবসন্নকারক ও পতনাবস্থা উৎপাদক ঘর্ম্ম—(১) ফেরা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, *ফস্‌, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, *আর্স, কার্ব-এনি, *চায়না ; (২) কাল্‌কে, চায়নি-সাল্‌ফ, ককিউ, নাক্স-ভ, সেন্গু, ভিরাট্‌ লাইকো, মার্ক, আইয়ড্‌। (৩৬ প্যারা ও কোল্যাপ্‌স অবস্থা দেখ)।

৩৬। শীতল ঘর্ম্ম—(জ্বর, ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের অবসান বা পতনাবস্থায় অনেক সময় এই শীতল ঘর্ম্ম দেখা যায়, তখন বিশেষ সাবধানতা

সহ চিকিৎসা করা উচিত। (১) একোন্, *ট্যাবেকা, ইথু, হেলে, জ্যাট্রো, টেরিবি, সাল্ফা, পিক্রি-এসি *আর্স, **ক্যাম্ফ, *কার্ব-ভ, *চায়না, **সিনা, *হাইয়স্, ইপিকা, **সিকেলি, **ভিরেট্রা; (২) অরা, কুপ্রা, ফেরা, *হিপা, ইগ্নে, ল্যাকে, নাক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, স্থাব্যাডি, সিপি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্রামো, টার্টা-এসি। (কোল্যাপ্স বা পতন অবস্থা দেখ। ৩৫ প্যারা দেখ)।

শীতল ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব (৩৫, ৩৬ প্যারা ও কোল্যাপ্স দেখ) :—

ক্যাম্ফ—অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম।

আর্স, সিকেলি, টার্টা-এমি—শীতল ঘর্ম্ম ও তাহাতে কিঞ্চিৎ আঠার ন্যায় বোধ হয়।

অরাম্-মে—শীতল ঘর্ম্ম হইয়া সমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গ উপশম হয়।

হেলেবোর—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে বর্ণ পিংশে, মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া, নাড়ী বিলুপ্তপ্রায়, শরীর বরফের ন্যায় শীতল। রোমনিচয়ের অগ্রে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু দেখা যায়।

চায়না—সমস্ত শরীরে অথবা কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা।

প্লাম্বা-মেটা—কপালে এবং সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম।

ল্যাকে—কোন প্রকার দংশন হেতু শীতল ঘর্ম্ম।

৩৭। ঘর্ম্ম ও তৎসহ অস্থির এবং ব্যাকুল অবস্থা—ক্যাল্-কা; পাল্স, সিপি, সাল্ফা।

৩৮। " তৎসহ তৃষ্ণা—**ক্যামো, **চায়না, *আর্স।

৩৯। " তৎসহ তৃষ্ণা নাই—**হেলে, **সাম্বুকাস্, স্পাইজি।

৪০। " ঘর্ম্ম তৎসহ গাত্রে কাপড় রাখিতে চায় না—**একোন, (৪১, ৫০ প্যারা দেখ)।

৪১। " " গাত্র আবৃত রাখিতে নিতান্ত স্পৃহা

(গাত্রাবরণ ফেলিতে চায় না) **নাক্স-ভ, **স্যাম্বুকাস্, সিনা, ষ্ট্রেমোনিয়াম,
(৪১, ৫০, ৫১ প্যারা দেখ)।

৪২। শীতাবস্থার পরক্ষণেই ঘর্ম্মসহ শরীর উষ্ণ হয়—
**ক্যাম্ফো, **পাল্‌স্‌, **ওপি। (৫০, ৫১, ২৪ প্যারা দেখ)।

৪৩। ঘর্ম্ম শীতসহ—সিকুটা, ডিজি।

৪৪। " আবৃতভাগে—একোন।

৪৫। ঘর্ম্ম অত্যন্ত অধিক—**জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, *ওপি, *সোরি, ষ্ট্র্যামো। (৩৫, ২২ প্যারা দেখ)।

৪৬। ঘর্ম্ম নিদ্রাবস্থায়—*চায়না, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, ফস, *সোরি। (৪৮ প্যারা দেখ)।

৪৭। " বমন সহ—একোন, ইপিকা।

৪৮। " জাগ্রত হইবামাত্র (কিন্তু নিদ্রাবস্থায় শরীর শুষ্ক খস্‌খসে অবস্থায় থাকে)—**স্যাম্বুক্যাস্। (৪৬ প্যারা দেখ)।

৪৯। " উষ্ণ, কপালে—ক্যাম্ফো, ইউফরবি, মার্ক-ভ। (২৪ প্যারা দেখ)।

৫০। " জ্বরের উষ্ণাবস্থায়—এলুমি, এমোনি-মি, এণ্টি-ক্রু-ক্যাম্ফ, কল্‌চি, ক্যাপ্‌সি, কোনা, ম্যাগ্নে-কা, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি। (২৪, ৪৯, ৪০, ৪১, ৪২ প্যারা দেখ)।

৫১। ঘর্ম্ম জ্বরের উষ্ণাবস্থায় অত্যন্ত—**কল্‌চি, সোরি।

ঘর্ম্ম একদিকে (Unilateral) মাত্র।

এক পার্শ্বস্থ ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। :—

নাক্স-ভ এবং ব্যারাইটা—মুখে এবং মস্তকের একদিকে মাত্র ঘর্ম্ম

পাল্‌স—কেবল মাত্র মুখের একদিকে ঘর্ম্ম।

ব্যারাইটা, চায়না ও জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই—শরীরের বামদিকে ঘর্ম্ম। কিন্তু প্রথমোক্ত ঔষধ কেবলমাত্র মস্তকের বামদিকের ঘর্ম্মেই উপযোগী।

ফস্, পাল্‌স—দক্ষিণ পার্শ্বে ঘর্ম্ম।

আর্জেণ্টা-না, ফস্, সিলিনি—শরীরের সম্মুখভাগে মাত্র ঘর্ম্ম।

সিপি—পশ্চাদ্ভাগে ঘর্ম্ম।

থুজা—[illegible] ঘর্ম্ম।

ক্রোকাস্—শরীরের নিম্নার্দ্ধে মাত্র ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। } :—

একোনাইট—সমস্ত শরীরে এমন বোধ হয় যেন উষ্ণ বাষ্প লাগিতেছে এবং তাহাতে জলকণা সমস্ত শরীরোপরি জমিয়া পড়িতেছে। অনবরত ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ শরীরের যে ভাগ আবৃত থাকে তাহাতে) হইতে থাকে তখন গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে।

এগারিকাস্—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম। ভ্রমণ সময়ে এবং রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম।

এণ্টিমোনিয়াম্—সমস্ত শরীরে গন্ধশূন্য ঘর্ম্ম, তাহাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমুদায় কোমল এবং সঙ্কুচিত হয়। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে উক্ত ঘর্ম্ম।

আর্সেনিকাম্—চট্‌চটে, শীতল, দুর্ব্বলতাজনক, টক্ এবং বদ্‌গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম হেতু চক্ষু এবং ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। নিদ্রার প্রারম্ভ হইতেই নিশাঘর্ম্ম।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—পীড়ার শেষ অবস্থায় ঘর্ম্ম মুখে এবং কপালে দৃষ্ট হইয়াথাকে এবং তাহাতে পীড়ার উপশম বোধ হয়। কটিদেশের নিকট হইতে ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে প্রসারিত হয়। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম।

বেলাডোনা—আবৃত স্থান সমূহে ঘর্ম্ম। উত্তাপ অবস্থার সঙ্গে অথবা কিছুকাল পর ঘর্ম্ম। অধিকাংশ ঘর্ম্মই মুখমণ্ডলে। ঘর্ম্মে কাপড়ে দাগ লাগে এবং দগ্ধবস্তুর গন্ধের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়। দিবারাত্রি নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। সাধারণ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম হঠাৎ দৃষ্ট হয় ও হঠাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। ঘর্ম্ম সহ অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

বেঞ্জোইক্-এসিড্—প্রাতে শয্যায় থাকিতে, ভ্রমণ সময় এবং আহার কালীন ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ মুখমণ্ডল)। ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে গাত্র চুলকান।

ব্রাইওনিয়া—কেবল একভাগে ঘর্ম্ম এবং ইহা অতি অল্প সময়ের জন্য বহুল পরিমাণ এবং সহজেই উত্তেজিত হইয়া ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, এমন কি খোলা জায়গায় অতি ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিবার সময়ও ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। টক্ অথবা তৈলাক্ত ঘর্ম্ম দিবসে এবং রাত্রিতে। রাত্রিতে টক্ ঘর্ম্ম হওয়ার পূর্ব্বে পিপাসা পায়। ঘর্ম্ম শেষ হইবার সময় সময় কালে শিরঃপীড়া। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শরীরে যেন উষ্ণ বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে।

ক্যাল-কার্ব—সামান্য পরিশ্রমেই এমন কি খোলা শীতল বাতাসে বেড়াইলেও ঘর্ম্ম হয়। প্রথম নিদ্রার সময় ও প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম। কেবল মাত্র নিম্নশাখাদ্বয়ে চট্‌পটে নিশাঘর্ম্ম। চরণে ঘর্ম্ম হইয়া যেন ক্ষত স্থানের ন্যায় বেদনাযুক্ত হইয়া পড়ে। চরণদ্বয় শীতল এবং আর্দ্র।

ক্যাল কেরিয়া-ফস্—প্রভাত সময়, প্রাতে, এবং রজনীযোগে বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম শরীরের এক অংশ মাত্র দেখা যায়।

ক্যাম্ফোরা—শরীরে চট্‌চটে, শীতল, এবং বলক্ষয়কারী, ঘর্ম্ম, (আর্স, সিকে, ভিরেট্রা)। শরীর বস্ত্রাবৃত রাখিতে চায় না।

ক্যান্থারিস্—ঘর্ম্মে প্রস্রাবের ন্যায় গন্ধ। শীতল ঘর্ম্ম বিশেষতঃ হস্ত এবং পদে। প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনে ঘর্ম্ম।

কার্ব ভেজিটেবিলস্—বহুপরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকে ঘর্ম্ম। বহুপরিমাণ পচা এবং অম্লগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম। চরণে ঘর্ম্মহেতু অঙ্গুলি সমস্তে ক্ষত।

ক্যাসোফিলিয়া—প্রসবের পর ঘর্ম্ম হয় না। জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় এবং তৎপর অল্প ঘর্ম্ম ও চর্ম্মে চিট্‌চিট্ করিতে থাকা।

চায়না—বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, নিদ্রা অথবা সঞ্চালন সময় নিঃসৃত হইতে থাকে। বলক্ষয়কারী নিশা-ঘর্ম্ম। যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে তৈলের ন্যায় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখমণ্ডলের কতকাংশে অথবা

সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। রাত্রিতে নিদ্রার সময় অতি সহজেই ঘর্ম্ম হয়। হেক্‌টিক্ বা পূয়জ্বর, তৎসঙ্গে বহুল পরিমাণ বলক্ষয়কারী নিশাঘর্ম্ম।

ককিউলাস—সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলের শীতল ঘর্ম্ম। প্রাতর্ঘর্ম্ম বিশেষ বক্ষস্থলে। সামান্য পরিশ্রমেই সমস্ত শরীরের বিশেষ পীড়াগ্রস্তস্থানে ঘর্ম্ম।

কলোসিন্থ—নিশাঘর্ম্ম তাহার গন্ধ প্রস্রাবের ন্যায়। গাত্র চুলকান, বিশেষ মস্তকে এবং নিম্নশাখায়।

কোনায়াম্—শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাবেশ হইয়া অথবা এমন কি চক্ষু মুদ্রিত করিলে দিবসে এবং রাত্রিতে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। প্রাতে এবং রাত্রিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে চর্ম্মের মধ্যে চিড়িক্ মারিয়া উঠে। ঘর্ম্ম নাই অথচ শরীরে দুর্গন্ধ।

ক্রোকাস্—শয়ন করা মাত্র নিদ্রা। রাত্রিকালে অল্পমাত্র ঘর্ম্ম। কেবল শরীরের নিম্নার্দ্ধভাগে শীতল এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

ডালকামেরা—পুরাতন চর্ম্মরোগসহ দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। দুর্গন্ধময় নিশা-ঘর্ম্ম প্রাতঃকালে সমস্ত শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। দিবাভাগে পৃষ্ঠে, বগলে, এবং হাতের তালুতে ঘর্ম্ম। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্মসহ বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ।

ফেরাম্—প্রাতে শয্যায় থাকার সময়, রাত্রিতে, প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালন সময় এবং দিবসে বহু পরিমাণ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী ঘর্ম্ম আঠাযুক্ত, দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম খরগন্ধযুক্ত। এক দিন পর একদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে বস্ত্রাদিতে হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগে; এই প্রকার ঘর্ম্ম শয়ন অবস্থায় দুর্গন্ধযুক্ত। ঘর্ম্মাবস্থায় অসুখের বৃদ্ধি।

গ্র্যাফাইটিস্—সামান্য সঞ্চালনেই ঘর্ম্ম হইতে থাকে, প্রায়ই শরীরের সম্মুখভাগে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে হরিদ্রাবর্ণের দাগ কাপড়ে লাগে, এবং ইহা অম্ল, দুর্গন্ধময় ও প্রায়ই শীতল। প্রভূত নিশাঘর্ম্ম অথবা সম্পূর্ণ ঘর্ম্মের অভাব। চরণদ্বয়ে প্রভূত ঘর্ম্ম, কিন্তু ইহা সাইলিসিয়ার ঘর্ম্মের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত নহে। সামান্য ভ্রমণে পদের অঙ্গুলি সকলের মাঝে ঘর্ম্ম হওয়ার দরুণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত জন্মে ইহাকে গ্রাম্যভাষায় "পাঁকনা" বা "পাঁকুই" বলে।

ইগ্নেসিয়া—আহারের সময় কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম।

হিপার সাল্ফার—শীতল চট্‌চটে; প্রায়ই অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। দিবারাত্রি ঘর্ম্ম হয়, অথচ তাহাতে উপশম বোধ হয় না; অথবা দিবসে একেবারেই ঘর্ম্ম হয় না, পরে রাত্রিতে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। দিবারাত্রি যে ঘর্ম্ম হয় তৎসঙ্গে পিপাসা নাই।

জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই—প্রভূত ঘর্ম্ম এবং লালানিঃসরণ। গ্ল্যাণ্ডপূর্ণ যন্ত্র সমস্ত হইতে বহুপরিমাণ নিঃস্রবণ হয়; কপাল এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হইয়া পরে সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্মের পর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতে হয়। কেবল মাত্র শরীরের বামপার্শ্বে ঘর্ম্ম দেখা যায়।

কেলি-কার্ব—শরীরের প্রায়ই উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম। আহারের পর এবং দিবসের পরিশ্রমের দরুণ সহজেই ঘর্ম্ম হয়। নিশাঘর্ম্ম।

ল্যাকেসিস্—বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, তাহাতে রোগী কষ্ট প্রকাশ করে। ঘর্ম্ম শীতল, তাহাতে হরিদ্রা অথবা রক্তের দাগের ন্যায় দাগ লাগে, তৎসঙ্গে অত্যন্ত শারীরিক অবসন্নতা।

ল্যাক্‌টিক্-এসিড্—চরণদ্বয়ে বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে দুর্গন্ধ নাই।

লিডাম্—পচা এবং অম্লময় নিশাঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে অনাবৃত থাকিতে চায়। সামান্য পরিশ্রমেই কপালে ঘর্ম্ম হয় ও তৎসঙ্গে শীত অনুভূত হয়। শরীর চুলকান।

লাইকোপোডিয়াম্—সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম; ইহা রক্তমিশ্রিত, শীতল এবং অম্লস্বাদ-বিশিষ্ট অথবা পিঁয়াজের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত। চটচটে ঘর্ম্ম (রাত্রিতে) তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল শীতল।

মার্কিউরিয়স্—ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে শরীরের উপরিভাগে জ্বালা। বহুল পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, তাহাতে কাপড় হলুদবর্ণের দাগবিশিষ্ট ও শক্ত হইয়া যায়। ঘর্ম্মে উপশম বোধ হওয়া দূরে থাকুক শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

নাক্স-ভমিকা—দ্বিপ্রহর রাত্রির পর এবং প্রাতঃকালে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। শরীরের একদিকে (দক্ষিণ দিকে) অথবা কেবল শরীরের উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম দৃষ্ট হয়। শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্ম মুখমণ্ডলে দেখা যায়, তাহাতে হস্ত পদের বেদনার উপশম বোধ হয়।

ওপিয়াম্—গরম ও জ্বালাযুক্ত ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে হইয়া থাকে। গাত্র-বস্ত্র ফেলিয়া দিতে চায়। শরীরের উর্দ্ধভাগে ঘর্ম্ম। নিম্নভাগ শুষ্ক এবং উষ্ণ। কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

পিট্রোলিয়াম্—বগলে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণদ্বয় টেণ্ডার অর্থাৎ স্পর্শে বেদনাবোধ এবং দুর্গন্ধযুক্ত অল্প অল্প ঘর্ম্মে আবৃত হইয়া থাকে। চর্ম্মে ক্ষত উৎপত্তি হইবার স্বভাব দৃষ্ট হয়।

ফস্ফোরাস্—প্রায়ই মস্তকে, হস্তে ও চরণে ঘর্ম্ম দেখা যায়, তৎসঙ্গে অতিরিক্ত এস্রাব হয়। শরীরের সম্মুখভাগে ঘর্ম্ম। চট্‌চটে ঘর্ম্ম। বহু পরিমাণ নিশাঘর্ম্ম বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায়।

ফস্ফরিক্-এসিড্—প্রায়ই অক্সিপাট প্রদেশে এবং গ্রীবায় ঘর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে দিবসে অনিদ্রা। রাত্রে এবং প্রাতে ব্যাকুলতার সহিত বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম চট্‌চটে। কেবল ঘর্ম্মের সময় পিপাসা।

পাল্‌সেটিলা—শরীরের এক পার্শ্বস্থ ঘর্ম্ম (বাম পার্শ্বে), কেবল মাত্র মুখে এবং মস্তকে। রাত্রে এবং প্রাতে ঘর্ম্ম, কিন্তু জাগ্রত হওয়া মাত্র আর ঘর্ম্ম থাকে না। অম্ল এবং "ছেতলা পড়া" গন্ধ; কখনও শীতল ঘর্ম্ম। রাত্রিতে ঘোর অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নিদ্রা। ঘর্ম্মের সময় বেদনা অনুভব।

হ্রডোডেণ্ড্রন্—অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ খোলা বাতাসে ভ্রমণ সময়ে। বগলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। চর্ম্মে চুলকানি ও ঝিঁ ঝিঁ ধরে ও তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম।

সেম্বুকাস্—অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম। দিবারাত্রি দুর্ব্বলকারী এবং বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম। হেক্‌টিক্ জ্বরের লক্ষণ, উষ্ণ শরীর ও তৎসঙ্গে নিদ্রার সময় হস্তপদ ঠাণ্ডা। জাগ্রত হওয়া মাত্র মুখে বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এবং পরে এই ঘর্ম্ম সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় নিদ্রার সময় ঘর্ম্ম শুষ্ক ও শরীর শুষ্ক ও উষ্ণ হইয়া উঠে কিন্তু তত্রাচ সে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে চায় না।

সিকেলি—শীতল, চট্‌চটে, বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ উপরার্দ্ধে দৃষ্ট হয়।

সিলিনিয়াম্—বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম বক্ষঃস্থলে, বগলে এবং জননেন্দ্রিয়ে

দেখা যায়। নিদ্রাবেশ মাত্র এবং সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্মোদ্রেক। ঘর্ম্ম কাপড়ে লাগিয়া উহা হলুদ বা সাদা দাগবিশিষ্ট হইয়া শক্ত হয়।

সিপিয়া—পরিশ্রম হেতু এবং স্নায়বীয় চমক লাগিয়া হঠাৎ অনবরত ঘর্ম্ম চোয়াইতে থাকে; পরিশ্রমান্তে বিশ্রামের সময় শক্ (Shock) অর্থাৎ চমক্ লাগা চলিয়া গেলে ঘর্ম্মোদ্রেক হইয়া থাকে, (ক্যাল্কে—পরিশ্রমের সময় ঘর্ম্ম)। বক্ষে, পৃষ্ঠে এবং উরুতে, নিশাঘর্ম্ম; ঊর্দ্ধভাগ হইতে ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া পায়ের তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। চরণদ্বয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, তাহাতে চরণাঙ্গুলির মাঝে ক্ষত হইয়া থাকে (পাঁকুই বা পাঁক্‌লা)।

সাইলিসিয়া—চরণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে পদাঙ্গুলি সকলে পাঁকুই ক্ষত। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক ঘর্ম্ম। অল্প দুর্গন্ধযুক্ত, দুর্ব্বলকারক নিশাঘর্ম্ম (বিশেষতঃ দ্বিপ্রহর রাত্রির পর)।

ষ্ট্যানাম্—দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ গলদেশে। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ প্রাতে এবং রাত্রে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ঘর্ম্মে পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ। কপালে এবং চরণে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে বস্ত্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা। হরিদ্রাবর্ণের ক্ষতোৎপাদক লিউকোরিয়া অর্থাৎ শ্বেতপ্রদর এবং তৎসঙ্গে জরায়ুর ভিতর বলি জন্মিয়া থাকে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, ইহা তৈলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত এবং তৎসঙ্গে দৃষ্টিশক্তির অভাব অথবা আলো দেখিতে অনিচ্ছা।

সাল্ফার—গ্রীবাদেশে এবং অক্ষিপাট্ প্রদেশে প্রাতে এবং রাত্রে অম্ল-গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম। শরীরে ঘর্ম্ম হয় না। চর্ম্ম উষ্ণ এবং শুষ্ক। শয্যার কোন স্থলই তাহার নিকট শীতল বোধ হয় না।

সাল্ফিউরিক্-এসিড্—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ শরীরের ঊর্দ্ধভাগে অঙ্গচালনা করিলে পর রাত্রে ঘর্ম্ম এবং উপবেশন করার পরও অনবরত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। মদ্যপান করার পর ঘর্ম্ম অল্প।

থুজা—কেবলমাত্র অনাবৃত স্থানে ঘর্ম্ম, কিন্তু আবৃত স্থান শুষ্ক ও উষ্ণ। মস্তক ব্যতীত আর সকল স্থানেই ঘর্ম্ম। নিদ্রার সময় ঘর্ম্ম। কিন্তু

জাগ্রত হইলে ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যায়। তৈলাক্ত, দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণের ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়া।

ভিরেট্রাম্-এল্বাম্—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। বিশেষতঃ কপালে চট্চটে এবং বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্নকারক ঘর্ম্ম। মৃতের ন্যায় মুখমণ্ডল পিংশে বর্ণ।

৫২। ঘর্ম্ম মস্তকে—* ক্যাল্কা, * ক্যাল্কে-ফস, ক্যামো, সাইলি। (১০ প্যারা দেখ)।

৫৩। ,, ,, নিদ্রার সময়ে—** ক্যাল্কা, * ক্যাল্কে-ফস, মার্ক-ভ, পডো, সাইলি।

৫৪। ,, ,, শীতল—বেঞ্জো-এসি।

৫৫। ,, ,, ললাটে—এন্টি-টা, ষ্ট্যানা, ইউফর্বি।

৫৬। ,, ,, শীতল—চায়না, * ইপিকা, ** ভিরাট্।

৫৭। ঘর্ম্ম মস্তকে শীতল নিদ্রাবস্থায়—* মার্ক-ভ, * সাইলি। (৪৬ প্যারা দেখ)।

৫৮। মস্তকের উপর হস্ত নিক্ষেপ—ব্রাই।

(জ্বরের ঘর্ম্ম দেখ)।

ঘর্ম্মের অভাব।

(Want of sweats.)

১। ঘর্ম্মের অভাব (চর্ম্মের শুষ্ক ভাব)—** (বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কা, ক্যামো, চায়না, কল্চি, ডাল্কা, কেলি-কা, লিডা, লাইকো, ম্যারাম্-ভি, নাক্স-ম, ওলিয়েণ্ড্রা, ওপি, ফস্, সিকেলি, সেনিগা, সাইলি, সাল্ফা; (ভার্ব্বেস্কা), *এলুমি, * গ্র্যাফা।

২। ,, ,, তৎসঙ্গে শরীর উষ্ণ, গাত্রদাহ; চর্ম্ম শুষ্ক-ভাবাপন্ন—** (একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই ব্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্)।

বকার।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার জনিত অবস্থানিচয়।
(১)

কোল্যাপ্স বা অবসন্নাবস্থা।

(Collapse)

১। এই অবস্থাকে কেহ কেহ কেহ পতন অবস্থা বা অবসন্নতা বলিয়া থাকেন। এই অবস্থায় রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল এবং অস্থির হইয়া পড়ে। শরীর শীতল হইতে থাকে। নাড়ী ক্ষীণ অথবা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। শরীরে অনবরত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ওলাউঠার শেষ অবস্থায় হঠাৎ জ্বর ইত্যাদি ছাড়িয়া যাওয়ার সময় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বভাগে এই অবসন্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই আরম্ভ হইবার কোন লক্ষণ যদি চিকিৎসক কিঞ্চিন্মাত্র টের পান, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতিবিধানার্থ বিশেষ যত্নবান হইবেন। উৎকট তরুণ জ্বর ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে সুচিকিৎসক সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন যেন অবসান অবস্থা উপস্থিত হইতে না পারে। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীকে নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন বলিয়া জানিবে।

২। কোল্যাপ্স অধিকারে—(১) এসিটিক্-এসিড্, **এসি-হাই-ড্রোসি, একোনিন্, একোনাইট, এম্পিলপ্সিস্, * এমিগ্‌ডেলা-এমারা (লরো-সিরেসাস্), এপিস্, * * আর্স, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাড্‌মিয়াম্, * * কার্ব-ভ, * * ক্যাম্থা, * * ক্যাম্ফ, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, কার্বলিক্-এসিড্, * * সিকেলি, সিনা, সাইট্রাশ-লিমন্, কলোসিন্থ, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-এসিটাম্, * ক্যাম্ফ-মনো-ব্রোম্ * কুপ্রা-আর্সেনিকাম্, কুপ্রা-সাল্ফ, ড্রসিরা, ইউনিমাস্, হেলোবোর,

হোমিরিয়া, আইয়ডিয়াম্, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, কেলি-ক্লোরিকাম, কেলি-সায়েনেটাম্, কেলি-নাইট্রিকাম্, ল্যাবার্ণাম্, ল্যাকেসিস্, মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রাস্, মার্ক-প্রিসি-এল্‌ব, মরফিয়াম্, * ন্যাজা-(কোব্রা,), সিকুটা-ভি, ওলিয়েণ্ডার, ওপিয়াম্, * অক্‌জ্যালিক্-এসিড্, ফক্ফরাস, ফাইজষ্টিগ্মা, প্লাম্বাম, ষ্ট্যাণ্টোনিন্, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, সাল্‌ফ-এসি, * ট্যাবেকাম্, ট্যাবেকস্, ** ভিরাট্রি, * ভাইপেরা-ল্যাকেসিস্, * সাল্‌ফার অবসান অবস্থার প্রধান ঔষধ। অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহাতে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে এত আশ্চর্য্য ফল পাইবে যে, এলোপ্যাথি কি অন্য কোন মতের চিকিৎসা হইতে কথনও তাদৃশ ফল পাওয়া যায় নাই।

৩। অবসন্নাবস্থা উদরাময়ের পর—আর্স, রিসিনাস।

৪। ,, সার্ব্বাঙ্গিক বাতব্যাধির প্রথমভাগে—কোনায়াম্।

৫। ,, বমনের সময়—রিসিনাস্।

৬। ,, বমনের পর—আর্স, ফাইজোষ্টিগমা এবং রিসিনাস্।

৭। ,, রমণের পর—লোবিলিয়া।

৮। ,, হঠাৎ হইলে—আর্সেনিক, ফস্‌ফরাস্ এবং ভিরেট্রাম্ ব্যবহার্য্য।

৯। মনোব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফার্—ইহার ২য় ট্রিটিউরেসনের ১ কিম্বা ২ গ্রেণ্ পরিমাণ প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে মাস্তষ্কের লক্ষণনিচয়ের সঙ্গে যে কোল্যাপ্স উদ্ভব হয় তাহাতে অত্যন্ত সুফল প্রদান করে, বিশেষতঃ বালকদিগের ওলাউঠার এইরূপ অবস্থা হইলে তাহাতে ইহা নিতান্ত কার্য্যোকারী হইয়া থাকে। (ইহার ভৈষজ্য-তত্ত্ব পশ্চাৎ দেখ।)

শয্যাগত অবস্থা দেখ। ঘর্ম্মের ৩৫, ৩৬ প্যারা দেখ।

(ঘোর বিকার সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ।)

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত
অবস্থা-নিচয়।

(২)

অচৈতন্য অবস্থা।

বিলুপ্তসংজ্ঞা বা অবস্থা।

(ইহাকে ইংরাজীতে কোমা বা ষ্টুপর বলে)।

Coma & Stupor.

১। আমরা উৎকট জ্বর, ওলাউঠা ও অন্যান্য রোগের সঙ্গে ও শেষ অবস্থার অনেক স্থলে দেখিতে পাই রোগী জ্ঞানহারা হয়; এই অবস্থাকে বিলুপ্তসংজ্ঞা বলে। ইহার সঙ্গে ডিলিরিয়াম্ অর্থাৎ প্রলাপাদি বিকারের লক্ষণও প্রকাশ পায়। তখন রোগীর অবস্থা দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া থাকেন। হইবার কথাও বটে। কিন্তু সুচিকিৎসক তীক্ষ্ণ-নেত্রে মনোনিবেশপূর্ব্বক রোগীর হাবভাব, ক্রিয়াকলাপ, রোগের কারণ ও লক্ষণ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবেন। অন্যান্য প্রকারের চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথি মতে ইহার যে প্রকার উৎকৃষ্ট ফলপ্রদায়ক ঔষধ আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। যিনি স্বহস্তে এ সম্বন্ধে দুটী রোগীকেও চিকিৎসা করিয়াছেন, তিনি এই সমস্ত ঔষধের আশ্চর্য্য উপকারিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেক এলোপ্যাথ মহাশয় এই অবস্থার চিকিৎসা দেখিয়া স্বেচ্ছায় আগ্রহাতিশয়সহ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন। (এই অবস্থায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার সময় আবশ্যক হইলে, ডিলিরিয়াম্, জ্বর, মানসিক বিকৃতি, স্বপ্ন এবং অনৈসর্গিক নিদ্রা, ডিলিউসন্ ইত্যাদিও দেখ)।

২। বিলুপ্তসংজ্ঞা-অধিকারে—(১) **আর্ণিকা, আর্স, আর্জেণ্টা-না, * এপিস্, *নাক্স-ম, * ব্যাপ্‌টিসিয়া, ** হাইয়সায়েমাস্, * হেলেবোর, **বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, **ষ্ট্যামোনিয়াম্, এণ্টি-টা, **ওপিয়াম্-সর্ব্বপ্রধান ঔষধ; (ইহাদের ৩, ১২, ১০০, ২০০ শক্তি দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ করা যায়। প্রথমে উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিবে)। (২) য়্যাব্‌সিন্থিয়াম্, একোন্, ইস্কিউলাস্, গ্ল্যাব্‌রা, এগ্নাস্-ক্যাষ্টাস, এগারিকস্, *এগারিকাস্-ফেলোইডিস, য়্যাগকিস্‌ট্রোডন-কণ্টরট্রিক্স, য়্যাগ্রষ্টেমা-গিথেগো, এলকোহল, এমোনি-কষ্টি, এট্রোপিয়া, বেঞ্জো-এসি, বেঞ্জো-নাইট্রি, বথ্রপস্-ল্যান্সি-ওলেটাস, বাফো, * ক্যাম্ফার, *কোনা, ক্যানাবিস-ই, ক্যানাবিস্-স্থাটা, ক্যান্থা, কার্ব-এসি, কার্বনিয়াম্-হাইড্রোজিনিয়েটাম্, কার্বনিয়াম্-অক্‌সিজি-নিসেটাম্, চিনোপোডিয়াম্, ক্লোরোফরম্, সিকিউটা-ম্যাকিউ-লেটা, কল্‌চিকাম্, কোরিয়্যারিয়া-মার্টিফোলিয়া, *ক্রোটেলান্-হরিডাস, কুপ্রা-মে, কুপ্রা-এসি. ডেটুরা-মিটেল্, ডিজিটেলিস, ডাল্‌কামেরা, ইথুজা. ফ্রেগেরিয়া, গ্লোনইন্, *হাইড্রোসিয়েনিক্-এসিড্ জ্যাস্‌মিনাম্. জুনিপেরাস, লিডাম্, কেলি-ব্রোমে-টাম্, ল্যাকেসিস, লরোসিরেসাস, লিপিডিয়াম্, লোনিসেরা, ম্যান্‌সিনেলা, মার্কিউরিয়ালিস, মার্কিউরিয়াস্, মার্ক-কর, মেজিরিয়ম্, মরফিয়া, *মস্কাস, ন্যাজা, ন্যাট্রাম্-হাইপোক্লোরোসান্, নাক্‌স-ভ, ইনান্থি, ওলিয়েণ্ডার, পিট্রো, *ফস্, **প্লাম্বাম্, হ্রাস্ টক্স, স্যাণ্টোনিন্, স্যাপোনাইনাম, *সিকেলি-ক, সোলেনান-নাইগ্রাম, সাল্‌ফিউরেটেড্-হাইড্রোজেন, *ট্যাবেকাম্, ট্যানাসিটাম্-ট্যাক্‌সাস্-ব্যাকেটা, টেরিবিন্থ, ভাইপেরা; (৩) এসিটিক্-এসি, এগারিকাস্-ষ্ট্যার্কোরেরিয়াস, *এলুমিনা, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্ট-মেটা, ক্যালাডিয়াম্, সিকুটা-ভি, ক্রোটেলাস্-ক্যাস্কাভিলা, কার্ব-এনি, ডেটুরা-সেঙ্গুইনিয়া, ডোরাই-ফোরা, ডুবোই-সিয়া, জেল্‌স, *হেমেমেলিস্, হেলেবোর, হিপা, আইয়ড্,. কেলি-আইয়ড্, কেলি-নাইট্রি, ক্রিয়েজোট, ল্যাবার্ণাম্, লুপিউলাস, মার্ক-প্রেসিপিটেটাস্-রুবার, মাইরিকা, নাইট্রি--এসি, অক্‌জ্যালিক-এসি, ফাইটো-লেক্কা, পাইরাল্, সেঙ্গুইনে-রিয়া, স্ক্রফুলেরিয়া,. সোলেনাম-টিউবারোসাম্, ষ্ট্রিক্‌নিয়া, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যারেণ্টুলা, *ভিরাট্, ভিস্‌কাম্-এল্‌বাম্।

৩। অজ্ঞানাবস্থা ডিলিরিয়ামের পর—ব্রাই, ফস, এট্রোপি। (পরবর্ত্তী বিষয় "ডিলিরিয়াম্" দেখ)।

৪। অজ্ঞানাবস্থা পক্ষাঘাতের প্রথম ভাগে—কোনা।

৫। ,, মৃগী রোগের ফিটের পর—প্লাম্বা।

৬। ,, (পর্য্যায়ক্রমে, ডিলিরিয়াম্ সহ)—প্লাম্বা।

৭। ,, তৎসঙ্গে পচাল পাড়া—প্লাম্বা।

৮। ,, অসম্পূর্ণ—আর্স, ক্লোরাম্, প্লাম্বাম্, বেঞ্জিনাম্-নাইট্রিকাম্, ক্রোটেলাম-হ, কার্বলিক-এসিড্, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, মার্ক-প্রি-এ, মরফিয়া, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, জিঙ্ক্-মেটা।

৯। তন্দ্রা ও অলস অবস্থা, মধ্যে মধ্যে আক্ষেপসহ বমন—ডিজি।

১০। ঘোর-নিদ্রা, তৎসঙ্গে হস্ত পদাদির আক্ষেপ—কুপ্রা-মে।

১১। সমস্ত দিন চক্ষুর মুদ্রিত অবস্থা, চক্ষু আর উন্মীলন করিতে পারে না—ইথু।

১২। অজ্ঞানাবস্থা, তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম্—প্লাম্বা। (৬ষ্ঠ প্যারা দেখ)।

১৩। নিদ্রা, অজ্ঞানাবস্থা এবং অত্যন্ত ঘর্ম্ম—ট্যাবেকা।

১৪। অজ্ঞান এবং নড়েচড়ে না, যে ভাবে পড়িয়া আছে সেই ভাবেই আছে—নাক্স-ম।

১৫। অজ্ঞানতা এবং ডিলিরিয়াম্—ক্যাম্ফ।

১৬। অজ্ঞানাবস্থা প্রাতে—আর্স-মেটা, ফস্।

১৭। ,, বেলা ১০টার সময়—ষ্ট্রিকনিয়া।

১৮। অজ্ঞানাবস্থা সন্ধ্যার সময়—একোন, ইগ্নাস্থি।

১৯। ,, ৮টা রাত্রির সময়—ষ্ট্রিকনিয়া।

২০। ,, কন্ভালশনের সময়—জুনিপার।

২১। অজ্ঞানাবস্থা কন্‌ভাল্‌শনের পর—কোরিয়েরিয়া-রাসিফোলিয়া, ক্যাম্ফা, সিকেলি।

২২। অচৈতন্য, দুইটী ফিটের (Fit) মধ্যবর্ত্তী সময়ে—প্লাম্বাম।

২৩। ,, উদরাময়ের পর—আর্স।

২৪। ,, বমনের পর—আর্স, একোন, কুপ্রাম।

২৫। ,, রজস্বলার সময়—নাক্‌স-ম।

২৬। ,, বেদনার পর—ফাইটোলেক্কা।

২৭। ,, মদ ইত্যাদি নেশা সেবনে—জেল্‌স, হাইয়স।

২৮। ,, টাইফয়েড্‌ জ্বরের প্রথমাবস্থার ন্যায়—কেলি-বো।

২৯। ,, মস্তিষ্কাভ্যন্তরে, ধমনী হইতে রক্ত বিনিঃসৃত হইলে—সোলেনাম্‌-নাইগ্রাম্‌।

৩০। ,, মস্তিষ্কের যন্ত্রগত পীড়া হইতে হইলে—আর্স।

৩১। ,, জ্বরকালীন—** আর্ণি, ক্যাক্‌টা, ইগ্নে, নারোসিরে, *ওপি, এন্টি-টার্ট, *সোলেনাম্‌-নাইগ্রাম্‌। (জ্বর দেখ)।

৩২। ,, জ্বরের শীতাবস্থায়—বেল, *হিপা, *ন্যাট্রা-মি।

৩৩। ,, তন্দ্রা এবং চমকিয়া উঠা—আর্ণি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু অচৈতন্য হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা মস্তকে জলপটী বা বরফ দিয়া থাকেন এবং গ্রীবাদেশের পৃষ্ঠভাগে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার প্রয়োগ করেন। এনিমিয়া অর্থাৎ রক্তক্ষীণতা অবস্থায় এ প্রকার হইলে কোন বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয় না, বরং তাহাতে কিঞ্চিৎ অপকারও হইতে পারে; কিন্তু আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই প্রকার অবস্থার চিকিৎসা জন্য হোমিওপ্যাথিক মতে অতি ভাল ভাল ঔষধ রহিয়াছে।

তাহাদের প্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ করা যায়। এই প্রকার অজ্ঞানাবৃত রোগীকে হোমিওপ্যাথি অতি সত্বর অভাবনীয় ফল দেখাইয়া ইহার ঔষধের যে নিতান্ত তেজস্কর ক্ষমতা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছে।

(ডিলিরিয়াম্, জ্বর, মানসিক লক্ষণচয়, স্বপ্ন, অনৈসর্গিক নিদ্রা, ডিলিউসন্, তন্দ্রা ইত্যাদি দেখ)।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত অবস্থানিচয়।

(৩)

ডিলিরিয়াম্।

(Delirium)

অর্থাৎ

বিকারযুক্ত ক্রিয়া এবং প্রলাপ ইত্যাদি ঘোর বৈকারিক লক্ষণচয়।

(জ্বর, মানসিক লক্ষণচয়, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্বপ্ন, ডিলিউসন্ বা বিভীষিকা দেখ।)

১। মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটিলে ডিলিরিয়াম্ কার্য্যে এবং বাক্যে প্রকাশ পায়। রোগীর মানসিক অবস্থার বিকৃতি ঘটিয়া উঠে। রোগী প্রলাপ বকে; কখনও চীৎকার, কখনও বিকট হাস্য করিতে থাকে। কোন কোন রোগী শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে; নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে কামড়াইতে চায়। কখন বা আপন হাত কামড়ায়। কখন বা বিছানা হাতড়ায়। কোন সময় বা আপন পরিধেয় কাপড় ধরিয়া টানে। কোন সময় বা বিড়্‌বিড়্ করিয়া আপন মনে বকিতে থাকে। ডিলিরিয়ামের সঙ্গে অনেক সময় বিলুপ্তসংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর মস্তিষ্কের কন্‌জেচ্‌শন বা রক্তাধিক্য,

মস্তিষ্কের বিশেষ কোন উত্তেজনা অথবা অবসন্নাবস্থা হেতু ডিলিরিয়াম্ হইয়া থাকে। কারণ-তত্ত্ব অনুসন্ধানে জানা যায় যে, (১) মস্তিষ্কের পীড়া অথবা তাহার আবরক ঝিল্লীর পীড়া ; (২) জরায়ু, অন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদির পীড়ার দরুণ মস্তিষ্কে রিফ্লেক্স অর্থাৎ প্রতিফলিত ক্রিয়া প্রকাশ হেতু ; (৩) জ্বর, প্রদাহ, এবং মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা শরীরস্থ রক্ত বিষাক্ত হইয়াও এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। (৪) স্নায়বীয় অবসন্নতা হেতু ডিলিরিয়াম্ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

২। ডিলিরিরাম্ অধিকারে—এব্‌সিস্থ, এসিটিক্-এসি, *একোন, এগারিকাস, এল্‌কোহল, এমোনি-কার্ব, এমিগ্‌ডালা, এণ্টিক্রুড, *এণ্টি-টার্ট, আর্স, এট্রো, **ব্রাই, **বেল, বোলিটা, কেলাডি, *ক্যাম্ফ, কার্বলি-এসি, চায়না, সিমিসিফিউ, সিকুটা-ভি, *সিনা, কফি, কল্‌চি, কোনা, *ক্রোটেলাস্ হিপো, *কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, ডাল্‌কা, ইথুজা, গ্লোনইন, গুয়ারেনা, হেলে, **হাইয়স, ইগ্নে, আইয়ড, জ্যাট্রোফা, ড্রসিরা, হিপা, *মার্ক-কর, মার্ক-সল্, কেলি-ব্রো, কেলি-কার্ব, *ক্যান্থা, কেলি-না, ল্যাক্‌টুকা, লিলি-টি, *ল্যাকে, লুপিউলাস, লাইকো, মিলি-কোলিয়াম্, মিনিয়াস্থ, মার্ক-না, মার্ক-সাল্‌ফিউ, মেজি, মর্‌ফিয়া, নিকোটিনাম্, নাইট্রি-এসি, নাইট্রো-অক্স, নাক্স-ভ, **ওপিয়াম্ অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাটি, **প্লাম্বাম্, *ফস্ সোরি, সিকেলি, স্যাণ্টোনিন্, হ্রিয়াম্, হ্রডোডেন, ষ্ট্রাম-ট, ষ্ট্রামো, ষ্ট্রীক্‌নিয়া, সাল্‌ফ-এসি, থিয়া (চা), ট্যাক্‌সাস্, **ভিরাট্, ভাইপেরা, জিঙ্ক্‌সাল্‌ফ।

{ ডিলিরিয়াম্ বাক্যে ও কার্য্যাদিতে প্রকাশ। }

(অন্যান্যবিধ বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্ ডাঃ জারের ডিলিরিয়াম্ ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ)।

৩। নানা প্রকার কাল্পনিক বাক্য—(১) বেল্, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা ; (২) ক্যামো, জেল্‌স, হাইয়স্, ওপি, সাইলি, সিপি, স্পঞ্জি ; (৩) গ্র্যাফা।

৪। ডিলিরিয়ামে বকিতে থাকিলে—(১) বেল্, হ্রাস, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্ ; (২) ক্যাক্‌টা, ল্যাকে, ওপি।

৫। বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা—(১) বেল্ হাইয়স, ষ্ট্র্যামো; (২) নাক্স-ভ।

৬। বিকারে ধর্ম্মবিষয় সম্বন্ধে লক্ষণ প্রকাশ—বেল, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্, অরা, ক্রোকা, ল্যাকে, প্ল্যাটি, সাল্ফ, এলকোহল।

৭। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা—বেল; নাক্স-ভ, ওপি, আর্স, ক্যাম্থা, হিপা।

৮। বিকারে কুকুর ডাকার ন্যায় শব্দ করে—*বেল্।

৯। ,, স্বকৃত দোষ জন্য নিজকে নিজে তিরস্কার করিতে থাকে—ওপি।

১০। ,, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে—বেল্।

১১। ,, বিষয় কর্ম্মের সম্বন্ধে পচাল পাড়া—ডোরিফোরা, ওপি, ব্রাই।

১২। ,, গোলযোগ পূর্ণ কথা বলিতে থাকে—বেল্।

১৩। ,, অসংলগ্ন বিষয় বলিতে থাকে—*ওপি।

১৪। ,, কুকুর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে—বেল্।

১৫। ,, অসংলগ্ন কথা—*ষ্ট্র্যামো, (এই প্রকার রাত্রিতে হইলে—বেল্)।

১৬। ,, অত্যন্ত পচাল পাড়িলে—বেল্, ডোরি, *ওপি, *ফস, ভিরাট্ ষ্ট্র্যামো, (রাত্রিতে—মিলিফোলিয়া, ওপি, প্লাম্বা)।

১৭। ,, আপনি বকিতে থাকে--ট্যাবেকা, বেল্, মার্ক-সল্।

১৮। ,, ,, আপনি আস্তে আস্তে পচাল পাড়ে—এইল্যান্থাস, ডোরি, কেলি-সা *মার্ক, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো। ঐ প্রকার নিদ্রাবস্থায় করা—আর্স)।

১৯। " পদ্যের কথা বলিতে থাকে—থিয়।

২০। ,, ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে—ক্যানাবিস-ইণ্ডি।

২১। বিকারে ভৎর্সনা করে, গালাগালি দেয়—মার্ক-সল, লাইকো।

২২। ,, অতি চীৎকার করিয়া কথাবার্ত্তা বলে—ষ্ট্র্যামো।

২৩। ,, দুঃখ প্রকাশ—একোন্, বেল্, পাল্স্।

২৪। ,, যেন কার্য্য-কর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত—বেল্, ক্যাম্ফ, হাই-য়স্, কেলি-সাইনেটাস্, *ষ্ট্র্যামো।

২৫। ,, ক্রন্দনশীল—এগারিকাস-প্রুসিয়াস, বেল্।

২৬। বিকারে চীৎকার করা—এপিস, প্ল্যাণ্টেগো, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্-ভি, এট্রোপি, বেল্।

২৭। ডিলিরিয়াম্ গর্ব্বপূর্ণ—লাইকো।

২৮। বিকারে ক্রোধপূর্ণ ভাব সমস্ত প্রকাশ—একোন, বেল্, সিমিসিফি, ওপি, প্লাম্বা, ভিরাট্।

২৯। ,, ক্রোধপূর্ণ—*বেল্, একৃটিয়া-স্পাই, এণ্টি-সালফ, ক্যাম্ফ, *ক্যাম্থা, কুপ্রা-এসি, ক্যানাবিস্-স্যাটা, কার্ব্বণ-সালফ, *লাইকো, *ইনাম্থি, ওপি, ফস, প্লাম্বা, *ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্টু, (রাত্রিতে—একোন); (মধ্যাহ্নে—ব্রাই); (নিদ্রার পর—ফস্)। (পর্য্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম্ ও ধর্ম্মবিষয়ে উত্তেজনা—এগারিকাস্-মা)।

৩০। ,, শাসনাতীত—আর্স।

৩১। ,, উন্মাদের ন্যায়—একোন, কোরিএরিয়া-রাসিফোলিয়া, ইনাম্থি, সিকেলি, *ষ্ট্র্যামো, মার্ক-সল্।

৩২। ,, নির্ব্বোধের ন্যায়—ষ্ট্র্যামো।

৩৩। " অত্যন্ত ক্ষেপা অবস্থা—এট্রোপি, আর্স, হাইয়স্।

৩৪। ,, মারিতে বা প্রহার করিতে চেষ্টা করে—বেল্।

৩৫। ,, অত্যন্ত উগ্রতাপূর্ণ, উন্মত্তভাবযুক্ত—এল্কোহল, আর্স, বেল্ ক্যাল্কা, একোন, কল্চি, কোরিএরিয়া-রাসিফো, ড্যাল্কা, লোবে-লিয়া, মার্ক-সাই, এগারি-মা, মস্কাস্, ষ্ট্র্যামো, *ওপি, সিকেলি, ভাইপেরা, (৫টা

সন্ধ্যার সময়—প্লাম্বা); (রাত্রিতে—বেল্, গ্র্যাফা, নাক্স-ভ); কন্‌ভাল্‌শনের সময়—আর্স); (জ্বরের সময়—জুনিপার, মর্‌ফিয়া, সাল্‌ফ-এসি)। (নিদ্রাবস্থায়—কুপ্রা-এসি, মিউর-এসি)। (পর্য্যায়ক্রমে এই প্রকার ডিলিরিয়াম্ ও জ্ঞান উদয়—একোন)।

৩৬। বিকারে হাস্য ও আনন্দ—(১) বেল্; (২) একোন্, ওপি, সাল্‌ফা, ভিরাট্।

৩৭। ,, হাস্যপূর্ণ—বেল, হাইয়স্, ষ্ট্র্যামো, থিয়া, (দুই প্রহর রাত্রিতে—সিপি), আক্ষেপযুক্ত হাঁসি কিম্বা উন্মত্তের ন্যায় হাঁসি—বেল্।

৩৮। ডিলিরিয়াম্ বা বিকারে পরিহাসজনক কৌতুক করা—ল্যাক্‌টুকা।

৩৯। ডিলিরিয়াম্ কৌতুকজনক—ভিরাট্।

৪০। ডিলিরিয়ামে গান করে—ল্যাক্‌টুকা, ষ্ট্র্যামো।

৪১। ডিলিরিয়ামে আনন্দপূর্ণ—এগারিকাস্-মা, *বেল্, ক্যানাবিস-স্যাটা, হাইয়স, ষ্ট্র্যামো, ল্যাক্‌টু। (পর্য্যায়ক্রমে আনন্দময় ও বিষাদযুক্ত ডিলিরিয়াম্, এগারিকাস-মা)।

৪২। ,, অন্যায় কার্য্য সকল করে—সিকেলি।

৪৩। ,, বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে এদিক ওদিক নিক্ষেপ করে—বেল্।

৪৪। ,, ছুরিকা হস্তে লোককে আক্রমণ করা—হাইয়স্।

৪৫। ,, কামড়ায়—হাইড্রোসি-এসি, * বেল্।

৪৬। ,, শূন্য স্থানে কিছু যেন ধরিতে চেষ্টা করিতেছে—হাইয়স্।

৪৭। ,, মুচকি হাঁসি হাঁসে—হাইওসায়েমিন্।

৪৮। ,, মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরে—এট্রোপি।

৪৯। ,, যেন অন্ধকারে কিছু হাতড়াইয়া অন্বেষণ করিতেছে—প্লাম্বা। (হাতড়ান ও খোঁটা—৫৭ প্যারা দেখ)।

৫০। বিকারে হাতড়ান কিম্বা খোঁটা—আর্স, এল্‌কোহল, এট্রোপি, বেল্, কল্‌চি, কোনা, ডাল্‌কা, হাইয়স্, হাইওসায়েমিন্, আইয়ড্, ফস, জিঙ্ক্-মেটা, **ষ্ট্র্যামো। রাত্রিতে—এট্রোপি, সোলেনাম-না, ৫৭ প্যারা দেখ।

৫১। নাসিকা খোঁটে—*সিনা, জিঙ্ক্; * এরাম্।

৫২। নাসিকার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে থাকে—*সিনা।

৫৩। বিকারে ঘরের দেয়ালে ঘুসি মারিতে থাকে—কোনা।

৫৪। " ঝাঁকি মারিতে থাকে—একোন্।

৫৫। " গোময়, কর্দ্দম এবং লালা চাটিয়া খাওয়া—মার্ক-সল।

৫৬। " কথা বলার ন্যায় যেন দুইটী ওষ্ঠ নাড়িতে থাকে—বেল্।

৫৭। বিকারে বিছানার কাপড় ধরিয়া টানা—* হাইয়স্। (৪৯, ৫০ প্যারা দেখ)।

৫৮। " থুথু ফেলিয়া তাহা চাটিয়া উঠায় অথবা মেজিয়াতে রগড়াইয়া ফেলে—মার্ক-সল্।

৫৯। " ঘরের মেজিয়াতে প্রস্রাব করে—প্লাম্বাম্।

৬০। " পলাইতে চেষ্টা করে—এল্‌কোহল, বেল, কুপ্রাম্, ডিজি, ফস, *ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, ভিরাট্। (এই প্রকার, রাত্রে—ম্যার্ক)।

৬১। বিকারে বিছানা হইতে পলাইতে চায়—একোন, এল্‌কোহল, এট্রোপি, বেল্, আর্স, ব্রাই, চায়না, সিকুটা-ভি, গ্যালি-এসি, হাইয়স্, মার্ক-কর, মার্ক-সি, ওপি, ফস্, প্লাম্বা, সোলেনাম্, সাল্‌ফ-এসি।

৬২। বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠা এবং বাহির হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা—(১) *বেল্, ব্রাই; (২) একোন, কলোসি, ওপি।

৬৩। বিছানা হইতে লম্ফ দিয়া উঠে—একোন্, বেল্, ল্যাক্টু, মার্ক-সল্।

৬৪। ,, ,, লম্ফ দিয়া জলে পড়ে—বেল্, সিকেলি।

৬৫। বিকারে দৌড়ান—বেল্, কোনা।

৬৬। ,, আপন কন্যাকে দেখিব বলিয়া উত্থান করে—আর্স।

৬৭। ,, ঐ প্রকার জ্বরের সময় উঠিতে চাহিলে—মর্ফিয়া।

৬৮। ,, বিছানা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিয়া যাইবার চেষ্টা—বেল্।

৬৯। ,, আপন গর্ব্ভজ সন্তানদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাওয়া—লাইকো।

৭০। ,, বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ করা—বেল্।

৭১। ,, তাহার আপন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করা—সিকেলি।

৭২। ,, ঘরের বাহির হইতে চায়—এগারিকাস্-ষ্টারকো, বেল্, ওপি।

{ ডিলিরিয়ামে ভয়, ব্যাকুলতা, স্বপ্ন, বিভীষিকা ইত্যাদি। }

(অন্যান্য বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্ ও ডাঃ জারের ডিলিরিয়াম্-ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ)।

৭৩। ব্যাকুলতা ও ভয়যুক্ত ডিলিরিয়াম্—(১) একোন, বেল্, হাইয়স্, * ওপি, পালস, ষ্ট্র্যামো; (২) এনাকা, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যাল্-কা, সিমিসিফি, সাইপ্রিপেড্।

৭৪। স্বপ্ন ও নানা প্রকার বিভীষিকা দেখা—(১) * বেল্, হাইয়স, ওপি, ষ্ট্র্যামো; (২) আর্স, ক্যাক্টা, নাক্স-ভ, সাল্ফা; (৩) ক্যাল্কে,

ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্ব-ভ, ড্রসি, হেলে, নাইট্রি-এসি, প্ল্যাটি, সেঙ্গু, ভিরাট্।

৭৫। কোন স্থানের সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখা—বেল্, ব্রাই, ল্যাকে, ভিরাট্।

৭৬। কোন স্বপ্ন দেখা—এট্রোপি, বেল্।

৭৭। স্বপ্ন ভয়যুক্ত—এট্রোপি, ওপি, হ্রডো।

৭৮। ভয় প্রকাশ করিয়া বলে—বেল্।

অচৈতন্য অবস্থাসহ ডিলিরিয়াম্

(অচৈতন্য অবস্থা ; ডাঃ জারেব ডিলিরিয়াম্-ব্যবস্থা দেখ)।

৭৯। পর্য্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম্ এবং অজ্ঞানাবস্থা—প্লাম্বাম্।

৮০। ঐ ঐ অবস্থা অপস্মার রোগের পর হইলে—প্লাম্বাম্।

৮১। ঐ ঐ অবস্থা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত আলস্য—বেল্।

৮২। ঐ ঐ অবস্থা ও নিদ্রা—ককিউ, প্লাম্বা, ভাইপেরা।

৮৩। ঐ অবস্থায় কাহাকেও চিনিতে পারে না—মার্ক-সল্, ষ্ট্র্যামো।

ডিলিরিয়াম্ জ্বর-সহ

৮৪। ডিলিরিয়াম্ জ্বরের উষ্ণাবস্থায়—এণ্টি-টা, ** আর্ণি, আর্স, বেল্, কার্ব-ভ, **চায়নি-সা, সিনা, চায়না, কফি, জেল্‌স্, হিপা, ইগ্নে, ল্যাক্‌নেন্থি, **ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, **পডো, ল্যাকে, *সোরি, স্যাবাডি, সেঙ্গু, সিকেলি, স্পঞ্জি **ষ্ট্র্যামো, * ভিরাট্।

৮৫। ডিলিরিয়াম্ জ্বরের শীতাবস্থায়—*আর্ণি, বেল্, **ন্যাট্রা-মি, নাক্‌স-ভ, সাল্‌ফা, ভিরাট্। (জ্বর দেখ)।

৮৬। ,, জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়—থুজা। (জ্বর দেখ)।

৮৭। ডিলিরিয়াম ঈষৎ জ্বরসহ—সালফার, (রাত্রিতে—ব্যারাইটা-কার্ব)।

৮৮। ,, টাইফয়েড জ্বরে—এট্রোপি।

৮৯। জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম্‌ থাকিলে অথবা মস্তিষ্কে অত্যন্ত উত্তেজনা হইলে—(১) বেল্‌, ক্যাক্‌টা, হাইয়স, ল্যাক্‌নেন, ওপি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্‌-এল্‌ব্‌, ভিরাট্‌-ভি ; (২) * একোন, আরাম, * ব্রাই, * কুপ্রা, ল্যাকেসিস্‌, লাইকো, মর্‌ফিয়া, নাক্‌স-ভ, ফস্‌, সাল্‌ফা, * সাল্‌ফ-এ ; (৩) আর্ণি, আর্স, চায়না, ব্যাপটি, বাফো, ক্যাল্‌কে, ক্যান্থা, ক্যামো, সিমি, সিফিউ, সিনা, সাইপ্রিপেড্‌, জেল্‌স, ইগ্নে, কেলি, পডো, পাল্‌স, হ্রাস, সেঙ্গু, সিকে, স্পঞ্জি, এইলেন্থাস, ইথু। (জ্বর দেখ)

{ অন্যান্য বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম্‌ }

(উপরোল্লিখিত লক্ষণাদি ও ডাঃ জারের
ডিলিরিয়াম্‌-ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ।)

৯০। ডিলিরিয়াম্‌ ঘর্ম্ম হওয়াতে উপশম বোধ হয়—ইথু।

৯১। ডিলিরিয়ামে অস্থির—একোন্‌, এট্রোপি, প্ল্যাম্বা।

৯২। ,, হিংসাপূর্ণ—লাইকো।

৯৩। ,, আপন বিষ্ঠা খাইতে চায়—ভিরাট।

৯৪। ,, লড়াই করিতে ইচ্ছা—বেল্‌, হাইয়স্‌।

৯৫। ,, ঔষধ খাইতে চায় না—এগারিকাস-প্রুসিয়াস্‌।

৯৬। ,, গাত্রে হাত দিতে দেয় না—মার্ক-সল্‌, *এন্টি-ক্রুড্‌।

৯৭। ডিলিরিয়ামে খাম্‌ খেয়ালীযুক্ত—বেল্‌।

৯৮। ,, শান্তভাবাপন্ন—কুপ্রা-এসি, হাইয়স, হাইয়সায়েমিন্‌, প্ল্যাষ্টিনেকা, ফস্‌, প্ল্যাম্বা, ট্যাবেকা।

৯৯। ডিলিরিয়ামে শরীর দোলাইতে থাকে—হাইয়স্।

১০০। ,, শরীর ভূমিতে লুটায়—ওপি।

১০১। ডিলিরিয়াম্, বালকের সঙ্গে ঝগড়া করে—এগারিকাস্-মা।

১০২। ,, নীরব—এগারি-মা, সিকেলি।

১০৩। ,, প্যারক্সিজম্‌যুক্ত অর্থাৎ সময় সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়—বেল্,, কোনা।

১০৪। ,, বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সাময়িক—সেম্বু।

১০৫। ,, হঠাৎ—ষ্ট্র্যামো।

১০৬। ,, ডিলিরিয়ামে হিষ্টিরিয়া রোগ সদৃশ—বেল্।

১০৭। ,, জড় বুদ্ধির ন্যায়—ষ্ট্র্যামো।

১০৮। ,, ডিলিরিয়াম্ যেন মাদক সেবনে মত্ততা প্রাপ্ত—কোরিএরিয়া-রাসিফো, কার্ব-এনি, ভাইপেরা।

১০৯। ,, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে—হাইয়স্।

১১০। বন্য পশুর ন্যায়—কল্‌চি, হাইড্রো-এসি, হাইয়স্, ষ্ট্যাট্রা, সাল্ফ, * ষ্ট্র্যামো। (রাত্রিতে ডিলিরিয়াম্—গ্যালিক্-এসি)।

১১১। বিকারে শিরোলুণ্ঠন—বেল্, ব্রাই, * হেলে, * পডো, সাইলি, * ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক্।

১১২। ,, দন্ত কিড়মিড়্ বা দন্ত কট্‌কট্ করা—(ইতঃপূর্ব্বে "দন্ত" মধ্যে ৫ক হইতে জ পর্য্যন্ত দেখ)।—

১১৩। ,, জিহ্বা নির্গত করা—("জিহ্বা" ইত্যাদি মধ্যে ৮৯, ২১, ২২ প্যারা দেখ)।

ডাক্তার জার ডিলিরিয়াম্ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। }:—

১১৪। ডিলিরিয়াম্ অধিকারে—বেল্, ক্যাম্ফা, কোনা, কুপ্রা, নাক্স-ম।

১১৫। ডিলিরিয়াম্ রজনীতে, কিন্তু দিবসে থাকে না—বেল্।

১১৬। ,, কেবল রজনীতে—ব্রাই, ডাক্ক।

১১৭। ,, রজনীতে বেদনা বৃদ্ধির সহিত—ডাল্কা।

১১৮। ,, পথ্যের পর ভাল বোধ হয়—বেল্।

১১৯। বিকার, ক্রোধ, উগ্রতা অথবা অত্যাচারপূর্ণ ঃ—

প্ল্যাম্বাম্—ক্রোধ, অথবা উগ্রতাপূর্ণ। পচালপাড়া। মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে। সর্ব্বদা অথবা সময় সময় ও অত্যাচারযুক্ত ডিলিরিয়াস্ (রাত্রিতে); মধ্যে মধ্যে চৈতন্যশূন্য নিদ্রা।

ওপিয়াম্—উগ্রতা ও অত্যাচারপূর্ণ ডিলিরিয়াম্।

১২০। বিকারে রোগী উঠিয়া পলাইতে চায় ঃ—

ভিরাট্—অত্যন্ত গোলযোগ ও অত্যাচার করে; ধরিয়া রাখা অসাধ্য; উঠিয়া পলাইতে চায়।

বেলাডোনা—বিকারে যেন বাড়ীতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করে।

হাইয়স্—বিকারে অস্থির, বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে চায়।

১২১। বিকারে বলিতে থাকে যে পীড়া তাহার মস্তকের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হইবে; সে এই কথা বলিয়া শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে ঃ—ষ্ট্র্যামো।

১২২। ডিলিরিয়াম, পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধীয় ঃ—

ওপিয়াম্,—চক্ষু উন্মীলিত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে; যেন কোন স্বপ্ন দেখিতেছে।

১২৩। বিকার, কিন্তু মাঝে মাঝে সুস্থ অবস্থা দেখা যায় ঃ—

ষ্ট্র্যামো—ডিলিরিয়াম্ ও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু জ্ঞানোদয় হয়, সেই

জ্ঞানোদয় সময় জাগ্রতাবস্থায় যে স্বপ্নের ন্যায় দেখিতেছিল তাহা স্মরণ হয়; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সুস্থাবস্থার সময়টুকুতে সে যাহা করিয়াছিল বা বলিয়াছিল তাহা কিছুমাত্র মনে থাকে না। যখন সুস্থ থাকে তখন সে পড়িয়া যাইবে এই ভয়ে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে প্রার্থনা করে।

১২৪। ডিলিরিয়াম, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঃ—

ভিরাট্—শরীর শীতল, চক্ষু উন্মীলিত এবং বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে। যাহা করিব বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা করিতে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সে মনে করে যেন বাড়িতে নাই, অন্য কোথায় আছে এবং তজ্জন্য প্রেয়ার অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনা করিতে থাকে।

১২৫। ডিলিরিয়াম্ ইন্‌কোহেরেণ্ট অর্থাৎ অসংলগ্ন কর্থাবার্ত্তা ও ব্যবহার ঃ—

বেল্—স্বপ্নে যেন কথাবার্ত্তা বলে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে যে, তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে কারণ অগ্নি লাগিয়া সমস্ত পুড়িয়া যাইতেছে। অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা (সন্ধ্যাকালে)।

ষ্ট্রামো—যদি পিতা জিজ্ঞাসা করে তুমি আমায় চিনিতে পার? তখন রোগগ্রস্ত বালক উত্তর করে "বাবা তুমি? এবং তখন অঙ্গুলিচয় দ্বারা তাহার পিতার মুখে আস্তে আস্তে আঘাত করে অথবা হাত বুলায় কিম্বা আঁচড়াইতে থাকে।

হাইয়স্—অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা।

১২৬। ডিলিরিরাম স্বপ্নপূর্ণ ঃ—

ওপিয়াম্—বিকারে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, একটী লোক মুখে মুখোস (কৃত্রিম মুখ) পরিয়া তাহার নিকট আসিতেছে; কখন হাসি; কখন বা মনুষ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠে এবং এই ভয়ে ভীত হয় যেন কেহ তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ করিবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে বিকারগ্রস্ত মনে করে তবে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালাগালি দেয়। বিকারে ভূত, দৈত্য দানব, নানা প্রকার বিকৃত মূর্ত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে।

ষ্ট্র্যামো—তাহার নিকটে "কুকুর, বিড়াল, খরগোস্‌ ইত্যাদি আসিল" এই কথা উচ্চৈঃশব্দে বলে।

বেল্‌—নেক্‌ড়ে বাঘ, ষাঁড়, যুদ্ধ, সৈন্যসামন্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। তাহার চতুর্দ্দিকে যেন কুকুর সমস্ত চরিয়া বেড়াইতেছে। ক্রোধ; কুকুর সম্বন্ধে পচাল পাড়া, বাহু এবং মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠা।

১২৭। বিকারে অনবরত অত্যন্ত বকিতে থাকেঃ—

নাক্স.ম—চুপ করাইয়া স্থির ভাবে রাখা যায় না। উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার অসঙ্গত কথা বলে ও বহুবিধ বিকট অঙ্গভঙ্গী করে। বিকার ও তৎসঙ্গে মাথাঘোরা।

বেল—মরণ বা কামভাবপূর্ণ কথাবার্ত্তা। উন্মাদের ন্যায় কথাবার্ত্তা ও দুই চক্ষু বিস্ফারিত যেন ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। বালকের ন্যায় কথা।

ষ্ট্র্যামো—অত্যন্ত কথা বলা।

ওপিয়াম্‌—গোলযোগপূর্ণ কথাবার্ত্তা, তৎসঙ্গে গরম ও ব্যাকুলতা ভাব যেন মাদক সেবন করিয়াছে। কিছু বলিয়া পুনরায় তাহা প্রত্যাহার করে যেন সে তাহা বলিয়া ভীত হইয়াছে। সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ ও উগ্রভাবাপন্ন হইয়া নিকটে যে ব্যক্তি থাকে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরে।

১২৮। বিকারে বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে থাকেঃ—

হাইয়স্‌—বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া পচাল পাড়া ও আকাশ মধ্যে যেন কিছু ধরিবার চেষ্টা করিয়া অঙ্গুলি-ক্রীড়া করিতে থাকে; ইহাকে কর-ক্রীড়া (Carphology) বলে। বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অসঙ্গত কথা বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বলিতে থাকে।

বেল্‌—নিদ্রিতের ন্যায় আস্তে আস্তে বকিতে থাকে।

এন্টি-টা—আস্তে আস্তে পচাল পাড়ে।

১২৯। বিকার ও তৎসঙ্গে ভয়ঃ—

ষ্ট্র্যামো—মনে করে যেন সে একাকী রহিয়াছে এবং তাহাতে অত্যন্ত ভয় পায় ও পলাইতে চেষ্টা করে। দুই প্রহর রাত্রিতে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে এবং ঘরের ভিতর দৌড়িয়া বেড়ায়, যে তাহার নিকট যায় তাহাকেই সে

ধরে, এবং বলিতে থাকে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে ; এবং পুনঃ পুনঃ বলে যে "তোমরা আর আমাকে পাইবে না।" কুকুরে কামড়াইবে বলিয়া নিতান্ত ভয়।

১৩০। কয়েকটী বিশেষ বিশেষ প্রকারের ডিলিরিয়াম্ ঃ—

আর্স—বিকার ও তৎসঙ্গে উন্মীলিত চক্ষু।

একোন—কখন কান্না, কখন হাসি, কখন বা ক্রোধ।

ষ্ট্র্যামো—স্মৃতি ও জ্ঞানবিভ্রম।

চায়নিনাম্-সাল্ফ—ডিলিরিয়াম্ ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া এবং বুদ্ধি স্থির করিতে অক্ষম। শরীর গরম, নাড়ী দ্রুত, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, ও এতৎসঙ্গে বিকারে যেন অজ্ঞানের ন্যায় অবস্থাপন্ন হয়।

প্লাম্বাম্-এসিটা—রাত্রিতে ডিলিরিয়াম্ ও তৎসহ চক্ষু স্ফীত।

ক্যাম্ফার—নানা প্রকার অন্যায় প্রস্তাব করে।

ব্রাইওনিয়া—বিকারে (প্রাতঃকালে) বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। সন্ধ্যার সময়ে নিদ্রা ; পলাইতে ইচ্ছা ; সন্ধ্যাকালে ডিলিরিয়াম্, তাড়াতাড়ি কথা বলিয়া ফেলে ; মনে করে সে যেন অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে রহিয়াছে, বাটিতে প্রস্থান করিতে চায়।

বেল্—উন্মাদাবস্থাপন্ন বিকার। অনবরত অনেকক্ষণ অথবা সময়ে সময় সানন্দভাব থাকিয়া পুনঃ ক্রোধাবিষ্ট বইয়া পড়ে।"

(ডিলিরিয়াম্ সম্বন্ধে ও নানাবিধ বিকারজনিত বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব পরে দেখ)।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত
অবস্থানিচয়।

(৪)

ডিলিউসন বা বিভীষিকা দর্শন।

(Delusion)

অর্থাৎ

বিকারজনিত নানা প্রকার অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও
বিকৃত মানসিক দর্শন।

[ডিলিরিয়াম্ মানসিক লক্ষণচয়, স্বপ্ন, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদি দেখ]

১। বিভীষিকা-দর্শন অধিকারে—এব্‌সিন্থ, এলকোহল, আস, এট্রোপি, বেল্, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, কারলস্‌ব্যাড্, চায়না, সিকুটা-ভি, কোকা, কফি, কোনা, ডিজিটেলিন্, ইউপেটো-পার্‌পিউ, গ্র্যাণেটাম, হাইয়স্, আইয়ড্, কেলি-ব্রো, লাইকো, মার্ক, মরফিয়া, * ওপিয়াম্, অক্‌জেলি-এসি, স্যালিসাইলিক্-এসি, সেণ্টোনিন, ষ্ট্র্যামো।

২। ডিলিউসন, প্রায় জাগ্রতাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিবা মাত্র—পিডাম্।

৩। ডিলিউসনে যেন স্বর্গে আছে—ক্যানা-ইণ্ডি, ওপি।

৪। ,, নরকের দ্বারে উপস্থিত—এগারিকাস্-মা, ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, (যেন নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারে না—মার্ক-সল্)।

৫। ,, যেন বিদেশে আছে—ভেলেরি।

৬। ,, অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ মনে করে—ক্যানা-ইণ্ডি।

৭। ,, বিচারশক্তি হারা—একোন্, ক্যানা-ইণ্ডি, চেলিডো, * মার্ক-সল, ন্যাট্রা-মি।

৮। ডিলিউসনে শরীর নিতান্ত সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র বোধ—ক্যানা-ইণ্ডি।

৯। ,, কোন কাল্পনিক শব্দ শুনিতে পায়—হাইয়স্।

১০। ,, শরীর সুদীর্ঘ বোধ হয়—ষ্ট্র্যামো।

১১। ,, শরীর মোটা বোধ হয়—ক্যানা-ইণ্ডি।

১২। ,, সকলই অপরিচিত বোধ হয়—সিকুটা-ভি।

১৩। ,, যেন কোন কণ্ঠস্বর শুনিতেছে—ক্যানা-স্যাটা, (নিজের শব্দ অপরিচিত ও বজ্রতুল্য বোধ হয়—ক্যানা-ইণ্ডি); (অন্যায় কথা বার্ত্তা বলা—নাইট্রি-এসি); যেন কোন কাল্পনিক ব্যক্তির সহ উচ্চৈঃস্বরে ও অসংলগ্ন প্রকারে কথাবার্ত্তা বলিতেছে—বেল্); (যেন কোন ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে—সিপি)।

১৪। ,, সন্তরণ—ক্যানা-ইণ্ডি।

১৫। ,, তাহার নিকটে যেন কেহ শুইয়া আছে—পিট্রোল।

১৬। ডিলিউসনে বায়ুতে ভাসমান—ক্যানা-ইণ্ডি, ক্লোরফরম্, কেলি-ব্রো, বেল্।

১৭। ,, অপদেবতা যেন রান্না করিতেছে—ক্যানা-ইণ্ডি।

১৮। ,, জীবজন্তু দর্শন—এবসিন্থ, স্যাণ্টোনিন্, ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্টুলা; (ভয়ানক জীব দর্শন—ওপি)।

১৯। ,, শয্যায় পিপীলিকা দর্শন—প্লাম্বা।

২০। ,, পক্ষী ও কীট দর্শন—বেল্।

২১। ,, ডিলিউসনে কীটাদি দেখা—বেল্, ষ্ট্র্যামো।

২২। ,, প্রজাপতি দেখা—ক্যানা-ইণ্ডি, বেল্।

২৩। ,, মৃত ব্যক্তিদিগকে দর্শন—ষ্ট্রিকনিয়া, হিপা, ক্যানা-ইণ্ডি, কোনায়ম্, এগারি-মা, আর্স, বেল্, (সন্তানের মৃত্যু—কেলি-ব্রো; স্বীয় মৃত্যু—ক্যাম্ফর)।

২৪। ডিলিউশনে ময়ূর দর্শন—হাইয়স্।

২৫। ,, সরীসৃপ দেখে—বেল্।

২৬। ,, মন্দ স্বপ্ন—এলাম্।

২৭। ,, মন্ত্রাদি পাঠ দেখা—কফিয়া-টোষ্টা।

২৮। ,, নানা প্রকার মুখাকৃতি দেখে—ট্যারেণ্টুলা; ফস্, পিক্রি-এসি, এম্ব্রা, * ক্যানা-ইণ্ডি, কষ্টি, আর্জ্জেণ্টা-নাইট্রা।

২৯। ,, মূর্ত্তি নানা প্রকার দেখে—বেল, মার্ক, লাইকো, কোকা, প্লাম্বা, স্থাণ্টোনিন্, ষ্ট্যাট্রা-কার্ব, সাল্‌ফা, ষ্ট্র্যামো, মস্কাস্; (প্রকাণ্ড মূর্ত্তি—এট্রোপি); (ভয়ানক মূর্ত্তি—এট্রোপি, কোকা, ষ্ট্র্যামো)।

৩০। ,, অগ্নি দর্শন—বেল, ষ্ট্র্যামো, এমোনি-মি, (প্রতিবাসীর গৃহে অগ্নি—হিপা)।

৩১। ,, ভয়পূর্ণ দর্শন—এব্‌সিন্থ, এট্রোপি, বেল, ক্যাম্ফর, ওপি, হুডো, ক্যাল্‌-কা, কার্ব-ভ, নাইট্রি-এসি, ফস, ট্যাবেকা, কষ্টি, চায়না, স্পঞ্জিয়া।

৩২। ,, ডিলিউসনে ভূত, প্রেত ইত্যাদি দর্শন—আর্স, ওপি, ফাইজোষ্টিগ, ট্যারেণ্টু, এট্রোপি, মার্ক, ব্রোমিয়াম্। (চক্ষু মুদ্রিত করিলে এই প্রকার দেখে—ষ্ট্র্যামো।

৩৩। ,, মৎস্য দেখা—বেল্।

৩৪। ,, শত্রু দর্শন—এল্‌কোহল, এমোনি-মি, (প্রত্যেক ব্যক্তিকে শত্রুর ন্যায় মনে করে—মার্ক-সল, এনাকা)।

৩৫। ,, দেবতা দর্শন—ক্যানা-ইণ্ডি, ইথু।

৩৬। ,, মনুষ্য দর্শন—আর্স, ক্যানা-ইণ্ডি, (সুদীর্ঘ শ্মশ্রুপূর্ণ বৃদ্ধ; বিকৃতবদনযুক্ত মনুষ্য—লরোসিরেসাস্)।

৩৭। ,, ইন্দুর দেখা—বেল, ইথু, এব্‌সিন্থ।

৩৮। ,, দুর্ভাগ্য দর্শনে ক্রন্দন—ভিরাট্।

৩৯। ডিলিউশনে কোন বস্তু দর্শন ও তাহা ধরিতে চেষ্টা—আর্স, এট্রোপি, বেল, হাইয়স, ইনাম্বিস।

৪০। „ যেন কোন জন্তু তাহাকে গ্রাস করিতেছে—হাইয়স।

৪১। „ মনে করে যেন তাহার রোগ আরোগ্য হইবে না—প্লাম্বা।

৪২। „ আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক যেন পরিত্যক্ত—কেলি-ব্রো, *ষ্ট্র্যামো।

৪৩। „ মনে করে কেহ যেন ঘরে প্রবেশ করিতেছে—কোনা।

৪৪। „ আহার করিতে দেখা—এট্রোপি।

৪৫। „ নিজকে সম্রাট্ বলিয়া মনে করে—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি।

৪৬। „ চিকিৎসক আসিতেছে বিবেচনা করে—সিপি।

৪৭। ডিলিউশনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন কেহ আসিতেছে—এব্সিন্থ, প্লাম্বা; (চোর ডাকাইত আসিতেছে—এল্কোহল)। (চোর যেন গৃহে প্রবেশ করিতেছে—মার্ক-সল, আর্স)।

৪৮। „ বিষ দিয়া তাহাকে যেন বধ করা হইতেছে—প্লাম্বা, হাইয়স, হ্রাস।

৪৯। „ বিপদ দেখা—ফ্লুরও-এসি, কেলি-ব্রো, ষ্ট্র্যামো, ভেলিরি। (স্বপ্রাণের উপর বিপদ দেখা—প্লাম্বা); (পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির উপর বিপদ দেখা—কেলি-ব্রো।

৫০। „ হত্যা—(তাহাকে হত্যার জন্য যেন কেহ অর্থ লইয়াছে—ক্যানা-ইণ্ডি); (তাহার হত্যার জন্য পরামর্শ হইতেছে—প্লাম্বা; (তাহাকে যেন বধ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে—ষ্ট্র্যামো); তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন হত্যাকারী বলিয়া বোধ হয়—প্লাম্বা), তাহার মাতাকে যেন কেহ বধ করিয়াছে—নাক্স-ভ)

৫১। ডিলিউসনে উড়িয়া বেড়ান দেখা—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, ইথুজা, ওপিয়াম্, ইনাম্বি ; (রাত্রিতে—ক্যাম্ফর)।

৫২। ডিলিউসন্ রজনীতে—মার্ক।

৫৩। ডিলিউসন্, শীত হওয়ার পর—নাইট্রি-এসি।

৫৪। ডিলিউসন কন্ভাল্শনের পর—এব্সিন্থ্।

৫৫। ,, মনে করে যেন দম্ বন্ধ হইয়া প্রাণ যাইবে—ক্যানাবিস-ইণ্ডি।

৫৬। ,, সঙ্গীদিগকে বোধ হয় যেন তাহাদের অর্দ্ধেক শরীর মনুষ্য ও অর্দ্ধেক শরীর বৃক্ষ—ক্যানা-ইণ্ডি।

৫৭। ,, অশ্রদ্ধাযুক্ত মূর্ত্তি এবং স্বপ্ন—এলাম্।

৫৮। ,, কাল কুকুর দেখা—বেল্। (কুকুরে আক্রমণ করে ও কামড়ায়—*** ষ্ট্র্যামো) চতুর্দ্দিকে যেন কুকুরে ঘেরিয়া ধরিয়াছে—বেল্।

৫৯। ,, ঘোটক দর্শন—বেল্, (ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান দেখা—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি)।

৬০। ,, বস্ত্র দেখা—সাল্ফা। (তাহার কাপড় যেন উড়িয়া আকাশে লয় হইবে—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি)।

৬১। ,, বিভীষিকা দর্শন জ্বরের সময়—বেল্।

৬২। ,, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায়—ষ্ট্রাম্-কার্ব।

৬৩। ,, তর্ক বিতর্ক করা—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, হাইয়স।

৬৪। ,, সুন্দরী স্ত্রী দর্শন—ক্যানাবিস্-ই, কোকা।

৬৫। ,, কোন ব্যক্তিকে চিন্তা করা—প্লাম্বা।

৬৬। ,, মাতা কিম্বা ভগিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—এনাকা।

৬৭। ,, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়া ডাকা—হাইয়স্।

৬৮। ডিলিউসনে কাল বিড়াল দেখা—বেল্, এব্সিন্থ।

৬৯। ,, মনে করে সে যেন পুনরায় শিশুর ন্যায় হইয়াছে—সিকুটা-ভি। (শিশু বন্ধুদের সহিত যেন রহিয়াছে—ইথু)।

৭০। ,, সে যেন স্বয়ং খৃষ্টরূপ কিংবা কোন দেবতার রূপ ধারণ করিয়াছে—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি।

[ডিলিরিয়াম্ ও ডিলিউসন সম্বন্ধে বিশেষ বৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ]।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারজনিত অবস্থানিচয়।

(৫)

ইউরিমিয়া।

(Uræmia)
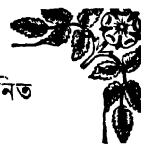
[মূত্রাভাব বা অনুৎপাদিত মূত্র এবং ওলাউঠার চিকিৎসা দেখ]।

১। অনুৎপাদিত-মূত্র বা মূত্রাল্পতা, শিরঃপীড়া, তন্দ্রা, নিদ্রা, ডিলিরিয়াম্, অচৈতন্যাবস্থা, আক্ষেপ, বমন ইত্যাদি ইউরিমিয়ার প্রধান লক্ষণ। ইহাতে ললাটপ্রদেশ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা তাহাতে ভার বোধ হইয়া থাকে; চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; কোল্যাপস্ হয় ও নাড়ী বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। ওলাউঠা রোগের ইউরিমিয়াতে রোগী পুনঃ পুনঃ শয্যায় উঠিয়া বসিতে থাকে। অনেক সময় বলপূর্ব্বক তাহাকে শোয়াইতে হয়।

২। মূত্রোৎপাদক-যন্ত্র কিড্নীর (Kidney) অর্থাৎ বৃক্কের কন্জেচ্শন্, প্রদাহ ইত্যাদি নানা প্রকার প্যাথলজিক্যাল পরিবর্ত্তন (নির্ম্মাণ বিধানের অবস্থান্তর) হওয়াতে মূত্রোৎপাদন কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। মূত্রোৎপাদন না হইলে ইউরিয়া, ইউরিক্-এসিড্ ইত্যাদি শারীরিক ধ্বংশ পদার্থ

সকল রক্তস্থ থাকিয়া যায়। এই সমস্ত ধ্বংস-পদার্থ শরীর হইতে যথা-পরিমাণে মূত্রসহ নির্গত না হইতে পারিলে বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। রক্তযোগে উক্ত বিষবৎ পদার্থচয় মস্তিষ্ক ও স্নায়ু বিধানাদিতে প্রবেশ করিলেই ইউরিমিয়া লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইতে থাকে; ইহা ঘোর সান্নিপাতিক বিকার বিশেষ। ইহার লক্ষণ সমস্ত কিঞ্চিৎ অধিকরূপে প্রকাশ হইলে চিকিৎসা নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া উঠে; অনেক সময় রোগীর ইহাতেই প্রাণ নষ্ট হয়। ওলাউঠার রিএক্সন (re-action) অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে চিকিৎসক মূত্র নিঃসরণ জন্য সাবধানে চেষ্টা করিবেন; নতুবা ইউরি-মিয়া হেতু রোগী প্রাণ হারাইবে। "মর্‌বাস্-ব্রাইটাই" (Morbus Brightii) অর্থাৎ প্রস্রাবে অধিক দিন যাবৎ এল্‌বুমেন্ হইলে ইউরিমিয়া জন্মিতে পারে। যে কারণেই হউক যথারীতি মূত্র উৎপাদিত না হইলেই ইউরিমিয়া জন্মিবার সম্ভাবনা। অনেক ম্যালিগ্ন্যাণ্ট (বিষাক্ত) জ্বররোগে বহু সময় পর্য্যন্ত মূত্র অনুৎপাদিত থাকিলে ইউরিমিয়ার লক্ষণচয় প্রকাশ পাইতে পারে, এই প্রকার জ্বররোগের বিকার ইউরিমিয়াজনিত উপসর্গসহ নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া পড়ে।

৩। ইউরিমিয়া অধিকারে—*আর্স, অরাম, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্বলি-এসি, কুপ্রা, হাইড্রোসি-এ, নিকোটীন, ফস্, * টেরিবিস্থ, * ক্যাস্থা, * বেল্, * হাইয়স, * ষ্ট্র্যামো * ওপি, কেলি-বা, সিকুটা, * য়্যারাম্-ট্রি।

৪। গর্ভাবস্থায়, স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরে, তরুণ (acute) ইউরিমিয়া ও তৎসঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে—এপিস্, বেল্, কোনা, কুপ্রা, গ্লোনইন্, জেল্‌স, ষ্ট্রামো, ভিরাট্-ভি।

৫। তরুণ ইউরিমিয়াসহ মোহযুক্ত নিদ্রায়—এগারি, বেল্, হাইড্রোসায়েনিক-এসি, ল্যাক্‌টুকা, ওপি।

৬। রক্তক্ষীণতা এবং শরীরের অসার অবস্থা (Paraly-tic Symptoms) সহ তরুণ ইউরিমিয়া হইলে—আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, চায়নি-সা, ফস্-এসি।

৭। মূত্রে এলবুমেন হেতু ইউরিমিয়া হইলে (বিশেষতঃ

গর্ব্ভাবস্থায়)—এপিস, এপোসাই, আর্স, অরা, বেল, বেঞ্জো-এসি, বার্ব্বেরিস্ ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাম্থা, চায়না, কল্‌চি, ডিজি, ডাল্কা, ফেরা, হেলেবো, হেলোনি, কেলি-কা, ল্যাকে, ল্যাক্‌টুকা, লিডা, লাইকো, মার্ক-কর, ফস্, ফাইটো, হ্রাস, প্লাম্বা, সেনিসিও, সিপিয়া, সাল্‌ফা, টেরিবিন্থ, ইউরেনিয়াম্ নাইট্রি-কাম্।

৮। আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা—তরুণ ইউরিমিয়া, কীড্‌নীর কন্‌জেচ্‌শন বা প্রদাহ হেতু হইলে পৃষ্ঠদেশে কিড্‌নী প্রদেশে এলোপ্যাথিক মতে প্রত্যুগ্রতাসাধন মানসে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার দেওয়া হয় এবং গ্রীবাদেশে ও শিরোপরি নানা প্রকার প্রত্যুগ্রতাসাধনজনক কার্য্য করা হয়। প্রয়োজন হইলে ক্যাথিটার্ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

[মরবাস্ ব্রাইটাই, গর্ভাবস্থা, স্কার্লেটিনা ইত্যাদির চিকিৎসা দেখ।

কলিমিয়া।

(Colæmia)

(৬)

ইউরিমিয়ার ন্যায় রক্তে ধ্বংসপদার্থ ও দূষিত পিত্ত মিশ্রিত হইয়া এই জাতীয় বিকার জন্মে। ন্যাবা বা কামল (জনডিস্ Jaundice) রোগ বহুদিন স্থায়ী হইলে যথারীতি পিত্ত নিঃসৃত হইতে পারে না। সুতরাং রক্ত পিত্তবিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহাকে কলিমিয়া বলে; কলিমিয়া হইলে ডিলিরিয়াম্, কন্‌ভাল্‌শন এবং কোমা উপস্থিত হয়; কখন কখন সংভ্রান্ত জ্বর হয়। অসাধ্য রোগী অবশেষে প্রাণত্যাগ করে। (তৃতীয় খণ্ডে দেখ) শিশু-যকৃতের শেষাবস্থায় অনেক শিশু কলিমা হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করে। এই অবস্থা জন্য—ক্রোটেলাস্, মার্ক-সল্, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদি কয়েকটী ঔষধ কার্য্যকারী হওয়া সম্ভাব্য।

ঘোর সান্নিপাতিক নানাবিধ বিকার
জনিত অবস্থানিচয়ের

বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব।

১। কোল্যাপ্‌স। ২। অচৈতন্যবস্থা। ৩। ডিলিরিয়াম্‌। ৪। ড্রিলিউসন্‌। ৫। ইউরিমিয়া। ৬। কলিমিয়া ইত্যাদি।

(১)

কোল্যাপ্‌স।

অর্থাৎ পতনাবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ।

ভৈষজ্য তত্ত্ব।

একোনাইট—যে কোল্যাপ্‌স বা পতনাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের অবসন্নাবস্থা আস্তে আস্তে উপস্থিত হয়, তাহাতে একোনাইট বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ১২শ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

কার্ব-ভেজিটেবিলিস্‌—যে রোগীর কোল্যাপ্‌ আস্তে আস্তে উপস্থিত হয় (বিশেষতঃ আর্স ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগের পর) তাহাতে ইহা অতি চমৎকার ষ্টিমুলেণ্ট অর্থাৎ উত্তেজনাজনক কার্য্য করে; এই সঙ্গে যদি উদর স্ফীত (পেট ফাঁপা) ও মলে দুর্গন্ধ থাকে তবে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্য সফল হইবে। যদি মন আর্স কিম্বা ভিরেট্রাম্‌ স্বভাবাপন্ন হয় তবে কার্ব ইহাদের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার ৩০শ শক্তি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। সমুদয় শরীর শীতল বা নীলবর্ণ, জিহ্বা শীতল, নাড়ী লুপ্ত, ভেদ ও বমন বন্ধ, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, কপালে ও গলদেশে অল্প অল্প ঘর্ম্ম, এপাশ ওপাশ ও ছট্‌ফট্‌ করা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া।

ক্যাম্ফর—শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। যদি পূর্ব্বে কোন ঔষধ না খাইয়া থাকে কিম্বা অতিরিক্ত ঔষধ অধিক মাত্রায় খাইয়া থাকে, এতাদৃশ যে কোন

অবস্থায় কোল্যাপ্‌স উপস্থিত হইলে ক্যাম্ফর একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শেষোক্ত অবস্থায় ইহা প্রতিষেধক ঔষধের ন্যায় কার্য্যকারী। ৩য় কিম্বা ৩০শ শক্তি ব্যবহার দ্বারা কোল্যাপ্‌স অবস্থায় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়; ওলাউঠার পতনাবস্থায় যখন অনবরত শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে তখন ক্যাম্ফর ও মনো-ব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফর ব্যবহারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। (অচৈতন্য অবস্থার ও ডিলিরিয়াম্ ইত্যাদি বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ)।

ন্যাজা বা কোব্রা (কোউটিয়া সর্প বিষ)—যে স্নায়ু বলে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতেছে তাহার মূল স্থান (মস্তিষ্কাভ্যন্তর) অসাড়াবস্থাপন্ন হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকিলে কোব্রা নিতান্ত উপকারী। প্রায়ই শ্বাসরোধ (asphyxia) হেতু (কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবসন্নাবস্থা (syncope) হেতু তত নহে) মৃত্যু উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে কোব্রা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট কোব্রার একটী প্রধান লক্ষণ; এই কষ্ট মস্তিষ্কের কিম্বা স্নায়বীয় অবসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে কিম্বা ফুসফুসের রক্তবহা নাড়ী সমস্তে রক্ত চাপ হইয়া জমিয়া যায়, তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিকাংশ সময় উপস্থিত হয়। ওলাউঠা রোগের কোল্যাপ্‌স মধ্যে এই প্রকার লক্ষণ অনেক দেখা যায়। আর্সেনিক ব্যবহারে কোন ফল না পাইলে কোব্রা ব্যবহার করিবে। কোব্রার কার্য্য হাইড্রোসায়েনিক্ ঔষধের ন্যায় অতি শীঘ্র শীঘ্র দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয় বলেন যে, ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার দ্বারা কোল্যাপ্‌স অবস্থায় শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যুর উপক্রম সময় সময় কালে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

হাইড্রোসায়েনিক্-এসিড—নাড়ী বিলুপ্ত। শরীরে অনবরত শীতল ঘর্ম্ম, অসাড়ে মল নিঃসরণ। একদৃষ্টে বিস্ফারিত লোচনে মৃতবৎ চাহিয়া থাকা। কনীনিকা প্রসারিত। শ্বাস প্রশ্বাস অতি মৃদু, ধীর ও গম্ভীরভাবে টানিয়া ফেলে, যেন খাবি খাইতে থাকে (gasping) আক্ষেপযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, অনেকক্ষণ পরে পরে নিশ্বাস ফেলা, রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই; কিংবা রোগী যেন এক প্রকার মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াছে। এমন অবস্থায় হাইড্রোসায়েনিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার সরকার ইহাকে মৃত-সঞ্জীবনী উপাধি প্রদান করিয়াছেন

কুণ্ঠিত নহেন। ডাক্তার বিহারিলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের কয়েকটী রোগীর ঔষধ গলাধঃকরণের ক্ষমতা ছিল না, সেই অবস্থায় ইহার আঘ্রাণ দ্বারা তিনি তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করেন; পরিশেষে রোগীর ঔষধ সেবন-ক্ষমতা জন্মে।

লরোসিরেসাস্—হাইড্রোসায়েনিক-এসিডের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়; ইহার ১ম, ৩য়, ১২শ শক্তি ব্যবহার করা যায়।

কেলি-সায়েনেটাম্—ডাঃ সালজার ইহার ২য় বা ৩য় শক্তির বিচূর্ণ হাইড্রোসায়েনিক্-এসিডের দ্বারা কোন ফল না পাইলে ব্যবহার করিতে বলেন।

ভিরেট্রাম্—হঠাৎ কোল্যাপ্স্ অথবা অত্যন্ত মল-নিঃসরণের দরুণ কোলাপ্স্ (কুপ্রা-আর্স, সিকেলি)।

আর্সেনিক্—ইহা ভিরেট্রামের পরিবর্ত্তে অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে পরিমাণে মল নিঃসরণ হইয়াছে, কোল্যাপ্‌স অবস্থা তাহা হইতে অত্যধিক হইলেও ইহা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। অস্থিরতা, এপাশ ওপাশ করা গাত্র ও পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ।

কুপ্রাম্ এবং সিকেলি—হাত পায় অত্যন্ত খিল ধরা। কোল্যাপ্‌স্ অবস্থা অত্যন্ত খিলধরা জন্য উপস্থিত হয়। দম্ বন্ধ (শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র হীনশক্তি হইয়া) অথবা হৃৎপিণ্ডের অসাড় অবস্থা হেতু কোল্যাপ্‌স।

সিকেলি—মুখাভ্যন্তর ও নাসিকা শুষ্ক; তাহা জল সেবন দ্বারাও উপশমিত বোধ হয় না। বমন হইলেই ভাল বোধ হয়। বমনে কৃমি পড়ে।

ট্যাবেকাম্—শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। বিশেষতঃ প্রত্যেকবার বমনের পর পাকস্থলীতে যন্ত্রণাবোধ। হাতে পায়ে খিলধরা অঙ্গ চালনা মাত্র বমনোদ্রেক হয়।

ল্যাকেসিস্—ইহা কোব্রার ন্যায় গুণবিশিষ্ট। (কোব্রাতে মানসিক নিস্তেজ অবস্থা এবং মৃত্যু ভয় নিতান্ত প্রবল)। কিন্তু ল্যাকেসিসে অগ্রে উগ্রতা হইয়া পশ্চাৎ অবসন্নাবস্থা হয়।

অক্‌জেলিক্ এসিড্ এবং এণ্টি-টার্ট—কোল্যাপ্‌স অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অক্‌জেলিক্-এসিড্ দ্বারা কয়েকটী নিতান্ত খারাপ অবস্থাপন্ন কোল্যাপ্স রোগীর আরোগ্য বৃত্তান্ত কোন কোন পুস্তকে দেখা যায়। আমাদের এই ঔষধে যদিও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই;

তথাপি ইহার ভৈষজ্য-তত্ত্ব দৃষ্টে ইহা যে এতৎসম্বন্ধে একটী প্রধান ঔষধ তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

এমোনিয়া, এল্‌কোহল, ঈথার—শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন "যখন এই সমস্ত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রা সেবনে কোল্যাপসের ন্যায় ঘর্ম্ম ও অবসন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন উক্ত প্রকার অবস্থায় এই সমস্ত ঔষধ "সমঃ সমং" শমরতি" হোমিওপ্যাথির এই মূল সূত্র অনুসারে কেন ব্যবহৃত হইবে না? হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের ধর্ম্মযুক্ত যে কোন ঔষধ হউক তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করিতে পারেন।" এলকোহলের দুই চারি ফোটা মাত্রায় এবং প্রথম শক্তি দ্বারা অনেক স্থলে আমরা ফল পাইয়াছি।

(ডিলিরিয়াম্, অচৈতন্যাবস্থা, ওলাউঠার চিকিৎসা দেখ)।

(২)

অচৈতন্যাবস্থা

অর্থাৎ বিলুপ্ত সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

ষ্ট্র্যামো—মৃত ব্যক্তির ন্যায় অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকা। অজ্ঞানাবৃত নিদ্রা, তৎসঙ্গে কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। নাসিকা ডাকা, মাঝে মাঝে পা গুটাইয়া থাকা মুখমণ্ডল ব্রাউন (কটাবর্ণ); মুখে রক্তমিশ্রিত ফেণা। অচৈতন্য, তৎসহ আক্ষেপ। নাসিকা ডাকিতে থাকে এবং নিম্ন মাঢ়ী ঝুলিয়া পড়ে। হস্ত পদ মোচড়াইতে থাকে। চক্ষু দুইটা স্ফরিতে থাকে। পিউপিল্ বা কনীনিকা প্রসারিত। অজ্ঞানাবস্থায় আপন নাসিকা ও কর্ণ ইত্যাদি করহায়া ধরিতে থাকে।

হাইয়সায়েমাস্—জ্ঞানশূন্য। কথার উত্তর দিতে অক্ষম। কাহাকেও চিনিতে পারে না। ঠিকভাবে কথার উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পুনঃ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। কোন কথার উত্তর দিতে চায় না। কথার উত্তর

দিতে দিতে নিদ্রিত বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিদ্রা বা অজ্ঞানাবস্থায় বকিতে থাকা। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা।

ওপিয়াম্ অজ্ঞানাবৃত, তৎসহ চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, শিবচক্ষু (চক্ষুর তারাটী উর্দ্ধদিকে উঠিয়া যায়)। হাঁ করিয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। (এপোপ্লেক্সি ফিটের পর এই অবস্থা হইতে দেখা যায়)। অজ্ঞানতা সহ তৃষ্ণা; জিহ্বা পরিষ্কার, ইহার পার্শ্বদ্বয় কৃষ্ণাভ লালবর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও কম্পমান। অজ্ঞানতাসহ অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা। অজ্ঞানতা ও বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ। ঘোর নিদ্রা ও তাহা হইতে জাগ্রত হইলে ঢক্কার বা বমনেচ্ছার উদ্ভব হয়। রোগীকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিলে বা ঝাঁকিলে কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেও জাগ্রত হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় বিছানা হাতড়ান ও অন্যান্য প্রকারের কর-ক্রীড়া (যেন হাত দিয়া আকাশের মধ্যে কিছু ধরিতেছে), পর্য্যায়ক্রমে কখন বা অজ্ঞান কখন বা চৈতন্যপ্রাপ্ত; তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম, প্রলাপ ইত্যাদি, এবং জ্বর (গাত্র উষ্ণ) ও অজ্ঞানতা; হাত পা গুটাইয়া স্তূপাকার হইয়া শয়ন।

সেল্—অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে, নাসিকা ডাকে, নড়ে চড়ে না, কখন কখন বা চক্ষু মেলিয়া বিস্মিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে। কর-ক্রীড়া (Subsultus tendinum)। মুখমণ্ডল পিংশে বা ফেঁকাশে. হস্ত শীতল। নাড়ী শক্ত দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র। অজ্ঞান বা নিদ্রাবস্থায় গীত করিতে থাকে এবং কথাবার্ত্তা বলে।

ভিরেট্রাম্—এক চক্ষু উন্মীলিত, অন্য চক্ষু অর্দ্ধ বা সম্পূর্ণ মুদ্রিত। পুনর্ব্বার চমকিয়া উঠা। কোমা ভিজিল (coma vigil); মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে।

(কোল্যাপস্ বা পতনাবস্থা, ডিলিরিয়াম, ডিলেউসন্, ইউরিমিয়া দেখ):—

তথাপি ইহার ভৈষজ্য-তত্ত্ব দৃষ্টে ইহা যে এতৎসম্বন্ধে একটী প্রধান ঔষধ তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

এমোনিয়া, এল্‌কোহল, ঈথার—শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন "যখন এই সমস্ত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রা সেবনে কোল্যাপসের ন্যায় ঘর্ম্ম ও অবসন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন উক্ত প্রকার অবস্থায় এই সমস্ত ঔষধ "সমঃ সমং" শমর্‌তি" হোমিওপ্যাথির এই মূল সূত্র অনুসারে কেন ব্যবহৃত হইবে না? হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের ধর্ম্মযুক্ত যে কোন্ ঔষধ হউক তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করিতে পারেন।" এলকোহলের দুই চারি ফোটা মাত্রায় এবং প্রথম শক্তি দ্বারা অনেক স্থলে আমরা ফল পাইয়াছি।

(ডিলিরিয়াম্, অচৈতন্যাবস্থা, ওলাউঠার চিকিৎসা দেখ)।

(২)

অচৈতন্যাবস্থা

অর্থাৎ বিলুপ্ত সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

ষ্ট্র্যামো—মৃত ব্যক্তির ন্যায় অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকা। অজ্ঞানাবৃত নিদ্রা, তৎসঙ্গে কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। নাসিকা ডাকা, মাঝে মাঝে পা গুটাইয়া থাকা মুখমণ্ডল ব্রাউন (কটাবর্ণ); মুখে রক্তমিশ্রিত ফেণা। অচৈতন্য, তৎসহ আক্ষেপ। নাসিকা ডাকিতে থাকে এবং নিম্ন মাঢ়ী ঝুলিয়া পড়ে। হস্ত পদ মোচড়াইতে থাকে। চক্ষু দুইটী ক্ষরিতে থাকে। পিউপিল্ বা কনীনিকা প্রসারিত। অজ্ঞানাবস্থায় আপন নাসিকা ও কর্ণ ইত্যাদি করদ্বারা ধরিতে থাকে।

হাইয়সায়েমাস্—জ্ঞানশূন্য। কথার উত্তর দিতে অক্ষম। কাহাকেও চিনিতে পারে না। ঠিকভাবে কথার উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পুনঃ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। কোন কথার উত্তর দিতে চায় না। কথার উত্তর

দিতে দিতে নিদ্রিত বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিদ্রা বা অজ্ঞানাবস্থায় বকিতে থাকা। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা।

ওপিয়াম্—অজ্ঞানাবৃত, তৎসহ চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, শিবচক্ষু (চক্ষুর তারাটী ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া যায়)। হাঁ করিয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। (এপোপ্লেক্সি ফিটের পর এই অবস্থা হইতে দেখা যায়)। অজ্ঞানতা সহ তৃষ্ণা; জিহ্বা পরিষ্কার; ইহার পার্শ্বদ্বয় কৃষ্ণাভ লালবর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও খস্‌খসে। অজ্ঞানতাসহ অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা। অজ্ঞানতা ও বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ। ঘোর নিদ্রা ও তাহা হইতে জাগ্রত হইলে হুঙ্কার বা বমনেচ্ছার উদ্ভব হয়। রোগীকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিলে বা ঝাঁকিলে কিম্বা উচ্চৈঃশব্দে ডাকিলেও জাগ্রত হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় বিছানা হাতড়ান ও অন্যান্য প্রকারের কর-ক্রীড়া (যেন হাত দিয়া আকাশের মধ্যে কিছু ধরিতেছে), পর্য্যায়ক্রমে কখন বা অজ্ঞান কখন বা চৈতন্যপ্রাপ্ত; তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম, প্রলাপ ইত্যাদি, এবং জ্বর (গাত্র উষ্ণ) ও অজ্ঞানতা; হাত পা গুটাইয়া স্তূপাকার হইয়া শয়ন।

বেল্—অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে, নাসিকা ডাকে, নড়ে চড়ে না, কখন কখন বা চক্ষু মেলিয়া বিস্মিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে। কর-ক্রীড়া (Subsultus tendinum)। মুখমণ্ডল পিংশে বা ফেঁকাশে, হস্ত শীতল। নাড়ী শক্ত দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র। অজ্ঞান বা নিদ্রাবস্থায় গান করিতে থাকে এবং কথাবার্ত্তা বলে।

ভিরেট্রাম্—এক চক্ষু উন্মীলিত, অন্য চক্ষু অর্দ্ধ বা সম্পূর্ণ মুদ্রিত। পুনর্ব্বার চমকিয়া উঠা। কোমা ভিজিল (coma vigil); মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে।

(কোল্যাপস্ বা পতনাবস্থা, ডিলিরিয়াম, ডিলিউসন্, ইউরিমিয়া দেখ) :—

২। অচৈতন্যাবস্থা, ৩। ডিলিরিয়াম্,
৪। ডিলিউসন, ৫। ইউরিমিয়া

ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

এসিটিক্-এসিড্—ঘোরতর বিকার (টাইফয়েড্ জ্বর)। পেটে বেদনা। উদরাময়। পেট ফাঁপা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, তৎসহ ভয়ানক ডিলিরিয়াম। পর্য্যায়-ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা এবং ডিলিরিয়াম্।

য়্যাবিসিন্থিয়াম্—বিভীষিকা দর্শন। পর্য্যায়ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা এবং ভয়ানক অত্যাচারযুক্ত ডিলিরিয়ম্।

একোনাইট্—ক্লেয়ারভয়েন্স্ (অদৃশ্য এবং দূরস্থিত পদার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় বলিতে সক্ষম); ডিলিরিয়াম্, (বিশেষ রাত্রিতে)। ভূতের ভয়। মৃত্যু আসিবে বলিয়া ভয়। মৃত্যুর তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করে। অজ্ঞান অবস্থা, অস্থিরতা এবং কোঁকান। শিশু স্বীয় হস্তের মুষ্টি কামড়াইতে থাকে।

হৃদবসাদজনিত কোল্যাপ্স জন্য অর্থাৎ যে অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া অবসন্নতা উপস্থিত হয় তাহাতে একোন এক উৎকৃষ্ট ঔষধ; এইজন্য ইহা ওলাউঠা রোগের কোলাপ্সে ব্যবহৃত হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে প্রলাপ, স্বীয় মৃত্যুর তারিখ ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় বলিতে থাকে। রাত্রে উন্মত্তের ন্যায় বকিতে থাকে এবং বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত গাত্রোত্তাপ। পিউপিল্ অর্থাৎ কনীনিকা প্রসারিত অথবা আক্ষেপযুক্ত।

ইথুজা-সাইনোপিয়াম্—বিকারে বিভীষিকা ও মিথ্যা বিষয় দর্শন। যেন ইন্দুর গৃহকক্ষে দৌড়াইয়া যাইতেছে দেখিতে পায়, এবং বিড়াল কুকুর ইত্যাদি দর্শন করে। জানালা দিয়া লম্ফপ্রদান করিয়া বাহিরে পড়িতে চায়। অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকা, কনীনিকা, প্রসারিত, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত (শিশুদিগের)।

আর্ণিকা—অজ্ঞান। এমনভাবে বসিয়া আছে যেন কোন চিন্তা করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন চিন্তা করে না। যেন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে। নিম্ন ওষ্ঠের কম্পন। কোন কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না (ফস্ এ)। কাহারও ভালবাসা বা সহানুভূতি চায় না, বরং তাহাতে ত্যক্ত হয়। সে যেন ভাল আছে, কোন পীড়া নাই এ প্রকার ভাব (এপিস, আর্স)। যখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কথা বলিতে বলিতে (সমাপ্তি না হইতেই) নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে (ব্যাপ্‌টি)। অচৈতন্যাবস্থা, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি রহিত—(কন্‌কাশন্ অব্ দি ব্রেইন অর্থাৎ মস্তিষ্কে আঘাত লাগা)। অজ্ঞানাবস্থায় মলত্যাগ (টাইফাস্ জ্বর)। স্মৃতি বিভ্রম, যে কথা বলে তাহা পর্য্যন্ত স্মরণ থাকে না (টাইফাস জ্বর)। নানা বিষয় চিন্তা, নানা কল্পনা। ডিলিরিয়ামে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকা। মদমত্তদিগের ডিলিরিয়াম। চক্ষের জল ফেলিয়া ক্রন্দন। (ক্রোধের পর)। বিকারে বিছানা হাতড়ান। কোন ব্যক্তি তাহার নিকট আসিতেছে এবং সে তাহাকে আঘাত বা স্পর্শ করিবে এই বলিয়া ভয়। ভরসা শূন্য; সামান্য বিষয়েই উত্ত্যক্ত হওয়া। আঘাত, ক্রোধ বা ভয় হেতু পীড়া। নিতান্ত চিত্তোদ্বিগ্ন অবস্থা। স্বপ্ন পরিষ্কার, ভয়পূর্ণ। স্বপ্নে গোরস্থান, শ্মশান, কাল কুকুর ও বজ্রাঘাত দর্শন করে।

এপিস্-মেলিফিকা—অজ্ঞান, অচৈতন্য ও তৎসঙ্গে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা। মৃত্যুভয়। সর্ব্বদা কোন প্রকার বিষ-প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রাণ হারাইবে এরূপ আশঙ্কা। অজ্ঞানাবস্থায় মাঝে মাঝে তীব্র শব্দে চীৎকার করিয়া উঠা। হঠাৎ চীৎকার করা। হাইড্রোকেফালাস্ বা (মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় পীড়া)। সদা ক্রন্দনশীল, অশ্রুপাত। শুষ্কিকাঠিন্য। কম্পন। হাইতোলা।

আর্সেনিকাম্—ধীর গতি ও অধিক দিন স্থায়ী পীড়ার সঙ্গে সান্নাস্থ বিকার ও তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা। সর্ব্বদা শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইতে

চায়। একাকী থাকিতে মৃত্যু ভয়। হাইতোলা। অস্থিরতা ও কোঁকান। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা। দ্রুত অবসানাবস্থা।

এরাম্-ট্রি—খিট্‌খিটে স্বভাব। বিকরাবস্থায় নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে থাকে। অন্য কোন স্থান অথবা শুষ্ক ওষ্ঠ খুটিতে থাকে। (স্কার্লেটিনা, টাইফাস জ্বর)। জাগ্রতাবস্থা, অস্থিরতা, চীৎকার। সমস্ত সময় ডিলিরিয়াম থাকে না। উর্দ্ধশাখার আক্ষেপ। হাইতোলা। হাঁচি। মুখে এবং গলার ভিতর ক্ষত অথবা গাত্র চুলকান হেতু অনিদ্রা।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—সর্ব্বদা বিশেষতঃ রাত্রে ডিলিরিয়াম, অজ্ঞানতা ও প্রলাপ। কোন এক কথায় উত্তর দিতে দিতে, বা কোন কথা শুনিতে শুনিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে (আর্স, হাইয়স্)। বোধ হয় যেন শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমস্ত টুকরাগুলি একত্র করার জন্য ছট্‌ফট্ করে। নিদ্রা যাইতে অক্ষম, কারণ ঐ টুকরাগুলি একত্র করিতে পারিতেছে না। ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দর্শনে অস্থির। চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া থাকে।

বেলাডোনা—ঘোরতর বিকার ও তজ্জন্য উঠিয়া দৌড়িয়া যায়। (ওপি)। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রহার করে; কামড়ায়। কখন বা আনন্দময় আবার পরক্ষণে গায়ে থুথু দেয়; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না। হস্ত পদ কম্পন। নিদ্রাতে চমকিয়া উঠে, ভীত হয়, কোঁকাইতে থাকে; গান করে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে। বহুকালাতীত বিষয় স্মৃতিপথারূঢ় হয়। স্মৃতি-বিভ্রম। যাহা কিছু করে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যায়। নানাবিধ কীট দেখে। পলায়ন করিতে চায় অথবা কিছুর নীচে লুকাইতে চায়। অত্যন্ত কথা বলিয়া পুনরায় বোবার ন্যায় চুপ করিয়া থাকে। বিছানার কাপড় হাতড়ায়, যেন কিছু অন্বেষণ করিতেছে, তৎসঙ্গে স্পষ্টভাবে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে। পথ্য না খাইয়া চামচ্ কামড়াইয়া ধরে। কুকুরের ন্যায় ডাকে ও শব্দ করে। কেহ নিকটে আসিলে চমকিয়া উঠে। অতি সহজেই উত্ত্যক্ত হয় ও ক্রন্দন করে। ব্যাকুলচিত্ত ও দিশাহারা। মনে করে যেন তাহার মৃত্যু এই মুহূর্ত্তেই হইবে।

কিছুই তাহার নিকট সঙ্গত বোধ হয় না। নিজে নিজেই নিতান্ত ত্যক্ত। স্বপ্ন স্পষ্ট দেখে কিন্তু স্মরণ থাকে না। স্বপ্নে হত্যাকাণ্ড, রাজপথে ডাকাইত, অগ্নিজনিত বিপদ ইত্যাদি দর্শন করে। সমস্ত শরীর যষ্টির ন্যায় শক্ত হইয়া যায়। শরীর ক্রমান্বয়ে পশ্চাৎ দিকে বক্র হয়। শরীর একবার সম্মুখ দিকে একবার বামদিকে বক্র হইতে থাকে। মস্তক উষ্ণ, মুখ রক্তবর্ণ তৎসহ ডিলিরিয়াম্। কাল্পনিক বিষয় হইতে ভয়। ভূত, প্রেত ও দৈত্য দানবাদি দর্শন। ঘোর বিকারে খলখল করিয়া হাসিয়া উঠে ও তৎপর দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিতে থাকে এবং লোককে কামড়াইতে চেষ্টা করে।

ব্রাইওনিয়া—রাত্রিতে বিকারাধিক্য; বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে ও ঘরকন্না বা সাংসারিক কার্য্যাদির বিষয়ে প্রলাপ বকিতে থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই বিভীষিকা দেখে। খিট্‌খিটে স্বভাব। দ্রুত গতিতে কথা বলে। মস্তকে ভারবোধ এবং চিড়িকমারা ও চাপনবোধসহ শিরঃপীড়া। ক্রোধজনিত উপসর্গ, হঠাৎ মূর্চ্ছা, শয্যাশায়ী অবস্থা। পুনঃ পুনঃ হাইতোলা। শয্যা হইতে উঠিতে মূর্চ্ছা। নানাবিধ চিন্তা। রাত্রিতে অস্থিরতা, ভয়াবহ স্বপ্ন। নিদ্রাবেশ মাত্র চমকিয়া উঠা। এমন ভাবে মুখ নাড়িতে থাকে যেন কিছু চর্ব্বণ করিতেছে।

ক্যাম্ফর—রাত্রে বিকার। নিদ্রালুতা ও মৃদু জ্বর। মস্তক ভার ও উত্তাপযুক্ত ও তৎসঙ্গে শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম। রাত্রিতে অল্প অল্প জ্বর এবং ডিলিরিয়াম্। স্মৃতিবিভ্রম। শরীরাভ্যন্তরে কম্প। অত্যন্ত অবসন্নাবস্থা। হিমাঙ্গ। ভয়ানক স্বপ্ন। পর্য্যায়ক্রমে অজ্ঞান অবস্থা ও অনিদ্রা।

ওলাউঠা রোগের কোলাপ্স অবস্থায় ইহার ৩য় শক্তি, কিংবা উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কোন ঔষধ না খাইয়া থাকিলে কিম্বা অত্যধিক ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন হেতু কোল্যাপ্স অবস্থায়, ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্যধিক মাত্রায় অন্যান্য ঔষধ সেবন করিলে প্রতিষেধক ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে।

কান্থারিস্—ঘোরতর বিকার ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন। কুকুরের ন্যায় ডাকা। প্রহার করা। মস্তিষ্কের গোলযোগ। ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ হস্ত পদে। হঠাৎ জ্ঞানহারা, মুখ রক্তবর্ণ (জ্বরোত্তাপ)।

অত্যাচারশীল ডিলিরিয়াম্। খিট্‌খিটে স্বভাব, কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট নহে। ক্রুদ্ধ চণ্ড, বলে যে, সে বাঁচিবে না। ক্রুদ্ধ হয় ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন করে। ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠে এবং কামড়াইতে চায়; এতাদৃশ অবস্থা জলপান করিতে চেষ্টা করিলে কিম্বা চক্ষে আলো লাগিলেই পুনঃ উপস্থিত হয়। অস্থির অবস্থা। বিভীষিকা দর্শন।

চায়না—রক্তস্রাবের পর ডিলিরিয়াম বা বিকার। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই মনুষ্যের আকৃতি সকল দেখিতে পায়। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা; কিন্তু সাহস পায় না। গালাগালি দেয়। অবাধ্য; যাহা ইচ্ছা খাইতে চায়।

কল্‌চিকাম্—শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে বিকার। যদিচ ঠিক্ উত্তর দেয় বটে, তত্রাচ জ্ঞান যেন মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয়। কদাচিৎ স্বভাব খিট্‌খিটে, কিছুমাত্র বোধ শক্তি নাই, সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থা। চিৎ হইয়া শয়ন। নিতান্ত অবসন্নাবস্থা। হঠাৎ দুর্ব্বলাবস্থা। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠা। স্বভাব প্রায়ই আনন্দপূর্ণ; অথবা দুঃখিত; কিন্তু কদাচ খিট্‌খিটে নহে।

কুপ্রাম্ মেটা—বিকার। কেহ নিকটে আসিলে তাহাকে দেখিয়াই যেন ভয় পায় এবং জড়সড় হইতে চায়। অত্যন্ত ভয়যুক্ত। অস্থির এবং আছাড়্ পিছাড়্ করিতে থাকে। কামড়ান ও প্রহার করা স্বভাব। কোন বস্তু হাতে পড়িলে দুইখণ্ড করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলে। ক্রন্দনশীল। যাহা কখন বলিতে ইচ্ছা করে নাই এমন কথা বলিয়া ফেলে (এপোপ্লেক্সি রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ); বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ নহে; পলায়ন করিতে ইচ্ছা, পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব; ইন্দ্রিয় সমস্ত তীক্ষ্ণ (অত্যন্ত)। ইন্দ্রিয় সকল সামান্য তীক্ষ্ণ; অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ কল্পনা। উপুড় হইয়া পেটে নির্ভর করিয়া শয়ন।

জেল্‌সিমিয়াম্—নিদ্রাবস্থায় প্রলাপ। অর্দ্ধ জাগরিত ও তৎসঙ্গে বিশৃঙ্খল বাক্য-প্রয়োগ। নিদ্রার সঞ্চার মাত্রেই বিকার ও প্রলাপ (স্পাল্লি)। অত্যন্ত কথা বলা। ক্যাটালেপটিক্ রোগগ্রস্তের ন্যায় অঙ্গ-সঞ্চালন-ক্রিয়া স্তম্ভিত; তৎসঙ্গে কনীনিকা প্রসারিত এবং চক্ষু মুদ্রিত থাকে বটে, কিন্তু জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। নিদ্রাবস্থায় ডিলিরিয়াম্। অর্দ্ধ জাগ্রত

তৎসঙ্গে অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা। একাকী থাকিতে ইচ্ছা, তৎসঙ্গে খিট্‌খিটে স্বভাব। পচালপাড়া; চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল যেন ললাট ভেদ করিয়া ছুটিয়া পড়িবে; জ্বর। মৃত্যু ভয়। মানসিক পরিশ্রমে নিতান্ত অক্ষম; নাড়ী বিলুপ্ত প্রায়।

হাইয়সায়েমাস্—যখন কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানতা ও বিকার পুনরায় আবির্ভূত হইয়া পড়ে। জাগ্রত অবস্থাতেই বিকার; বিষয়কর্ম্ম ও ঘরকর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। কাল্পনিক বস্তুর ভয়। অস্পষ্ট বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা। কোন কাজ করার জন্য নিতান্ত উদ্যত ইচ্ছা। অচৈতন্য অবস্থা, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কাহাকেও চিনিতে পারে না। অসংলগ্ন উত্তর দেয়। চিন্তা করিতে অক্ষম। এমন ব্যক্তিকে চক্ষে দেখিতে পায়, যে নিকটে উপস্থিত নাই কিম্বা কখন ছিল না। মনে করে সে যেন কোন অযথা স্থানে উপস্থিত। জাগ্রত অবস্থাতেই ডিলিরিয়াম্। আলো এবং জনতা ভালবাসে না। বিশ্রী হাসি। প্রত্যেক বিষয়েই হাস্য, পর্য্যায়ক্রমে একবার কান্না একবার হাসি। শরীর উলঙ্গ করে; বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়। হঠাৎ কান্না, বা চীৎকার। বিছানা খোঁটা (৪৯, ৫০, ৫৭ প্যারা—২৯৯ ও ৩০০ পৃষ্ঠায় দেখ), করক্রীড়া। (বিছানা খোঁটা নহে)। শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইতে ইচ্ছা। অস্থিরতা। বিছানা হইতে লাফিয়া পড়া। দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা। পাগলের ন্যায় অবস্থা। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে গালাগালি দেয় কিম্বা আঘাত করে; কেহ কথা বলিলে তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। কন্‌ভাল্‌শনের পর ভয়। অচৈতন্য এবং তন্দ্রা-যুক্ত। কথা বলিতে বলিতে নিদ্রাচ্ছন্ন। কন্‌ভালশনের সহ গাঢ় নিদ্রা। অনিদ্রা, অথবা নিদ্রা যাইতে অক্ষম। নিদ্রান্তে চেঁচিয়া উঠা। চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া পুনরায় শয়ন করে। চীৎকার করিয়া ভয়ে জাগিয়া উঠা। স্বপ্নদর্শন। রমণ বিষয়ে স্বপ্নদর্শন। ঔষধ খাইতে দিলে তাহা থুথু করিয়া ফেলিয়া দেয়।

হেলেবোরাস—সম্পূর্ণ অজ্ঞান। স্মৃতিবিভ্রম। মানসিক ক্ষমতা ন্যূন। ভাবশূন্য দৃষ্টি। ডিলিরিয়াম্। পুনঃ পুনঃ ঠোঁট খোঁটা এবং কাপড় খোঁটা। কোঁকান এবং শোকপ্রকাশক কান্না। মেনিন্‌জাইটিস্ এবং হাইড্রো-কেফালাস (মস্তিষ্কাভ্যন্তরে জলসঞ্চয়) নামক পীড়ার সঙ্গে পুনঃ পুনঃ চীৎ-

কার ; (মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, তরুণ রোগ হইলে—এণ্টি-টার্ট ও ফস্‌ফরাস নিতান্ত উপকারী, যদি এই সঙ্গে গাত্রে পূজযুক্ত ইরাপ্‌শন্‌ থাকে তবে এণ্টি-টার্ট বিশেষ ফলপ্রদ হইবে)। পলাইতে চেষ্টা। বিমর্ষ। খিট্‌খিটে স্বভাব। ত্যক্ত করা ভালবাসে না। শব্দ করিলে বা কোন প্রকার শক্‌ বা চমক লাগিলে ফিট (fit) স্বল্প হয়। একাকী থাকিলে নিদ্রা আইসে ; তন্দ্রা, জাগ্রত করা যায় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না (টাইফয়েড্‌ জ্বরে)। তন্দ্রা মধ্যে চীৎকার করিয়া এবং চমকিয়া উঠে। স্বপ্ন দেখে বটে, কিন্তু স্মরণ থাকে না। নিদ্রাবস্থায় মাংসপেশী সমস্ত মোচড়াইতে থাকে।

ল্যাকেসিস্‌—সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য। সে (স্ত্রী) ভয়ে অস্থির যেন চির জীবন তাহাকে কষ্টে থাকিতে হইবে। রাত্রে প্রলাপ ও বিকার। বিড়্‌বিড় করিয়া বকিতে থাকে। নিদ্রালু। মুখ রক্তবর্ণ। ধীরে ধীরে কষ্টে বাক্য-নিঃসরণ। গান করে, শিশ দেয় ও নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। আত্মহত্যার ইচ্ছা ; নীচের মাঢ়ী শিথিল হইয়া পড়িয়া যায়। অত্যন্ত কথা বলা। ঔষধকে বিষ বলিয়া মনে করে। বিকারে অত্যন্ত বকিতে থাকে এবং এক বিষয়ের কথা কহিতে কহিতে অন্য বিষয় আরম্ভ করে। অত্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ, অতিরিক্ত শ্রম, অত্যন্ত স্রাব ও অতিশয় অধ্যয়ন হেতু ডিলিরিয়াম্‌। মৃত্যুভয়। শয্যায় যাইতে ভয় পায়। নিজে মনে করে যে, সে মরিয়াছে ; অজ্ঞানতা ও তৎসঙ্গে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকা। বিভীষিকার নানাবিধ ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন।

ল্যাক্‌নান্থিস্‌—বিকারে বকিতে থাকে। চক্ষু উজ্জ্বল। গালের কতকভাগ রক্তবর্ণ। জ্বরসহ অনিদ্রা। জ্বরের সময় কষ্টকর স্বপ্নদর্শন।

লাইকোপোডিয়াম্‌—নিদ্রালুতা। প্রলাপ। একটী ইচ্ছা বা চিন্তা প্রকৃত কথা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, তজ্জন্য অন্য প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকে (ভাবে এক, বলে আর)।

মার্ক-বাইজোডেটাস্‌—বিকার ও তৎসঙ্গে মুখগহ্বরে এবং টন্‌সিলে ক্ষত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর।

নাক্স-মস্কেটা—প্রলাপ। অত্যন্ত মাথাঘোরা। নানা প্রকার মুখভঙ্গী। উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার অন্যায় কথা বলা। অনিদ্রা। হাস্য প্রত্যেক জিনিসই যেন পরিহাসযোগ্য বোধ হয়। আপনা আপনি উচ্চৈঃস্বরে বকিতে

থাকে। অজ্ঞান চেতনাশূন্য। অনিবার্য্য নিদ্রা। মানসিক উত্তেজনার পর, বিশেষতঃ রজঃস্বলার পর অচৈতন্যাবস্থা। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। অসংলগ্ন উত্তর। সময় অতি ধীরে ধীরে চলিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। ক্রন্দনশীলতা।

ওপিয়াম্—মৃদু অথবা প্রবল বিকার ও তৎসহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, হাস্য, পলাইতে চেষ্টা। ভেনাস্ বা শিরাস্থ রক্তাধিক্য ও মুখ কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ। মনে করে যেন শরীরের প্রত্যঙ্গ সকল অত্যন্ত বড় হইয়াছে। মনে হয় সে যেন বাড়ীতে নাই। অচৈতন্য; চক্ষুর্দ্বয় চক্‌চকে ও অর্দ্ধ উন্মীলিত। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। ঘোর অজ্ঞান অবস্থা। বিকারযুক্ত প্রলাপ। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত এবং মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলো ফুলো। অচৈতন্য অবস্থা তৎসঙ্গে নাকডাকা। জীবজন্তু দর্শন। মুখমণ্ডলে ভয়ের লক্ষণ। খিট্‌খিটে স্বভাব। আনন্দ, ভয়, ক্রোধ, লজ্জা হেতু পীড়া। ভয় পাওয়ার পরেও ভয় ভয় ভাব মনে থাকা। অসাড়ে মূত্রত্যাগ। নিদ্রাবস্থায় বিছানা খোঁটা। অনিদ্রা ও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি; ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ এবং দূরস্থ কুক্কুট-কণ্ঠস্বর হেতু নিদ্রা যাইতে পারে না। মস্তক অত্যন্ত গরম; হস্তপদ শীতল। নাড়ী বিলুপ্ত-প্রায়; মুখব্যাদান করিয়া নাসিকা ডাকা। গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া, প্রাতঃসময়ে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। কথা বলিতে পারে না; সংজ্ঞাশূন্য; ডাকিলে চৈতন্য হয় না, টাইফয়েড্ জ্বরে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য এবং প্যারালিসিস্ অর্থাৎ পক্ষাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

ফস্‌ফরিক্ এসিড—শান্তভাব; বিকার ও তৎসহ অজ্ঞান অবস্থা ও মস্তক যেন অসাড়। নির্ব্বোধের ন্যায় বিড়্ বিড়্ করিয়া বিকারে বকিতে থাকে। অচৈতন্য এমন কি চিম্‌টি কাটিলে টের পায় না।

ফস্‌ফরাস্—অচৈতন্য, ডিলিরিয়াম্, যেন হস্ত দ্বারা আকাশে কিছু ধরিতেছে। ভয়পূর্ণ, যেন দেখিতে পায় কোন জন্তু হামাগুড়ি দিয়া ঘরের মেজিয়াতে আসিতেছে। অজ্ঞানাবস্থা; মস্তকে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ, বিড়্ বিড়্ করিয়া ডিলিরিয়ামে বকিতে থাকে (নিউমোনিয়া)

পডোফাইলাম্—বিকারে জ্বরের সময় বকিতে থাকে।

হ্রাস্-টক্স্—বিকার ও আপনাআপনি প্রলাপ বকা। মানসিক ক্রিয়া ধীর গতিবিশিষ্ট এবং কষ্টকর। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু অতি ধীরে, কখনও বা অতি ত্রস্ততার সহিত (ব্রাই—ত্রস্ত কথা বলে।

হিপার—ত্রস্ত কথা বলে এবং তাড়াতাড়ি কিছু পান করিয়া ফেলে)। মৃদু ও অবসন্নতাযুক্ত প্রলাপ (লো ডিলিরিয়াম্)। সে মনে করে মাঠে বেড়াইতেছে অথবা অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেছে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—বিকারে বকে, গালাগালি করে ও হাসিতে থাকে এবং শিশ দেয় ও চীৎকার করে। সর্ব্বদা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হস্ত, পদ এবং শরীর বিশ্রীভাবে যেন নৃত্য করে। জলাতঙ্ক; জল বা দর্পণাদি কোন উজ্জ্বল পদার্থ দৃষ্টি মাত্র কন্‌ভাল্‌শন্ উপস্থিত হয়। চীৎকার করে; কামড়ায়; মুখ শুষ্ক; কনীনিকা প্রসারিত; অচৈতন্যাবস্থা। সমস্ত পদার্থই বক্রভাবাপন্ন দেখে। বিকারে সুদৃশ্যভাবে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে। রোগিণী বুঝিতে পারে তাহার মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়াছে। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়। অতিবেগে নিশ্বাস টানিয়া ফেলিতে থাকে। হস্ত পদ কম্পন; অচৈতন্য অবস্থা; আক্ষেপ; পরে নাসিকা ডাকিতে থাকে। জ্ঞানশূন্য; নিম্ন মাড়ী ঝুলিয়া পড়ে। হস্ত পদের আক্ষেপ। চক্ষুদ্বয় কোটরে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। কনীনিকা প্রসারিত। উদ্দেশ্যরহিত হইয়া হস্ত দ্বারা নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি ধরিতে থাকে। জল গলাধঃকরণ করিতে পারে না। নিদ্রা হইতে ভয় পাইয়া জাগরিত হয়; ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে; কাহাকেও চিনিতে পারে না; যাহাকে নিকটে পায় তখন তাহাকে জড়াইয়া ধরে (শিশু)। ভূতাদি দর্শন, নানাপ্রকার বাক্য শ্রবণ, অপরিচিত বিদেশীয় লোক দেখা; অথবা বিভীষিকা দেখিতে পায়; জন্তু সকল যেন ঘরের এপাশ হইতে ওপাশে লাফাইয়া যাইতেছে কিম্বা তাহার পানে দৌড়াইয়া আসিতেছে। নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাব। আপন শরীর সুদীর্ঘ, দ্বিগুণ দেখে, অথবা শরীরের অর্দ্ধেক যেন কাটিয়া ফেলিয়াছে দেখিতে পায়। প্রেত-আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয় ও স্তব আদি পাঠ করে। ডিলিরিয়াম, তজ্জন্য লুকাইতে চায় অথবা পলাইতে চেষ্টা করে। অত্যন্ত কথা বলে। হাস্য করে। নিজের হস্ত দ্বারা মস্তক ধরে। দুই চক্ষু বিস্ফারিত। রাত্রিতে সঙ্গম ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। বিদেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে (টাইফয়েড্ জ্বর)। জ্বরের শীতাবস্থায় মুখ হইতে লালানিঃসরণ। অজ্ঞান অবস্থায় ও গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। মুখে রক্ত-মিশ্রিত ফেনা।

ভিরাট-এলব্—বিকার। গভীর নিদ্রালুতা। অস্থিরতা ও তৃষ্ণা। পায়ে খিলধরা। গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম ও চিট্‌মিট্ করা। নাড়ী অসম। শীঘ্র শীঘ্র বকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত কথাবার্ত্তা। কখনও সত্য বলে না। ডিলিরিয়াম্ ব্যতীত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না। স্বপ্নে জলে ডোবা ও কুকুরে কামড়ান দেখে। পরনিন্দায় তৎপর। একাকী থাকিতে ভয়। নিজেকে বড়লোক বলিয়া মনে করে। ত্যক্ত করিলে চটে ও গালাগালি দেয়। ভয়; চমকিয়া উঠা; দৌড়িতে চায় ও চীৎকার করে। ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, সহজে ভয়প্রাপ্তি, কোঁকান, নীরবে ক্রন্দন। ডিলিরিয়াম্ (নীরবে ও গ্রাহ্যশূন্য); মুখ নীলবর্ণ (টাইফয়েড্ জ্বর)। মূর্চ্ছা, অসাড়ে মলত্যাগ। গৌরব বা সম্মান নষ্ট হেতু পীড়া।

জিঙ্কাম্—বিকারে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করে। বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকে। সর্ব্বদা হস্তকম্পন এবং হস্ত পদ ঠাণ্ডা।

এগারিকাস্—উপযুক্ত কথা না জোটাইতে পারিয়া ভুল কথা ব্যবহার করে। রাত্রিতে অনিদ্রা। মস্তিষ্কে ভার বোধ, যেন কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছে। প্রফুল্লতা। পদ্য বলিতে থাকে। গান করে। কথা কয়, কিন্তু কথার উত্তর দেয় না। বিকারে নানা প্রকার বল প্রকাশ করিতে থাকে। প্রলাপ এবং বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা এবং স্কন্ধের উপর মস্তক আনিয়া রাখে দন্তোদ্গম হেতু জ্বরে অজ্ঞান ও অচৈতন্য। চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, সাদা ভাগ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস ত্রস্ত এবং ঘন ঘন কিন্তু প্রায়ই দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া পরিত্যাগ করে এবং তাহাতে শাখা সমস্তে মোচড়ান ভাবে কন্‌ভাল্‌শন্ বা আক্ষেপ দেখা যায়।

ডিলিরিয়াম্ ইত্যাদি সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা } :—

রক্তাধিক্য হেতু ডিলিরিয়াম্ হইলে অনেকে মস্তকে বরফ অভাবে শীতল জল প্রয়োগ করেন, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা বা ক্ষীণরক্ত হেতু ডিলিরিয়াম্ হইলে সেস্থলে জলপটী ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। অনেকে গ্রীবাদেশে 'মাষ্টার্ড ষ্টার' ডিলিরিয়াম্ ও সংজ্ঞাবিলুপ্ত অবস্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঘোরসান্নিপাতিক বিকারগুলি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে শক্তি-ব্যবস্থা ইত্যাদি } :—

ঔষধ বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া প্রথমে ৩০শ শক্তি দিবে। তাহাতে উপকার না প্রাপ্ত হও তবে দুই একমাত্রা ২০০ শত শক্তি দিয়া দেখিবে। তাহাতে উপকার না পাইলে ৩য় শক্তি কিম্বা ১ম শক্তি অথবা মূল আরক (মাদার টিংচার) ব্যবহারে অবশ্য উপকার পাইবে। আমি প্রথমে নিম্ন শক্তিই ব্যবহার করি। ইহা স্মরণ রাখিবে, যদি ঔষধবিশেষে তাহার প্রতিপোষক ঔষধ প্রয়োজন হয় তবে তাহা (পূর্ব্বে বা পরে যথা ব্যবস্থা) প্রয়োগ করিয়া নিবে। শারীরিক বিশেষ কোন ধর্ম্ম হেতু ঔষধের ফল না দেখিলে সাল্‌ফার, সিনা, হিপার সাল্‌ফ ইত্যাদি অগ্রে ব্যবহার করিবে। দরকার হইলে মাদার টিংচার এক ফোঁটা হইতে তিন চারি ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। ৭২ বৎসর বয়স্ক একটী স্ত্রীলোকের ডিলিরিয়ামে "ঘরকন্না সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা" "কাহাকে চিনিতে না পারা" "জাগ্রত অবস্থায় ডিলিরিয়াম্" "দৌড়িয়া যাইবার" চেষ্টা" এই কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্টে হাইয়সায়েমাসের মাদার টিংচার পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় দুই ডোজ ঔষধ ব্যবহার করিয়াই আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলাম।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার অবস্থায় যদি প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে পার তবে দেখিতে পাইবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। আমি এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ১৫ মিনিট মধ্যে ঔষধের ফল স্বচক্ষে অসংখ্যবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই ঔষধের আশ্চর্য্য ফল একবার নিজচক্ষে দর্শন করিলে আর ভুলিতে পারিবে না।

যিনি স্বচক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া উৎকট ব্যাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন না যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফল এত শীঘ্র দেখা যায় যে, অন্য কোন মতের চিকিৎসায় এ প্রকার কেহ কখন দেখেন নাই। আমার এই কথা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। আমি হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণের পূর্ব্বে যখন অন্যান্য হোমিও-প্যাথ মহাশয়েরা ইহার ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে এই প্রকার কথা বলিতেন, তখন আমি মনে করিতাম তাঁহারা গল্প কথা বলিতেছেন ; কার্য্যতঃ এতাদৃশ নহে। কিন্তু এইক্ষণ দেখিতে পাই তাঁহাদের কথা নিতান্ত সত্য। এমন অনেক সময়

হইয়াছে যে, ঘোর বিকারাদি সঙ্কট অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ মাত্র যৎসামান্য সময় মধ্যে ঔষধের অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশ হইয়াছে; যাঁহারা নিকটে ছিলেন তাঁহারা ভোজের বাজী বা মন্ত্রের মোহিনী শক্তির ন্যায় ইহার ক্ষমতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকট আর কাহার সাধ্য যে হোমিওপ্যাথির নিন্দাবাদ করে, ব্যাধির বেগ যত প্রবল হইবে ঔষধের ক্রিয়া ততই শীঘ্র ফলপ্রদ হয়; নতুবা ইহার ঔষধত্ব কেহ কখন স্বীকার করিত না, কারণ প্রাচীন ব্যাধিতে ইহা নিশ্চয় বলা নিতান্ত কঠিন যে, "স্বভাব" আপনি আরোগ্য করিল কিম্বা ঔষধে আরোগ্য করিল। বিকারাদি উৎকট অবস্থায় হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য ফল দেখিয়াই অনেকে ইহার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। এস্থলে একটী রোগীর কথা নিম্নে উল্লেখ করিলাম, একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন :—

দুর্গাচরণ সাহার স্ত্রী, বয়স ১৮ বৎসর, নিবাস পাবনা। ১৬ দিনের জ্বরের পরে বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা জাগ্রত ও জ্ঞানহারা, নিদ্রা মাত্র নাই। ডিলিরিয়ামে অস্থির। পাবনার গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের নেটিভ্ ডাক্তার মহাশয়ের চিকিৎসাধীন ছিল। তিনি ইহার নিদ্রা জন্য কতবার হাইড্রেট-অব্-ক্লোরাল এবং ব্রোমাইড্ অব্ পটাশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগিণীর নিদ্রা আসিল না। বরং অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে চলিল। রোগিণীর নিকটে কাহারও উপবেশন দায় হইয়া উঠিল, কারণ সে যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইয়া ধরে। কুসংস্কারযুক্ত লোকেরা মনে করিল সে ভূতগ্রস্তা হইয়াছে। জ্বরের ১৭ দিনের দিন এই রোগী আমার চিকিৎসাধীন হইল। দেখিলাম রোগিণী সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তা, নিদ্রা নাই আত্মীয়স্বজনকে চিনিতে পারে না, যাহাকে নিকটে দেখে তাহাকেই কামড়াইতে চেষ্টা পায়। এই কামড়ান লক্ষণ দৃষ্টে আমি তাহাকে বেল্ ৩য় শক্তি দিলাম। ইহার এক মাত্রা সেবনের পরই রোগিণী নিতান্ত সুস্থির হইয়া পড়িল ও নিদ্রা আসিল। প্রায় আধ ঘণ্টা নিদ্রার পর রোগিণী চৈতন্য লাভ করিল; আর সে প্রকার বিকারভাব নাই, অনেক সুস্থতা লাভ করিয়াছে। পুনরায় আর একমাত্রা "বেল্" দেওয়াতে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল; স্বামীকে দেখিয়া রোগিণী মাথায় ঘোম্‌টা দিল। এই সঙ্গে রোগিণীর জ্বরও ত্যাগ পাইল। পরদিন হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু তাহাকে দেখিতে আসিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, এবং

আমাকে নিতান্ত সমুৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কোন্ ঔষধ দ্বারা এত ফল দর্শাইলেন? আমি তাঁহাকে ঔষধের নাম বলিলাম। তিনি মুক্তকণ্ঠে এমন স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ গুণের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না।

মানসিক অস্থিরতা।

১। মানসিক অস্থিরতা—সময় সময় এই লক্ষণ এত প্রবল হয় যে ইহার বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া উঠে:—(১) একোন্, আর্স, অরা, বেল্, ক্যামো, ডিজি, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্স; ভিরাট্; (২) এলাম্, এনাকা, ব্যারাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ্, ককিউ, কুপ্রা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, হ্রাস্, সিপি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফা এই রোগের প্রধান ঔষধ।

২। বুকের ভিতর অস্থির ভাব হইয়া মানসিক অস্থিরতা হইলে—(১) একোন্, আর্স, অরা, ইপিকা, পাল্স্, ভিরাট্, * ষ্ট্যানাং; (২) ক্যাক্টা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ডিজি, স্পাইজি।

৩। পাকস্থলীর অথবা উদরের কোন প্রকার অসুখ হেতু হইলে—(১) আর্স, ক্যাল্ক, কুপ্রা, ষ্ট্রাট্রা, * নাক্স-ভ, পাল্স, ভিরাট্; (২) বেল্, ক্যামো, কার্ব-ভ, ককিউ, লরোসি, লাইকো, ষ্ট্রাট্রা-মিউ, ষ্ট্যানা, থুজা।

৪। হৃৎপিণ্ডের কোন অসুখ হেতু হইলে—(১) *একোন্, *আর্স, অরা, * ক্যাক্টা, ডিজি, পাল্স্, * স্পাইজি; (২) স্পঞ্জি, ক্যামো, সিলিনি, জেল্স, লাইকোপা, নাইট্রি-এসি, ফস্, ভিরাট্-ভি।

৫। হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্ অর্থাৎ রোগোন্মত্ততা হেতু হইলে—(১) একোন্, আর্স, ক্যাল্কে, ডিজি, *ল্যাকে, ষ্ট্রাট্রা, *নাক্স্ ভ, (২) ইস্কিউ, এলাম্, এনাকা, বেল্, কষ্টি, ক্যামো, কোনা, সাইপ্রি, গ্র্যাফা, মেলে, হিপা, ইগ্নে, আইরিস, ল্যাকে, লেপ্টা, লাইকো, মার্ক, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, পডো, পাল্স্, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

৬। হিষ্টিরিয়া হেতু হইলে—(১) একোন্, সিকিউ, ককিউ, কোনা, ক্রোকা, সাইপ্রি, হাইয়স্, ইগ্নে, মস্কাস্, * নাক্স-ভ; (২) এলিট্রা, বেল্, ক্যাল্ক, কষ্টি, কলোসি, * জেল্স, হাইয়স্, ম্যাগ্নে-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, ফস্, সাইলি, ভিরাট্।

৭। মস্তিষ্কে বোধশক্তির অত্যন্ত আধিক্য হেতু হইলে—একোন্, * বেল, * হাইয়স, * ল্যাকনান, মার্ক, নাক্স-ভ, ভিরাট্।

নানাবিধ স্বভাব ও বিকৃত মানসিক অবস্থা ইত্যাদি।

১। এই অধিকারে—(১) অরা, বেল্, হাইয়স, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ফস্, ফস্-এসি, প্ল্যাটি, পাল্স্, সিপি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) একোন্, এনাকা, আর্স, ক্যান্থ্ কা, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হেলে, মার্ক, ষ্ট্যাট্রামি, নাক্স-ভ, ওপি, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফা; (৩) এণ্টি, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যানা, ক্যাম্ফা, চায়না, সিনা, কফি, কুপ্রা, হিপা, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, প্রধান ঔষধ।

২। ব্যাকুলতা এবং মানসিক অস্থিরতা—(১) আর্স, পাল্স, ভিরেট্রা; (২) একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, ফস, হ্রাস, সেপ্ন, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৩। ভয় এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা—একোন্, এনাকা, আর্স, ব্যারাইটা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে কষ্টি, সিকুটা, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, সালফ্-এসি, ভিরেট্রা।

৪। হিতাহিত ও সদসৎ জ্ঞানের মন্দ অবস্থা জন্য মানসিক অস্থিরতা—এলাম্, এমোনি, আর্স, অরা, কার্ব-ভ, সিনা, ককিউ, কোনা, সাইক্লে, ডিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৫। মানসিক ব্যাকুলতা হেতু স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়—একোন্, আর্স, অরা, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ,

কলোসি, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা, হাইয়স্, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, প্ল্যাটি, পাল্স, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা।

উত্ত্যক্ত স্বভাববিশিষ্ট—(১) আর্স, ক্যাল্-কা, কষ্টি, ক্যামো, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাল্ফা, (২) একোন, এলাম্, অরা, বেল্, ব্রাই, চায়না, কোনা গ্র্যাফা, হিপা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটি, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্, সিপি, স্পাইজি।

৭। খিট্খিটে স্বভাব—(১) আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্ পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা; আর্ণি, অরা, বেল্, ক্যামো, চায়না, ককিউ, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটি, সিপি, স্পাইজি।

৮। ক্রোধশীল স্বভাব—(১) অরা, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যামো, কষ্টি, হিপা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, সাল্ফা; (২) আর্ণি, আর্স, ক্যাপ্সি, চায়না, ক্রোকা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, সাইলি।

৯। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস—(১) ব্যারাই, কষ্টি, সিকিউ, হাই-য়স্, লাইকো, পাল্স; (২) এনাকা, এণ্টি, অরা, বেল্, ক্যামো, ড্রসি, হেলে, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, রুটা, সাল্ফ্-এসি।

১০। মনুষ্যদৃষ্টে ভীতি—(১) এম্ব্রা, ব্যরোই, হাইয়স, ন্যাট্রা, পাল্স, ষ্ট্রাস; (২) বেল্, সিকিউ, কোনা, কুপ্রা, লাইকো, সিলিনি।

১১। স্নায়বীয় উত্তেজনা—(১) একোন, আর্ণি, অরা, বেল্, ক্যাল্কে ক্যামো, কফি, ম্যাগ্নে, মার্ক, ফস্, ভ্যালিরি; (২) এসারাম্, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, ফেরা, হিপা হাইয়স্, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, সিপি, সাল্ফা, টিউক্রি, ভিরেট্রা।

১২। অত্যন্ত চম্কিয়া উঠা স্বভাব—একোন্, বেল্, বোরা-ক্স, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কোনা, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, সাইলি, সাল্ফা।

১৩। হিংসাযুক্ত স্বভাব—(১) এনাকা, বেল্, হাইয়স্, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) আর্স, ক্যাপ্সি, কুপ্রা, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, প্ল্যাটি, সিকেলি

১৪। শপথ করা স্বভাব—এনাকা, ভিরেট্রা।

১৫। অপরকে বধ করিবার ইচ্ছা—আর্স, চায়না, হিপা, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।

১৬। অত্যাচার এবং প্রহার করা স্বভাব—(১) বেল, হাইয়স, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এনাকা, আর্স, ব্যারাই, চায়না, ককিউ, কুপ্রা, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, মস্কাস, ষ্ট্যাট্রা, নাক্স-ভ, প্ল্যাটি।

১৭। প্রতিহিংসা লওয়া স্বভাব—এগার, এনাকা, অরা, ল্যাকে।

১৮। চতুর স্বভাব—কুপ্রা, ল্যাকে, নাক্স-ভ।

১৯। সাহসিক ও নির্ভয় স্বভাব—(১) ইগ্নে, ম্যাগ্নে, ওপ; (২) একোন, এগার, মার্ক, সালফা।

২০। অবাধ্য এবং একগুঁয়ে—বেল, ক্যালকে, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, সাইলি, সালফা।

২১। ঝগড়াটে স্বভাব—(১) আর্স, ক্যাপসি, চায়না, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, ষ্ট্যাট্রা-মি, ভিরেট্রা; (২) আর্ণি, অরা, বেল, কষ্টি, ক্যামো, হাইয়স, লাইকো, ল্যাকে, মস্কাস, নাক্স-ভ, পিট্রো, সিপি, ষ্ট্যাফি।

২২। কল্পনা এবং নির্দ্দিষ্ট মানসিক ভাব সকল পরিত্যাগ—(১) বেল, ককিউ, ইগ্নে, ফস্-এসি, ষ্ট্যাবাডি, ষ্ট্র্যামো, সালফা; (২) একোন, এম্ব্রা, সিকিউ, হেলে, হাইয়স, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, ফস, প্ল্যাটি, হ্রাস, সিকেলি, সাইলি, ভ্যালিরি, ভিরেট্রা।

২৩। হাইপোকণ্ড্রিয়া ভাবযুক্ত ও ভাবীবিপদে ভয়াতুরতা—(১) ক্যালকে, চায়না, ষ্ট্যাট্রা, নাক্স-ভ, সালফা; (২) এনাকা, অরা, কোনা, গ্র্যাটি, ল্যাকে, মস্কাস, ষ্ট্যাট্রা-মি, ফস-এসি, সিপি, ষ্ট্যাফি; (৩) আর্স, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, লাইকে, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, পালস, হ্রাস, ভ্যালিরি।

২৪। গম্ভীর স্বভাব—এলাম, অরা, বেল, কষ্টি, ক্যামো, ইউ-

ফর্‌বি, হেলে, হাইয়স্‌, ইগ্নে, লিডা, মার্ক, নাক্‌স-ভ, নাক্‌স-ম, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, স্পাইজি, ষ্ট্যানা।

২৫। নিস্তব্ধ ও চুপ করিয়া থাকা স্বভাব—অরা, বেল, ক্যাপ্‌সি, কষ্টি, ক্যামো, ইউফর্‌বি, হেলে, হাইয়স, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস্‌-এসি, প্ল্যাটি, পাল্‌স, ষ্ট্যানা।

২৬। গ্রাহ্যশূন্যতা—(১) আর্স, বেল, ক্যাল্‌কে, ইগ্নে, ফস্‌, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি; (২) আর্ণি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, মার্ক, ন্যাট্রাম্‌, নাইট্রি-এসি, প্ল্যাটি।

২৭। খামখেয়ালী এবং ক্রুদ্ধস্বভাব—(১) ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, হিপা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাক্‌স-ভ, সিপি; (২) এনাকা, অরা, ড্রসি, কেলি, ল্যাকে, মস্কাস্‌, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্‌, সাইলি, সালফা।

২৮। কোন একটী বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত লোভ—আর্স, ব্রাই, পাল্‌স, ক্যাল্‌কে, লাইকে, সিপি।

২৯। কোঁকান, বিলাপ করা এবং নীরবে ক্রন্দন—একোন্‌, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, সিনা, কফি, গ্র্যাফা, হাইয়স্‌, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাক্‌স-ভ, নাক্‌স-ম, প্ল্যাটি, পাল্‌স, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

৩০। আনন্দময় স্বভাব, গান করা, শিশ্‌ দেওয়া, নৃত্য করা ইত্যাদি—(১) বেল্‌, কফি, ক্রোকা, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ওপি, প্ল্যাটি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) অরা, ক্যানা, কার্ব-এনি, সিকিউ, হাইয়স্‌, ন্যাট্রা, স্পঞ্জি, জিঙ্ক্‌।

৩১। আশাশূন্য ও নিরাশাপূর্ণ—একোন্‌, অরা, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

৩২। জীবনে ক্লান্তিবোধ—এম্ব্রা, এমোনি, আর্স, অরা, বেল, চায়না, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস, প্ল্যাটি, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, থুজা।

৩৩। আত্মহত্যার ইচ্ছা—(১) আর্স, অরাম্, নাক্স-ভ, পালস; (২) এলাম্, বেল্, কার্ব-ভ, চায়না, ড্রসি, হিপা, হাইয়স, মেজি, হ্রাস, সিকেলি, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা-এ।

৩৪। কল্পনাপূর্ণ মন—(১) বেল্, ষ্ট্র্যামো, ; (২) এনাকা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, ওপি, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা; (৩) একোন্, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, ক্যামো, ডাল্কা, হেলে, হিপা, কেল্লি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, প্ল্যাটি।

৩৫। ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মত্ততা—(১) বেল্, হাইয়স, ল্যাকে, পাল্স্, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা; (২) আর্স, অরা, ক্রোকা, লাইকো, প্ল্যাটি, সিলিনি।

৩৬। কোমল প্রকৃতি—ককিউ, ক্রোকা, ইগ্নে, লাইকো; ম্যাগ্নে, পাল্স্, সাইলি।

৩৭। অহঙ্কার, গর্ব্ব ইত্যাদিযুক্ত স্বভাব—(১) লাইকো, প্ল্যাটি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এলাম্, আর্ণি, কষ্টি, চায়না, কুপ্রা, হাইয়স, ইপিকা, ল্যাকে, ফস্।

৩৮। দুঃখ এবং মানসিক বিষণ্ণতা—(১) আর্স, অরা, বেল্, ইগ্নে, ল্যাকে, পাল্স, সাল্ফা; (২) একোন, ব্রাই, কষ্টি, ক্যামো ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হেলে, হাইয়স্ লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, পিট্রো, প্ল্যাটি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা।

৩৯। প্রণয়সহ শৃঙ্গার-রসাত্মক স্বভাব—(১) এণ্টি, হাইয়স, ভিরেট্রা; (২) গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ম, প্ল্যাটি, পাল্স্, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

৪০। অত্যন্ত কুৎসিত কামভাবাপন্ন স্বভাব—(১) ক্যাম্ফা, হাইয়স্, ফস্, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, প্ল্যাটি, পাল্স।

৪১। উন্মাদ এবং পাগ্লা ছিট্ বিশিষ্ট স্বভাব—(১) একোন্, বেল্, ক্যাল্কে, হাইয়স, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ওপি, প্ল্যাটি ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এগার, এনাকা, এণ্টি, আর্ণি, আর্স, ক্যানা, ক্যাম্ফা, কষ্টি, সিকিউ, ককিউ, কলোসি, কোনা, ক্রোকা, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক,

ন্যাট্রা, নাক্স ম, ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্, প্লাম্বা, হ্রাস্, পালস্, সিকেলি, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, জিঙ্ক্।

৪২। ক্রোধ—(১) বেল, ক্যাম্বা, হাইয়স্, লাইকো, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এগার, আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যানা, ককিউ, ক্রোকা, কুপ্রা, ল্যাকে, মার্ক, প্লাম্বা, সিকেলি।

৪৩। ফিট্ † হওয়া স্বভাব—(১) একোন্, এলাম, বেল্, ক্রোকা, ফেরা, ইগ্নে, প্ল্যাটি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি; (২) অরা, ক্যানা, ক্যাপসি, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, ককিউ, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, সিপি, ভ্যালিরি, জিঙ্ক্।

৪৪। ব্যাকুলতা, আশঙ্কা ও ভয়:—

ওপিয়াম্।—ভয়, এবং আশঙ্কা হেতু অসুখ।

একোনাইট্—কিছু সময় পূর্ব্বে মনে আঘাত লাগা। লোকসমাকীর্ণ অথবা কোন গোলযোগপূর্ণ স্থানে যাইতে ভয়। পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা, মৃত্যুভয়।

আর্স—আপনাকে আপনি ভয় করে। মৃত্যুভয়। মৃত-আত্মার ভয়।

ক্যান্থারিস্—কাল্পনিক অনিষ্টের ভয়।

কার্ডুয়াস-বেনিডিকৃটাস্—ভীতি এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক গোলযোগেই চম্‌কিয়া উঠা। শীতল ঘর্ম্ম।

ক্যাল্-কার্ব—যক্ষ্মারোগের, দরিদ্রতার, মানসিক বিকৃত অবস্থার এবং পড়িয়া যাইবার ভয়। ভবিষ্যৎ ঘটনা এবং মৃত্যুর জন্য ভয়।

কার্ব-ভেজি—কোন বিষয় ভাল করিয়া করিতে অসমর্থ বলিয়া ভয়। ভূতের ভয় (বিশেষ রাত্রে)।

ক্লোরিন্—উন্মত্ত হওয়ার ভয়। কোন কষ্ট সহ্য করিতে হইবে বলিয়া ভয়। হঠাৎ চমকিয়া উঠিবে বলিয়া ভয়।

† (কোন পীড়া কিম্বা লক্ষণের হঠাৎ গুরুতররূপে আক্রমণকে সেই পীড়ার ফিট্ Fit বলে। ফিট্ শব্দে যে কেবল মূর্চ্ছাই বুঝাইবে তাহা নহে)।

[দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি, মানসিক বিকৃতি, হাইপোকণ্ড্রিয়া, মেলাঙ্কোলিয়া ইত্যাদি দেখ]

কলচিকাম্—কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম হইবে বলিয়া ভয়।

কুপ্রাম—দ্রুতবেগে চলিয়া যাইবার ভয়।

ডাল্কামেরা—ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভয়।

ডিজিটেলিস্—মৃত্যু বিষয়ে ভয়।

ড্রসিরা—বিষ খাইয়া প্রাণ যাইবে বলিয়া ভয়।

হাইয়সায়েমাস্—কোন জন্তু দংশন করিবে অথবা বিষ দ্বারা প্রাণ হারাইবে বলিয়া ভয়।

ইগ্নেসিয়া—চোরের ও সামান্য তুচ্ছ বিষয় আগতপ্রায় বিশেষতঃ বিষয়ের জন্য ভয়।

লিলিয়াম্—দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় আক্রান্ত হইবে বলিয়া।

লাইকোপেডিয়াম্—কাল্পনিক বিভীষিকা এবং মূর্ত্তি সমস্ত দেখার ভয়।

মার্ক—বুদ্ধিহারা হইবে এবং পড়িয়া যাইবে বলিয়া ভয়।

মরফিন্—বজ্রপাত ও মেঘ-গর্জ্জনের সময় এবং তাহার পূর্ব্বে ভয়ে কাঁপিয়া অস্থির হয়।

ফস্ফরাস্—ভয়োৎপাদক প্রতিমূর্ত্তি সকলের আশঙ্কা।

পাল্সেটিলা—সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয়।

র‍্যানানকুলাস্—বিদ্যুতের ভয়। একাকী থাকিতে এবং সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয়।

রুটা—ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং জেলে লইয়া গিয়া বন্ধ করিবে এই ভয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—যখন দ্রুতবেগে চলিয়া বেড়ায় তখন ভবিষ্যৎ ভয় হইতে থাকে।

ষ্ট্র্যামো—উন্মত্ত হওয়ার, কোন জন্তু কর্ত্তৃক দংশিত হওয়ার, এবং ভয়াবহ প্রতিমূর্ত্তির ভয়।

ট্যানিন্—মানসিক গোলযোগ হওয়ার ভয়।

জিঙ্কাম্—চোরের ভয়। ভয়াবহ কাল্পনিক দর্শনের ভয়।

৪৫। অন্ধকারের মধ্যে থাকিতে ভয়—ক্যাল্-কার্ব, কষ্টি, লাইকো, পাল্স, ষ্ট্রাস, ভ্যালিরি।

৪৬। মৃত্যুভয়—একোন্, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, ডিজি, মস্কাস, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, র‍্যাফেনাস্, সিনা, জিঙ্ক্।

৪৭। জ্বরের উষ্ণাবস্থার সময় মৃত্যুভয়—একোন, ক্যাল্কে, ককিউ, ইপিকা, মস্কাস, নাইট্রি-এসি, রুটা।

৪৮। ঘর্ম্মাবস্থায় মৃত্যুভয়—নাইট্রাম্।

৪৯। আনন্দ ও তজ্জনিত অবস্থানিচয়—একোন, কষ্টি, ককিউ, ক্রোকা সাইক্লে, ন্যাট্রা-কার্ব, ওপি, পাল্স।

কফিয়া—আনন্দে স্তম্ভিত হয় ও চমকিয়া উঠে ও কাঁপিতে থাকে। ক্রন্দন করে। চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকে। মূর্চ্ছা যায়। এমন কি মৃতের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং শিশু)। অত্যন্ত প্রফুল্ল মানসিক অবস্থার পর শিরঃপীড়া।

ক্রোকাস্—অত্যন্ত আহ্লাদে মানসিক উত্তেজনা; উন্মাদ অবস্থার আরম্ভ। পিংশে মুখবর্ণ। মাথাধরা; দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ। আনন্দপূর্ণ উন্মাদ অবস্থা ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া। অন্ধাবস্থা ও ফেঁকাশে মুখশ্রী।

কোকা—মানসিক উত্তেজনার পর শিরঃপীড়া।

সিঙ্কোনা—অত্যন্ত আনন্দের পর মুখবর্ণ লাল হইয়া উঠে।

জেলস্—আনন্দজনক সংবাদের পর শীত এবং উদারাময়।

হাইয়সায়েমাস্—আনন্দে হাস্য করে, ক্রন্দন করে এবং স্তম্ভিত হয়।

মার্ক—নীরবে ক্রন্দন। কাশি; কম্প। কপোলদ্বয় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

৫০। শোক এবং দুঃখজনিত অবস্থানিচয়—(১) ইগ্নে, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি; (২) আর্স, কলোসি, জেলস্, গ্র্যাফা, হাইয়স, কেলি-ব্রো, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, প্ল্যাটি, ভিরেট্রা।

ইগ্নেসিয়া—শোক এবং দুঃখ ও তৎসঙ্গে লজ্জা। অন্তর্নিবদ্ধ মানসিক কষ্ট। ভয়ার্ত্ততা। মাথাঘোরা। শিরঃপীড়া। পেটে চাপের ন্যায় বেদনা-বোধ। ঋতুর অভাব। কোরিয়া কিম্বা অপস্মার পীড়ার ন্যায় পীড়া। নানা-প্রকার কাল্পনিক কষ্ট (বিশেষতঃ সর্ব্বদা চিন্তা করে)।

ফস্-এসি—প্রাতে মাথাব্যথা। সন্ধ্যার সময় মাথা ঘোরে। যাহা খায় তাহার স্বাদ অনেক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। প্রায়ই আহার বমন হইয়া যায়। পেট ডাকে। উদরাময়। শুক্রপতন ও তজ্জন্য দুর্ব্বলতা। অপস্মার রোগ। শারীরিক শীর্ণাবস্থা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ভবিষ্যৎ বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অনুভব হইতে থাকে। হাইপোকণ্ড্রিয়া। গ্রাহ্যশূন্যতা। সর্ব্বদা শৃঙ্গার-বিষয়ক আলোচনা হেতু স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল। নিজকার্য্য করিতে নিজেই ক্রোধে অস্থির হয়। স্নায়বীয় দুর্ব্বলত্ব। কন্ভালশন্ ও তৎসঙ্গে বিলুপ্ত-সংজ্ঞা। দিবানিদ্রা।

আর্সেনিক—মানসিক বিকৃতি। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিতে অনিচ্ছা; মনে করে যে কখনও তাহাদিগকে ত্যক্ত ও অপমানিত করিয়াছে, কিন্তু কখন যে কি প্রকারে এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে তাহা সে জানে না। দুঃখিত। ক্রন্দনশীল ও ব্যাকুল স্বভাব। সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

কষ্টিকাম্—চুপ্ করিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে চায় না। নৈরাশ্যপূর্ণ। বন্ধুদিগের শোক কিম্বা দুঃখের পর শারীরিক পীড়া এবং এই সঙ্গে অর্শরোগের বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস্—অত্যন্ত দুঃখ ও ব্যাকুল স্বভাব। অনেকদিনের শোক এবং দুঃখের পর পুরাতন পীড়ার উৎপত্তি। মাথায় দপ্দপানি বেদনা বোধ।

মার্কিউরিয়াস্—শোক ও তৎসঙ্গে রজনীতে ভয়। ঝগড়াটে স্বভাব। তাহার বন্ধু বান্ধবদিগের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। নাসিকা হইতে এক প্রকার শ্লেষ্মা গড়িয়া পড়ে, তদ্দরুণ নাসিকার নিম্নে লোনছা উঠিয়া যায়। উদরাময় এবং পেটে বেদনা। ভয়জনক মুখশ্রী দর্শনে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়।

নাক্স-মস্কেটা—দুঃখ। রোগের সহিত হৃৎকম্পন; নীরবে ক্রন্দন স্বভাব; স্ফূর্ত্তিরহিত। শয়ন করিতে যাইতে ভয় পায়। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের দরুণ নিদ্রালুতা। পাকস্থলীর পীড়া। হিষ্টিরিয়া। হাঁটিতে হাঁটিতে যেন ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, কখনও কখনও পড়িয়াও যায়।

৫১। বাড়ী যাওয়ার চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির চিত্ত তাঁহাতে যেন পীড়িত—অরা, বেল্, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-এনি, কষ্টি, ক্রেমা, ইউপেটো-পার্পিউ, হেলে, হাইয়স্, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক্, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্-এসি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

ক্যাপ্সিকাম্—অঙ্গসঞ্চালন করিয়া বেড়াইলে এ প্রকার মাথাধরা যেন ফাটিয়া গেল। কপোল রক্তবর্ণ। মুখের অভ্যন্তর গরম। শীত এবং উষ্ণ। আহারের পর পেটের ভিতর জ্বালা। উদরাময় ও তৎসঙ্গে পেটে বেদনা। নিশ্বাস অত্যন্ত টানিয়া গ্রহণ করে। সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে অত্যন্ত কাশি। নড়া চড়া করিতে অনিচ্ছা। হেক্‌টিক জ্বর। কফীর ধাতুবিশিষ্ট। বাড়ীর জন্য কষ্ট প্রকাশ এবং চিন্তা।

কার্ব-এনি—কেহ যেন একাকী ফেলিয়া গিয়াছে এই বলিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্ধচিত্ত কোন প্রকার সান্ত্বনা করা যায় না।

ইউপেটোরিয়াম্-পার্পিউ—পরিবারসহ বাটিতে থাকিয়াও বাড়ীর জন্য যন্ত্রণা অনুভব করে (হোমসিক্‌নেস্); দীর্ঘনিশ্বাস, মাথাব্যাথা। গল-দেশে নিশ্বাসবন্ধকারক ভাব। সর্ব্বদা ঢোক গেলা। উদরাময়। অস্থিরচিত্ততা এবং কোঁকান। দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি এবং মূর্চ্ছা ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবের উদ্বেগ।

ম্যাগ্নেসিয়া-মি—বাড়ীর জন্য প্রাণ কাঁদে। দুঃখ। নীরবে ক্রন্দন। বিপদ অনুভব। পুনঃ পুনঃ নীরবে ক্রন্দনসহ বোধ করে যেন সে একাকী রহিয়াছে। হিষ্টিরিয়া এবং আক্ষেপযুক্ত পীড়া। অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

মার্ক-সল্—পলাইয়া বিদেশে যাইতে চায়। কিছুতেই তাহার ভাল লাগে না। ব্যাকুলতা। ক্ষুধা এবং মন্দাগ্নি। উদরাময় এবং পেটে বেদনা। রাত্রিতে হাত পায়ে বেদনা। সামান্য পরিশ্রমের পর হস্তপদ কম্পন। রাত্রিতে ভয়। নিশাঘর্ম্ম।

ফস্-এসি—বাড়ীর জন্য মনঃপোড়া ও তৎসঙ্গে নীরবে ক্রন্দন; এবং রাত্রি শেষভাগে ঘর্ম্ম। নিদ্রালুতা। ক্ষীণ শরীর। মস্তিষ্কে পুরাতন রক্তাধিক্য হেতু পীড়া। অল্প বয়সেই পক্ক কেশ, কথা কহিতে অক্ষম। উদরাময়। সর্ব্বদাই নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা।

৫২। অতৃপ্ত প্রণয়জনিত অসুখ—অরা, কষ্টি, কফি, বেল, হাই-য়স, ইগ্নে, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি।

অরাম—অসুখকর প্রণয়। নীরবে ক্রন্দনেচ্ছা। তাহার আত্মহত্যার ইচ্ছা। নৈরাশ্য। হঠাৎ ক্রোধ। মেলাঙ্কোলিয়া। ঝগড়াটে স্বভাব। মৃত্যু-ইচ্ছা। কখনও বা আনন্দে কখনও বা দুঃখে পূর্ণ হয়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। চক্ষের নিকটে যেন জোনাকী পোকা জ্বলে। কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ। মুখে দুর্গন্ধ। অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য এবং হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও তৎসহ ব্যাকুলতা।

হাইয়সায়েমাস্—অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক প্রণয়। ক্রোধ এবং অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা বলা। উন্মত্ততার সহিত শৃঙ্গারভাব। গাত্রের কাপড় ফেলিয়া দেয় বিশেষতঃ উলঙ্গ হইয়া পড়ে। প্রণয় বিষয়ক সঙ্গীত গান করে। খামখেয়ালী এবং ঈর্ষাপূর্ণ। হেক্‌টিক জ্বর। গোলমাল করিয়া কথাবার্ত্তা বলে।

ল্যাকেসিস্—অসুখকর প্রণয় এবং সর্ব্বদা সন্দেহজনক চিত্ত। জীবনে ক্লান্ত। হৃৎপিণ্ডে বেদনা। মূর্চ্ছা ও মৃতপ্রায় অবস্থা। অবিশ্বাস। সন্দেহ। সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—যাহাতে মানসিক কষ্ট হইবার কারণ নাই এমন বিষয়ে ক্রোধ। নিজের নিকট হইতে জিনিস পত্র ঢালিয়া ফেলে।

৫৩। মর্ম্মান্তিক মানসিক কষ্ট ও অপমান হেতু নানা প্রকার পীড়ায়—অরা, বেল, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, পেলাডি, ফস-এসি, প্ল্যাটি, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, ভিরেট্রা।

অরাম—অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়। নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই এবং মনে করে অন্যেও তাহার প্রতি সেই প্রকার ভাবে। অত্যন্ত শিরঃপীড়া; বাতাসে বেড়াইলে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ নিতান্ত উত্তেজিত। অত্যন্ত ক্ষুধা। কাফি, সুরা এবং দুগ্ধ খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা। মাংসে অরুচি। হৃৎকম্পন।

ক্যামোমিলা—অত্যন্ত মরমে মরিয়া যাওয়া। অসহিষ্ণুতা। কিঞ্চিৎ জ্বর। অন্যের অনিষ্টে ইচ্ছা। মূর্চ্ছা এবং দুর্ব্বলতা। মুখ তিক্ত। গরম পিত্তপূর্ণ উদরাময়, তাহাতে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ।

কলোসিন্থ—নীরবে এবং চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করা। প্রতিহিংসা-সহ অত্যন্ত ক্রোধ ও খিট্‌খিটে স্বভাব। পেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রত্যেক বার আহারের পর বমন এবং উদরাময়। জঙ্ঘা ও উরুপ্রদেশে বেদনা। এই বেদনা কিড্‌নী হইতে উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। পায়ের ডিমে আক্ষেপ। অনিদ্রা।

ইগ্নেসিয়া—ভয়াতুর। কথা বলিতে অনিচ্ছা। একাকী থাকিতে চায়। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। মাথা ভার। নীরবে বসিয়া থাকা। উদ্দেশ্যরহিত দৃষ্টিতে একদিকে তাকাইয়া থাকে। শ্রবণশক্তি স্থূল। মুখচ্ছবি বিশ্রী, ফেঁকাশে এবং বসিয়া যাওয়া। কিছু খাইতে বা পান করিতে ইচ্ছা নাই। বাম হাইপো-কণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশে বেদনা, টিপিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি। মূত্র ও মলের পরিমাণ অধিক। স্বর কম্পিত। চলিবার সময় যেন ধাক্কা খাইয়া পড়িতে থাকে। গৌণে নিদ্রা এবং অস্থিরতা। পদদ্বয় শীতল বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়।

লাইকোপোডিয়াম্—মর্ম্মান্তিক মানসিক পীড়ার পর যকৃতের পীড়া; মনুষ্য দেখিতে ভয় করে। একাকী থাকিতে ইচ্ছা কিন্তু একাকী থাকিলে অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং মেলাঙ্কোলিয়াযুক্ত হইয়া উঠে। খাম্‌খেয়ালী। ক্রুদ্ধ এবং অবাধ্য। স্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা।

ন্যাট্রা-মি—দুঃখ। নীরবে কান্না। সান্ত্বনা করিতে গেলে পীড়ার বৃদ্ধি। হৃৎকম্পন। নাড়ী পর্য্যায়যুক্ত। সামান্য বিষয়ে ক্রুদ্ধ। ঘৃণাশীল এবং প্রতিহিংসাপূর্ণ স্বভাব। মস্তিষ্ক ক্লান্ত। পেট ভারী এবং প্রসারিত ও বেদনাযুক্ত।

নাক্স-ভমিকা—বাহিক কিম্বা কোন মানসিক চাঞ্চল্যে অত্যন্ত চঞ্চল। সর্ব্বদা বসিয়া থাকিয়া কালযাপন করা স্বভাব। হাইপোকণ্ড্রিয়াযুক্ত এবং বৃথা সময় নষ্টকারী এবং গৌণে নিদ্রাকারী ব্যক্তিদিগের কোষ্ঠবদ্ধ এবং

উদরের গোলযোগ থাকিলে সহজেই উন্মত্ত হইয়া যায়। যাহা সে করিতে ইচ্ছা করে তাহাই বিপথগামী হইয়া যায়।

পাল্‌সেটিলা—মানসিক দুঃখ এবং কাঁদিয়া ফেলা। ব্যাকুলতা। জীবনে ক্লান্তি। ডুবিয়া মরিতে আনন্দ বোধ করে। কিছুতেই সন্তোষ নাই। সহজেই ক্রুদ্ধ হয়। পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তপাত। চক্ষুর চতুর্দ্দিক কৃষ্ণবর্ণ এবং মুখ মেটে রং বিশিষ্ট। মুখ বিস্বাদ। বমনেচ্ছা। তিক্ত বিজলের ন্যায় বমন। কঠিন ও অল্প মল। নিশ্বাসে কষ্ট। পা ভারী। চিন্তাকুল স্বপ্ন।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ক্রোধ। ত্যক্ততা বা অন্তর্নিবদ্ধ অসন্তুষ্টি হইতে পীড়া চিড়্‌চিড়ে স্বভাব। ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভয়। দিবসে নিদ্রা এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা। দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ স্বর। মাথার চুল উঠিয়া যায়।

৫৪। লজ্জা হেতু মানসিক চাঞ্চল্য—কলোসি, ইগ্নে, ওপি, ফস্‌-এসি, প্ল্যাটি, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

৫৫। ভৎর্সনা হেতু মানসিক চাঞ্চল্য—কলোসি, ক্রোকা, ইগ্নে, ওপি, ফস্‌-এসি, ষ্ট্যাফি।

৫৬। অত্যন্ত ক্রোধ হেতু পীড়া—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভ। (ক) অত্যন্ত ক্রোধশীল—ব্রাই, ফস্‌, জিঙ্ক্‌। (খ) ক্রোধ হেতু অধিককাল স্থায়ী পীড়া—এগার, জিঙ্ক্‌; (গ) ক্রোধ হইতে মর্ম্মান্তিক পীড়া—ষ্ট্যাফি। (ঘ) ক্রোধ ও তৎসহ ত্যক্ততা—ক্যামো, প্ল্যাটি, ষ্ট্যাফি। (ঙ) রাগ এবং প্রতিহিংসা—একোন, আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যামো, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স-ভ, ভিরেট্রা।

৫৭। ত্যক্ততাজনীত পীড়া—আর্স, বেল্‌, কষ্টি, সিষ্টাস, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস্‌, ফস্‌-এসি, ষ্ট্রাস, সিপি, সাল্‌ফা। (ক) ত্যক্ততার পর অনেককাল স্থায়ী পীড়া—এলাম, ক্যামো, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পাল্‌স, সিপি। (খ) ত্যক্ততা, তৎসঙ্গে ক্রোধ ও ঘৃণা—কলোসি, ইপিকা, নাক্স-ভ, প্ল্যাটি, ষ্ট্যাফি।

৫৮। অহঙ্কারজনিত পীড়া—ল্যাকে, লাইকো, প্ল্যাটি, ষ্ট্যাফি,

ভিরাট্ (ক) আত্মম্ভরিতা হইতে পীড়া—ক্যাল্-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, সাইলি, সাল্ফা।

৫৯। হিংসাজনিত পীড়া—আর্স, ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, ষ্ট্যাফি।

প্রতিহিংসাশীল স্বভাব—এমোনি-কার্ব, ক্যাল্-কার্ব্ব, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি। উপরোক্ত মানসিক অবস্থাসমূহ জনিত নিম্নলিখিত পীড়াসমূহে মানসিক অবস্থা সম্বন্ধীয় ঔষধ সকল প্রশস্ত জানিবে।

মানসিক উদ্বেগাদিজনিত অবস্থা

ও

পীড়ানিচয়।

[স্থানান্তরে পীড়ানিচয়ের কারণ দেখ।]

১। কামল—ক্যামো, মার্ক, চায়না।

২। কন্ভাল্শন্—বেল, ক্যামো, ইগ্নে, হাইয়স্, ওপি, সেম্বু।

৩। ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ—বেল, ওপি, ইগ্নে।

৪। অপস্মার-বায়ু-যুক্ত—ইগ্নে, ওপি, বেল; ল্যাকে, কষ্টি।

৫। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও তৎসঙ্গে কম্পন—মার্ক, ওপি, ফস্-এসি, ভিরাট্।

৬। মূর্চ্ছাজনক ফিট—কফি, ওপি, ভিরাট্।

৭। আক্ষেপযুক্ত বেদনা—কলোসি।

৮। স্নায়বীয় উত্তেজনা—একোন, ম্যাগ্নে, কফি, মার্ক, নাক্স-ভ।

৯। উত্তেজিত রক্ত—একোন, কফি, মার্ক।

১০। জ্বর—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভ।

১১। শীত এবং কম্পন—ব্রাই, মার্ক, পাল্স।

১২। শরীর শীতল—ওপি, পাল্স, সেম্বু, ভিরেট্র।

১৩। শরীর গরম এবং গাল রক্তবর্ণ—ক্যাপ্সি, ইগ্নে, একোন।

১৪। নিশাঘর্ম্ম—মার্ক, ফস্-এসি।

১৫। হেক্টিক জ্বর—ইগ্নে, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি।

১৬। অনিদ্রা—একোন, কফি, মার্ক, ক্যাপ্সি, কলোসি, ষ্ট্যাফি।

১৭। অজ্ঞানতাযুক্ত নিদ্রা—ওপি, ফস-এসি, সেম্বু।

১৮। মেলাঙ্কোলিয়া এবং দুঃখিতাবস্থা—অরা, ইগ্নে, ফস্-এসি, প্ল্যাটি, ষ্ট্যাফি।

১৯। সর্ব্বদা নীরবে ক্রন্দন ও বিলাপ—বেল, হিপা।

২০। সর্ব্বদা ক্রন্দন—বেল, ওপি।

২১। সর্ব্বদা ভয় এবং অস্থিরতা—একোন, বেল, ক্যামো, মার্ক, প্লাটি, ষ্ট্যাফি।

২২। শ্রীহ্নশূন্যতা—হেলে, হাইয়স্, ফস্-এসি।

২৩। চৈতন্যশূন্য এবং বিলুপ্ত সংজ্ঞা—বেল, হাইয়স, নাক্স-ভ ওপি।

২৪। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং মাথাধরা—একোন, বেল, কফি, ইগ্নে, নাক্স-ভ, ওপি।

২৫। মাথার চুল পড়িয়া অথবা উঠিয়া যাওয়া—ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি।

২৬। ক্ষুধাশূন্যতা, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন—ব্রাই, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্স।

২৭। পৈত্তিকের গোলযোগ—একোন, ব্রাই, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, নাক্স-ভ।

২৮। পাকস্থলীতে বেদনা—ক্যামো, নাক্স-ভ, পাল্স।

২৯। উদরাময় ও পেটে বেদনা—ক্যামো, পাল্স, ভিরেট্র।

৩০। অসাড়ে মলত্যাগ—ওপি ভিরেট্র।

৩১। বক্ষঃস্থলে বেদনা হাঁপানি ইত্যাদি—অরা, বেল্, ক্যামো, নাক্স-ভ, ওপি, সেম্বু।

৩২। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত কম্পন—একোন, ক্যামো, হিপা, ওপি, পাল্স।

[মানসিক গোলযোগ মেলাঙ্কোলিয়া ইত্যাদি পীড়া দেখ।]

ব্যাধিগ্রস্ত নিদ্রা, তন্দ্রা এবং আলস্য।

১। এই অধিকারে—(১) আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যামো, চায়না, কফি, হিপা, কেলি, মার্ক, ফস, পাল্স্, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা; (২) একোন্, বেল্, বোরাক্স, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, থুজা; (৩) এম্ব্রা, এমোনি-মি, অরা, ব্যারাইটা, ক্যাম্ফ, ক্যানা, কার্ব-এ, ককিউ, ডাঁল্কা, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে, মস্কাস্, ফস-এ, প্ল্যাটি, হ্রডো, স্যাবাডি, স্যাঙ্গু, সায়্সা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এ, ভিরাট্ প্রধান ঔষধ।

২। নিদ্রাবস্থায় মানসিক ব্যাকুলতা—(১) ককিউ, ডাল্কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস, স্পঞ্জি, ভিরাট্; (২) একোন, আর্স, বেল্, ফেরা, হিপা, কেলি, পিট্রো, হ্রাস।

৩। মোহ অবস্থাপন্ন—বেল্, ব্রাই, ক্যামো, ক্যাম্ফ, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লিড, নাক্স-ম, ওপি, ফস, পাল্স, সিকেলি, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, সিকিউ, হাইয়স্, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ভ, প্ল্যাটি, সাল্ফা, টার্টা, ভিরাট্।

৪। গভীর নিদ্রা—(১) বেল্, ইগ্নে, নাক্স-ম, ওপি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা; (২) এলাম, এণ্টি, আর্স, কোনা, ক্রোকা, কুপ্রা, হাইয়স, লিডা, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ফস্, ফস্-এ, পাল্স, সিকেলি, সিপি, ভিরাট্।

৫। পাত্লা নিদ্রা—(১) আর্স, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, নাক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সাল্ফা; (২) ক্যাল্কে, কফি, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, সাইলি, ভিরাট্।

৬। অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নিদ্রা—(১) বেল্, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্রোকা, নাক্স-ম, ওপি, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা, ভিরাট্; (২) আর্ণি, ক্যাপসি, কার্ব-ভ, কলোসি, কোনা, হাইয়স্, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে, মস্কাস্, ফস, ফস্-এ, পাল্স, হ্রাস, সেম্ব।

৭। অল্প নিদ্রা এবং অতি প্রত্যূষে জাগরিত হওয়া—(১) আর্স, কষ্টি, ডাল্কা, কেলি, মার্ক, স্থাট্র, ন্যাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, সিপি, সাইলি; (২) অরা, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, কফি, ক্রোকা, গ্র্যাফা, লাইকো, মিউর-এসি, সাল্ফ-এসি।

৮। অতি দীর্ঘকাল নিদ্রা এবং গৌণে জাগরিত হওয়া—(১) ক্যাল্কে, কষ্টি, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে মিউ, নাক্স-ভ, ফস্, সিপি, সাল্ফা; (২) এলাম্, এণ্টি, কোনা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, মার্ক, স্থাট্রা-কা, স্থাট্রা-মি, ফস-এসি, পাল্স, সিকেলি, সাইলি, ষ্ট্যানা।

৯। নিদ্রাবস্থায় নানাপ্রকার চিন্তার সহিত উম্মত্তের ন্যায় বকা—(১) একোন্, ক্যালক, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, স্থাট্রা-মি, নাক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, সালফা; (২) কার্ব-এনি, চায়না, কোনা, হেলে, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, ওপি, সিপি।

১০। নিদ্রায় অত্যন্ত অধিক স্বপ্নদর্শন—(১) এল্যম, বেল, ব্রাই, ক্যাল্ক, চায়না, কোনা, কেলি, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, পাল্স, সাইলি, সালফা; (২) এমোনি-মি, আর্ণি, ব্রাই, কাম্ফ, কার্ব-ভ, ক্যামো, কলোসি, ফেরা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, মেজি, স্থাট্রা-মি, হ্রাস্, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্টাফি।

১১। নিদ্রা তৃপ্তিকর এবং সুস্থতাকর নহে—(১) এল্যম্, ব্রাই, চায়না, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, ক্রিয়োজো, লাইকো, ওপি, ফস্, সিপি, সাল্ফা; (২) এম্ব্রা, ব্যরাইটা, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, সিকুটা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, স্থাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, স্থাবাডি, সাইলি, ষ্টাফি, থুজা।

১২। নিদ্রায় অস্থিরতা এবং ছট্ফট্ করা—(১) এম্ব্রা,

আর্ণি, ব্যারাইটা, ক্যালক্‌, চায়না, কেলি, লাইকো, ফস্‌, হ্লাস্‌, ষ্টাবাড়ি, ষ্টাবাইসা, সাইলি, সাল্‌ফা ; (২) এমোনি-মি, অরা, বেল্‌, ব্রাই, ক্যামো, কফি, কল্‌চি, কলোসিন্থ, ডিজি, ডাল্‌কা, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, ইগ্নে, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নেকা, মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, পিট্রো, ফস্‌-এ, পাল্‌স্‌, সেঙ্গু, সারসা, সিকেলি, সেনিগা, স্পাইজি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা, থুজা।

১৩। পুনঃ পুনঃ জাগরিত হওয়া অর্থাৎ খণ্ডনিদ্রা—(১) বেল্‌, ক্যাল্‌কে, গ্র্যাফা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, ফস, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা ; (২) এম্বা, আর্স, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না; ইগ্নে, ম্যাগ্নে, ওলিয়েণ্ডা, হ্লাস, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

১৪। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন ও তজ্জন্য ব্যাকুলতা—(১) একোন্‌, আর্ণি, বেল্‌, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, নাক্‌স-ভ, ফস্‌, পাল্‌স্‌, হ্লাস, সাইলি, সালফা ; (২) এনাকা, আর্স, অরা, ব্রাই, কার্ব-ভ, হিপা, ইগ্নে, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, হ্লাস, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, থুজা, ভিরেট্রা, জিঙ্ক্‌।

১৫। বিরক্তিকর স্বপ্ন—ব্রাই, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, নাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, ফস, সিপি।

১৬। আনন্দকর ও চিত্তসন্তোষক স্বপ্ন—এলাম্‌, আর্স, অরা, কষ্টি, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, পাল্‌স, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, ওপি, ফস, ফস্‌-এসি, প্ল্যাটি, সাল্‌ফা, জিঙ্ক্‌, সিপি, ষ্ট্যাফি।

১৭। ঘৃণাজনক স্বপ্ন ও ময়লা, পোকা, পীড়া, পুঁজ ইত্যাদি দর্শন—(১) মিউর-এসি, নাক্‌স-ভ, ফস্‌ ; (২) এমোনি, এনাকা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, পাল্‌স, সাল্‌ফা, জিঙ্ক্‌।

১৮। নির্দ্দিষ্ট চিন্তা সম্বন্ধে স্বপ্ন ও পুনঃ পুনঃ সেই একই বিষয় দর্শন—একোন্‌, ইগ্নে; পাল্‌স, ষ্ট্যামো।

১৯। যে স্বপ্ন নিদ্রায় দেখে জাগরিত হওয়ার পর তাহাই দেখিতে থাকে—(১) চায়না, গ্র্যাফা, ফস্‌, সাইলি, সাল্‌ফা ;

(২) এমোনি-মি. ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ইগ্নে, ল্যাকে, লিডা, ন্যাট্রা-মি নাইট্রি-এসি।

২০। রতি বিষয়ক ও কামাদিভাবপূর্ণ স্বপ্ন—(১) গ্র্যাফা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ওপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি; (২) এণ্টি, ক্যান্থা, চায়না, কলোসি, কোনা, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ড্রা, ফস্, ফস্-এসি, পাল্স, সিপি, স্পাইজি ষ্ট্যানা, থুজা।

২১। মস্তিষ্কে শ্রমোৎপাদক এবং বিজ্ঞান বিষয়ে স্বপ্ন দেখা—(১) ব্রাই, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্স; (একোন্, এলাম্, এসাফি, আর্নি, অরা, বেল্, ক্যাল্কে, কাব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, ন্যাট্রা মি, ওপি, ফস্-এসি, স্যাবাইনা ষ্ট্যানা, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

২২। পরিষ্কাররূপ স্বপ্ন দেখা—(১) এনাকা, ক্যাল্কে কফিউ, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, পাল্স, হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা; (২) একোন্, এগার, আর্নি, বেল্, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, সিকুটা, কফিউ, কোনা, ড্রসি, গ্র্যাফা, লয়োসি, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, মিউর-এসি, ফস্, নাক্স-ভ, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো।

২৩। গোলযোগপূর্ণ অর্থাৎ অপরিষ্কার স্বপ্ন—(১) চায়না, সিকুটা, ক্রোকা, লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্স, ষ্ট্যানা, ভ্যালারি; (২) একোন্, এলাম, ব্যারাইটা, ব্রাই, কোনা. কষ্টি, হেলে, ম্যাগ্নে, ফস, সাইলি।

২৪। নানাপ্রকার কল্পনাযুক্ত স্বপ্ন—(১) ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সিপি, সাইলি, সাল্ফা; (২) একোন্, ব্যারাইটা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, কোনা, হেলে, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, পাল্স, স্পঞ্জি, জিঙ্ক্।

২৫। দিবসের সাধারণ কার্য্য-কলাপ এবং অন্যান্য বিষয় যাহা চিন্তা করা যায় না তদ্বিষয়ে স্বপ্ন—(১) ব্রাই, গ্র্যাফা, ল্যাকে, পাল্স, হ্রাস, সাইলি, ; (২) এনাকা, বেল, সিকুটা, সিনা, ক্রোকা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, সারসা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

২৬। জাগরিত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন—একোন, আর্নি, ব্রাই,

ক্যামো, হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

২৭। চোর ডাকাইত সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন—(১) ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা, সাইলি; (২) এলাম্, অরা, বেল্, ম্যাগ্নে-মি, পিট্রো, ফস্, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

২৮। ভূত প্রেত ইত্যাদি বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন—(১) এলাম্, কার্ব-ভ, ইগ্নে, কেলি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা, ওপি, সারসা, সিপি, স্পাইজি, সাইলি, সাল্‌ফা।

২৯। মৃতব্যক্তি এবং সৎকার ও রোগ দেখা ইত্যাদি বিষয়ক স্বপ্ন দর্শন—(১) এনাকা, আর্স, ক্যাল্‌কে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, ফস্, ফস্-এসি, থুজা; (২) এমোনি, আর্ণি, অরা, ব্রাই, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে-মি, মাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি, প্ল্যাটি, সাল্‌ফ এসি।

৩০। দুর্ভাগ্য, বিপরীত অবস্থা, মনের কষ্টদায়ক, ও ক্রোধাদি অবস্থা এবং বিপদ ইত্যাদি বিষয়ক স্বপ্ন—এনাকা, আর্স, চায়না, গ্র্যাফা, আইয়ড্, ক্রিয়েজো, লাইকো, নাক্স-ভ, পাল্‌স।

৩১। পীড়াবিষয়ে স্বপ্ন—এমোনি, এনাকা, বোরাক্স, ক্যাল্‌কে, কোনা, কেলি, নাক্স-ভ, সাইলি।

৩২। ঝগড়া ও বিরোধ বিষয় স্বপ্ন—এলাম্, আর্ণি, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ক্যামো, হিপা, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নাক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্যানা।

৩৩। যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত বিষয়ে স্বপ্ন—এমোনি-মি, ফেরা, হিপা, মার্ক, প্ল্যাটি, স্পঞ্জি, থুজা।

৩৪। হত্যা বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন—এমোনি-মি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-এনি, গুয়াই, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা মি, ফস্, পিট্রো, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

৩৫। প্রাণী, কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা—(১) আর্ণি, পাল্‌স, (২) এমোনি-কার্ব, এমোনি-মি, বেল্, ক্যাল্‌কে, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, সাইলি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি।

৩৬। সর্প ও সরীসৃপাদি স্বপ্নে দেখা—এলাম্, কেলি, সাইলি।

৩৭। পোকা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা—এমোনি, আর্স কেলি, হেলে, মিউর-এসি, নাক্স-ভ, ফস্।

৩৮। জল এবং জলেপড়া স্বপ্ন দেখ—এলাম্, এমোনি-মি, আর্স, ডিজি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি, মাগ্নে-কা ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, নাইটার, সাইলি।

৩৯। অগ্নি এবং অগ্নি হেতু বিপদ স্বপ্নে দেখা—এলাম, এনাকা, আর্স, ক্যাল্কে, হিপা, ক্রিয়েজো, মাগ্নে-কা, মাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, হ্রুডো, হ্রাস, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৪০। নিদ্রাবস্থায় কোঁকান—(১) কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিনা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ; (২) আর্ণি, আর্স, অরা, ব্রাই, হাইয়স, ইপিকা, ম্যাগ্নে কা, মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, ওপি, ফস, ফস-এসি, সাল্ফা, ভিরাট্।

৪১। নিদ্রাবস্থায় অত্যন্ত চমকিয়া উঠা—(১) আর্স, বেল, ক্যামো, গ্র্যাফা, হাইয়স্, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, পাল্স, সেপ্স্ব. সিকেলি, সাইলি, সাল্ফা; (২) আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না কুপ্রা, ড্রসি, হিপা, ইগ্নে ম্যাগ্নে-মি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, হ্রাস্; সিপি, ভিরাট, জিঙ্ক্।

৪২। নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে—(১) এপিস্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, পাল্স, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফা জিঙ্ক্; (২) আর্ণি, অরা, বোরাক্স, ক্যাল্কে ক্যাপসি্ কার্ব-এনি, কষ্টি, কক্কিউ. ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, সিপি, ষ্টাফি, টার্টা।

৪৩। নিদ্রাবস্থায় কথাবার্ত্তা বলে—(১) আর্স, ব্যারইটা, ক্যাল্কে, ক্যামো, ইগ্নে, নাক্স-ভ, পালস, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) আর্ণি, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ফস্-এসি, প্লাম্বা, হ্রাস্, স্যাবাডি, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, টার্টা, থুজা।

৪৪। নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন—ক্যামো, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা-মি,

নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পাল্‌স ; (২) ক্যাল্‌কে, কষ্ট, কার্ব-এনি, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস্‌, সাইলি।

৪৫। নিদ্রাবস্থায় রোগীর অত্যন্ত নাক ডাকিতে থাকে—(১) বেল্‌, ক্যাম্ফ্‌, কার্ব-ভ, ওপি, ষ্ট্রাস, সাইলি, ষ্ট্র্যামো ;(২) ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি ক্যামো, চায়না, ড্রসি, ডাল্‌কা, হাইয়স্‌, ইগ্নে, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, পালস, সাল্‌ফা।

৪৬। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত বা সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া নিদ্রা—বেল্‌, ক্যাপ্‌সি, চায়না. কলোসি, হেলে, ইগ্নে, ইপিকা, ওপি, ফস-এসি, সেম্বু, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

৪৭। হাঁ করিয়া অর্থাৎ মুখগহ্বর খুলিয়া নিদ্রা—ক্যামো, ডাল্‌কা. ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, ওপি, সেম্বু।

৪৮। নিদ্রাবস্থায় মুখ চোকান অর্থাৎ কিছু যেন চুষিতেছে ও গলাধঃকরণ করিতেছে—ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ইগ্নে।

৪৯। নিদ্রাবস্থায় মুখভঙ্গি এবং অন্যান্য প্রকার আক্ষেপ জনক অবস্থা—বেল্‌, ব্রাই, ক্যামো. চায়না, ককিউ, হেলে, হাইয়স্‌, ইগ্নে, ইপিকা, ওপি, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, ষ্ট্রাস. সেম্বু, ভিরাট্‌।

নাইটমেয়ার
(Night-mare)

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ইহাকে "বোবায় ধরা" বলিয়া থাকে। এই অবস্থায় নানা প্রকার ভাব নিদ্রার সময় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তির নিদ্রাবেশ মাত্র বক্ষঃস্থলে পাথর চাপার ন্যায় বোধ হয় ; কেহ বা স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে ইত্যাদি।

১। নিদ্রাবেশ মাত্র বক্ষঃস্থলে কোন ভার চাপার ন্যায় বোধ হইলে—(১) একোন্‌, এলোজ, এলাম্‌, এমোনি, ব্রাই, কোনা, সিনেকার, গুয়াই, হিপার, ষ্ট্রাট্রা, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্‌, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা, জ্যান্থি দেওয়া যায়।

নাইটমেয়ার সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব :—

একোনাইট—শিশু এবং স্ত্রীলোকের জন্য উপযোগী। যদি তাহাদের শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ এবং তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, হৃৎকম্পন, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দৃষ্ট হয় তবে ইহা দিবে।

গুয়াইকাম্—চীৎ হইয়া শুইলে বোবায় ধরে। চীৎকার করিয়া জাগরিত হয়। সমস্ত শরীর বোধ হয় যেন কসিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জাগ্রত হইলে অসুস্থতা বোধ। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্তি বোধ বিশেষতঃ উরু এবং বাহুদ্বয়ে। পেটের ভিতর অত্যন্ত বায়ু জন্মে, তাহাতে পেট খেঁাচান। পরিপাক ক্রিয়া ভালরূপ না হওয়ার জন্য পেটে চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা।

মেজিরিয়াম্—স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় জাগ্রত হয়। পেটে জ্বালা ও অসুখভাব, খাইলে পর তাহা নিবারিত হয়। "বোবায় ধরা অবস্থা" জাগ্রত হইলে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নাইট্রিক্-এসিড—কিছুকাল নিদ্রার পরই "নাইটমেয়ার" হইতে দেখা যায়। নিদ্রাবেশ মাত্র চমকিয়া উঠে। জাগ্রত হইলে বোধ হয় যেন তৃপ্তিকর নিদ্রা হয় নাই। অত্যন্ত শারীরিক উত্তেজনা, তৎসঙ্গে কম্পন ও দুর্ব্বলতা (বিশেষতঃ প্রাতঃকালে)।

নাক্স-ভমিকা—কোন প্রকার মদ্যপান অথবা উদর পূর্ণ করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলে "নাইটমেয়ার" হইতে দেখা যায়। নিদ্রায় নাক ডাকা, স্বপ্নাবস্থায় অত্যন্ত ত্রস্তব্যস্ত এবং কার্য্য-নিপুণ। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিকারের রোগীর ন্যায় লাফাইয়া উঠে। সামান্য শব্দ হইলেই ভয়ে জাগরিত হয়।

ওপিয়াম্—ভয়ানক "বোবায় ধরা" তৎসঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, মুখব্যাদন, কষ্টকর এবং বড় বড় করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস, ব্যাকুলতাযুক্ত মুখশ্রী, শীতল ঘর্ম্ম, শাখা সমস্তের কন্ভালশন্ এবং মোচড়ান ভাব। অনিদ্রা, অজ্ঞান ভাব, ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন। দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে।

পাল্‌সেটিলা—ফুৎকার করিয়া কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস। ব্যাকুলতা

ও দুঃখজনক স্বপ্ন, তৎসঙ্গে, ক্রন্দন, চীৎ হইয়া শয়ন, হস্ত দুইখানি মস্তকের উপরে প্রসারিত, অথবা, উদরের উপর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন এবং দুইখানি পদ গুটান। কালবর্ণের পশু স্বপ্নে-দর্শন। নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করা, কোঁকান এবং কথাবার্ত্তা বলা, অতৃপ্তিকর নিদ্রা। দিবসে নিদ্রালুতা।

সালফার—অতৃপ্তিকর পাতলা নিদ্রা, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া, অগ্নি বিষয়ে স্বপ্নদর্শন বাহুদ্বয় মস্তকোপরি প্রসারিত, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত। নিদ্রাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে থাকে, এবং শরীর ঝাঁকি দিতে ও মোচড়াইতে থাকে। চীৎকার করিয়া ও চম্‌কিয়া জাগ্রত হয়।

টেরি বন্থিনা—নিদ্রাবেশ মাত্র "বোবায় ধরে"। পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হয় ও ছট্‌ফট্ করিতে থাকে (রাত্রিতে)। নিতান্ত দুর্ব্বল। কৃমি, তৎসঙ্গে দুর্গন্ধময় নিশ্বাস প্রশ্বাস, এবং গলদেশে টিপিয়া ধরিলে দম্ বন্ধ হওয়ার ন্যায় ভাব শুষ্ক উৎকাশি। শিরোঘূর্ণন।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা—যে ব্যক্তির "বোবায় ধরা" অভ্যাস, তাহার চীৎ হইয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে; সে একপাশে শয়ন করিবে। ভোজনান্তেই শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজন করার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পর শয়ন করিবে। আর এই প্রকার উপসর্গগ্রস্ত ব্যক্তির কখনও উদর পুরিয়া আহার এবং মদ ইত্যাদি পান করা কর্ত্তব্য নহে; এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কালে হৃদ্রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

অনিদ্রা।

ইন্‌সম্‌নিয়া (INSOMNIA)

যেস্থলে অনিদ্রা একটি প্রধান লক্ষণরূপে পরিগণিত হয় সেস্থলে একোন্, বেল্, সিমিসিফি, কফি, হাইয়স্, ইগ্নে, মস্কাস্, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্‌স, সিকেলি প্রধান ঔষধ।

অনিদ্রা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব। } :—

একোনাইট—রাত্রি দুই প্রহরের পর অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, ছটফটি, ভয় ও ব্যাকুলতা হেতু চক্ষু মুদ্রিত করে, তৎসহ ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হয়। ব্যাকুলতাসহ স্পষ্ট স্বপ্ন দর্শন। নিদ্রা হইতেছে না এই ভয়ে অনিদ্রা। বৃদ্ধ এবং বালকের অনিদ্রা।

এগ্‌নাস-ক্যাষ্টাস—অনিদ্রা; যেন ভীত হইয়া জাগরিত হয়। ব্যাকুলতাজনক স্বপ্ন হেতু নিদ্রা হইতে চম্‌কিয়া উঠে এবং জাগরিত থাকে। নানা প্রকার চিন্তা ও কল্পনা মনে উদয় হইয়া তাহাকে শয়ন অবস্থায় থাকিলেও জাগরিত রাখে; অথবা বাহুদ্বয়ের ভারবোধ হেতু অনিদ্রা। অতৃপ্তিকর নিশা-নিদ্রা। অত্যন্ত গরম বোধ। ভয়ে চম্‌কিয়া উঠা। বিড় বিড়্ করিয়া বকা এবং চীৎকার করা। আহার না করা পর্য্যন্ত জাগরিত, দুর্ব্বল এবং মূর্চ্ছাপন্ন।

এম্ব্রা—কোন কারণে অনিদ্রা। কার্য্য কর্ম্মের দরুণ ক্লান্তির পর অনিদ্রা। ব্যাকুল এবং অস্থির অবস্থায় ঘরের মেজেতে ভ্রমণ। স্নায়বীয় ধাতু-বিশিষ্ট শরীর দুর্ব্বল। খিট্‌খিটে স্ত্রীলোক ও শিশু। শরীর শীতল। ব্যাকুলতা-জনক স্বপ্ন।

এনাকার্ডিয়াম্—গা চুলকান হেতু অনিদ্রা।

আর্জেণ্টা-মেটা—সহজে নিদ্রা হয় না। নিদ্রা অস্থিরতাযুক্ত। নিদ্রার আবেশ মাত্র যেন সমস্ত শরীরে কিম্বা কোন শাখায় কিছু আঘাতের ন্যায় আঘাত লাগিয়া চম্‌কিয়ে উঠে ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। বমনেচ্ছা। স্বপ্ন দর্শন ও তৎ-সঙ্গে শুক্রপতন। জাগরিত হইলে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল।

আর্জেণ্টা-নাইট্রি—নানাপ্রকার কল্পনা ও চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

আর্সেনিকাম্—অনিদ্রা ও তৎসহ অস্থিরতা এবং কোঁকান। বেদনা-বোধ করিয়া জাগ্রত (বিশেষতঃ দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে) হয়।

এরাম্-ট্রিফো—গাত্র চুলকান। মুখ ও গলদেশের ক্ষত হেতু অনিদ্রা।

অরাম্-মেটা—সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, কোন বেদনা নাই; প্রাতে তন্নিমিত্ত দুর্ব্বল ও নিদ্রাচ্ছন্ন বোধ হয় না; কিন্তু দুই প্রহর রাত্রের পর ঐ অবস্থা।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—রাত্রি ৩টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অস্থিরতা, ছট্‌ফট্ ও অনিদ্রা বোধ হয়, শরীর যেন শয্যায় ছড়িয়া রহিয়াছে।

বেলেডোনা—মানসিক চিন্তা। অস্থিরতা এবং ভয়পূর্ণ স্বপ্ন হেতু

নিদ্রার ব্যাঘাত। সন্ধ্যার সময় নিদ্রাবেশ হয় বটে কিন্তু নিদ্রা হয় না। প্রাতে উঠিলে বোধ হয় যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই।

ব্রাইওনিয়া—রক্তের ভিতরে কোন অসুস্থ অবস্থা এবং মানসিক ব্যাকুলতা হেতু অনিদ্রা। এক চিন্তার পর অন্য চিন্তা। রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং স্বপ্নদর্শন। এক পা ও এক হাতে শীতযুক্ত কম্পন ভাব বোধ হওয়াতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা এবং তৎপরক্ষণেই ঘর্ম্ম। বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকা।

ক্যাক্‌টাস—কারণ ব্যতীত অনিদ্রা। পাকস্থলীর স্থানে এবং কর্ণ-দেশে ধমনীর স্পন্দন।

ক্যাম্ফর—পর্য্যায়ক্রমে অনিদ্রা ও কোমা অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন নিদ্রা।

ক্যাপসিকাম্—মানসিক চঞ্চলতা হেতু অনিদ্রা। বাড়ী বলিয়া ব্যাকুলতা। কাশি। স্বপ্ন ও অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা।

কষ্টিকাম্—গরম হেতু অনিদ্রা; সমস্ত রাত্রি অস্থিরতা। একটু নিদ্রার পরই অস্থিরতা। দশ মিনিটও সুস্থির থাকিতে পারে না। উঠিয়া বসিয়া থাকে। এপাশ হইতে ওপাশে মাথা অনিচ্ছার সহিত আছাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশ হয়।

ক্যামোমিলা—অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে দিবাভাগে জৃম্ভণ। রাত্রে ব্যাকু-লতা হেতু নিদ্রা হয় না ও শয্যায় থাকিতে পারে না; তৎসহ প্রলাপ বকা। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা এবং নীরবে কাঁদিতে থাকা। নিদ্রার সময় বেদনাবোধ।

সিমিসিফিউগা—রাত্রে অত্যন্ত অস্থিরতা। বোধ করে যেন কিছু আশ্চর্য্য বস্তু ঘরের ভিতর অথবা তাহার বিছানার নীচে রহিয়াছে; তৎসঙ্গে চক্ষুর পিউপিল প্রসারিত ও হস্তপদ কম্পন। মানসিক অস্থিরতার পর অনিদ্রা হিষ্টিরিয়া, দন্তোদ্গম, টাইফস্ ইত্যাদি পীড়ায় অনিদ্রা। শিশু নিদ্রা হইতে চম্‌কিয়া উঠে।

সিষ্টাস্ ক্যানা—পেটফাঁপা অথবা গলা শুকাইয়া যাওয়া হেতু অনিদ্রা।

কোক্যা—প্রলাপ। কাল্পনিক বিষয় সমস্ত স্বপ্নে দর্শন। অনিদ্রার সঙ্গে কাজকর্ম্ম করার ইচ্ছা। পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠা। অসুখদায়কস্বপ্ন এবং অনবরত ঘর্ম্ম

ককিউলাস—মানসিক পরিশ্রম বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত চালনা এবং রাত্রিজাগরণ হেতু অনিদ্রা। সর্ব্বদা নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয় না। পুনঃ পুনঃ চমকিয়া, উঠে, জাগরিত হয়, তজ্জন্য প্রাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া থাকে; নিদ্রার পর মাথা ভাল বোধ হয় না।

কফিয়া—অত্যন্ত কাফি ব্যবহার, দীর্ঘকাল রাত্রিজাগরণ, আনন্দ কিম্বা হঠাৎ কোন সুখকর বিষয়ের সংবাদ শ্রবণ হেতু শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজনা। বিশেষ কারণ ব্যতীত শিশুর অনিদ্রা।

সাইপ্রিপিডিয়াম্—দীর্ঘকাল পীড়াক্রান্ত থাকা হেতু বিশেষতঃ জরায়ুর পীড়া থাকিলে দুর্ব্বলতা জন্য অনিদ্রা।

ডিজিটেলিস—স্নায়বীয় ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। অসুখবোধ। অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

ফেরাম্—দুই প্রহর রাত্রির পর শয্যার উপর ছট্ফট্ করে। রাত্রে কেবল চিৎ হইয়া শুইতে পারে। শিশু কৃমির চুলকানি দরুণ নিদ্রা যাইতে পারে না।

ফ্লুওরিক্-এসিড্—অনিদ্রা, নিদ্রার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। সামান্য নিদ্রাতেই যথেষ্ট তৃপ্তি এবং সুস্থতা বোধ করে।

জেলসিমিয়াম্—জাগরিত অথবা অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় নানা প্রকার অসংলগ্ন কথা বলে। দন্তোদ্গম সময় মুখমণ্ডল, মস্তক এবং স্কন্ধদ্বয়ে অত্যন্ত চুলকান হেতু অনিদ্রা। নাসিকা বন্ধ এবং শুষ্ক হওয়ার দরুণ রাত্রে আশঙ্কা বোধ হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং মস্তক ও শরীরে নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় বোধ।

হাইয়সায়েমাস্—স্নায়বীয় উত্তেজনা। বিশেষ উৎকট পীড়া হেতু অনিদ্রা। খিট্ খিটে্ স্বভাববিশিষ্ট; বিশেষতঃ সহজে উত্তেজিত হয় এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া—শোক, দুঃখ ও চিন্তা হেতু অনিদ্রা; ব্যাকুলতাজনক চিন্তা এবং মনক্ষুব্ধকারক অবস্থা। শিশু চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জাগিয়া উঠে।

আইয়ডিয়াম্—দুই প্রহর রাত্রির পর অনিদ্রা বা অস্থির নিদ্রা ও তৎ-সঙ্গে স্পষ্টভাবে স্বপ্নদর্শন।

ক্রিয়েজো—দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে অত্যন্ত অনিদ্রা। শিশু সর্ব্বদা কোঁকায় এবং অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ঝিমিতে থাকে। সমস্ত রাত্রি বিশেষ কারণ ব্যতীত ছট্ ফট্ করিতে থাকে। নিদ্রাবেশমাত্র চমকিয়া উঠে।

ল্যাকেসিস্—অনবরত অনিদ্রা। সন্ধ্যার সময় অনিদ্রা ও তৎসহ অত্যন্ত কথা বলিতে থাকে। রাত্রে একবার জাগরিত হইলে আর নিদ্রা হয় না।

ল্যাক্নন্থিস—অনিদ্রা। জ্বরবোধ। দুই গাল রক্তবর্ণ। গলা শুষ্ক।

লাইকোপোডিয়াম্—অস্থির নিদ্রা। কোন অবস্থায় শুইয়া আরাম বোধ হয় না। চীৎকার করে। চম্কিয়া উঠে এবং পা আছড়ায়। জাগ্রত হইয়া অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে, লাথি দেয়, গালাগালি করে এবং নিদ্রার দরুণ তৃপ্তিবোধ করে না। নিদ্রা হইতে জাগিলে ক্ষুধা পায়।

মার্কিউরিয়াস্—রক্তের উত্তেজনা। মানসিক ব্যাকুলতা এবং পোর্ট্যাল সারকুলেসান্ অত্যন্ত গরম হওয়া হেতু অনিদ্রা। এই সঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম, ক্রুদ্ধচিত্ততা ও স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মস্কাস্—স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু অনিদ্রা কিন্তু তৎসঙ্গে অন্য কোন বিশেষ পীড়া নাই। কোন বিষয়ে চেষ্টা করা সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শন। একভাবে অনেকক্ষণ থাকিতে পারে না, কারণ ঐভাবে থাকিলে এমন বেদনা হয় যেন কোন আঘাত লাগিয়াছে কিম্বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টায় জাগরিত হয়। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়। অত্যন্ত গরম বোধ করে অথচ ঘর্ম্ম হয় না।

ন্যাট্রা-মি—শোকাকুলতার পর অনিদ্রা। নিদ্রাবেশ হওয়া মাত্র হাত পা মোচড়াইতে থাকে এবং বিদ্যুৎবেগ যেন শরীরের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় এমন বোধ করে। তৃষ্ণানিবারণ জন্য পুনঃ পুনঃ জল বা অন্য কোন পানীয় খাওয়া হেতু এবং ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত। সম্পূর্ণ অনিদ্রা অথচ তাহাতে বিশেষ পীড়া হয় না।

নাক্স-ভমিকা—রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত অধ্যয়নহেতু অনিদ্রা। সন্ধ্যার সময়েই শয়ন করে এবং নিদ্রা যায়, রাত্রি ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত জাগরিত অবস্থাতেই থাকে। তখন মন পরিষ্কার এবং শরীর কর্ম্মঠ বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে ১ ঘণ্টা সময়ের জন্য নিদ্রাবেশ হয় এবং পুনর্ব্বার জাগরিত হইলে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয়।

ওপিয়াম্—জ্ঞানহারা অনিদ্রা। রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে ভয়াবহ স্বপ্ন। শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ঘড়ির টক্‌টক্ শব্দ এবং বহুদূরের কুক্কুটধ্বনি তাহাকে জাগরিত অবস্থায় রাখে।

ফাইটোলেক্কা—অস্থির নিদ্রা। বেদনার দরুণ আর বিছানায় থাকিতে পারে না।

প্ল্যাণ্টেগো—পেটের অসুখের দরুণ অনিদ্রা। রাত্রি ৪টার পর নিদ্রা হয় না। নিদ্রাবেশ মাত্র ভয়াবহ স্বপ্নদর্শন এবং তদ্ধেতু জাগরিত হইয়া পড়ে।

প্ল্যাটিনা—স্নায়বীয় উত্তেজনা। স্বপ্নে অগ্নিদর্শন এবং সেই দিকে যাইতে চায় কিন্তু যাইতে পারে না। বায়ুপ্রধান হেতু অনিদ্রা।

পাল্‌সেটিলা—রাত্রে গৌণে আহার কিম্বা অত্যন্ত ভোজনের দরুণ অনিদ্রা ও তৎসহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং গরম বোধ। নিদ্রার প্রথম ভাগ অস্থিরতাপূর্ণ। প্রাতে উঠিবার সময় ঘোর নিদ্রা। জাগিলে শরীর দুর্ব্বল এবং ভাল বোধ হয় না।

সিলিনিয়াম্—রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে অনিদ্রা। পাতলা নিদ্রা। সামান্য গোলমালেই জাগরিত হইয়া পড়ে। রাত্রিতে ক্ষুধা। অতি প্রত্যূষে ঠিক এক সময়েই জাগরিত হয়।

সিপিয়া—অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা। অতি প্রত্যূষে জাগরিত হয় বটে, কিন্তু পুনরায় নিদ্রা হয় না। নানা প্রকার মানসিক চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

স্কুটেলেরিয়া—রাত্রে নানা প্রকার অসুখকর চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

ষ্টিক্‌টা-পালমোনেরিয়া—স্নায়বীয় উত্তেজনা, কাশি এবং অস্ত্র করা হেতু অনিদ্রা।

সাল্ফার—সন্ধ্যার সময় অনিদ্রা। রাত্রে অসুস্থকর নিদ্রা। নানাস্থানে বেদনা এবং অল্প নিদ্রা।

ট্যাবেকাম্—হৃৎপিণ্ডের স্ফীত অবস্থা হেতু অনিদ্রা।

থুজা—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই নানা প্রকার ভূত প্রেতের ছবি দর্শন করে, যে পাশে শুইয়া থাকে তাহাতে বেদনা বোধ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পীড়ানিচয়ের কারণ ও তদনুযায়ী চিকিৎসা।

কোন ব্যাধির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সুচিকিৎসক মাত্রই তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। "কেন এই ব্যাধি জন্মিল" যিনি এ বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে অক্ষম, তিনি প্রকৃত চিকিৎসক মধ্যে গণ্য নহেন। যিনি যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিবেন, তিনিই যশস্বী বৈদ্য মধ্যে পরিগণিত হইবেন; সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র এ [illegible]কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এমন অনেক সময় ঘটিয়াছে, যে. রোগীর ব্যাধি নানা প্রকার জটিল উপসর্গে জড়িত, তখন ঔষধনির্ব্বাচন নিতান্ত কঠিন হইয়াছে, নানাবিধ চিন্তা করিয়া ও নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছুতেই ফললাভ করিতে পারি নাই; অবশেষে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদনুযায়ী ঔষধ ব্যবহারে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় ঔষধের আশ্চর্য্য ক্রিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছি। নিম্নে দুইটী রোগীর কথা উল্লেখ করিলাম পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

(১) নিবাস শালগাড়িয়া * * * সাহার মাতা নিম্নলিখিত পীড়াগ্রস্ত হইয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্যলাভ করে। তাহার বস্তিপ্রদেশের সেলুলার টীসুর প্রদাহ হইয়া বাম ওভেরি বা ডিম্বকোষের প্রদাহ হয়। এই রোগিণীর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। আমি ১২৯৫ সালের ১২ই শ্রাবণ তারিখে প্রাতঃকালে চিকিৎসার্থ আহূত হই। দেখিলাম, সে তলপেটের

বামভাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। ঐ স্থানে হস্ত স্পর্শ করিলেও অসহ্য বেদনা বোধ করে। তথায় একটী বেলের আকার ধারণ করিয়াছে। তৎসঙ্গে ১৮ দিন পর্য্যন্ত সমস্ত দিবারাত্রি শরীরে জ্বর সংলগ্ন ছিল। এই রোগিণী তাহার পীড়ার পূর্ব্ববৃত্তান্ত এইরূপ প্রকাশ করিল যে, সে ৫ ক্রোশ দূরে রথযাত্রা দেখিতে গিয়াছিল এবং তথায় তাহার একটী আত্মীয় বালক সেই দিন হারাইয়া যায়; ইহাতে সে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়া-দৌড়ি করিয়া সেই বালককে তল্লাস করিবার সময় এক কর্দ্দমময় স্থানে আছাড়ে পড়িয়া যায়; এবং সমস্ত দিন ভিজা কর্দ্দমময় কাপড়ে থাকে। সেই দিন বাটী আসিয়াই রাত্রে তাহার ঋতু হয় এবং এই ঋতু দুই দিন স্থায়ী থাকে। এই ঋতু অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাম বস্তিপ্রদেশে উপরোক্তরূপ বেদনা আরম্ভ হয়। এতৎসঙ্গে জ্বরও হয়। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক তীরবিদ্ধবৎ। কতক দিন পর্য্যন্ত মসিনার পুলটীশ ও স্বেদ দেওয়া হয়, এবং হাতুড়ে ও এলোপ্যাথিক ঔষধ অনেক প্রকার খাওয়ান হয়। পরে কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। পরে আমি তাহাকে হ্রাস টক্স ৩× শক্তি প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেই। সেই দিন সন্ধ্যাকালে দেখিলাম, জ্বর নাই, বেদনাও অনেক কম পড়িয়াছে। ৫ দিন মধ্যে রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল এবং দস্তুর মত স্বাভাবিক পথ্য আহার করিতে লাগিল। স্ফীত স্থান এই সময় মধ্যে ক্রমে নিম্ন হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিল।

মন্তব্য। এই কেসে হ্রাস-টক্স ৩ × শক্তি কেবল ইহার কারণ "আছাড়ে পড়িয়া যাওয়া ও জলে ভিজিয়া পীড়া জন্মা" হেতু নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই প্রকার তোমরা রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ কৃতকার্য্য লাভ করিতে পারিবে।

* * * সাহা নামক এক মদ্যপায়ীর যকৃতের বিবৃদ্ধি ও প্রদাহ হয়; তৎসঙ্গে জ্বর প্রবল ছিল। নাক্স-ভ ৩× শক্তি ও একোনাইট ১ × শক্তি পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হই। এই ব্যক্তির যকৃৎ এতদূর বড় হইয়াছিল যে, চক্ষুর দৃষ্টিতেই একটী বাতাবী লেবুর ন্যায় দেখা যাইত।

এক সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার করিয়াই তাহার প্রায় অর্দ্ধেক উপশম হয়। পরে সে আর দুই সপ্তাহ ঔষধ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে।

জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার।

১। জননেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ব্যবহার দরুণ পীড়া—(১) ক্যাল্কে, চায়না, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা; (২) আর্ণি, এনাকা, কার্ব্ব-ভ, কোনা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্, সিপি; (৩) এগার, আর্স, সিনা, কোনা, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফর্স, পাল্স, সাইলি, স্পাইজি, থুজা।

২। হস্তমৈথুন হেতু পীড়ায়—(১) নাক্স-ভ, সাল্ফা; (২) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চায়না, ককিউ, কোনা, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি; (৩) এনাকা, এণ্টি, সিনা, ডাল্কা, লাইকো, মার্ক, পিট্রো, পাল্স, সিপি, সাইলি, স্পাইজি। (২৬৭ পৃঃ 'দুর্ব্বলতা' দেখ)।

সর্দ্দি বা ঠাণ্ডা লাগা।

৩। সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু যে যে পীড়ার উৎপত্তি হয় তজ্জন্য—(১) একোন্, ক্যামো, কফি, ডাল্কা, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) আর্স, বেল, ব্রাই, কার্ব-ভ, হাইয়স্, ইপিকা, ফস্, হ্রাস, সাইলি, স্পাইজি; (৩) ক্যাল্কে চায়না, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, সেম্বু, সিপি, সাল্ফিউ-এসি ও ভিরাট প্রধান ঔষধ।

৪। সর্দ্দি লাগা হেতু তরুণ এবং উৎকট বেদনা—একোন্, আর্স, বেল, ক্যামো, কষ্টি, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্স, সেম্বু, স্পাইজি।

৫। বেদনা মৃদু ও তরুণ হইলে—ডাল্কা, চায়না, ইপিকা, নাকস-ম।

৬। দুর্দ্দমনীয় পুরাতন বেদনা রোগে উপরোক্ত ঔষধ ব্যতীত—ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা এই কয়েকটী ঔষধ নিতান্ত উৎকৃষ্ট।

৭। ভিজিয়া যাওয়ার দরুণ সর্দ্দি হইলে—(১) ক্যালকে, ডাল্‌কা, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) আর্স, কার্ব-ভ, নাক্‌স-ম, হ্লাস, সার্সা ; (৩) বেল, ব্রাই, কষ্টি, কল্‌চি, হিপা, লাইকো, ফস, সিপি।

৮। স্নান করা হেতু সর্দ্দি হইলে—(১) এণ্টি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ সাল্‌ফা ; (২) আর্স, বেল, কষ্টি, নাইট্রি-এসি, হ্লাস, সার্সা, সিপি, সাল্‌ফা।

৯। শীতল জলে গাত্র ধৌত কিম্বা তন্মধ্যে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিলে—(১) ক্যাল্‌কে, নাক-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) এমোনি এণ্টি, বেল, কার্ব-ভ, ডাল্‌কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্লাস, সিপি, স্পাইজি।

১০। অত্যন্ত ঘর্ম্মের উপর ঠাণ্ডা লাগিলে—একোন্, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, চায়না, ডাল্‌কা, মার্ক,ফস-এসি, হ্লাস, সিপি।

১১। মস্তক ভিজা হেতু—একোন্, ব্যারাই, বেল, লিডা, পাল্‌স, সিপি।

১২। চরণ ভিজা হেতু—কুপ্রা, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, ক্যামো, মার্ক, ক্যাট্রা, হ্লাস।

১৩। বরফ, ফল এবং টক্ ইত্যাদি আহার হেতু পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা লাগা—আর্স, কার্ব-ভ, পাল্‌স।

১৪। ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার দরুণ কিম্বা শারীরিক অন্য কোন স্রাব হঠাৎ বন্ধ হওয়া হেতু—(১) ব্রাই, ইপিকা ; (২) একোন, আর্স, কার্ব-ভ, ক্যামো, ডাল্‌কা, মার্ক, ফস্-এসি, হ্লাস্।

১৫। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি বসিয়া গেলে—একোন্, আর্স, ক্যালকে, চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

১৬। সর্দ্দি লাগার দরুণ রজোনিঃসরণের গোলযোগ হইলে—একোন্, বেল, ক্যালকে, চায়না, ডাল্‌কা, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা। (স্রাব বসিয়া যাওয়া বিষয় দেখ)।

১৭। সর্দ্দি লাগা স্বভাব হইলে—(১) বেল, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কফি, ডাল্‌কা, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, পাল্‌স, হ্লাস, সাইলি, একোন্, ব্যারাই,

বোরাক্স, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মিউ, পিট্রো, রুস, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

১৮। সর্দ্দি লাগা স্বভাব এরূপ হয় যে সামান্য একটু ঠাণ্ডা বাতাস, বাতাসের পরিবর্ত্তন, কিংবা একটু গরম ও তৎপর একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই পীড়া জন্মে—ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, হ্রাস, ভিরেট্রা, সাল্ফা।

১৯। যে কোন প্রকারের ঠাণ্ডা বাতাস হউক কথনই সহ্য হয় না—আর্স, ব্যারাই, বেল, ক্যালকে, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ককিউ, ডাল্কা, হেলে, নাক্স-ম, হ্রডো, হ্রাস, স্যাবাডি।

২০। সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য হইলে—এমোনি, কার্ব-ভ, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সাল্ফা।

২১। ঝড় বাতাস অসহ্য হইলে—ব্রাই, হ্রডো, সাইলি।

২২। ভিজা এবং শীতল বাতাস পীড়াদায়ক হইলে—এমোনি, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ডাল্কা ল্যাকে, হ্রেডো, হ্রাস, ভিরেট্রা।

২৩। বায়ু পরিবর্ত্তন সহ্য না হইলে—ক্যাল্কে কার্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফা ; ভিরেট্রা।

২৪। ঠাণ্ডার পর গরম লাগিয়া যে পীড়া হয় তাহাতে—কার্ব-ভ, ল্যাকে, সাল্ফা ; (গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া যে পীড়া জন্মে—ডাল্কা মার্ক, হ্রাস, ভিরেট্রা)।

২৫। বসন্তে সর্দ্দি লাগিলে—কার্ব-ভ, ল্যাকে, হ্রাস, ভিরাট্।

২৬। গ্রীষ্মে সর্দ্দি লাগিলে—বেল, ব্রাই, কার্ব-ভ, ডাল্কা (আকাশে বিদ্যুৎক্রীড়া এবং বজ্রপাত স্বরূপ সর্দ্দি লাগিলে)—ব্রাই, সিপি, সাইলি।

২৭। শরতে সর্দ্দি লাগিলে—(১) ডাল্কা, মার্ক, হ্রাস্ ভিরেট্রা ; (২) ক্যাল্কে, ব্রাই, চায়না।

২৮। শীতে সর্দ্দি লাগিলে—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ডালকা, হ্নডো, হ্নাস্; (২) ক্যাম্মো, ইপিকা, নাক্স-ভ, সালফা, ভিরেট্র।

২৯। বৃষ্টির জল ইত্যাদিতে ভিজিলে—(১) ক্যাল্কে, ডাল্কা, পাল্স, সার্স া, আর্স, কার্ব-ভ, নাক্স-ম, হ্নাস; (২) বেল, রোরাক্স, ব্রাই, কষ্টি, কলচি, হিপা, লাইকো, ফস্, সিপি।

৩০। শীতল শুষ্ক বাতাসে সর্দ্দি লাগিলে—একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাম্মো, ইপিকা, নাক্স-ভ, সাল্ফা।

৩১। আর্দ্র শীতল বাতাসে সর্দ্দি লাগা—ডাল্কা, হ্নডো, হ্নাস, ভিরেট্র।

[পীড়ার বৃদ্ধি ও হ্রাস শীর্ষক-প্রবন্ধে ঠাণ্ডা লাগা দেখ]

৩২। ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়ানিচয়ের বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব। } :—

একোনাইটাম্—দন্তশূল। মস্তকে স্নায়বীয় বেদনা। মস্তকে রক্তাধিক্য। কর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ। হস্ত পদের গ্রন্থিসমূহে সঞ্চালন-কষ্ট। জ্বর। অস্থিরতা ইত্যাদি।

এণ্টিমোনিয়াম্—মাথাধরা। পাকস্থলীর গোলযোগ। অক্ষুধা ও বমনেচ্ছা।

আর্ণিকা—হস্ত পদে বেদনা। পাকস্থলীর গোলযোগ।

আর্সেনিক—হাঁপানি কিম্বা পাকস্থলীর গোলযোগ ও তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডস্থলে বেদনা।

বেলেডোনা—শিরঃপীড়া। চক্ষে ঘোর দেখা। গলার ভিতর বেদনা। পাকস্থলীর গোলযোগ। সর্দ্দি জ্বর ইত্যাদি।

ব্রাইয়োনিয়া—আক্ষেপযুক্ত কাশি ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। হস্ত পদে বেদনা ও উদরাময়।

ক্যাল্কেরিয়া—হস্ত পদে দুর্দ্দম্য বেদনা। আকাশের অবস্থা-পরিবর্ত্তনহেতু অথবা-জলে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করা হেতু বৃদ্ধি।

কার্ব-ভেজি—কাশি দুর্দ্দম্য, কাশিতে শূন্য শূন্য ভাব ও তৎসঙ্গে বমন। হাঁপানির ভাব। বক্ষস্থলে বেদনা।

ক্যামোমিলা—মাথাব্যথা। দন্তশূল। কর্ণশূল। অন্যান্য প্রকার স্নায়ুশূল। অস্থিরতা। সহজে ক্রোধোদ্রেক। সামান্য জ্বর। আর্দ্র কাশি। উদরাময় ও পেটে বেদনা ইত্যাদি (বিশেষ বালকদিগের পক্ষে)।

ককিউলাস—পাকস্থলীর গোলযোগ।

কফিয়া—শিরঃপীড়া এবং অন্যান্য প্রকার স্নায়বীয় বেদনা ও তৎসঙ্গে কোঁকান। দাঁতের বেদনা। গলার বেদনা। পাকস্থলীর গোলযোগ। আর্দ্র কাশি। বেদনাশূন্য উদরাময়। হাত পায়ে বেদনা ও জ্বর।

হিপার—চক্ষু উঠা। দন্ত ও হাত পায়ে বেদনা।

ইপিকাকুয়ানা—পাকস্থলীর গোলযোগ। আক্ষেপযুক্ত কাশি। বমনেচ্ছা ও তৎসঙ্গে বমন। হাঁপানির ভাব।

মার্কিউরিয়াস্—হস্ত, পদ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ ও গলায় বেদনা। বেদনাযুক্ত উদরাময় অথবা আমাশয়;

নাক্স-ভমিকা—জ্বর। শুষ্কসর্দ্দি। নাসিকা বন্ধ। শুষ্ক কাশি। কোষ্ঠবদ্ধ। আমাশয় অথবা বেদনাযুক্ত উদরাময় ও তৎসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কোঁথ পাড়িলে অল্পমাত্র মলত্যাগ।

ফস্‌ফরিক্ এসিড—বাতজনিত বেদনা অথবা সামান্য সর্দ্দি লাগিলেই কাশি হইয়া থাকে।

পাল্‌সেটিলা—নাক দিয়া অত্যন্ত তরল সর্দ্দি, আর্দ্রকাশি, কর্ণশূল, জ্বর, উদরাময় ইত্যাদি (গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজ্য)

হ্রাস-টক্স—দন্ত ও হাত পায়ে বেদনা।

সাইলিসিয়া—হস্ত পদে দুর্দ্দম্য বেদনা। বায়ু পরিবর্ত্তন সময়ে পীড়ার বৃদ্ধি।

সাল্‌ফার—হস্ত পদে অত্যন্ত বেদনা। পেটে বেদনা। শ্লেষ্মার ন্যায় উদরাময়, অত্যন্ত সর্দ্দি। চক্ষে বেদনা। কোয়াসার ন্যায় দৃষ্টি। কর্ণ, দন্ত ইত্যাদিতে বেদনা।

[শিরঃপীড়া, দন্তশূল, কর্ণশূল, বাত এবং পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি দেখ]

৩৩। অত্যন্ত শীতে রক্ত জমাট হইয়া পীড়া জন্মা বা মৃত প্রায় হওয়া—(১) একোন, আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, ল্যাকে, হ্যাইট্রি-এসি। পাল্স, সাল্ফ-এসি; (২) এগার, ক্যাম্ফ, কল্‌চি, পিট্রো, ফস্‌, সাল্ফা।

উত্তাপজনিত পীড়া ও তদনুযায়ী চিকিৎসা।

৩৪। শারীরিক পরিশ্রম, সূর্য্যোত্তাপ এবং অগ্ন্যুত্তাপ ইত্যাদি মধ্যে থাকিয়া পীড়া হইলে—(১) একোন্, এমিল-নাই-ট্রাইট্, এণ্টিমোনিয়াম, আর্ণি, ব্রাই, ব্যাপ্‌টি, বেল, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, গ্লোনইন্, ল্যাকে, ওপি, ন্যাট্রা-মি, সাইলি, নাক্স-ভ, থেরিডি, থুজা, ভিরেট্রা-ভি, জিঙ্ক্ দেওয়া যায়।

৩৫। তাপজনিতপীড়া ও উপসর্গের বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব—:—

একোনাইট—সান্‌ষ্ট্রোক্ অর্থাৎ সূর্য্যাঘাত ও অগ্ন্যুত্তাপে থাকা হেতু যে সমস্ত পীড়া জন্মে।

এমিল-নাইট্রাইট্—সূর্য্যাঘাতের কন্‌জেষ্টিভ ষ্টেজ অর্থাৎ রক্তাধিক্য অবস্থা। ব্যাকুলতা। সুবাতাস সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা। মস্তকের ভিতর এলোমেলো ভাব। শিরোঘূর্ণন ও মাতালের ন্যায় অবস্থা। মাথার ভিতর পুনঃ পুনঃ ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় ভাব। টেম্পল প্রদেশে নাড়ীর স্পন্দনানুভূতি। ঊর্দ্ধদিকে রক্তের গতি বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। চক্ষু বিস্ফারিত। কঞ্জাংটাইভা রক্তবর্ণ গোলার ন্যায়। মুখ লাল। পাকস্থলী প্রদেশে আক্ষেপযুক্ত বেদনা। পাকস্থলীর ভিতর ভারবোধ ও জ্বালা। বক্ষস্থলে এবং হৃৎপিণ্ডে কসিয়া বন্ধন করার ন্যায় ভাব এবং শ্বাসকষ্টতা। অস্থিরভাবে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য। হস্ত কম্পন। চলিতে মাতালের ন্যায় অবস্থা। পা অবশ। শরীর শিথিল।

এণ্টি-ক্রুড—কোন ব্যক্তি সূর্য্যাত্তাপ সহ্য করিতে পারে না অথবা

সামান্য সূর্য্যোত্তাপে থাকিয়া কার্য্য করার দরুণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসঙ্গে নিশা-ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ঘুমাইতে ইচ্ছা। পাকস্থলী সম্বন্ধীয় লক্ষণ ইত্যাদি।

আর্ণিকা—অনবরত উত্তাপে থাকা হেতু ক্লান্তি এবং শারীরিক শিথিল অবস্থা। সময় সময় অত্যন্ত ব্যাকুলতা। মাথাঘোরা এবং এ প্রকার শিরঃপীড়া যে তাহাতে অজ্ঞান হইতে হয় (বিশেষ চলিয়া বেড়াইবার সময় চতুর্দ্দিকের সমস্ত পদার্থই ঘুরিতে থাকে)। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, অবশিষ্ট শরীর শীতল, অথবা উষ্ণ নহে। কনীনিকা সঙ্কুচিত। বমনেচ্ছা ও বমন। হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে আঘাত লাগার ন্যায় বোধ অথবা যেন হৃৎপিণ্ড মর্দ্দিত হইয়াছে এরূপ বেদনা অনুভব হয়। পাকস্থলীতে যেন প্রস্তর চাপিয়া রহিয়াছে। অজ্ঞাতসারে মলমূত্রত্যাগ। নিশ্বাস প্রশ্বাসে হাঁপানির ন্যায় ভাব। শ্বাস কষ্টতা। শরীর দুর্ব্বল এমন কি অতি কষ্টে হাত পা সঞ্চালন করিতে পারে।

বেলেডোনা—শিরঃপীড়া, তৎসহ মস্তকের মধ্যে পূর্ণতা বোধ, এবং এ প্রকার অনুভব হয় যেন কপালের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িবে। উপুড় হইলে, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে কিম্বা কিঞ্চিন্মাত্রও সঞ্চালন করিলে বৃদ্ধি। অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা। ক্রোধ। সেরিব্রাল স্নায়ুসমূহের অত্যন্ত উত্তেজনা। অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ; চমকিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে কিম্বা নিকটে যে সব বস্তু থাকে তাহা দেখিয়া ভয়প্রাপ্ত হয়। ক্রন্দন এবং চীৎকার করা স্বভাব। সূর্য্যাঘাতের প্রথম অবস্থা।

ব্রাইওনিয়া—মস্তকে পূর্ণতা বোধ সহ অত্যন্ত বেদনা। শারীরিক শিথিল ভাব। উদরাময় ও বমন। খামখেয়ালী স্বভাব। ক্রোধের ফিট্ (উপসর্গ অবস্থায়)।

ক্যাক্টাস—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু মাথাঘোরা। মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। মস্তকে চাপযুক্ত বেদনা বোধ হয় যেন ব্রহ্মতালুতে কোন ভার চাপিয়া রহিয়াছে; কথা বলিলে ও গোলযোগ শুনিলে তাহার বৃদ্ধি। দৃষ্টি কোয়াসাপূর্ণ। কর্ণের ভিতর নাড়ীর স্পন্দন বোধ। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট। বক্ষঃস্থল বোধ হয় যেন লৌহ-বেষ্টন দ্বারা কসিয়া ধরা হইয়াছে এবং এই প্রকার কষ্ট অবিশ্রান্ত। সুবাতাস সেবন করিতে পারিলেই উপশম বোধ হয়।

কার্ব-ভ—যখনই কোন উত্তাপের ভিতর থাকে তখনই শিরঃপীড়া ও মাথা ভার এবং তাহাতে নাড়ীর স্পন্দনবৎ বেদনা। চক্ষুর উপর চাপানবৎ বোধ। কোন বস্তুর দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে বেদনা;

গ্লোনইন্—বুদ্ধিহারা হওয়া। ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তৎপূর্ব্বে মুখ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা ও বমনেচ্ছা। কঞ্জাংটাইভা রক্তবর্ণ। কোয়াসা, কাল কাল্ ক্ষুদ্র দাগ, কিম্বা কোন্ একটি আলোকময় পদার্থ চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পায়। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে; অস্থিরতাপূর্ণ। তৃষ্ণা। পাকস্থলী-প্রদেশে বেদনা এবং দপ্ দপে ভাব উপলব্ধ হয়। তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন পাকস্থলী বসিয়া গিয়াছে। কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসঙ্গে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস। বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ ও ব্যাকুলতার ভাব। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অত্যন্ত বেগযুক্ত এবং অত্যন্ত পরিশ্রমযুক্ত। হস্ত পদাদির কম্পন। নিদ্রা ও অজ্ঞানতা। অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থা।

১২৯৪ সালের ২৩শে চৈত্র তারিখে গ্লোনইন্ ৩য় শক্তি প্রয়োগে একটী ওলাউঠার রোগীতে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রোগিণী এক ভদ্র মহিলা। বয়স্ ১৫ বৎসর। আর্সেনিক প্রয়োগে তাঁহার ভেদ বারণ হইল বটে, কিন্তু ৪ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বমন নিবারণ ও প্রস্রাব হইল না। যাহা আহার করেন তাহা তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কি ঔষধের জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে থাকে না। পূর্ব্বে রোগিণী অট্টালিকায় বাস করিতেন, এইক্ষণ টিননির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেছেন। এই দারুণ চৈত্রমাসের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে টিননির্ম্মিত গৃহ সকল অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে; রোগিণী এই প্রকার গৃহমধ্যে থাকা হেতু তাঁহার বমন ইত্যাদি নিবারণ জন্য যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা প্রকৃত ঔষধ হয় নাই আমার মনে এ প্রকার ধারণা হইল। রোগিণীও প্রকাশ করিলেন এই প্রকার উত্তাপযুক্ত গৃহে বাস করা হেতুই তাঁহার কষ্টের নিবারণ হইতেছে না। তাঁহার মস্তকের ভিতর "একরূপ অব্যক্ত অস্থির ভাব হইতেছে।" তখন ২।৩ মাত্রা গ্লোনইন্ সেবনের কিছুকাল পরেই প্রস্রাব হইল এবং বমন নিবারণ হইয়া গেল। যে বার্লি-পথ্য পূর্ব্বে একবারও পেটে থাকে নাই, তাহা আর বমন হইয়া উঠিয়া পড়িল না। রোগিণী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিলেন।

ল্যাকেসিস্—পুরাতন উপসর্গ। প্রলাপ বকা। নিতান্ত আতঙ্ক। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। মাথাঘোরা। চক্ষুদ্বয়ের উপরিভাগে এবং অক্সিপাট প্রদেশে শিরঃপীড়া, এই বেদনা গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মুখশ্রী বসিয়া যায় অথবা স্ফীত এবং রক্তবর্ণ দেখায়। জিহ্বা প্যারালিসিসযুক্ত, নির্গত করিবার সময় কাঁপিতে থাকে। গলনালী সঙ্কুচিত, গলাধঃকরণ কষ্টকর। দুর্গন্ধময় মল। ফুৎকার ভাবযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস। গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারে না। বক্ষঃস্থল যেন আঁটিয়া আছে। হৃৎকম্পন। হৃৎপিণ্ড নিতান্ত সঙ্কুচন অবস্থাপন্ন। কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে না। নাড়ীর অবস্থা নানাপ্রকার। মাংসপেশীর আক্ষেপ। কম্পন। অপস্মারযুক্ত কন্ভালশন। অজ্ঞান অবস্থায় কোঁকান।

ন্যাট্রাম্-কার্ব—নানা উপসর্গ। চিন্তা করিতে অক্ষম। মাথায় এমন বেদনা যেন বুদ্ধিলোপের ন্যায় বোধ। রৌদ্রে গেলেই শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। চক্ষের সম্মুখে অসহ্য আলোকাভা প্রতিভাত হইতে থাকে কিম্বা কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টি ঘোলা। হৃৎকম্পন। হস্তপদ কাঁপিতে থাকে। সামান্য পরিশ্রমেই শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়। অতৃপ্তকর নিদ্রা ও অস্থিরতা। সামান্য শ্রমেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

সাইলিসিয়া—উত্তাপ হেতু বমনেচ্ছা ও পাকস্থলীর অসুখ। মাতালের ন্যায় শিরঃপীড়া। চক্ষে অন্ধকার দেখে ও মাথা ঘুরিতে থাকে। কোন কার্য্য করিতে অস্থিরতায় পতিত হয়। কোঁকান। মস্তকের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন ইহাতে কোন প্রাণী জন্মিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

থেরিডিয়ন্—সূর্য্যাঘাতের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা। অসহ্য শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে জাহাজ ঢুলুনি লাগার ন্যায় বমন এবং শীত ও কম্প, সামান্য গোলমাল শুনিলেই বৃদ্ধি। কপাল হইতে অক্সিপাট-প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনায় দপ্ দপ্ করিতে থাকে। শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে বমন বৃদ্ধি। চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে কাঠিন্য এবং ভারী চাপবোধ।

৩৬। সান্-বারন্ (একজিমা সোলারী অর্থাৎ সূর্য্যদগ্ধ নামক এক প্রকার চর্ম্মপীড়া হইয়া চর্ম্মে ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে)

তাহাতে—ক্যাম্ফা, মিউর-এসি, হ্রাস, গ্রিণ্ডেল ব্যবহার করা যায়। উত্তাপ হেতু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে মাথায় শীতল জলের পটী দেওয়া যাইতে পারে।

খাদ্য এবং পানীয় হেতু পীড়া।

৩৭। দুগ্ধপান হেতু পীড়া হইলে—(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, নাক্স-ভ (২) সাল্ফা, এম্ব্রা, কার্ব-ভ, চায়না, কোনা, কুপ্রা, ইগ্নে, ক্যালমি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সাল্ফ-এসি।

৩৮। জলপান হেতু—(১) চায়না, মার্ক, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফ-এসি; (২) আর্স, ক্যাপসি, ক্যামো, ফেরা, ন্যাট্রা, নাক্স-ভ, ভিরাট্।

৩৯। বিয়ার নামক মদ্যপান হেতু—(১) আর্স, বেল, কলোসি, ফেরা, মাক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, সাল্ফা; (২) এলাম, এসারাম, মেজি, ইগ্নে, মিউর-এসি, ষ্ট্যানা, ভিরাট্।

৪০। লিমোনেড্ পান হেতু—সিলিনিয়াম্।

৪১। ব্রাণ্ডি নামক মদ্য হেতু—(১) নাক্স-ভ, ওপি; (২) আর্স, ক্যাল্কে, কফিউ, হিপা, ইগ্নে, ল্যাকে, লিডা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরাট্।

৪২। মদ্য হেতু—(১) আর্স, ক্যাল্কে, কফি, ল্যাকে, মাক্স-ভ, ওপি; সাইলি, জিঙ্ক্; (২) এণ্টি, আর্নি, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, সিলিনি, সাল্ফা।

৪৩। স্পিরিট জাতীয় পদার্থ হেতু—(১) আর্স, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, হেলে, হাইয়স্, নাক্স-ভ, ওপি, পাল্স, সাল্ফা; (২) এণ্টি, বেল, চেলিডো, চায়না, কফি, ইগ্নে, লিডা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ম, হ্রাস সিলিনি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

৪৪। রুটী সহ্য না হইলে—(১) ব্যারাই, ব্রাই, কষ্টি, চায়না, লাইকো মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস, সিপি, ষ্টাফি; (২) সিনা, কফি, ক্যাল্মি, নাইট্রি-এসি, মাক্স-ভ, ফস্, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

৪৫। মাখন খাওয়া হেতু—আর্স, কার্ব-ভ, চায়না, হিপা, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সিপি।

৪৬। চর্ব্বি বা চর্ব্বিসংযুক্ত খাদ্য—(১) আর্স, কার্ব-ভ, চায়না, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, সিপি, ট্যারাক্স, থুজা; (২) কল্চি, সাইক্লে, ফেরা, হেলে, ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি।

৪৭। মাংস খাওয়া হেতু—ক্যাল্কে, কষ্টি, ফেরা, মার্ক, পালস রুটা, সিপি, সাইলি, সাল্ফা।

৪৮। বাছুরের মাংস খাওয়া হেতু—ক্যাল্কে, কষ্টি, ইপিকা, সিপি।

৪৯। শূকরের মাংস খাওয়া হেতু—কার্ব-ভ, কল্চি, ড্রসি, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, সিপি।

৫০। ছছেজ নামক মাংস পাক নষ্ট হইয়া গেলে তাহা খাইয়া যে পীড়া—আর্স, বেল, ব্রাই, ফস-এসি, হ্রাস্।

৫১। মৎস্য—কার্ব-এনি, ক্যাল্মি, প্লাম্বা।

৫২। ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী অথবা গুগ্লী আহার করিলে যে পীড়া কিম্বা উক্ত প্রাণীদ্বয়ের কোন একটী আহার করিয়া তৎপরে দুগ্ধ খাইলে যে উৎকট পীড়া জন্মে—পাল্স।

৫৩। পচা মৎস্য—(১) কার্ব-ভ, পাল্স; (২) চায়না, হ্রাস্।

৫৪। বিষাক্ত শম্বুক বা ঝিনুকজাতীয় দ্রব্য আহারে—বেল, কার্ব-ভ, ইউফরবি, লাইকো, হ্রাস্।

৫৫। তরমুজ খাওয়া হেতু—জিঙ্ক্।

৫৬। উদর স্ফীতিকারক পদার্থ খাওয়া হেতু—(১) কার্ব-ভ, চায়না, নাক্স-ভ; (২) ব্রাই, কুপ্রা, লাইকো, পিট্রো, পাল্স, সিপি, ভিরাট্।

৫৭। গোল আলু খাওয়া হেতু—এলাম্, এমোন, সিপি, ভিরাট্।

৫৮। ফল ইত্যাদি খাওয়া হেতু—(১) আর্স, ব্রাই, পাল্স, ভিরাট্; (২) চায়না, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা, সিলিনি, সিপি।

৫৯। পিষ্টক ইত্যাদি খাওয়া হেতু—(১) ব্রাই, পাল্‌স, (২) আর্স, কার্ব-ভ, লাইকো, ক্যাল্‌মি, ভিরাট্‌।

৬০। ডিম্ব খাওয়া হেতু কল্‌চি, ফেরা, পাল্‌স।

৬১। অম্লযুক্ত পদার্থ খাওয়া হেতু—(১) একোন্‌, আর্স, কার্ব-ভ, হিপা, সিপি; (২) এন্টি, ফেরা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নাক্‌স-ভ, ফস, ফস্‌-এসি, সাল্‌ফ-এসি।

৬২। লবণযুক্ত দ্রব্য খাওয়া হেতু—আর্স, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, ড্রসি, লাইকো।

৬৩। মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া হেতু—একোন্‌, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, মার্ক, সিলিনি, জিঙ্ক্‌।

৬৪। বরফ খাওয়া হেতু—আর্স, কার্ব-ভ, পাল্‌স।

৬৫। গোলমরীচ ইত্যাদি মসল্লা হেতু—আর্স, চায়না, সিনা, নাক্স-ভ

৬৬। পলাণ্ডু খাওয়া হেতু—থুজা, নাক্‌স-ভ।

৬৭। তামাক খাওয়া হেতু—(১) নাক্‌স-ভ, পাল্‌স; (২) ইগ্নে, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি; (৩) একোন্‌, এন্টি, আর্নি, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ক্লেমা, ককিউ, কলোসি, কুপ্রা, ইউক্রে, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-কা, ন্যাটা-মি, ফস্‌, ভিরাট্‌।

৬৮। প্রত্যেক খাদ্য আহারের কিঞ্চিৎ পরেই পীড়াদায়ক হইয়া উঠে—(১) ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ন্যাট্রা-মি, নাক্‌স-ভ, সাল্‌ফা; (২) এমোনি, আর্স, ব্রাই, কোনা, সাইক্লে, গ্র্যাফা, ক্যাল্‌ব্রি, লাইকো, ন্যাট্রা, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্‌, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, ক্লাস, সিপি, সাইলি।

৬৯। আহারের পর কিঞ্চিৎকাল উপশম বোধ—এনাকা, চেলিডো, লিথিয়াম্‌, পিট্রো।

৭০। আহারের পর পেটজ্বালার সঙ্গে ক্ষুধাবোধ—এলাম, আর্জেন্টা-না, বোভি, লাইকো, ষ্ট্রনৃশি।

৭১। আহারের পর ক্ষুধা ও তৎসঙ্গে উদর শূন্যবোধ- ক্যাল্‌কে, ক্যাস্‌কেরি, চায়না, সিনা, গ্র্যাটি, লরোসি।

[পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা দেখ]।

চর্ম্মোৎপাত বা ইরাপ্‌শন্ কিম্বা কোন স্বাভাবিক ক্ষরণ বন্ধ হওয়া জনিত পীড়া বা উপসর্গ।

৭২। স্বাভাবিক স্রাব অথবা কোন চর্ম্ম উদ্ভেদ অর্থাৎ ইরাপ্‌শন্ বসিয়া যাওয়া হেতু পীড়া—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, লাইকো, নাক্‌স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) আর্স, কার্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ফস, ফস্ এসি, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো ; (৩) এম্ব্রা, এমোনি, এণ্টি, আর্ণি, অরা, ব্যারাই, সিনা, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, হিপা, হাইয়স, ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, মিউর্-এসি, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ম, র‍্যানা, স্পঞ্জি, এবং সেনিগা। (সিক্রিশন্ অর্থাৎ নিঃসরণ বসিয়া যাওয়া দেখ)।

(ক) ঠাণ্ডা লাগা হেতু উপরোক্ত ব্যাপার ঘটিলে—(১) একোন্, ক্যামো, কফি, ডাল্‌কা, মার্ক, নাক্‌স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) আর্স, বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, হাইয়স, ইপিকা, ফস্, হ্রাস, সাইলি, স্পাইজি ; (৩) ক্যাল্‌কে, চায়না, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ম, সেম্বু, সিপি, ভিরেট্রা, (সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু দেখ)।

(খ) আঘাতাদি হইতে ইরাপ্‌শন্ বসিয়া গেলে—(১) আর্ণি, সিকিউ, কোনা, হিপা, ল্যাকে, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্‌ফ-এসি ; (২) একোন্, এমোনি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ক্যামো, ইউফ্রে, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, ফস্, রুটা, স্ট্রাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, জিঙ্ক্ ; (৪) এলাম্, বেল, বোরাক্‌স, কার্ব-ভ, ডাল্‌কা, আইয়ড্, পিট্রো, সাইলি। (আঘাতাদি দেখ)।

(গ) জলে দাঁড়াইয়া কাজকর্ম্ম বা বস্ত্রাদি ধৌত করা হেতু—(১) ক্যাল্‌কে, নাক্স-ম, পাল্‌স, সার্সা, সাল্‌ফা ; (২) এমোনি, এণ্টি, বেল্‌, কার্ব-ভ, ডাল্‌কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি। (সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা দেখ)।

৭৩। হার্পিস্‌ এবং অন্যান্য ইরাপশন্‌ অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া গেলে—(১) বেল; ব্রাই, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, হিপা, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) একোন্‌, এম্ব্রা, আর্স, কার্ব-ভ; কষ্টি, ক্যামো, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, মস্কাস, ফস্‌, হ্রাস্‌, সার্সা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

৭৪। রক্তস্রাব রোধ হইয়া গেলে অথবা রক্তমোক্ষণ অভ্যাস বন্ধ হইয়া গেলে (পূর্ব্বকালে অতি বলবান্‌ ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে ফস্ত খুলিত অর্থাৎ রক্তমোক্ষণ করিত) ইহাতে—(১) একোন্‌, বেল্‌, চায়না, ফেরা, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) আর্নি অরা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কাব-ভ, গ্র্যাফা, হাইয়স্‌, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্‌. হ্রাস্‌, সেনিগা, সিপি, সাইলি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যামো।

৭৫। পূঁজ নিঃসরণ ও ক্ষত বন্ধ হইয়া গেলে—(১) বেল্‌ হিপা, ল্যাকে, সাইলি, সাল্‌ফা ; (২) আর্স, কার্ব-ভ, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্‌-এসি, হ্রাস্‌, সিপি, ষ্ট্যাফি।

৭৬। অর্শ বসিয়া গেলে—(১) একোন্‌, ক্যাল্‌কে কার্ব-ভ, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা; (২) এম্ব্রা, এমোনি-মি, এণ্টি, আর্স, বেল, ক্যাপ্‌সি, কষ্টি, চায়না, কলোসি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ক্যাল্‌মি, ল্যাকে, মিউর্‌-এসি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, হ্রাস, সিপি, সাইলি।

৭৭। লোকিয়া অর্থাৎ প্রসবের পর জরায়ু-ক্লেদ-নিঃসরণ বসিয়া গেলে—(১) কলোসি, হাইয়স্‌, নাক্স-ভ, প্ল্যাটি, হ্রাস, সিকেলি, ভিরাট, জিঙ্ক, বেল্‌, ব্রাই, কোনা, ডাল্‌কা, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা।

৭৮। স্ত্রীলোকের স্তন্য-দুগ্ধ-ক্ষরণ বসিয়া গেলে—(১) বেল্‌, ব্রাই, ডাল্‌কা, পাল্‌স ; (২) একোন্‌, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, কফি, মার্ক, হ্রাস, সাল্‌ফা।

৭৯। স্ত্রীলোকের ঋতু বসিয়া গেলে—(১) একোন, ব্রাই, কোনা, ডাল্কা, ক্যাল্মি, লাইকো, পাল্স সিপি, সাইলি, সাল্ফা ; (২) এমোনি-মি, আর্স, ব্যারাই বেল্, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, আইয়ড্, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ম, ওপি, প্লাটি, ফস্, হ্রডো, স্যাম্বাই, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্রামো, ভ্যালি, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

৮০। ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে—(১) বেল্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ডাল্কা ল্যাকে, সাইলি, সাল্ফা ; (২) একোন, আর্স, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সিপি।

৮১। পদের ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে—(১) কুপ্রা, নাইট্রি-এসি, পাল্স সিপি, সাইলি ; (২) ক্যামো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, হ্রাস্।

৮২। সর্দ্দি এবং অন্যান্য মিউকাস মেম্ব্রেন্ হইতে রস-ক্ষরণ বসিয়া গেলে—(১) একোন্, আর্স, বেল্ ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, সিনা, নাক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা ; (২) এম্ব্রা, এমোনি-মি, কার্ব-ভ, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ইপিকা, ক্যাল্মি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, ফস্, হ্রডো, সেম্ব, সাল্ফা।

আঘাতজনিত শ্বক (Shock) অর্থাৎ চমকলাগা হেতু পীড়া।

৮৩। আঘাত প্রাপ্তি হেতু পীড়া ও উপসর্গে নিম্ন-লিখিত ঔষধ সকল বিশেষ ফলদায়ক ঃ—

একোনাইট্—আঘাত লাগা হেতু ভয় প্রাপ্ত হওয়া। প্রাণ নষ্ট হইবে বলিয়া দৃঢ় ভয়। অত্যন্ত অস্থিরতা। ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রখর। নাড়ী সূক্ষ্ম এবং কঠিন। আভ্যন্তরিক রক্তাধিক্য ; ইহাতে গাত্রের কাপড় উন্মোচন করিলে শীতবোধ ও তৃষ্ণা এবং মাথা উঠাইলে মূর্চ্ছা। পদদ্বয় শীতল।

এমোনি-কষ্টিকাম্—বর্ণ কেঁকাশে (নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি দুর্ব্বল এবং শুইয়া থাকিতে চায়)।

হাইড্রোসায়েনি-এসি—সমস্ত শরীর শীতল এবং বহুক্ষণস্থায়ী সিনকোপ্ অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থা। বক্ষঃস্থলে ব্যাকুলতা এবং চাপ বোধ। হিক্কা। কোঁকান। গলার গড়্ গড়্ শব্দ এবং শ্বাস প্রশ্বাস মৃদুগতি। মুখশ্রী বিকৃত। কনীনিকা প্রসারিত। চক্ষুর পাতা অসাড়। সূত্রবৎ নাড়ী।

ইপিকাকুয়ানা—শয্যাশায়ী অবস্থা। বমনেচ্ছা। ফেঁকাশে বর্ণ। বমন। শূলবেদনা ও উদরাময়। নিশ্বাস পথে যেন দমবন্ধের ন্যায় বোধ হয়। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব। শীত। হস্তপদ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মাক্ত। কনীনিকা প্রসারিত।

ল্যাকেসিস্—হাত পা গুটাইয়া পুটলির ন্যায় পড়িয়া থাকা। নাসিকা, কর্ণ, এবং কপাল অত্যন্ত শীতল। মাথাঘোরা এবং চক্ষে দেখিতে অক্ষম। চর্ম্ম ঘোঁচান, শীতল ও চক্‌চকে। নাড়ী সূত্রবৎ এবং বিলুপ্ত-প্রায়। ঘনঘন মুখব্যাদান ও খাবি খাওয়া। অত্যন্ত টানিয়া নিশ্বাস গ্রহণ। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলিমাময়।

মার্কিউরিয়াস্—হৃৎপিণ্ড যেন ডুবিয়া যাইতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ন্যায় ভাব। তন্দ্রা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে যেন চকিতের ন্যায় জাগরিত হইয়া উঠে, তৎসঙ্গে হৃৎকম্পন। সামান্য পরিশ্রমেই শরীর কম্পন। নাড়ী মৃদুগতি। ঘর্ম্ম হইয়া উপশম বোধ হয় না।

নাক্স-মস্কেটা—সর্ব্বদা তন্দ্রা। গাত্র শীতল এবং অনাবৃত করিলে কষ্ট বোধ করে। পাকস্থলী হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত চাপনবৎ কষ্ট। মৃদু এবং ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও নিদ্রা যায়। উদরাময়।

নাক্স-ভমিকা—শীতল ঘর্ম্ম, ব্যাকুলতা ও শিরোঘূর্ণন। সঞ্চালন এবং গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলে ভয় করে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ, তৎসঙ্গে ক্রোধযুক্ত নৈরাশ্য। সামান্য কারণেই মূর্চ্ছা; আক্ষেপ। পেটকাঁপা। কাল বর্ণের রক্তস্রাব।

ওপিয়াম্—অতি অল্প শ্বাস প্রশ্বাস। অসামঞ্জস্যভাবে চক্ষু স্থিরদৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা। ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর পীড়া।

ফস্ফরাস্—বাহ্যদৃষ্টিতে জীবন নাই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে

কখন কখন কন্‌ভাল্‌সন এবং তৎপরে ঈষৎ সবুজবর্ণের বমন। ভুক্ত তরল পদার্থ পাকস্থলীতে গিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইবা মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায়। সহজেই বহুপরিমাণে বমন হয়। মৃতের ন্যায় মুখশ্রী। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব।

সিকেলি—নিতান্ত শয্যাশায়ী অবস্থা। অত্যন্ত জলবৎ মল। নাড়ী ক্ষুদ্র এবং মৃদুগতি। হস্ত পদের অঙ্গুলি সমস্ত মৃতবৎ দেখায়। ভার এবং ব্যাকুলতাজনক নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং কোঁকান। কাঁপা, গলাভাঙ্গা শব্দ। অম্ল খাইবার ইচ্ছা। বস্ত্রাবৃত থাকিতে অনিচ্ছা, যদিচ চর্ম্ম শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত তথাচ সামান্য গরমও সহ্য হয় না। মূত্রাভাব (Suppression of urine)।

ষ্ট্রেন্‌শিয়ানা—রক্তস্রাব হেতু পুরাতন উপসর্গ। অত্যন্ত স্মৃতিভ্রম। চক্ষুর সম্মুখভাগে উজ্জ্বল বর্ণ সকল দৃষ্ট হয়। বাতের বেদনা। দুর্ব্বলতা। কম্প। ক্ষীণ শরীর। গরমে থাকিতে ইচ্ছা। কোন বস্তুর দক্ষিণভাগ মাত্র দেখিতে পায়।

ট্যাবেকাম্—শীতল ঘর্ম্ম। অনবরত মৃত্যুবৎ যন্ত্রণাসহ বমনেচ্ছা বা ন্যকার। সঞ্চালন করিলে বমন, বমনান্তে ভাল বোধ। শরীর বিশেষতঃ পদদ্বয় শীতল। নাড়ী অসম, ক্ষুদ্র ও মন্দগতি। শিরোঘূর্ণন ও অত্যন্ত শিথিল অবস্থা।

ভিরেট্রাম্ এল্‌বাম্—শীতল ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে)। বমন উদরাময় ও তৃষ্ণা। অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে প্রলাপ ও বিকার। ভীত এবং বাত্যাচ্ছন্ন, মনে করে যেন উড়িয়া যাইবে। জীবনে নৈরাশ্য। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। হস্ত, পদ, শীতল এবং ঝিঁঝিঁ ধরার ন্যায় বেদনা। সময়ে সময়ে চিড়িক্ মারিয়া উঠে। পানীয় দ্রব্য সেবনে শীত বোধ হয়। শীতল জলপানে অত্যন্ত ইচ্ছা। মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায়। নাড়ী-সূত্রবৎ। হাইতোলা। হিক্কা। বাক্‌শক্তি-বিহীনতা। আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহে রক্তস্রাব। পেট শীতল বোধ হয়।

৮৯। আঘাতাদিজনিত পীড়া ও উপসর্গের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা। }:—

আর্ণিকা—লোমছা উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা। মস্তিষ্কে আঘাত লাগা ও রক্তপাত। মাথা নিম্নদিক করিয়া রাখিতে চায়। মাথা ঘোরা এবং অজ্ঞানতা। বমন ভাব। উঠিলে বা বেড়াইয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি, শয়ন অবস্থায় ভাল বোধ। মাথা বালিশ হইতে নিম্নে রাখিতে চায়। ধীর এবং দুর্ব্বল নাড়ী। গরম কাপড়ে গাত্র ঢাকিয়া রাখিতে চায়। মুখ এবং মস্তক ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ শীতল।

আর্সেনিকাম্—কোল্যাপ্স্ বা অবসন্নাবস্থা হইবার উপক্রম। চর্ম্ম শুষ্ক, শীতল ও উজ্জ্বল। নাড়ী সূত্রবৎ। অস্থিরতা। তৃষ্ণা। ঘন ঘন ও অল্প অল্প পরিমাণ জলপান। জলপান মাত্র তৎক্ষণাৎ বমন। শরীরে উত্তাপ ভাল লাগে এবং গরমে থাকিতে চায়। ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে পারে না। মুখশ্রী মৃত ব্যক্তির ন্যায়।

ক্যালেমাস্—রক্তস্রাবের অনতিবিলম্বেই অত্যন্ত মূর্চ্ছা ও অজ্ঞানতা।

ক্যাম্ফোরা—হঠাৎ কোন শক্ত আঘাত লাগা। সমস্ত শরীর শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত। মুখ ফেঁকাসে। এবং নীলবর্ণ-বিশিষ্ট। ওষ্ঠদ্বয় সতেজ। উদরাময়। নাড়ী মৃদু। স্নায়বীয় ব্যাকুলতা ও তৎসঙ্গে মানসিক বোধশূন্যতা। দীর্ঘ নিশ্বাস ও অল্প পরিমাণ নিশ্বাস। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

ক্যাপ্‌সিকাম্—শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত চর্ম্ম। নাড়ী সূত্রবৎ। অভ্যন্তরিক জ্বালা এবং বহির্ভাগে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ। জবস্থবের ন্যায় অবস্থা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত ব্যাকুলতা যেন সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে তাহার মৃত্যু ঘটিবে।

কার্ব-ভেজি—অজ্ঞান অবস্থা। কোন প্রকার উত্তেজক ঔষধে উপশম দেখা যায় না। দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির লোপ। দুর্গন্ধময় বহু পরিমাণ মলত্যাগ বা উদরাময়। শীতল ঘর্ম্ম। নিশ্বাস প্রশ্বাসে গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ, শরীরে রক্তাবর্ত্তন-ক্রিয়া স্থগিত। সূত্রবৎ নাড়ী।

ক্যামোমিলা—মানসিক উদ্বেগ এবং অসহ্য অবস্থা। বেদনায় যেন এলিয়ে পড়িয়াছে, কথা বলিলে বা গাত্র স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি। ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় ও জ্বালাযুক্ত বেদনা। সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম। চর্ম্ম সিক্ত, শীতল এবং ফেঁকাশে। কপালদেশ ও মাথা সকল শীতল। কোন রকম তাপ বা স্বেদ দিলে ভাল বোধ হয়।

চায়না—পুনঃ পুনঃ এবং অনবরত রক্তস্রাব হেতু অবসন্ন ও দুর্ব্বল অবস্থা। স্নায়বীয় অস্থিরতা। ব্যাকুল অবস্থা। নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে এবং মৃত ব্যক্তির মুখশ্রীর ন্যায়। নাড়ী বিলুপ্ত হইবার উপক্রম। বোধ হয় যেন দক্ষিণ দিকের হৃৎপিণ্ড হইতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

কফিয়া—মানসিক এবং শারীরিক বোধশক্তির আধিক্য। কোন প্রকার কার্য্য কিম্বা গাত্রে হস্তাদি প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে চিকিৎসারও অনেক ব্যাঘাত জন্মে; একাকী থাকিলেই চুপ করিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত আলোক কিম্বা কোন গোলযোগপূর্ণ শব্দ রাত্রিতে থাকে সে পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না।

কুপ্রাম্—এন্‌সিফরম্ কার্টিলেজ অর্থাৎ উপাস্থির পশ্চাদ্দিকে অসার অবস্থা বোধ, দীর্ঘনিশ্বাস, এপাশ ওপাশ করা। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া লওয়া। প্রায়ই সূত্রবৎ নাড়ী। আক্ষেপের লক্ষণ। পাকস্থলী হইতে বমন ভাব, প্রলাপ ও বিকার। এমন কি মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা, তৎসঙ্গে কোল্যাপ্স্ বা অবসন্নাবস্থা।

ডিজিটেলিস—মৃদুগতি নাড়া। মূর্চ্ছা এবং দুর্ব্বলতা, তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম। নীলাভযুক্ত ফেঁকাশে বর্ণ। কনীনিকার নিশ্চেষ্ট অবস্থা। দৃষ্টি-বিভ্রম।

জেলসিমিয়াম্—অত্যন্ত ভয়। তৎসঙ্গে ক্লান্তি বোধ। অবসন্নতা ও নিদ্রালুর ভাব। ব্যাকুলতা ও অজ্ঞানাবস্থায় বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা। ফেঁকাশে মুখমণ্ডল। পৃষ্ঠদেশ ও শাখাসমূহে বেদনা। আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ভয়।

হাইপারিকাম্—সমস্ত শরীর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠে ও তৎসঙ্গে মূত্রত্যাগ-ইচ্ছা। মূত্ররোধ। থেঁতলে যাওয়া, ছিন্ন হওয়া, বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ক্ষত এবং তাহাতে নার্ভাস্‌টিসু অর্থাৎ স্নায়ুসূত্র সমস্ত ব্যথিত হইলে। চর্ম্ম ছিন্ন, ভিন্ন অর্থাৎ লেছড়া (Laseration) হইয়া গেলে। মেরুদণ্ডের আঘাত। হস্ত পদের আঘাত।

হিপার-সাল্ফর—অল্প বেদনাতেই মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা হয়, তৎপরে মাথা ধরে। অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া লওয়া। শরীরের নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক কম্প। অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও উত্তেজিত ভাব। শাখা সমস্ত দুর্ব্বল এবং লোন্‌ছা উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত।

কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চমক্ লাগিলে এবং তজ্জনিত পীড়া ও উপসর্গে রোগীকে স্থিরভাবে এক শয্যায় শায়িত করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় বিশ্রাম একটী প্রধান ঔষধ সন্দেহ নাই। মূর্চ্ছা ইত্যাদি হইলে মুখ ও চক্ষুতে শীতল জলের প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। গুরুতর আঘাত লাগিয়া চমক্ পাইলে যে পর্য্যন্ত এই চমক্ এক প্রকার দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন পথ্য দেওয়া আবশ্যক করে না। তাহা দিলে অনেক সময় বমন হইয়া উঠিয়া যায়। ঔষধ ও সামান্য পরিমাণ জল দেওয়া যাইতে পারে। চমক্ লাগা কতক পরিমাণে দূর হইলে এমন পরিমাণ তরল পথ্য দিবে যাহাতে উদর বিশেষরূপ যেন পূর্ণ না হয়; নতুবা মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্যের সম্ভাবনা।

অন্যান্য নানাবিধ কারণজনিত পীড়া।

৮৫। ভ্রমণ দ্বারা দুর্ব্বল হওয়া হেতু পীড়া হইলে—আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, কফি, ফেরা, হ্রাস, থুজা, ভিরাট্।

৮৬। শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগা হেতু—(১) আর্ণি ব্রাই, সিকিউ, কোনা, স্পাইজি; (২) একোন্, বেল্, ক্যাল্‌কে, সিনা, হিপা, ইগ্নে, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, হ্রাস, রুটা, সাল্‌ফা।

৮৭। গাড়ি কিম্বা অন্য কোন যানে চড়িয়া গমন এবং দোলান হেতু পীড়ায়—(১) আর্স, ককিউ, পিট্রো, সালফা; (২) কল্‌চি, ফেরা, নাক্স-ম, সিপি, সাইলি; (৩) বোরাক্স, কার্ব-ভ, ক্রোকা, গ্র্যাভা, হিপা, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, প্ল্যাটী, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

৮৮। মানসিক শ্রম হেতু—(১) বেল, ক্যালকে, ল্যাকে, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা; (২) এনাকা, আর্ণি, অরা, ককিউ, কলচি, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, ওলিয়েণ্ডা, প্ল্যাটি, স্ট্যাবাডি, সিপি।

৮৯। মানসিক উত্তেজনা বা মনের উদ্বেগ হেতু—(১) একোন্, বেল, ব্রাই, ক্যামো, কফি, কলোসি, হাইয়স্, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি, প্ল্যাটি, পালস, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) আর্স,

অম্লা, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ককিউ, কফি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ; নাইট্রি-এসি নাক্স-ম, সিপি, সাল্‌ফা।

৯০। শারীরিক পরিশ্রম হেতু পীড়া—(১) একোন, আর্ণ ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, ককিউ, কফি, মার্ক, হ্লাস, সাইলি, ভিরাট্র, ; (২) এলাম, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাক্‌স-ভ, রুটা, স্যাবাই; সাল্‌ফা।

৯১। পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু—(১) এণ্টি, আর্ণি, ইপিকা, নাক্স-ভ, পালস ; (২) একোন, আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, কফি, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, ষ্ট্যাফি ; (৩) ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, ক্যামো, হিপা, ন্যাটা-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

৯২। রাত্রি জাগরণ হেতু—(১) কার্ব-ভ, ককিউ, নাক্‌স-ভ, পাল্‌স ; (২) এম্ব্রা, ব্রাই, চায়না, ইপিকা, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, রুটা স্যাবাইনা, সিলিনি, সিপি।

৯৩। পাথরের ধূলিজনিত পীড়ায়—ক্যাল্‌কে-কা, সাইলি, লাইকো, ন্যাট্র-মি, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

৯৪। অত্যন্ত মাতালদিগের পীড়ায়—(১) আর্স, বেল্, ক্যাল্‌কে, চায়না, কফি, হেলে, হাইয়স্, ল্যাকে মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাক্‌স-ভ, ওপি, পাল্‌স, সাল্‌ফা ; (২) এগার, এণ্টি, কার্ব-ভ, ইগ্নে, লিডা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, র‍্যানা, হ্রডো, রুটা, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো,, ভিরাট্র।

৯৫। মাদক দ্রব্য সেবন হেতু পীড়ায়—(১) এণ্টি, নাক্‌স-ভ, সাল্‌ফা ; (২) বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, ডাল্‌কা, নাইট্রি-এসি, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস্।

৯৬। রক্ত ও অন্যান্য জীবন-রক্ষক জলীয় পদার্থ (Animal fluid) অতিরিক্ত স্রাব হেতু পীড়ায়—(১) ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, চায়না, সিনা, ল্যাকে, নাক্‌স-ভ, ফস্-এসি, সাল্‌ফা, ভিরাট্ ; (২) আর্স, কোনা, ফেরা, ইগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, চায়না, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি।

৯৭। বিষযুক্তকীটাদির দংশন—লিডাম্ এ সম্বন্ধে একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মূল আরক দষ্টস্থানে দংশন মাত্র প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ১ম শক্তি—প্রায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একোনাইট, আর্ণিকা, বেলেডোনা, মার্কিউরিয়াস্ এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রধান ঔষধ। যদি কোন কোমল এবং স্পর্শ বোধাধিক্য স্থানে দংশন করে এবং তাহাতে জর ও প্রদাহ জন্মে তবে রোগীকে কর্পূর আঘ্রাণ করিতে দিবে; যদি তাহাতে ফল না হয় তবে একোনাইট্ খাইতে দিবে। জিহ্বায় বোল্‌তা কামড়াইলে একোনাইট এবং তৎপরে আর্ণিকা দিবে; যদি তাহাতে ফল না দর্শে তবে বেলেডোনা দিয়া পরে মার্কিউরিয়াস্ দিবে। চক্ষে কামড়াইলে একোনাইট ও আর্ণিকা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। একোনাইট এক ঘণ্টা অন্তর দিবে এবং আর্ণিকা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া কর্ত্তব্য।

হস্ত পদাদিতে বোল্‌তায় দংশন করিলে তৎস্থানে চিনি প্রয়োগ করিয়া আমি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। অভাবে গুড় কিম্বা চিটাগুড় দিতে পারা যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি

যে যে অবস্থায় রোগাদি ও তৎলক্ষণসমূহের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা ও তদনুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন।

অনেক চিকিৎসক রোগের হ্রাস বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি করিয়া সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করেন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ঔষধ-নির্ব্বাচন-ক্রিয়ার অনেক সাহায্য হয়।

(ক) বৃদ্ধি।

সময়ানুযায়ী পীড়ার বৃদ্ধি।

১। বেদনা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হইলে—(১) এম্ব্রা, এমোনি-কা, এমোনি-মিউ, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, কষ্টি, কলোসি, ডাল্কা, ইউফ্রে, হেলে, হাইয়স্, ল্যাকে, লয়োসি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, এরেনা, সিকেলি, সিলিনি, সাল্ফ-এসি, থুজা, জিঙ্ক্; (২) এণ্টি, এসাফি, বোরাক্স, কার্ব-এসি, কার্ব-ফ, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, ইগ্নে, লরোসি লিডা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস্-এসি, পডো, হ্রাস, সেনিগা, সাইলি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, এণ্টি-টার্টা।

২। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবার সময় এবং শয়ন করিলে (দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে) পীড়ার বৃদ্ধি—(১) আর্স, ব্রাই, ক্যানা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ফস্, পাল্স, সিলিনি, সিপি; (২) এলাম্, এমোনি-মিউ, আর্ণি, অরা, ক্যালাডি, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, ককিউ, ডাল্কা, ইগ্নে, ইপিকা, ক্যাল্মিয়া, ল্যাকে, লিডা-ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ন্যাট্রা-সা, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, র‍্যানা, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্রনসি, সাল্ফা, এসিড্-সাল্ফ, এণ্টি-টা, থুজা, ভিরাট্।

৩। রাত্রে বৃদ্ধির পক্ষে—(১) একোন, আর্ণি, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ক্যামো, চায়না, সিপা, কলোসি, কোনা, ড্রসি, ডাল্কা, ফেরা, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ন্যাট্রাম্, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্রন্শি, সাল্ফা, থুজা; (২) এণ্টি, অরা, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, কফি, ক্রোকা, কুপ্রা, এলোজ, হাইয়স, ক্যাল্মি, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, ম্যাগ্নে, মেজি, ন্যাট্রা-সা, নাক্স-ভ, প্লাম্বা, র‍্যামা।

৪। নিদ্রাবস্থায় বৃদ্ধি হইলে—(১) এলাম্, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, ল্যাকে, মার্ক, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সেম্বু, সাইলি,

ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা; (২) একোন, এনাকা, আর্ণি, বোরাক্‌স, ক্যাল্‌কে কষ্টি, চায়না, সিনা, কোনা, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, হাইয়স, ইগ্নে, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্‌স-ভ, ওপি, ফস-এসি, হ্রাস, রুটা, থুজা।

৫। রাত্রি দুই প্রহরের পর ও নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধি—(১) এলাম, এম্ব্রা, এমোনি-মিউ, আর্স, বেল্‌, ব্রাই, ক্যালকে, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, ক্যাল্‌কা, ল্যাকে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স ভ, ওপি, পিট্রো, আর্ণি, অরাম্‌, ক্যাল্‌কে, ক্যানা, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-এনি, ড্রসি, ক্রোকা, চায়না, ফেরা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্‌-এসি, প্ল্যাটি, র‍্যানা, পডো, হ্রাস, স্যাবাইনা, সেপি, সাইলি, স্কুইল, সাল্‌ফ-এসি, ষ্ট্যাফি, থুজা ও ভিরাট্‌।

৬। প্রাতে বৃদ্ধি হইলে—(১) এম্ব্রা, এমোনি-কা, এমোনি-মিউ, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-ভ, সিনা, ক্রোকা, ড্রসি, গুয়াই, ইগ্নে, ন্যাট্রা-এণ্টি, মিউ, ন্যাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, ফস্‌, ব্রাই, স্কুইল, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা, (২) একোন, এলাম্‌, এনাকা, এণ্টি, অরা, কার্ব্বলি-এসি, ককিউ, কোনা, হিপার, ক্যাল্‌মি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, পিট্রো, ফস-এসি, প্ল্যাটি, পাল্‌স, স্যাবাইনা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, এণ্টা-টা, থুজা।

৭। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে কিম্বা প্রাতে কিছু আহারের পর বৃদ্ধি—(১) কার্ব্ব-ভ, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্‌স-ম, সিপি; (২) এমোনি, এনাকা, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ক্যামো, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, ক্যালি, ম্যাগ্নে, নাইট্রি-এসি, নাক্‌স-ভ, ফস্‌-এসি, হ্রাস্‌, স্যাবাডি, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফিউ-এসি, ভ্যালিরি, ভিরাট্‌।

৮। দুই প্রহরের পর আহারান্তে বৃদ্ধি—এলাম্‌, এসাফি, বেল্‌ লাইকো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, রুস, পাল্‌স, সাইলি, থুজা, জিঙ্ক্‌, এমোনি-মিউ, এণ্টি, বোরাক্‌স, ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফা, সিকিউ, কল্‌চি, কোনা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, মস্কাস্‌, মিউরি-এসি, ন্যাট্রা-মিউ, সার্সা, সিলিসি, ভ্যালিরি।

৯। নিদ্রার পর অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলে—এনাকা, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, ককিউ, কোনা; গ্র্যাফা, * ল্যাকে, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা, থুজা।

পরিপাক কার্য্যানুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি।

১০। প্রাতে কিছু আহারের পূর্ব্বে যে প্রকার অবস্থা থাকে আহারের পর তাহা ভাল বোধ হয়—ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইয়ড, নাক্স-ভ, পিট্রো, প্ল্যাটি, হ্রাস, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

১১। আহারের পর উপশম বোধ—(১) এম্ব্রা, ক্যাল্কে, ক্যানা, ফেরা, ইগ্নে, আইয়ড, ল্যাকে, ন্যাট্রা, ফস্, স্যাবাডি, ষ্ট্রন্‌শি, জিঙ্ক, (২) এলাম্, এম্ব্রা, এনাকা, ব্যারাইটা, ক্যাপ্সি, চায়না, গ্র্যাফা, লরোসি, পাল্স, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

১২। আহারের সময় বেদনা বৃদ্ধি—এমোনি, ব্যারাইটা, কার্ব্ব-এনি, কার্ব-ভ, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, সিপি, ; (২) এম্ব্রা, আর্ণি, বোরাক্স, ক্যাল্কে কষ্টি, ক্যামো, সিকিউ, কোনা, ম্যাগ্নে-মিউ, নাক্স-ভ, ফস্-এসি, সাইলি, সাল্ফা, ভিরাট্।

১৩। প্রাতে আহারের পর বৃদ্ধি—এমোনি-মিউ, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, কোনা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ ফস্, হ্রাস, সিপি, সাল্ফা, থুজা, জিঙ্ক্।

১৪। আহারান্তে বেদনা উপস্থিত হয় অথবা বেদনা বৃদ্ধি হয়—(১) এমোনি, এনাকা, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) এমোনি-মিউ, এণ্টি, বোরাক্স, কার্ব-এনি, ক্যামো, সিনা, ককিউ, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস্-এসি, পাল্স, র‍্যানা, রুইল, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা।

১৫। মদ্যপানের পর বৃদ্ধি—আর্স, বেল, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, চায়না, ককিউ, ফেরা, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, হ্রাস, সাইলি, ভিরাট্।

১৬। অতিশয় তামাকের ধূমপানের দরুণ রোগের উৎপত্তি কিম্বা বৃদ্ধি—(১) এম্ব্রা, ক্যাল্কে, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্স, স্ট্যাফি ; ষ্ট্যাফি ; (২) একোন্, এলাম্, এনাকা, এণ্টি, আর্ণি,

ব্যারাইটা, কার্ব-এনি, চায়না, ক্যাল্‌কে, ক্রেমা, ককিউ, কুপ্রা, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, পিট্রো, রুটা, সাল্‌ফা, সাল্‌ফিউ-এসি।

পীড়ার বৃদ্ধি।

(ঋতুর এবং চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে বৃদ্ধি)

১৭। বসন্তকালে বেদনা বৃদ্ধি কিম্বা বেদনা উঠিলে—(১) কার্ব-ভ, ল্যাকে, হ্রাস, ভিরাট্‌, এম্ব্রা, অরা, বেল্‌, ক্যাল্‌কে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, পাল্‌স।

১৮। গ্রীষ্মকালে—(১) বেল্‌, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, কার্ব-ভ, ল্যাকে, ডাল্‌কা; (২) ল্যাইকো, ন্যাট্রা, পাল্‌স, সাইলি, হ্রডো।

১৯। শরৎকালে—(১) ক্যাল্‌-কা, কল্‌চি, ডাল্‌কা, ল্যাকে, মার্ক, পিট্রো, হ্রাস, ভিরেট্রা; (২) অরা, ব্রাই, চায়না।

২০। শীতকালে—(১) একোন্‌, বেল্‌, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যাম্ফো, কল্‌চি, ডাল্‌কা, ইপিকা, নাক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা; (২) এমোনি অরা, ক্যাম্ফ, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ম, ফস্‌, পাল্‌স, হ্রাডো, সিপি।

২১। কৃষ্ণপক্ষে—(১) এলাম্‌, ক্যাল্‌কে, স্যাবাডি, সাইলি; (২) এমোনি, কষ্টি, কুপ্রা, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা, সিপি, সাল্‌ফা।

২২। নূতন চন্দ্রে—এলাম্‌, এমোনি, ক্যাল্‌কে, * কষ্টি, * কুপ্রা, লাইকো, স্যাবাডি, * সিপি, * সাইলি, ক্লেমাটিস্‌, বাফো, ডেক্‌নি।

২৩। পূর্ণিমা তিথিতে—এলাম্‌, * ক্যাল্‌কে, * গ্র্যাফা, ন্যাট্রা, স্যাবাডি, * সাইলি, স্পঞ্জি, * সাল্‌ফা।

২৪। শুক্লপক্ষে অর্থাৎ চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিকালে—এলাম্‌, ডাল্‌কা, থুজা।

বায়ুর পরিবর্ত্তানুসারে বৃদ্ধি।

২৫। গরমের সময় বেদনার বৃদ্ধি হইলে—(১) ব্রাই, ব্রুডো, সিপি, সাইলি ; (২) কার্ব-ভ, কষ্টি, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস্।

২৬। ঝড় বাতাসে—(১) ব্রাই, সাইলি ; (২) কার্ব-ভ, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি; নাক্স ম, নাক্স-ভ, পাল্স, ব্রুডো, সাইলি, থ্রাস।

২৭। সামান্য প্রবল বায়ুতে—(১) কার্ব-ভ, ক্যামো, ল্যাকে, লাইকো, সাল্ফা ; (২) একোন্, আর্স, অরা, বেল্, চায়না, কোনা, গ্র্যাফা, মিউরি-এসি, নাক্স-ভ, ফস, প্ল্যাটি, পাল্স, সিপি, থুজা।

২৮। উত্তর-বায়ুতে বেদনা বৃদ্ধি হইলে—একোন্, কষ্টি, হিপা নাক্স-ভ, সিপি, সাইলি।

২৯। পূর্ব্ব বায়ুতে—(১) একোন্, ব্রাই, কার্ব-ভ, হিপা, সাইলি ; (২) কষ্টি, নাক্স-ভ।

৩০। দক্ষিণ বায়ুতে—ব্রাই, কার্ব-ভ, ব্রুডো, সাইলি।

৩১। পশ্চিম বায়ুতে—ক্যাল্কে, কার্ব ভ, ব্রুডো, থ্রাস, ভিরাট্।

৩২। সায়ংকালীন শীতল বাতাসে—(১) এমোনি, কার্ব্ব-ভ, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সাল্ফা ; (২) বোরাক্স, মেজি, নাক্স-ম, প্ল্যাটি।

৩৩। ভ্রমণ করিবার সময় খোলা বাতাসে—(১) এমোনি, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কফি, কোনা, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, সাইলি, ষ্ট্র্যামো ; (২) এলাম্, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, চায়না, ফেরাম্, গুয়াই, হিপা, ইপিকা, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে, মার্ক, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, পাল্স, থ্রাস, সিলিনি, স্পাইজি, সাল্ফিউরিক-এসি; থুজা; ভ্যালিরি, ভিরেট্রা।

৩৪। গৃহে বদ্ধ থাকা হেতু—(১) এলাম্, এসাফি, ক্রোকা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্স, থ্রাস, ভাবাই ; (২) একোন্, এম্ব্রা, এনাকা, এণ্টি, ব্যারাইটা, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, ইপিকা, লাইকো, মেজি, মস্কাস্, ন্যাট্রা-মিউ, ওপি, প্ল্যাটি, সার্সা, সেনিগা, সিপি, স্পঞ্জি, ট্রেন্শি, থুজা

সর্দ্দি, ভিজা এবং ঠাণ্ডা লাগা হেতু বৃদ্ধি।

৩৫। শীতল বাতাসে বেদনা হইলে—(১) আর্স, ব্যারাইটা, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্‌সি, কষ্টি, কফিউ, ডাল্‌কা, হেলে, নাক্স-ভ, হ্রডো, হ্রাস, স্থাবাডি ; (২) একোন্‌, এমোনি, এনাকা, অরা, বোরাক্স, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব-ভ, কল্‌চি, হিপা, হাইয়স্, ইগ্নে, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, মেজি, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, ফস্, ফস-এসি, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্রেন্‌শি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফিউ-এসি, থুজা।

৩৬। কোন হাত বা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা হইলে—বেল্‌, ক্যামো, হিপা, পাল্‌স, হ্রাস্‌, সিপি, সাইলি।

৩৭। শরীরের কোন একভাগ অনাবৃত থাকা হেতু—(১) আর্স, অরা, কফিউ, কোনা, হিপা, কষ্টি, মার্ক, মস্কাস, নাক্স-ভ, হ্রীস, সেন্থু, স্কুইল, সাইলি, ষ্ট্রেন্‌শি ; (২) আর্ণি, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কষ্টি, সিকিউ, ক্রেমা, কল্‌চি, কোনা, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, হাইয়স, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, স্থাট্রা-মিউ, নাক্স্‌-ম, ফস্‌, স্থাবাডি, সিপি, ষ্ট্যাফি।

৩৮। শীতল এবং ভিজা বায়ুতে—(১) এমোনি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, ডাল্‌কা, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স্‌-ম, হ্রডো, হ্রাস, ভিরেট্রা ; (২) বোরাক্স, কার্ব-এনি; চায়না, কল্‌চি, লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, রুটা, সার্সা, সিপি, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

৩৯। ভিজা অবস্থায় থাকিলে—(১) আর্স, ক্যাল্‌কে, কল্‌চি; ডাল্‌কা, নাক্স-ম, পাল্‌স, হ্রাস্‌, সার্সা, সিপি ; (৪) বেল, ব্রাই, হিপা, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ফস্‌, সাল্‌ফা।

৪০। জলে থাকিয়া কার্য্য করা অর্থাৎ কাপড় ধোয়া ইত্যাদিতে—(১) এমোনি, এণ্টি, বেল, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-ভ, ক্রেমা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, ফস, পাল্‌স, হ্রাস, সার্সা, সিপি, সাল্‌ফা, (২) একোন্‌।

৪১। প্রত্যেক ঋতুপরিবর্ত্তনের সময়—(১) ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-ভ,

ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফা, ভিরেট্ ; (২) গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে, নাইট-এসি, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রডো।

[উত্তাপ হেতু ৩৮১ পৃঃ দেখ]

৪২। উত্তাপের পরিবর্ত্তন হেতু বেদনা জন্মে—আর্স, কার্ব্ব-ভ, ডাল্কা, নাক্স-ভ, ফস, পাল্স, র‍্যানা, হ্রডো, হ্রাস, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৪৩। সাধারণতঃ গরমে হইলে—এম্ব্রা, আর্স, অগ্না, ক্যাম্ফ, ক্যানা, কার্ব্ব-ভ, ড্রসি, আইয়ড্, লিডা, স্থাট্রা-মিউ, স্থাট্রা-এসি, ফস্, পাল্স, সিকেলি, সেনিগা, থুজা।

৪৪। গরম বাতাস বা গরমের সময়—এণ্টি, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ককিউ, কল্চি, আইয়ড্, ল্যাকে, পাল্স্, সাল্ফা।

৪৫। শয্যার গরমে বৃদ্ধি—(১) আস, বেল্, কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, ড্রসি, গ্র্যাফা, লিডা, লাইকো, মার্ক, পাল্স, হ্রাস্, স্থাবাই, সাল্ফা, ভিরেট্রা ; (২) এম্ব্রা, ক্যাল্কে, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ফস্, ফস্-এসি, স্পঞ্জি, থুজা।

৪৬। অগ্নির উত্তাপে বৃদ্ধি—একোন্, এলাম্, এনাকা, এণ্টি, আর্ণি, সিনা, কল্চি, ক্রোকা, আইয়ড্, স্থাট্রা-মিউ, ওপি, ফস্, প্ল্যাটি, পাল্স্, স্থাবাই, স্পঞ্জি, সাল্ফা, থুজা।

৪৭। সূর্য্যোত্তাপে বৃদ্ধি হইলে—এগার, এণ্টি, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ইউফর, সাল্ফা, ভ্যালিরি, সিলিনি, * গ্লোনইন, কার্ব ভ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চাপন লাগা হেতু বৃদ্ধি।

৪৮। পীড়ার স্থানে চাপন লাগা হেতু বেদনার বৃদ্ধি—(১) এগার, এমাকা, ব্যারাইটা, ব্রাই, সিনা, হিপা; কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, প্ল্যাটি, সাইলি

সংস্থিতি।

[পোজিসন্ Position দেখ]

৪৯। উঠিলে বেদনার বৃদ্ধি—(১) একোন্, আর্ণি, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফা ; (২) ক্যামো, চায়না, কোনা, লাইকো, ওপি, ভিরাট্।

৫০। উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলে বৃদ্ধি—বেল, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, হ্রাস, রুটা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, এন্টি-টা, থুজা, ভিরাট্।

৫১। বেদনাযুক্ত অঙ্গ প্রসারণ করিলে বৃদ্ধি—এলাম্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, হিপা, ক্যাল্মি, ম্যাগ্নে, রুটা, সিপি, সাল্ফা, থুজা।

৫২। উপুড় হইলে বৃদ্ধি—একোন্, এলাম্, ব্যারাইটা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপা, নাক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, সিপি, স্পাইজি, থুজা, ভ্যালিরি।

৫৩। দাঁড়াইলে বৃদ্ধি—(১) এগার, এমোনি-মিউ, অরা, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ককিউ, কোনা, ম্যাগ্নে, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটি, পাল্স, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

৫৪। বসিলে বৃদ্ধি—(১) এগার, এম্ব্রা, আর্স, এসাফি, ব্যারাই, ক্যাপ্সি, সিনা, ফেরা, গুয়াই, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ন্যাট্রা, প্ল্যাটি, পাল্স, রুটা, সিপি ; (২) একোন্, এলাম্, এনাকা, কষ্টি, চায়না, ডাল্কা, ইউফর, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, ওপি, ফস্-এসি, হ্রডো, হ্রাস, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি, এন্টি-টা, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

৫৫। বিশ্রাম অবস্থায় বৃদ্ধি—(১) এগার, এসাফি, অরা, ক্যাপ্সি, কোনা, ড্রসি, ডাল্কা, ইউফর, ফেরা, ল্যাকে, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস,

সেষ, সাল্‌ফা, ভ্যালিরি; (২) এমোনি-মিউ, চায়না, কলোসি, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, মস্কাস্, রুটা, স্তাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যানা।

৫৬। শয়ন অবস্থায় বৃদ্ধি—একোন্, এমোনি-মিউ, আর্স, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, কলোসি, কুপ্রা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, নাক্স-ভ, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি।

৫৭। এক পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি—একোন্, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-এনি, সিনা, ক্রেয়া, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, ষ্ট্যাট্রা, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, স্তাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যানা।

৫৮। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি—এমোনি-মিউ, কষ্টি, বোরাক্স, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্‌স, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা।

৫৯। বামপার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি—একোন,এমোনি, কল্‌চি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, পালস, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফ, থুজা।

৬০। বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে যত বেদনা অনুভব না হয়, বেদনাশূন্য পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহা অপেক্ষা বেদনা অধিক হইয়া থাকে—এম্ব্রা, আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ক্যামো, কল্‌চি, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, ষ্ট্যানা।

৬১। অবস্থিতি-পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি—ক্যাপ্‌সি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, ফস, পাল্‌স, ষ্ট্যানা।

শরীর সঞ্চালন কার্য্য।

৬২। সাধারণ শরীর সঞ্চালন জন্য বেদনার বৃদ্ধি—আর্ণি, বেল্, ব্রাই, কল্‌চি, ইগ্নে, ডিজি, গ্র্যাফা, হেলে, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, ফস্, হ্রাস, স্পাইজি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি।

৬৩। কেবল মাত্র পীড়িত অঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি—আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাপ সি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, ক্রেয়া, গুয়াই, লিডা, মার্ক, মেজি, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

৬৪। পীড়িত অঙ্গ উত্তোলন করিলে বৃদ্ধি—আর্ণি, বেল্, ব্রাই, চায়না, কোনা, ফেরা, গ্র্যাফা, কেলি, লিডা, ন্যাট্রা, পাল্‌স, সাইলি।

৬৫। পীড়িত অঙ্গ ঘুরাইলে কিম্বা নোয়াইলে—এমোনিমিউ, আর্ণি, বেল্, ক্যাল্‌কে, ব্রাই, চায়না, সিকিউ, হিপা, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা।

৬৬। কোন প্রকার শকটারোহণ করিয়া ভ্রমনে বা কোন প্রকার দোলায় ঝুলিলে,—(১) আর্স, কফিউ, পিট্রো, সান্‌কা ; (২) কল্‌চি, ফেরা, নাক্স-ম, সিপি, সাইলি, (৩) বোরাক্স, কার্ব্ব-ভ, ক্রোকা, কল্‌চি, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, কস্, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

৬৭। ভ্রমণে বৃদ্ধি—আর্ণি; বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-ভ, চায়না, কল্‌চি, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফা, হেলে, লিডা, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, সার্‌সা, সিপি, স্কুইল্, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফিউ-এসি, ভিরাট্র।

৬৮। দৌড়াইলে বা দ্রুত ভ্রমণ করিলে,—আর্ণি, আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ক্যাপ্‌সি, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, হ্রাস, সেনিগা, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা।

৬৯। অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে,—আর্স, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি, সাল্‌ফিউ-এসি।

৭০। কোন উচ্চস্থানে আরোহণ হেতু,—একোন্, এলাম, আর্স, অরা, ব্যারাই, ব্রাই; ক্যাল্‌কে, ক্যানা, মার্ক, নাক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফ, থুজা।

৭১। অযথা অসাবধানে পাদবিক্ষেপে,—আর্ণি, ব্রাই, সিকিউ, কোনা, পাল্‌স, হ্রাস।

৭২। শারীরিক পরিশ্রম হেতু,—একোন, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, কফিউ, কফি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ; সাইলি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

৭৩। হাস্য করার দরুণ,—আর্স, বেল্, বোরাক্স, কার্ব্ব-ভ, চায়না, ডসি, ল্যাকে, ম্যাগে, ফস, ষ্ট্যানা।

৭৪। কাশিলে বৃদ্ধি—একোন্, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, ড্রসি, হিপা, ইপিকা, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৭৫। হাঁচির দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে—একোন্, এমোনি-মিউ, আর্ণি, আর্স, বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, চায়না, সিনা, লাইকো, মার্ক, মেজি, মস্কাস, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, স্পাইজি।

৭৬। নাসিকায় আঘাত লাগায় দারুণ বৃদ্ধি—আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে কষ্টি, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

৭৭। গান করার দরুণ,—এমোনি, ড্রসি, হিপা, ষ্ট্যানা, সাল্ফা।

৭৮। কথা বলার দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে—(১) এনাকা, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ককিউ, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, ফস, হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা; (২) একোন, এলাম্, এম্ব্রা, এমোনি, অরা, ক্যানা, চায়না, ডাল্কা, ফেরা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ফস-এসি, প্লাটি, পাল্স, হ্রাস, সিলিনি, সাইলি, ভিরেট্রা।

মানসিক গতি ইত্যাদি।

৭৯। মন চঞ্চল হইলে বেদনার বৃদ্ধি—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, ফস, ফস-এসি, পাল্স, ষ্ট্যাফি; (২) আর্স, অরা, কষ্টি, ককিউ, কফি, হাইয়স, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, ওপি, প্ল্যাটি, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৮০। নির্জ্জনে থাকা হেতু বৃদ্ধি—আর্স, কোনা, ড্রসি, মেজি, ফস, সাইলি, ষ্ট্রামো, জিঙ্ক।

৮১। লোকসংসর্গ হেতু,—(১) ব্যারাইটা, হাইয়স, লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্স, হ্রাস, এম্ব্রা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কোনা, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রাম্, পিট্রো, ফস, প্লাম্বা, সিপি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

৮২। মানসিক পরিশ্রমের দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে—(১) বেল, ক্যাল্কে, ইগ্নে, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, পাল্স, সিপি,

সাল্ফা ; (২) এম্ব্রা, এনাক্কা, আর্ণি, আর্স, অরা, বোরাক্স, ককিউ, লাইকো, থ্যুট্রা, ওলিয়েণ্ডা, থ্যাবাডি, সিলিনি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

৮৩। অধ্যয়নের দরুণ বেদনা বৃদ্ধি—(১) এগ্নাস্, অরা, ক্যাল্কে, সিনা, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, লাইকো থ্যুট্রা-মিউ, নাক্স-ভ, ফস, পাল্স, সাইলি ; (২) এসাফি, বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ককি, ডাল্কা, ইগ্নে, থ্যুট্রাম্, ওলিয়েণ্ডা, হ্রডো, রুটা, থ্যাবাডি, সাল্ফা, সাল্-ফিউ-এসি।

৮৪। লিখন হেতু—এসাফি, অরা, ক্যাল্কে, সিনা, ইগ্নে, থ্যুট্রা-মিউ, সিপি, সাইলি, জিঙ্ক্ ; (২) বোরাক্স, ব্রাই, চায়না, গ্র্যাফা, লাইকো, নাক্স-ভ, হ্রাস, স্পাঞ্জি, সাল্ফা।

৮৫। প্রচুর আলো হেতু ;—(১) একোন্, বেল্, ক্যাল্কে, কল্চি, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স, লাইকে, মার্ক, ফস্, ষ্ট্র্যামো ; (২) আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যাম্বো, চায়না, কফি, হেলে, হিপা, ইগ্ন, থ্যুট্রাম্, নাক্স-ভ, ফস-এসি, পাল্স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফা।

৮৬। গোলমাল হেতু বৃদ্ধি—(১) একোন্, আর্ণি, বেল্ ক্যাল্কে, ক্যামো, কফি, কোনা, লাইকো, থ্যুট্রাম্, নাক্স-ভ, প্লাটি, সিপি, স্পাইজি ; (২) এগ্নাস, অরা, ব্রাই, কার্ব-এনি, চায়না, কল্চি, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, পিট্রো, ফস্, পাল্স, জিঙ্ক্।

৮৭। প্রখর গন্ধ হেতু বৃদ্ধি—(১) একোন্, অরা, বেল্, ক্যামো, চায়না, কফি, কল্চি, গ্র্যাফা, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস ; (২) ব্যারাই, কোনা, হিপা, ইগ্নে, ফেলি, ফস্-এসি, সিলিনি, সিপি, সাইলি।

(খ) পীড়ার হ্রাস বা উপশম বোধ।

১। কোন বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বেদনার হ্রাসবোধ হয়—বেল্, কার্ব-ভ, কেলি, মার্ক, নাক্স-ভ, পডো, হ্রাস, ষ্ট্যাফি।

২। বেদনার স্থানে চাপন দিলে, উপশম বোধ—(১) এমোনি-মি, কোনা, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা, ফস্-এসি, ষ্ট্যানা; (২) এলাম্, এনাকা, আর্স, অরাম্, ব্রাই, কোকা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ফস্, হ্রাস, সাল্ফ-এসি।

৩। বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে হ্রাসবোধ—ক্যাম্ফ। (অন্য বিষয়ে চিন্তা নিবেশিত করিলে বেদনা হ্রাসবোধ—পাইপার-মেথিষ্টিকাম্)।

৪। শকটারোহণে উপশম বোধ—গ্র্যাফা, নাইট্রি-এসি।

৫। ভ্রমণে উপশম—(১) এমোনি-মি, আর্স, ডাল্কা, ফেরা, ম্যাগ্নে-কা, মস্কাস্, পাল্স, হ্রাস, সিপি; (২) এগার্, এলাম্, আর্স, অরা, ক্যাপ্সি, কোনা, লাইকো, মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, স্যাবাডি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, ভিরাট্র।

৬। কাফি খাইলে উপশম—আর্স, ক্যামো, কলোসি।

৭। সঞ্চালনে উপশম বোধ—(বিশ্রাম অবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি; ৩৯৯ পৃঃ দেখ)।

৮। ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম—(৩৮৯ পৃঃ উত্তাপে পীড়ার বৃদ্ধি দেখ।)

৯। পোজিসন্ বা অবস্থিতি পরিবর্ত্তনে উপশম—আর্স, ক্যামো, ইগ্নে, ফস-এসি, পাল্স, ভ্যালিরি।

১০। শয়নাবস্থায় উপশম—এলাম্, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যাস্থা, কার্ব্ব-এনি, কুপ্রা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, স্যাবাডি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্র।

১১। একপার্শ্বে শয়নে উপশম—আর্ণি, আর্স, নাক্স-ভ, ফস, সিপি।

১২। পীড়িত পার্শ্বে শয়নে উপশম—এম্ব্রা, আর্ণি, ** ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, * ক্যামো, *কলোসি, *ইগ্নে, *পাল্স, সিপি, ষ্ট্যানা।

১৩। বিশ্রামে উপশম—(শরীরসঞ্চালনকার্য্যে বৃদ্ধি ৪০৬ পৃঃ দেখ)।

১৪। নিদ্রা হইলে উপশম—একোন্, এনাকা, ব্রাই, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব-ভ, কলচি, ম্যাগ্নে, মার্ক, স্যাট্রা-মি, নাক্স-ভ, পিট্রো, ফস্-এসি, ষ্ট্যাস, স্কুইল, ষ্ট্যাফি, থুজা।

১৫। দণ্ডায়মান হইলে উপশম—আর্স, বেল্, ক্যাল্‌কে, কলচি, গ্র্যাফা, ইপিকা, মার্ক, মিউর-এসি, ফস্, প্লাম্বা।

১৬। রৌদ্রতাপে উপশম—কোনা, প্লাটি, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রন্‌শি।

১৭। ঘরের ভিতর থাকিলে উপশম বোধ—(৪০২পৃঃ খোলা বাতাসে বৃদ্ধি দেখ)।

অষ্টম অধ্যায়।

পোজিসন্ (POSITION.)

অর্থাৎ

শয়ন, অবস্থিতি এবং সংস্থিতি ইত্যাদি।

সময়বিশেষে রোগীর "পোজিসন্" দ্বারা সুচতুর চিকিৎসক ঔষধ-নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় "পোজিসন্" হইতেও ঔষধ-নির্ব্বাচন করার সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। রেমিটেণ্ট ফিবার ও কাশি হইয়া একটী রোগী নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে; বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া এইটি ফস্ফরাস কেস্ বলিয়া আমার অনুমান হইল; পরে ভৈষজ্যতত্ত্ব সহ মিলাইয়া দেখিলাম ফস্ফরাসই ইহার প্রকৃত ঔষধ এবং ফস্ফরাস দ্বারাই সে রোগী আরোগ্য লাভ করিল।

১। নিদ্রাবস্থায় বাহু মাথার উপর প্রসারিত করিয়া রাখে—(১) চায়না, নাইট্রি-এসি, প্ল্যাটি, নাক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা, ভিরাট; (২) ষ্ট্র্যামো, ক্যাল্-কা।

২। মস্তকের নীচে বাহু রাখিলে—একোন্, ককিউ, ম্যাগ্নে, কস্, ফস্-এসি, প্লাটি, টাটা, ক্যাজুপুটাম্।

৩। বাম হস্ত মস্তকেরর উপর রাখিলে—ভিজি।

৪। উভয় হাত মস্তকের উপর রাখিলে—পাল্স।

৫। বাম হস্ত মস্তকের পশ্চাৎ দিকে রাখিলে—একোন্।

৬। এক হস্ত মস্তকের পশ্চাৎ দিকে রাখিলে—কলোসি।

৭। পেটের উপর হাত রাখিলে—ম্যাগ্নে, প্লাটি, পাল্স।

৮। দস্তুরমত পা প্রসারিত করিয়া শয়ন—(১) কার্ব্ব-ভ, প্লাটি, পাল্স, ষ্ট্র্যামো ; ষ্ট্যানা, পাল্স।

৯। এক পায়ের উপরে অন্য পা রাখিয়া শয়ন—হুড়োডেন্।

১০। হাঁটু গুটাইয়া শয়ন—এম্ব্রা, ম্যাগ্নে, ভাইওলা-ওডো, মার্ক-কর।

১১। হাঁটু বুকের দিকে উঠাইয়া শয়ন—কার্ব্বি-ভ, ক্যামো, মার্ক, প্লপি. প্লাম্বাম্, পাল্স, ভাইওলা-ওডো।

১২। দুই পা প্রসারিত ও ফাঁক করিয়া শয়ন—নাক্স-ভ।

১৩। সম্মুখদিকে মাথা নোয়াইয়া শয়ন—একোন, ফস, পাল্স।

১৪। পার্শ্বদিকে মাথা বক্র করিয়া শয়ন—সিনা, স্পঞ্জি।

১৫। পশ্চাৎ দিকে মাথা বক্র করিয়া শয়ন—বেল, চায়না, হেলে, হিপা, নাক্স-ভ।

১৬। চিৎ হইয়া সাধারণতঃ শয়ন করিলে—(১) ব্রাই. নাক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস ; (২) একোন্, এণ্টি, অরা, ক্যাল্কে, চায়না, সিকুটা, কলোসি, ডিজি, ড্রসি, ফেরা, ইগ্নে, লাইকো, প্লাটি, সালফা ; (৩) এসিটিক্-এসিড, এম্ব্রা, আর্স, বিস্মাথ, কার্ব্বোনিয়াম্-হাইড্রো, ক্যামো, ক্রোকা, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, হিপা, মার্ক-কর, ম্যাগ্নে, মেজি. মিউর-এসি, ওপি, অক্স্যালিক্-এসি, ফস্, ষ্ট্যানা, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক।

১৭। উপুড় হইয়া অর্থাৎ পেটের উপর ভর করিয়া শয়ন—আর্স, বেল. এসিটিক-এসি, ককিউ, ক্রোটন, কুপ্রা, ল্যাকে, ফাইটো, প্লাম্বা, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

১৮। না নড়িয়া চড়িয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিলে—লাইকো।

১৯। বামপার্শ্বে শয়ন করিলে—একোনি, এমোনি-মি, এট্রোপি, ব্যাফো, জেল্‌স, ন্যাট্রা-কার্ব্ব, সোরিনাম, স্যাবাইনা।

২০। দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া থাকিলে—ক্যামো, আইরিস্।

২১। বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম—কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা, *ফস্, সাইলি, কল্‌চি, ন্যাজা, ট্যাবেকা, থিয়া।

২২। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম—(১) অরা, মার্ক, পাল্‌স; (২) প্রুনাস-স্পাইনোসা, সোরিনাম্, র‍্যানানকুলাস্-বাল্‌বোসাস, সাল্‌ফা।

২৩। চিৎ হইয়া শুইতে অক্ষম—একোন্, এলাম্, ব্যারাইটা, কষ্টি, কল্‌চি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা, **ফস্, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

২৪। হাত মুঠা করিয়া শয়ন করিলে—সিপি।

২৫। অস্বাভাবিক ভাবে অবস্থিতি—বার্ব্বেরিস্।

২৬। শুইয়া থাকিতে অক্ষম—গ্লোনইন্, ট্যারেণ্ট্।

২৭। অত্যন্ত সর্দ্দির দরুণ শুইতে না পারিলে—ম্যাগ্নে-মি

২৮। কেবল বিছানায় বসিয়া থাকিতে পারে—একোন, আর্স, চায়িনা, সিনা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ফস্, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক।

নবম অধ্যায়।

—০—

বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক স্বধর্ম্ম এবং ধাতু।

১। অনেক সময় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া কতক-নির্ব্বাচন-ক্রিয়া কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য শারীরিক স্বধর্ম্মাদি বিবেচনায় ঐ সমস্ত ঔষধ হইতে বিশেষ ঔষধ নির্ব্বাচিত করিয়া লইলে অনেক সময় আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বয়স এবং লিঙ্গ।

২। (ক) পুরুষদের জন্য—(১) একোন্, এলাম্, অরা, ব্রাই, ক্যাম্ফা, কার্ব্ব-ভ, চায়না, ক্রেমা, ককি, কল্চি, ডিজি, ইউফর্বি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ক্যাল্মিয়া, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স ভ, ওপি. ফস, হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক; (২) এগার, এলাম্, এনাকা, এণ্টি ফস, হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা; (২) এগার, এলাম, এনাকা, এণ্টি, আর্স, ব্যারাইটা, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-এনি, কষ্টি, কোনা, হিপার, ল্যাকে, লাইকো-মস্কাস্, মিউর-এসি, পিট্রো, ফস্-এসি, প্লাম্বা, পাল্স, সেনিগা, ষ্ট্যানা, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভিরাট্।

(খ) স্ত্রীলোকের জন্য—(১) একোন্, এম্ব্রা, এমোনি-মিউ, এসাফি, বেল্, ক্যামো, চায়না, সিমিউ, কোনা, ক্রোকা, হাইয়স, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-কা; ম্যাগ্নে-মিউ, মস্কাস্, নাক্স-ম, প্ল্যাটি, পাল্স, হ্রাস, স্যাবাইনা, সিপি, ষ্ট্যানা, ভ্যালিরি; (২) এলাম্, এমোনি, আর্ণি, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কষ্টি, ককিউ, ফেরা, গ্র্যাফা, হেলে, হিপার, ক্যাল্মি, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ, ফস্, রুটা, স্যাবাডি, সিকেলি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

(গ) বালকের জন্য—একোন, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো,

কফি, হিপার, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ম, সাইলি, সাল্ফার ; (২) এম্ব্রা, আর্স, অরা, ব্যারাইটা, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাম্ফা, চায়না, সিনা, ড্রসি, হিপার ম্যাগ্নে-কা, নাক্স্-ম, পাল্স, হ্রাস, রুটা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি, ভিরাট্।

(ঘ) যুবকদের জন্য—একোন্, বেল, ব্রাই, ল্যাকে।

(ঙ) বৃদ্ধের জন্য—এম্ব্রা, অরা, ব্যারাইটা, কোনা, ওপি, সিকেলি।

শারীরিক স্বধর্ম্ম।

৩। কোমল শরীর, শুভ্রবর্ণ, নীলচক্ষু, কটা ও পাতলা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে—বেল, ব্রোমি, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ক্যামো, ক্লেমা, কোনা, ককিউ, ডিজি, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, সাল্ফা।

৪। দৃঢ় শরীর ও কালবর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে—একোন, এনাকা, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্মিরা, ম্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ, প্ল্যাটি, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

৫। পিত্তপ্রধান ধাতুর পক্ষে—(১) একোন্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, মার্ক, নাক্স-ভ, পাল্স ; (২) এণ্টি, আর্স, এসাফি, ক্যানা, কল্চি, ডেফ্নি, ডিজি, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, সিকেলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

৬। বায়ুপ্রধান ধাতুর পক্ষে—(১) একোন্, ব্যারাইটা, বেল, চায়না, কোনা, কুপ্রা, ইগ্নে, মার্ক, ম্যাট্রা, নাক্স-ভ, ফস, প্ল্যাটি, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্যানা, সাল্ফা, ভ্যালিরি, ভাইওলা-ওড্ ; (২) এলাম্, আর্স, কার্ব-ভ, ক্যামো, ডিজি, গ্র্যাফা, হিপার, হাইয়স, লরোসি, লাইকো, ম্যাট্রাম্, নাক্স-ম, ফস্-এসি, হ্রাস, স্যাবাইনা, সিপি, ষ্ট্র্যামো, টিউক্রি।

৭। লিম্ফেটিক্ বা লৌম্বিকাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি। এতাদৃশ গাত্রে আঁচড়টী লাগিলেই সেস্থান পাকিয়া পূঁজ জন্মে। তাহাদের পক্ষে—(১) বেল, ক্যাল্-কার্ব, কার্ব-ভ, চায়না, লাইকো, মার্ক,

স্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা ; (২) এমোনি-মিউ, অর্নি, আর্স, ব্যারাইটা, ডাল্‌কা, ফেরা, গ্র্যাফা, প্লেট্রা, হ্রাস, থুজা, স্ক্রফি-লা বা গণ্ডমালার বিশেষ চিকিৎসা দেখ।।

৮। অসাড় ও স্ফীত শরীরের পক্ষে—এমোনি, এণ্টি, আর্স, এসাফি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, কুপ্রা, ফেরা, হেলে, কেলি, ল্যাকে, পাল্‌স, হ্রাস, সেনিগা, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

৯। হাল্‌কা-শরীরী লোকের পক্ষে—(১) এম্ব্রা, নাক্স-ভ, ফস, সিপি।

১০। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে—(১) এম্ব্রা, আর্স, ব্রাই, চায়না, গ্র্যাফা, ল্যাকে, মার্ক, স্যাট্রাম্, নাক্স-ভ, ষ্ট্যানা, সাল্‌ফা ; (২) এণ্টি, ব্যারাইটা, ক্যামো, ক্লেমা, কুপ্রা, ফেরা, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বা, পাল্‌স, সিকেলি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা।

১১। মোটা ও বৃহৎকায় ব্যক্তির পক্ষে—এণ্টি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, কুপ্রা, ফেরা, গ্র্যাফা, লাইকো, পাল্‌স, সালফার।

১২। নিতান্ত ক্ষীণ ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে—এম্ব্রা, বেল, ক্যালাডি, সিকিউ, ককিউ, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে, পাস্‌স, সাইলি, সালফা।

১৩। কফীয় ধাতুর পক্ষে—বেল, ক্যাপ্‌সি, চায়না, ল্যাকে, মার্ক, মেজি, স্যাট্রা-মিউ, পাল্‌স, সেনিগা।

১৪। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে—একোন্, আর্স, ক্যামো, নাইট্রি-এসি, নাক্স-ভ।

১৫। বিষণ্ণচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে—একোন্, অরা, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, স্যাট্রাম্, প্ল্যাটি, পাল্‌স, হ্রাস, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

১৬। সহজে উত্তেজিত স্বভাববিশিষ্ট লোকের পক্ষে—আর্স, এণ্টি, ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফা, কফি, কোনা, কুপ্রা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস, প্ল্যাটি, স্যাবাডি।

১৭। স্ত্রীলোকদের গত প্রৌঢ় অবস্থা অর্থাৎ ঋতু অন্তর্দ্ধানের বয়স—কোনা, ইগ্নে, সিপি, সাল্‌ফা।

১৮। ঋতু অন্তর্দ্ধান হেতু রক্তাধিক্য হওয়ার দরুণ পীড়া হইলে—এমোনি-নাইট্রেট্‌, ল্যাকে, সেঙ্গু, সিপি।

১৯। অনেক সময় সিফিলিস্‌, বা উপদংশ, সোরা, সাইকোসিস্‌ স্ক্রফিউলা এবং পারদের অপব্যবহারের দরুণ শরীরের রক্ত ও ধাতু বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া যায়।—এতাদৃশ শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিতে কোন রোগ জন্মিলে নিতান্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধও তাহাতে প্রকৃতভাবে কার্য্য করিতে পারে না; তখন সুচিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে উপরোক্ত কয়েকটী বিষয় অনুধাবন করিয়া তাঁহার রোগীর শরীর যে ভাবে বিকৃত, তাহার প্রকৃত প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরে তাঁহার নির্ব্বাচিত ঔষধ ব্যবহার করিবেন। অনেকেই জানেন, পূর্ব্বাপর এরূপ একটী নিয়ম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রচলিত আছে যে, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ কার্য্যকারী না হইলে সাল্‌ফার প্রয়োগ করিয়া লইবে। সে নিয়মের মূল এই যে, সাল্‌ফার মোটামুটীরূপে উপরোক্ত কয়েক প্রকার শারীরিক বিকৃত অবস্থাই সংশোধন করিতে সক্ষম। এস্থলে উল্লিখিত কয়েক প্রকার শারীরিক বিকৃত অবস্থারই প্রতিষেধক ঔষধ সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সন্নিবেশিত হইল। এ সমস্ত অবস্থায় এই সকল ঔষধের প্রায়ই ৩০ শ শক্তি কখন কখন ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের বিশেষ চিকিৎসা যথাস্থানে লিখিত হইবে।

ক। স্ক্রফিউলা বা গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু—(১) সাল্‌ফার, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব; (২) এগ্নাস, এসাফি, অরা, ব্যাডিএগা, ব্যারাইটা, বেল্‌, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স, ক্যাল্‌-ফস্‌, ক্যাল্‌-মিউর, সিষ্টাস, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, হাইড্রাষ্টি, আইয়ড্‌, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফাইটো, হ্রাস, রূমেক্স, সিপি, সাইলি, থেরিডি, থুজা এই অধিকারের প্রধান প্রতিষেধক ঔষধ।

খ। উপদংশ এবং সাইকোসিস্‌গ্রস্ত ধাতু—(১) সাল্‌ফার, নাইট্রিক্‌-এসিড্‌, মার্ক-আইয়ড্‌, মার্ক-কর, মার্ক-সল; (২) আর্জেণ্টা-নাইট্‌,

আর্ণিকা, আর্স, কার্ব্বেরিস্, কার্ব-ভেজি, কেলি-বাইক্র, ল্যাকে, লাইকো, ফস্-এসি, সিপি, সিফিলিনাম্, থুজা।

গ। সোরা অর্থাৎ চর্ম্মরোগবিশেষগ্রস্ত ধাতু—এই অধিকারে সাল্ফার সোরিনাম, অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঘ। পারদের অপব্যবহারের দরুণ শারীরিক অবস্থা বিকৃত হইলে—(১) হিপার, নাইট্রিক-এসি, সালফা এবং ক্যাল্কেরিয়া অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রথমে হিপার দিয়া তৎপরে নাইট্রিক-এসিড্ দিবে, যদি তাহাতেও মনোমত ফল না পাওয়া যায়, তবে সপ্তাহে ২।১ মাত্রা সাল্ফার ব্যবহারের পর ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহার করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

ঙ। কৃমিগ্রস্ত ধাতু—(২২৯-২৩৫ পৃঃ দেখ)।

হোমিওপ্যাথিক প্রধান প্রধান ঔষধনিচয়ের

প্রতিষেধক ঔষধচয় বা য়্যাণ্টিডোট্‌স্

(ANTIDOTES) অর্থাৎ

বিষক্রিয়া-নাশক ঔষধাবলী।

ঔষধ — য়্যাণ্টিডোট্‌স।

অক্‌স্যালিক্ এসিড্—চক। চার্খড়ি।

অবাম্-মেটালিকাম্—মার্ক, বেল, কিউপ্রাম্।

অরাম-মিউরিয়েটিকাম্—মার্কুরিয়াস্।

আইওডিয়াম্—চায়না, ওপি, দুগ্ধ, গ্র্যাটিওলা।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রি—মার্ক, ন্যাট্রাম্-সল্ট্।

আর্জণ্টাম্-মেটা—মার্ক, পালস্।

আর্ণিকা—ক্যাম্ফর, ককিউলাস, ইগ্নেসিয়া।

আর্সেনিক—ক্যাম্ফর, চায়না, আইওড্, নাক্স, ভিরাট, ইপিকাক্।

ইউপেটোরিয়াম্—কফি।

ইউফরবিয়াম্—ক্যাম্ফর।

ইউফ্রেসিয়া—ক্যাম্ফর, পালস্।

ইগ্নেসিয়া—কফি, ভিনিগার, পালস, ক্যাম্ফর।

ইথুজা—ক্যাম্ফর।

ইপিকাক্—চায়না, নাক্স, ভিরাট।

ইলাটিরিয়াম্—ক্যাম্ফর।

ঔষধ — য়্যাণ্টিডোট্‌স্।

একটিয়া-রেসিমোসা—ওয়াইন, ক্যাম্ফর, সিকেলি।

একোনাইট—ভেজিটেবল এসিড্‌স, ওয়াইন, ক্যাম্ফর।

এঙ্গাসটুরা—কফি।

এগারিকাস—ওয়াইন, কফি, ক্যাম্ফর, নাইট্রিক্-এসিড।

এগ্নাস-ক্যাষ্টাস—ক্যাম্ফর।

এনাকার্ডিয়াম্—ক্যাম্ফর, কফি।

এণ্টিমোনিয়াম্-ক্রুডা—হিপার, মার্ক।

এণ্টিমোনিয়াম্-টার্ট—চায়না, ইপিকাক পালস।

এপিস-মেলিফিকা—ল্যাকেসিস, হ্রাস।

এপোসাইনাম্—ব্রাইওনিয়া, চায়না।

এমোন-মিউর—ক্যাম্ফর, কফি, হিপার।

এমোনিয়াম-কার্ব্ব—ক্যাম্ফর, হিপার।

এমোনিয়াম্-কষ্টি—ভিনিগার।

এম্‌ব্রাসিয়া—ক্যাম্ফর, নাক্স-ভামিকা।

এলুমিনা—ব্রাইওনিয়া, ক্যামো, ইপিকাক।

এলোজ—এসিড্‌স, ভিনিগার।

ঔষধ	য়্যান্টিডোট্‌স।
এসাফিটিডা—কষ্টিকাম, চায়না।	
এসারাম—এসিড্‌স, ক্যাম্ফর।	
ওপিয়াম্—কফি, ভিনিগার, ক্যাম্ফর	
ওলিএণ্ডার—ক্যাম্ফর, নাক্স।	
ককিউলাস—ক্যাম্ফর, নাক্স, ষ্ট্যাফি।	
কফিয়া—একোন, ক্যাম্ফর, ইগ্নেসিয়া, ট্যাবেকাম্।	
কলচিকাম্—ভিনিগার, পাল্‌স, নাক্স, ক্যাম্ফর।	
কলোসিন্থ—ক্যাম্ফর, কফি, কষ্টিকাম, দুগ্ধ, ওপিয়াম।	
কষ্টিকাম্—কফি, নাক্স, কলোসিন্থ, লরোসিরেসাস।	
কার্ব্বো-এনিমেলিস—ক্যাম্ফর।	
কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস—ক্যাম্ফর, কফি, আর্স, ফেরাম্।	
কুপ্রাম্—মিল্ক, এল্‌বুমেন্, চায়না।	
কেলি-আইওড্—চায়না, ভ্যালিরি, মার্ক।	
কেলি-কার্ব্বনিকাম্—ক্যাম্ফর, কফি।	
কেলি-বাইক্রোমিকাম্—নাক্স, ফস।	
কোনায়াম্—কফি, নাইট্রি-এসিড্।	
কোপেইবা—মার্কিউরিয়াস্।	
কোরালিরাম্-রুব্রাম্—ক্যাল্‌ক্-কার্ব্ব, কফি।	
ক্রিয়েজোটাম্—একোন, নাক্স, ফেরাম্।	
[illegible]—একোন, বেল, ওপিয়াম।	

ঔষধ	য়্যান্টিডোটস।
ক্লিমাটিস—ক্যাম্ফর, ব্রাইওনিয়া।	
ক্যাকটাস—ক্যাম্ফর, একোন, চায়না।	
ক্যানাবিস-স্যাটাইভা—এসিডস, ক্যাম্ফর	
ক্যান্থারি—ভিনিগার, এলকোহল, ক্যাম্ফর।	
ক্যাপসিকাম্—ক্যাম্ফর।	
ক্যামোমিলা—কফি, পালস, ইগ্নেসিয়া।	
ক্যাম্ফর—ওপিয়াম্।	
ক্যালকেরিয়া—ক্যাম্ফর, সালফার।	
ক্যালকেরিয়া ফস—নাক্স-ভমিকা।	
ক্যা[illegible]মিয়া—হুডোডেণ্ড্রণ।	
গ্যাম্বোগিয়া—কলোসিন্থ, মার্কিউরি।	
গুয়েকাম্-নাক্স-ভমিকা।	
গ্লোনয়ইন—আইওডিয়াম্, ক্যাম্ফর।	
গ্র্যাটিওলা—আইওডিয়াম্।	
গ্র্যানেটাম্—ভিরেট্রাম্।	
গ্র্যাফাইটিস—ওয়াইন, আর্স, নাক্স।	
চায়না—আর্সেনিক, ভিরেট্রাম্।	
চেলিডোনিয়াম্—ক্যাম্ফর।	
জিঙ্কাম—ওয়াইন, হিপার, ইগ্নে, লোবিলিয়া।	
জিনসেঙ্গ—ক্যাম্ফর।	
জেলসিমিয়াম্—ক্যাফো, হ্রাস।	
টিউক্রিয়াম্—ইগ্নেসিয়া।	
টেরিবিন্থিনা—ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস।	
ট্যাবেকাম—ওয়াইন, নাক্স-ভ।	
ট্যারাকসকাম্—ক্যাম্ফর।	

ঔষধ	য়্যাণ্টিডোট্স্।
ডাল্কেমারা—মার্ক, ইপি, ক্যাম্ফর, ক্যাপ্সি।	
ডিজিটেলিস্—দুগ্ধ, ভিনিগার, নাক্স, ওপিয়াম্।	
ড্সেরা—ক্যাম্ফর।	
থুজা—মার্ক, ক্যামো, কল্চি।	
নাইট্রিক্-এসিড—মার্ক, ক্যাম্ফর, হিপার, ক্যাল্কে।	
নক্স ভমিকা—ওয়াইন্, কফি, ক্যাম্ফর, ওপিয়াম, ল্যাকেসিস।	
নাক্স-মস্কেটা—ক্যাম্ফর।	
ন্যাজা—আর্স, বেল।	
ন্যাট্রাম-কার্ব্ব—আর্স, ক্যাম্ফর।	
ন্যাট্রাম্-মিউ—আর্স।	
পডোফাইলাম্—নাক্স-ভমিকা।	
পাল্সেটিলা—ভিনিগার, কফি, ক্যামো, নাক্স-ভমিকা।	
পিট্রোলিয়াম্—একোন, নাক্স-ভ, ক্যাম্ফর	
প্লাটিনা—পাল্সেটিলা, কল্চি।	
প্লাম্বাম—সাল্ফ-এসিড, প্ল্যাটি, ওপিয়াম, ইথুজা।	
ফস্ফরাস—ওয়াইন, ক্যাম্ফর, নাক্স-ভ, কামো।	
ফস্ফরিক্-এসিড্—ক্যাম্ফর, কফি।	
ফাইটোলেক্কা—ওপিয়াম, কফিয়া।	
ফিলিক্স্মাস—ক্যাম্ফর।	
ফেরাম্—এসিটিকাম্—আর্স, হিপার, চায়না।	

ঔষধ	য়্যাণ্টিডোট্স।
বার্ব্বেরিস—ক্যাম্ফর।	
বিসমাথ—নাক্স, ক্যাম্ফর।	
বেলাডোনা—কফি, ক্যাম্ফর।	
বোভিষ্টা—ক্যাম্ফর।	
বোরাক্স—ক্যামোমিলা, কফি।	
ব্যাপ্টেসিয়া—ক্যাম্ফর।	
ব্যারাইটা কার্ব্ব—বেল, ক্যাম্ফর, মার্ক।	
ব্যারাইটা-মিউর—এল্বুমেন।	
ব্রাইওনিয়া—একোন, নাক্স, ফেরাম।	
ব্রোমিন—ওপিয়াম, কফি, ক্যাম্ফর।	
ভাইওলা-ওডো—ক্যাম্ফর।	
ভাইলা-ট্রি—ক্যাম্ফর।	
ভাইবাস্কাম্—ক্যাম্ফর।	
ভিনিকামাইনর—ভেজিটেবল-এসিডস্।	
ভিরেট্রাম্-এল—একোন, কফিয়া, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।	
ভেলিরিয়ানা—ক্যাম্ফার, কফিয়া।	
মস্কাস—ক্যাম্ফর, কফিয়া।	
মার্ক-কর্—সিপিয়া, লোবিলিয়া, মার্ক-সল।	
মার্কিউরিয়াস্—অরাম, নাইট্রি-এসিড; সালফার, এমোন-কার্ব্ব।	
মিউরিয়াটিক-এসিড—ক্যাম্ফর, ইপি-কাক।	
মিনিয়্যান্থিস্—ক্যাম্ফর।	
ম্যেজিরিয়াম—ভিনিগার, ক্যাম্ফর, মার্ক-সল।	

ঔষধ	য়্যাণ্টিডোট্স্।
মেকাইটিস্—ক্যাম্ফর।	
ম্যাঙ্গেনাম্—কফি, মার্ক।	
ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব—নাক্স, মার্ক।	
ম্যাগ্নেসিয়া মিউর—ক্যামো।	
রুটা—ক্যাম্ফর।	
র‍্যানানকুলাস—ব্রাইওনিয়া, হ্রাস-টক্স, ক্যাম্ফর।	
লরোসিরেসাস্—কফি, ওপিয়াম।	
লাইকোপোডিয়াম—কফি, পাল্স্, কষ্টি ক্যাকে।	
লেডাম—ক্যাম্ফ, হ্রাস-টক্স।	
লোব্লিলিয়া—ক্যাম্ফ, ইপিকাক।	
ল্যাক্টুকা-ভিরোসা—ভেজিটেবল-এসিডস, কফি।	
ল্যাকেসিস্—বেল, আর্স।	
ষ্ট্রেন্সিয়ানা—ক্যাম্ফর।	
ষ্ট্যানাম্—পাল্স।	
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ক্যাম্ফর।	
ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—ভেজিটেবল-এসিডস, নাক্স, ওপি।	
সাইক্লামেন্—পাল্সেটিলা।	
সাইসিসিয়া—হিপার, ক্যাম্ফর।	
সালফার—মার্ক, নাক্স, চায়না, ক্যাম্ফর।	
সাল্ফিউরিক্-এসিড্—পাল্স।	
সার্সাপেরিলা—ক্যাম্ফর।	
সিকুটা—আর্ণিকা, টুবাকো, ক্যাম্ফর, ওপিয়াম।	

ঔষধ	য়্যাণ্টিডোট্স্।
সিকেলি—ক্যাম্ফর।	
সিনা—ব্রাইওনিয়া, চায়না।	
সিনেবার—নাইট্রি-এসিড, সালফার।	
সিপিয়া—একোনাইট্, মার্ক।	
সলিনিয়াম্—পাল্স, ইগ্নেসিয়া।	
সিস্টাস—বেলেডোনা।	
সেনিগা—বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফর।	
স্কুইলা—ক্যাম্ফর।	
স্পঞ্জিয়া—ক্যাম্ফর।	
স্পাইজিলিয়া—অরাম, ক্যাম্ফর, কাকিউলাস।	
স্যাবাইনা—পাল্স, ক্যাম্ফর।	
স্যাম্বুকাস—আর্স, ক্যাম্ফর, কলচি।	
হাইওসায়েমাস—ভিনিগার, ক্যাম্ফর, বেলেডোনা।	
হাইড্রাস্টিস্—পাল্স।	
হাইড্রোসিয়ানিক্-এসিড—ক্যাম্ফর, কফিয়া, ওপিয়াম্।	
হিপার-সালফার—ভিনিগার, বেল, ক্যামো।	
হেমামেলিস—পাল্স।	
হেলেবোরাস—ক্যাম্ফর, চায়না।	
হ্রডোডেন্ড্রন্—ক্লিমাটিস, হ্রাস।	
হ্রাস টক্স—ব্রাইও, কফি, লিডাম্, এপিস্।	
হ্রাস-রেডি—ব্রাইওনিয়া, কফি, পাল	
হ্রিয়াম্—ক্যাম্ফর।	